বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষা: শিক্ষাক্রম ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের শর্তপূরণের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

465955

GIFT

গবেষক

শেখ সালমা নার্গিস

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

সালমা আখতার
অধ্যাপক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
465955

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এপ্রিল ২০১২

বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষা: শিক্ষাক্রম ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের শর্তপূরণের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

GIFT

গবেষক

শেখ সালমা নার্গিস

465955

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

সালমা আখতার
অধ্যাপক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এপ্রিল ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পিতা শেখ আব্দুস সালাম,
তাঁর নীতি ও আদর্শের পথের অবিরাম সাহসী যোদ্ধা মা বেগম মনোয়ারা সালাম,
নৈতিক চেতনাসমূহকে সামষ্টিক কর্মে রূপান্তরের সাধক শহীদ আল বোখারী মহাজাতক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত
কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের নৈতিক পাঠ্যক্রমের আলোকে পাঠ গ্রহণরত শিক্ষার্থীরা
এবং বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের সকল শিশুর প্রতি গবেষণাটি উৎসর্গকৃত।

465955

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা–১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৬৬১৯২০-৭৩/
ই-মেইল:

Institute of Education & Research (IER)
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Fax : 880-2-8615583
E-mail :

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, শেখ সালমা নার্গিস কর্তৃক উপস্থাপিত বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষা: শিক্ষাক্রম ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্য ইতিপূর্বে উপস্থাপন করা হয়নি।

সালমা আখতার
অধ্যাপক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

ঘোষণা করছি যে, বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষা: শিক্ষাক্রম ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক সালমা আখতার এর তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্য ইতিপূর্বে উপস্থাপিত হয়নি।

তারিখঃ

শেখ সালমা নার্গিস
পিএইচ.ডি. গবেষক
নিবন্ধন নম্বরঃ ১০৭/২০১০-২০১১(পুনঃ)
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের সকল পর্যায়েই বেশ কিছু মানুষের কাছে আমি অসীম ঋণে আবদ্ধ হয়ে আছি। আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনেক উর্দ্ধে তাঁদের অবস্থান। তথাপি নিজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই কিছু নাম অন্তত উপস্থাপন করার আকাঙ্ক্ষা বোধ করি।

এই গবেষণার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক অধ্যাপক সালমা আখতার এর প্রতি আমার ঋণের বিষয়টি কেবল এই নয় যে তিনি শুধু এই গবেষণা তত্ত্বাবধানের নিয়মমাফিক নির্দেশনা বা সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও আন্তরিকতার সাথে সাধন করেছেন, আমি তাঁর প্রতি বিশেষভাবে ঋণী একারণেও যে তাঁর পেশাগত ও ব্যক্তিগত অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কর্মভারের মাঝেও এই গবেষণার দায়িত্ব গ্রহণে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তিনি অস্বীকার করেননি একজন নৈতিক মানুষ হিসেবেই। তাঁর মূল্যবান দিক নির্দেশনা, দায়িত্বশীল নিবিড় তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণাটি সম্পাদন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তাঁর প্রতি আমি বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন অধ্যাপক ও পরিচালক ড. ছিদ্দিকুর রহমান এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁর মহৎ সাহায্যেই এই গবেষণার প্রারম্ভিক বিভিন্ন সংকট উত্তরণ আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আমার কাছে দুর্বোধ্য বলে পরিগণিত গবেষণা ও শিক্ষাক্রমের বিষয়গুলিকে তিনি হাতে ধরে শিখিয়ে দিয়ে তত্ত্বাবধায়কের কাছে আমাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। শত ব্যস্ততায়ও তিনি কখনো বিমুখ করেননি। তাঁর কাছে আমি চিরঋণী।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. কাজী নূরুল ইসলাম আমার জীবন ও স্বপ্নের সাথে এই গবেষণাকে সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ঋণ শুধু গবেষণার নয়, জীবনের।

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গুণগত গবেষণার একজন অন্যতম বিশেষজ্ঞ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান Development Support Link এর প্রধান, শ্রদ্ধাভাজন অচিন্ত্য দাশগুপ্ত প্রবল কর্মব্যস্ততার মাঝেও আমাকে সর্বাত্মক সাহায্য করেছেন। তাঁর নিজের ও উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু গবেষণাপত্র এবং মূল্যবান উপদেশ প্রদান করে তিনি আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের বিশিষ্ট পরামর্শক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কফিল উদ্দিন আহাম্মদ বিভিন্ন সময়ে শিক্ষাক্রম বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ প্রদান করে গবেষণায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই গবেষণার তথ্যসমূহের বিন্যাস প্রক্রিয়ায় ও সংখ্যাগত বিশ্লেষণে নিঃস্বার্থ সাহায্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিষয়ের এম.এসসি. পরীক্ষার্থী আরাফাত উদ্ জামান ও হাসিনা ইসলাম। তাদের কাছে আমি ঋণী। গবেষণা পদ্ধতির বেশকিছু মূল্যবান বই ও পরামর্শ প্রদান করে সাহায্য করেছেন আই ই আর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক বিষ্ণু অধিকারি এবং শিক্ষা ও সামাজিক গবেষক পুষ্পেন পাল। তাদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, দর্শন বিভাগের সেমিনার, নায়েম, গণগ্রন্থাগার, ঢাকা ও কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি, ব্রিটিশ কাউন্সিলসহ ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন বিদ্যালয় ও লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে তারা আমাকে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বই, গবেষণা ও জার্নাল অধ্যয়নের সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইন্টারন্যাশনাল বুক ডিস্ট্রিবিউটর জনাব রবিউল আলমের প্রতি যিনি দিল্লী থেকে আমার চাহিদা মতো বই এনে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন।

গবেষণার শেষ দুবছরে আমাকে প্রেষণ মঞ্জুর করে গবেষণাটি ত্বরান্বিত করার সুযোগ করে দেওয়ায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃপক্ষ আমাকে বৃত্তি মঞ্জুর করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

অভিসন্দর্ভটির বিভিন্ন সারণির উপস্থাপন ও সার্বিক ওরিয়েন্টেশন যাতে সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয় সেজন্য আমার প্রাক্তন সহকর্মী কাজী মো. শহিদুল ইসলাম আন্তরিকতার সাথে সাহায্য করেছেন। তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গবেষণাটি সম্পাদনের দীর্ঘ সময়ে আমার মায়ের প্রতি যথার্থভাবে যত্ন ও মনোনিবেশ করতে পারিনি বলে সার্বক্ষণিক অপরাধবোধে ভুগি। বরং তিনিই আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ভাই-বোনের প্রতিও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছি।

এছাড়াও অনেক ঋণ রয়েছে যা এই স্বল্প পরিসরে প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। সকলের সাহায্য ও সহযোগিতাতেই এই গবেষণাটি আমার পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। সকলের প্রতি আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

নিবদক
শেখ সালমা নার্গিস

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সারসংক্ষেপ

শিক্ষা সমাজ স্বীকৃত নৈতিক আচরণগত পরিবর্তনে ব্যক্তিকে সহায়তা করে। শিক্ষার মধ্য দিয়েই আদর্শ বা নৈতিকতা অর্জিত হয়। সামাজিক ন্যায়বিচার, সমতা ও সাম্যকে সামাজিক ভাবে অনুশীলন ও উদ্বুদ্ধ করাই হলো নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য। আর নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর জীবনকে কোন আদর্শের মধ্যে পরিচালিত করে তার চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করা।

ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মানবিক, ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নৈতিক শিক্ষা প্রয়োজন। মানুষের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি এবং সাফল্য নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে তার কর্তব্য প্রতিপাদনের উপর। আর এই কর্তব্য প্রতিপাদনের শক্তি ও প্রেরণার উৎস হলো সততা ও পবিত্রতার মত নৈতিক বিষয়াবলি।

নৈতিক শিক্ষা মানুষের মধ্যে সৎ গুণাবলির সমাবেশ ঘটিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানবিক উৎকর্ষ সাধিত করে এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আমরা আমাদের ভদ্রতা খুব দ্রুত হারিয়ে ফেলছি এবং সেগুলি পুনরুদ্ধার করাটা খুব জরুরি। আমাদেরকে অবশ্যই মানুষের সাথে সেই আচরণ করতে হবে, যে আচরণ আমরা তাদের কাছে প্রত্যাশা করি। কোন আচরণটি ভালো বা মন্দ, কোন কাজটি করা উচিত বা উচিত নয়, কীভাবে মানুষের সাথে ব্যবহার করতে হয়, পরিশ্রমনির্ভর কর্মমুখী নাগরিক হওয়াটা প্রয়োজন কেন তা জানা জরুরি। নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশু ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখে পৃথিবীর সকল ভুল ও শুদ্ধতার মাঝে সঠিক পথে টিকে থাকতে পারে।

আমরা কীভাবে একটি ভালো শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক শৃঙ্খলা, শান্তি, সহানুভূতি বা ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করি যদি না তার মানুষগুলো সত্যিকারভাবে নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে? স্তরে স্তরে নৈতিকতা বিবর্জিত কদাচারে ক্রিয়াশীল মানুষ শুধু ঘৃণা, হিংসা ও বিদ্বেষপূর্ণ বিকৃত সমাজ কাঠামোই গড়ে তুলবে যতক্ষণ না তার মানুষের চিন্তা-চেতনায় নৈতিকতার বীজ বপণ করা হয়। আর তার জন্য প্রয়োজন উদ্দেশ্যনির্ভরভাবে শৈশবকালীন সুপরিকল্পিত নৈতিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ শিক্ষা।

সমস্যার বিবরণ

গবেষণাটি বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষার নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণগত চলক (Variable) ও গুণগত বিভিন্নক (Attribute) এর সাথে সম্পর্কিত। গবেষণায় বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে বিধৃত ও বিদ্যালয়ে অনুশীলনকৃত নৈতিক শিক্ষাসমূহ অনুসন্ধান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান প্রক্রিয়া ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির নৈতিক বিষয়সমূহ গভীরভাবে বিশ্লেষণ, তুলনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার শিরোনাম

বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষা: শিক্ষাক্রম ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন

গবেষণার গুরুত্ব

বর্তমান বিশ্বে নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব লাভ করছে। মানুষ এখন একটি বড় ধরনের নৈতিক সংকটের মুখোমুখি। এই অবস্থা থেকে আমাদের সমাজকে পুনরুদ্ধার করতে হলে মানুষের মনে নৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে হবে। আর সঠিক নৈতিক চেতনা একদিনের বিষয় নয়। এটি ধারাবাহিক চর্চার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়। এজন্য শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই সুপরিকল্পিত উপায়ে শিশুদেরকে শিক্ষা দান করতে হবে। এ কারণে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক এবং বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে নৈতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করাটা অত্যন্ত জরুরি।

শিশুদেরকে শুধু গুরু-গম্ভীর কিছু নৈতিক বাণী শেখালেই সেই লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে না বরং তাদের চেতনার মাঝে এমনভাবে নৈতিকতা প্রথিত করাতে হবে যেন ভবিষ্যৎ জীবনযাপন প্রণালীতে নৈতিকতার চর্চাটা স্বতঃস্ফুর্তভাবে প্রতিফলিত হয়। তার জন্য সুদূরপ্রসারী ও চুড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে শিক্ষা প্রক্রিয়া ঢেলে সাজাতে হবে। এজন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে সঠিক গবেষণার প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানের ব্যাপারে এই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে, তারা যেন সঠিক জিনিসটি শেখে। সকল নৈতিক নির্দেশ সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবসম্মত হওয়া প্রয়োজন। শিশু তার শেখা কোন নীতি কোথায় প্রয়োগ করবে, কোন ক্ষেত্রে কী পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয় তা যেন সে নিজেই বুঝতে পারে। একারণে শিক্ষা প্রদানের প্রক্রিয়াটি গবেষণা নির্ভর হতে হবে।

নৈতিক শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি আবিষ্কার ও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরের নীতিমালায় শিশুর চরিত্র গঠনে একটি সুস্পষ্ট কর্মকাঠামো নির্মাণে গবেষণাটির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে যথাযথভাবে নৈতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হলে এবং তা বিদ্যালয়ে কার্যকরভাবে শেখানো হলে শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের একটি নৈতিক ভিত তৈরি করতে পারবে। নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে সামাজিক জীবনাচারে তা প্রয়োগ করে দেশকে সুন্দর, মহৎ এবং কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারবে। নৈতিক একটি প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারলে একটি নৈতিক জাতি এবং কালক্রমে একটি নৈতিক মহা সমাজের উত্থান ঘটবে। এই গবেষণাটি শুধু প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার নীতি নির্ধারক মহলেই নয় বরং প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষক, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে আলোকবর্তিকা হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives)

গবেষণার লক্ষ্য (Aims)

বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে নৈতিক শিক্ষার অবস্থান ও গুরুত্ব নিরূপণ এবং বিদ্যালয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রমে নৈতিক শিক্ষা কতটা অনুশীলন করা হচ্ছে তা গভীরভাবে অনুসন্ধান।

গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ (Specific Objectives)

উপরিউক্ত লক্ষ্যের আলোকে গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে:

১. বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষার বিদ্যমান অবস্থা ও গুরুত্ব অনুসন্ধান,

২. বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে বিধৃত নৈতিক শিক্ষার অবস্থান বিশ্লেষণ,

৩. শ্রেণীকক্ষে শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়ন অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ,

৪. শিক্ষাক্রমে বিধৃত শিখন শেখানো কার্যক্রমের পরিকল্পিত কাজের অংশ হিসেবে নৈতিকতা বিষয়ক সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি নিরূপণ,

৫. বিদ্যালয়ের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে কতটা নৈতিকতার বিষয় অনুশীলন করা হচ্ছে তা অনুসন্ধান।

গবেষণার প্রশ্নাবলি (Research Questions)

১. বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে বর্তমানে নৈতিক শিক্ষার অবস্থান কী ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব কতটা ?

২. বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতার কোন কোন বিষয় বিধৃত হয়েছে এবং সেগুলি কীভাবে বিধৃত হয়েছে ?

৩. শিক্ষাক্রমে বিধৃত নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকসমূহে কতটা ও কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ?

৪. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক শিক্ষা শ্রেণীকক্ষে শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে ?

৫. শিক্ষাক্রমে বিধৃত শিখন শেখানো কার্যক্রমের পরিকল্পিত কাজে কী কী ধরনের সহশিক্ষাক্রমিক নৈতিক কার্যাবলি রয়েছে ?

৬. শিক্ষার্থীদের নৈতিকবোধ উন্নয়ন ও নৈতিক কাজে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি কী মাত্রায় অনুশীলন করা হয়ে থাকে ?

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পদ্ধতি (Research Method)

এই গবেষণাটি মূলত মিশ্র পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে। অর্থাৎ গবেষণাটিতে গুণগত (Qualitative) ও পরিমানগত (Quantitative) উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। তবে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে গুণগত পদ্ধতির ব্যবহারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

উদ্দিষ্ট তথ্যদাতাদের নিকট থেকে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রে তথ্য সংগ্রহ ছাড়াও নৈতিক বিষয়ের তালিকাটিকে (Morality Inventory) ভিত্তি ধরে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমে বিধৃত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয়গুলির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল গণসংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে।

নির্ধারিত চেকলিষ্ট অনুযায়ী নির্বাচিত বিদ্যালয়সমূহের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর মোট ৩২টি শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। শ্রেণীকক্ষের পাঠদান পর্যবেক্ষণকালে প্রধানত যে তিনটি বিষয় বিবেচনা করা হয় সেগুলি হলো–পাঠ পরিচালনায় নৈতিকতার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের বৈশিষ্ট্য, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা শিখন শেখানো কার্যক্রমে স্বতঃস্ফুর্ত ও একাত্ম হতে পারছে কি না ও প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবহার।

শিক্ষাক্রমে বিধৃত পরিকল্পিত কাজ বিশ্লেষণ, নির্ধারিত চেকলিষ্ট অনুযায়ী নির্বাচিত বিদ্যালয়সমূহের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ ও উদ্দিষ্ট তথ্যদাতাদের নিকট থেকে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের অলোকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের উপকরণ (Research Tools)

এই গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্যে নিচের উপকরণসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে:

১. প্রশ্নপত্র (Questionnaire)

২. নৈতিক বিষয়ের তালিকা (Morality Inventory)

৩. পাঠদান ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ তালিকা/চেকলিস্ট (Classroom and Co-curricular Activity Observation Checklist)।

তথ্যের উৎস (Sources of Data)

গবেষণায় প্রাথমিক (Primary Source) ও মাধ্যমিক (Secondary Source) উভয় উৎস থেকেই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসসমূহ হলো শিক্ষক, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ববিদ। মাধ্যমিক উৎসসমূহ হলো শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষানীতি, শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, গবেষণা প্রতিবেদন, গ্রন্থ, প্রবন্ধ ইত্যাদি।

নমুনায়ন (Sampling)

বাংলাদেশের ৭টি প্রশাসনিক বিভাগের মধ্য থেকে ২টি বিভাগকে গবেষণা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। ২টি বিভাগের প্রতি বিভাগ থেকে ২টি করে জেলা, প্রতি জেলা থেকে ২টি করে উপজেলা/থানা এবং প্রত্যেক উপজেলা/থানা থেকে ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় অর্থাৎ মোট ১৬টি বিদ্যালয়কে নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। তবে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ববিদ যেখানে-পাওয়া-যাবে ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত তথ্যদাতার ধরন ও সংখ্যা

তথ্যদাতার ধরন	তথ্যদাতার সংখ্যা
শিক্ষার্থী (বালক + বালিকা) - ৪র্থ শ্রেণী - ৫ম শ্রেণী	 ৮০ ৮০
শিক্ষক	৮০
অভিভাবক	৮০
শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ	৩০
মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ	১০
মোট তথ্যদাতার সংখ্যা = ৩৬০ জন	

এছাড়া নির্বাচিত ১৬টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে ২টি করে মোট ৩২টি নৈতিকতা বিষয়ক শ্রেণী পাঠদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

নমুনায়ন পদ্ধতি (Sampling Methods)

সম্ভাবনা নমুনায়ন (Probability Sampling) এবং নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন (Non-probability Sampling) উভয় পদ্ধতিতে এই গবেষণার নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। সম্ভাবনা নমুনায়নের ক্ষেত্রে সরল দৈবচয়ন (Simple Random) কৌশল ও নিঃসম্ভাবনা নমুনায়নের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (Purposive Sampling) কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্নপত্রসমূহের পরীক্ষণ (Piloting)

প্রশ্নপত্রসমূহ প্রস্তুত করার পর এগুলির মাধ্যমে ঢাকাস্থ ২টি বিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষক, ৪ জন অভিভাবক, ৪ জন ৪র্থ শ্রেণীর ও ৪ জন ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর কাছ থেকে এবং ২ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও ২ জন মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর সেখান থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে ও ত্রুটিবিচ্যুতি বিশ্লেষণ করে প্রশ্নপত্রের গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটানো হয়।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি (Data Collection Methods)

গবেষণার প্রকৃতি	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	তথ্য সংগ্রহের উৎস/লক্ষ্য দল
গুণগত (Qualitative)	তথ্যসম্ভার, গ্রন্থ ও সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা (Literature Review)	– বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষানীতি, শিক্ষাকমিশন রিপোর্ট। – প্রাসঙ্গিক গবেষণা, গ্রন্থ, প্রবন্ধ।
	শিখন শেখানো প্রক্রিয়া ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ (Teaching-learning & Co-curricular Activity Observation)	৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠদান ও বিদ্যালয়ের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি।
গুণগত (Qualitative ও পরিমানগত (Quantitative)	সাক্ষাৎকার (Interview)	শিক্ষক, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় নৈতিক ইস্যুসমূহ (Ethical Considerations) অনুসরণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য বিন্যাস ও বিশ্লেষণ কৌশল (Data Distribution and Analysis Techniques)

গবেষণাটিতে নমুনায়নের মাধ্যমে একটি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অংশবিশেষের মতামতকে সাধারণীকরণ (Generalization) করা হয়েছে। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের উপকরণসমূহের মধ্যে বদ্ধ ও উন্মুক্ত এই ২ ধরনের তথ্যসংগ্রাহক উপাদান রয়েছে। গবেষণার লব্ধ তথ্য/উপাত্তসমূহ গুণগত এবং পরিমানগত উভয় পদ্ধতিতেই গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রশ্নাবলির আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার গুণগত তথ্যসমূহ যেমন মাধ্যমিক উৎস (Secondary Sources) থেকে প্রাপ্ত তথ্যসম্ভার, প্রাথমিক উৎস (Primary Source) থেকে প্রাপ্ত উন্মুক্ত মতামতসমূহ গুণগত পদ্ধতিতে অর্থাৎ ম্যানুয়ালি বিন্যস্ত ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আহরিত পরিমানগত তথ্যাদি যাচাই বাছাই ও পরিচ্ছন্ন (Data Cleaning) করে রেজিস্টারে রেকর্ডভুক্ত (Recording), ভুলত্রুটি সংশোধন ও সম্পাদনা (Editing) করে পরিমানগত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যাদির বিন্যাস, বিশ্লেষণ ও ফলাফল সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করার জন্য সংগৃহীত তথ্যাদি ধারাবাহিক ও শ্রেণীবদ্ধভাবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণসংখ্যা বিন্যাস সারণিতে (Frequency Distribution Tables) বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ শতাংশে প্রকাশ করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত বেশ কিছু তথ্য তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্তসমূহ ট্রায়াঙ্গুলেশন (Triangulation), সমন্বয় ও সংগঠিত (Consolidate) করার মাধ্যমে এই গবেষণার বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা (Interpretation) এবং ফলাফল নিরূপণ করা হয়েছে।

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো **শিশুর নৈতিকতার বিকাশ সাধনের মধ্য দিয়ে তাদেরকে উন্নত জীবনের স্বপ্ন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।**

১. প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যের অধিকাংশ উদ্দেশ্য এবং বেশ কিছু প্রান্তিক যোগ্যতা নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত।

২. প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই সুপরিকল্পনা এবং পারস্পরিক সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত। প্রাথমিক শিক্ষার কোন উদ্দেশ্যের জন্য কোন কোন প্রান্তিক যোগ্যতা তা সুনির্দিষ্ট বা গুচ্ছবদ্ধ করা নাই।

৩. প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতা সম্পর্কিত বেশ কিছু বিষয়ে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত এবং কিছু বিষয় সুস্পষ্ট নয়।

৪. প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় মোট ৩১টি নৈতিক বিষয় রয়েছে।

৫. প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় মোট ৪০টি নৈতিক বিষয় রয়েছে।

শিক্ষাক্রম

১. শিক্ষাক্রমে নৈতিকতার বিষয়সমূহ ব্যাপকভাবে বিধৃত। তবে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন বিষয়ের নৈতিকতার বিষয়বস্তুর উল্লম্ব (Vertical) ও আনুভূমিক (Horizontal) বিন্যাসের ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিধৃতির মধ্যে ধারাবাহিকতা ও সমন্বয় নাই। অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুসমূহ সুপরিকল্পিত, সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও সুবিন্যস্ত নয়।

২. অনেক ক্ষেত্রেই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার পরিসরের তুলনায় বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার পরিসর বেশি। বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার পরিসরের তুলনায় শ্রেণীভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু বেশি ও ব্যাপক। বিষয়গুলি গুচ্ছবদ্ধ করা নাই এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূলভাব ভিন্ন।

Dhaka University Institutional Repository

৩. কিছু ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা সামঞ্জস্যহীন এবং অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও বিষয়বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক অসঙ্গতি পরিলক্ষিত।

৪. শিক্ষাক্রমের বিধৃতিতে অধিকাংশ বিষয়ের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর আধিক্য রয়েছে।

৫. শিক্ষাক্রমে ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের জন্য নৈতিকতা সম্পর্কিত কোনরূপ বিধৃতি নাই এবং বাংলা বিষয়ের অর্জন উপযোগী যোগ্যতায় নৈতিকতা সম্পর্কিত বিধৃতি অত্যন্ত সীমিত।

৬. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির কোন নির্দেশনা নাই। শিখন শেখানো কার্যাবলির পরিকল্পিত কাজ হিসেবে বেশ কিছু সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির উল্লেখ রয়েছে।

৭. শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পর শিক্ষকদের কাছে শিক্ষক নির্দেশিকা প্রেরণ করা হয়নি।

৮. অধিকাংশ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণের মতে বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রমের প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক বিধৃতিসমূহ সংশোধন/পরিমার্জনের প্রয়োজন আছে।

পাঠ্যপুস্তক

১. প্রাথমিক স্তরের অধিকাংশ পাঠ্যবিষয়ে নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয়বস্তু ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়বস্তুর শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক উল্লম্ব ও আনুভূমিক বিন্যাস সুপরিকল্পিত, সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়। অধিকাংশ বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় ধারাবাহিকতা ও সমন্বয় নাই।

২. পাঠ্যপুস্তকসমূহের বেশ কিছু বিষয়বস্তুতে উল্লম্ব ও আনুভূমিক উভয় বিন্যাসেই পুনরাবৃত্তির মাত্রা অধিক, বেশ কিছু বিষয়বস্তুতে কাঠিন্যের মাত্রা বেশি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তুর আধিক্য রয়েছে।

৩. ইংরেজি বিষয়ে নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় অত্যন্ত সীমিত।

৪. গাণিতিক সমস্যাসমূহতে নৈতিক চেতনার প্রতিফলন অত্যন্ত সীমিত।

৫. ভাষাগত দক্ষতা অর্জন নৈতিকতা শেখানোর মধ্য দিয়ে সম্ভব। গণিত বিষয়ে গাণিতিক সমস্যা ও বিষয় নির্বাচন নৈতিক শিক্ষার আলোকে করা যায়।

৬. তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণীর হিন্দুধর্ম বইয়ে ২টি নীতি উপদেশমূলক গল্পের নৈতিকতার বিপরীত শিক্ষা রয়েছে।

৭. প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণীর সকল বিষয়ের বিষয়বস্তুতে মোট ৬৮টি নৈতিকতার বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলা ও ইসলাম ধর্ম বিষয়ের বিষয়বস্তুতে সর্বাধিক সংখ্যক (৫৪টি) এবং পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান বিষয়ে সব থেকে কম সংখ্যক (৬টি) নৈতিকতার বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত উপস্থাপিত নৈতিকতার বিষয়ের সংখ্যা প্রতি শ্রেণীতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮. পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক শিক্ষা চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা গড়ে ৩.৯৯ ভাগ (২৬.৬০%) এবং পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা গড়ে ৪.৭৫ ভাগ (৪৩.১৮%) অনুধাবন করতে বা মনে রাখতে পেরেছে।

৯. উত্তরদাতা শিক্ষকদের মধ্য থেকে অর্ধেক শিক্ষকের মতে নৈতিক শিক্ষা স্বতন্ত্র পাঠ্য হিসেবে এবং বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

১. শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠের বিষয়বস্তুর মূলভাব/মর্মার্থ উপস্থাপনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট দুর্বলতা আছে।

২. অধিকাংশ বিদ্যালয়েই নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠদানের জন্য কোন বিশেষ উপকরণ ব্যবহৃত হয় না। সামান্য কিছু পাঠে ছোট্ট আকৃতির উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নৈতিক শিক্ষা প্রদানে সহায়তার জন্য শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৩. শিক্ষকদের আচরণ, কার্যাবলি, শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ ও দক্ষতায় অনেক ক্ষেত্রে অভাব আছে এবং মডেল শিক্ষকের সংখ্যা সীমিত।

৪. নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ না থাকায় অধিকাংশ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ মনে করেন উক্ত বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৫. যেহেতু নৈতিকতা শিক্ষার আলাদা কোন বিষয় বা ব্যবস্থাপনা নাই কাজেই নিয়মিত সাধারণ শিখন শেখানো কার্যক্রমের অংশ হিসেবেই নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয়ের পাঠদান অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ পাঠ সাধারণভাবে আলোচিত হয়, নৈতিকতার বিষয়গুলিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয় না। শ্রেণীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা মোটামুটি একাত্ম হতে পারে।

৬. বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার্থীদের আচরণ মূল্যায়ন করা হয় যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে নম্বর প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আচরণ মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে।

৭. উত্তরদাতা শতভাগ শিক্ষার্থীই মনে করে তারা বিদ্যালয় থেকে নৈতিক শিক্ষা পেয়ে থাকে। তারা মনে করে তাদের নৈতিক শিক্ষার প্রধান উৎস পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক।

৮. উত্তরদাতা শতভাগ শিক্ষার্থীর মত অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক বিষয় পড়তে বা আলোচনা শুনতে তাদের খুব ভালো লাগে। তাদের মতে পাঠ্যপুস্তক থেকে শেখা নৈতিক উপদেশ তাদের দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার বা সুন্দর জীবন যাপনে সাহায্য করে থাকে।

৯. প্রাথমিক স্তরের ৯৯.৩৭ শতাংশ শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ স্তরের নৈতিক মানসিকতা লালন করে এবং কেউই নৈতিকতার বিপরীত কাজ করার মানসিকতা পোষণ করে না।

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি

১. অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি অনুষ্ঠিত হয়। অনেক বিদ্যালয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে কার্যক্রম আয়োজন, পরিবেশ দিবসে র‍্যালি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপন/তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। সঙ্গীত, আবৃত্তি, চারু ও কারুকলা এবং চিত্রাঙ্কন ব্যতিত অধিকাংশ বিদ্যালয়েই উক্ত বিষয়গুলি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় না। অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকায় বেশ কিছু বিদ্যালয়ে পিটি, শরীরচর্চা ও খেলা-ধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক বিকাশের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

২. অধিকাংশ বিদ্যালয়ে কাব গঠিত আছে। তবে তার কার্যক্রম নিয়মিত নয়। কিছু বিদ্যালয়ে কাব দলে মেয়েরা অন্তর্ভুক্ত আছে। কোন বিদ্যালয়েই হলদে পাখির দল নাই।

৩. অধিকাংশ বিদ্যালয়ে দৈনিক সমাবেশে জাতীয় সঙ্গীতসহ ধর্মগ্রন্থ ও শপথ বাক্য পাঠ করা হয়। কোন কোন বিদ্যালয়ে নৈতিক উপদেশবাণী পাঠ করা হয়। অনেক বিদ্যালয়েই দৈনিক সমাবেশ নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় না।

৪. শিক্ষাক্রমে শিখন শেখানো কার্যাবলির পরিকল্পিত কাজে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য আলাদাভাবে বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে নৈতিকতার বিষয় রয়েছে ২৬টি।

Dhaka University Institutional Repository

৫. শিক্ষাক্রমের শিখন শেখানো কার্যাবলির পরিকল্পিত কাজের অন্তর্গত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির অধিকাংশই বিদ্যালয়ে অনুশীলন করা হয়। তবে এর মধ্যে অধিকংশই নিয়মিতভাবে হয় না। কোনটি মাঝে মধ্যে, কোনটি কখনো কখনো অনুশীলন করা হয়।

৬. প্রায় কোন বিদ্যালয়েই লাইব্রেরির জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ বরাদ্দ নাই। তবে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই শিক্ষকদের কক্ষে আলমারীতে সংরক্ষিত সম্পূরক পঠন সামগ্রী আছে (এস আর এম) যা বাড়িতে নিয়ে পড়ার জন্য কখনো কখনো শিক্ষার্থীদেরকে ধার দেওয়া হয় বা শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পড়ে শোনান।

বিদ্যালয়ের কার্যক্রম

১. উত্তরদাতা শতকরা ৬.৬৭ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন শিক্ষক সংকট, জনবল সংকট, সুযোগ সুবিধা কম বিধায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন।

২. নৈতিক শিক্ষা প্রদান প্রক্রিয়া যা শিক্ষকের নৈতিক কাজে (যেমন, পরীক্ষায় নম্বর প্রদানে সততা, বিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া ইত্যাদি) কোন কোন বিদ্যালয়ে বাধাবিঘ্ন আছে।

৩. অধিকাংশ শিক্ষক ও অভিভাবকের মতে বিদ্যালয়ে যে সকল নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম অনুশীলন করা হয় সেগুলি সন্তোষজনক।

অভিভাবক ও পরিবার

১. শিশুর নৈতিক শিক্ষায় অভিভাবক ও পারিবারিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা ও পরিবারের সকলের নৈতিকতা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সমাজ ব্যবস্থা

১. বিদ্যমান সামাজিক 'নৈতিকতার বিপরীত বিষয়' এর প্রভাব পরিবার, শিক্ষা প্রশাসন, বিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষকের উপর পড়েছে। ফলে শিশু তার শেখা নৈতিক জ্ঞান নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে।

২. সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক বা বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যর্থতা বা নৈতিকতার বিপরীত বিষয় সমাধানের সরল উপায় হিসেবে শিশুর শিক্ষায় সেই সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে সমাধানের পথ খোঁজা হচ্ছে। এতে শিশুকে বরং নৈতিকতার বিপরীত বিষয়ের ধারণাই দেওয়া হচ্ছে এবং তার স্বাভাবিক জ্ঞানের বিষয়ের অনুশীলন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহ

১. নৈতিক শিক্ষা যথাযথভাবে এবং সঠিক মাত্রায় প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্ব পায়নি। প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তা আছে।

২. নৈতিক শিক্ষা তত্ত্ব, পুঁথি ও মুখস্তনির্ভর, কার্যক্রমভিত্তিক ও প্রয়োগশীল নয়। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ শিক্ষক ও অভিভাবকের মতে বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করছে।

৩. মাদকাসক্তি, ধূমপান, ইভটিজিং জাতীয় অনৈতিক কাজ রোধে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীসহ সকলের সাথে ভালো/শ্রদ্ধাশীল ব্যবহার করার প্রেষণা সৃষ্টিতে এবং সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠনে বিদ্যালয়ে কাউন্সিলর নিয়োগের প্রয়োজন আছে।

৪. শিক্ষার্থীদের মেধা, মানসিক স্থিরতা/প্রশান্তি, মনোযোগ ও দায়িত্বসমূহ পালনে দক্ষতা বৃদ্ধি তথা চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনে বিদ্যালয়ের পড়াশুনার পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য মেডিটেশন চর্চা করার বিষয়টি বিদ্যালয়ের সিলেবাস ও দৈনিক রুটিনের অংশ করা এবং নিয়মিত অনুশীলন করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনামূলক প্রস্তাবসমূহ

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা

১. প্রাথমিক শিক্ষার ১ নং উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করতে **'সর্ব শক্তিমান আল্লাহতায়ালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা'** কথাটি ভাষাগত অর্থে কেবল ইসলাম ধর্মের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য হয়েছে। কথাটি সকল ধর্মাবলম্বী শিশুর জন্য প্রযোজ্য ভাষায় রূপান্তর করতে হবে। এক্ষেত্রে 'আল্লাহতায়ালা' শব্দের পরিবর্তে 'স্রষ্টা' শব্দটি অথবা অপর কোন উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. প্রাথমিক শিক্ষার ২ নং উদ্দেশ্য ও ৪ নং প্রান্তিক যোগ্যতায় **'স্ব স্ব ধর্মের অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করা'**র ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন কেবল ধর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে না করে বরং ধর্মীয়, সামাজিক ও মানবিক সার্বিকভাবে সকল নৈতিকতা অর্জনেই শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা প্রয়োজন।

৩. প্রাথমিক শিক্ষার ৮ নং উদ্দেশ্য ও ১৮ নং প্রান্তিক যোগ্যতা **'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানো, ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি করা এবং দেশগঠনমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করা'** প্রসঙ্গে শুধু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মাধ্যমেই নয় বরং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মাধ্যমের পাশাপাশি সার্বিক অর্থেও শিক্ষার্থীর মনে দেশপ্রেম ও ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।

শিক্ষাক্রম

১. প্রাথমিক স্তরের জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিকতার বিষয়সমূহ সুপরিকল্পিত ভাবে নির্বাচন করে সেই আলোকে শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুসমূহের শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস এমন হবে যেন ধারাবাহিকভাবে সহজ থেকে কঠিনে যায় এবং বিষয় ও শ্রেণীতে সমন্বয় থাকে (আনুভূমিক ও উল্লম্বভাবে)।

২. নির্বাচিত নৈতিকতার বিষয়সমূহের প্রান্তিক যোগ্যতা, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, বিষয়বস্তু, পরিকল্পিত কাজ, লেখক ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নির্দেশনা সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিতভাবে বিধৃত করা প্রয়োজন।

৩. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের একই সাথে শিক্ষক নির্দেশিকা সরবরাহ করা উচিত।

৪. শিক্ষক নির্দেশিকায় নৈতিক শিক্ষা প্রদান সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে থাকতে হবে।

৫. প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা অথবা শ্রেণীভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও বিষয়বস্তুসমূহের মধ্যকার বিদ্যমান অসামঞ্জস্য ও সমন্বয়হীনতার বিষয়টি বিবেচনায় এনে তার সমাধান করতে হবে।

৬. প্রাথমিক শিক্ষার কোন উদ্দেশ্যের জন্য কোন কোন প্রান্তিক যোগ্যতা এবং সেগুলি কোনটি কোন বিষয়ের জন্য তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে। বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা শ্রেণীভিত্তিক কোন কোন প্রান্তিক যোগ্যতা, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা বা বিষয়বস্তুর জন্য তা সুনির্দিষ্টভাবে গুচ্ছবদ্ধ করা যেতে পারে।

পাঠ্যপুস্তক

১. তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য 'গল্পের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা' বিষয়ে স্বতন্ত্র পাঠ্যপুস্তক থাকা প্রয়োজন। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় নৈতিক বিষয় নির্বাচন করে সুপরিকল্পিতভাবে উক্ত শ্রেণীর উপযোগী গল্পের বিষয় নির্বাচন করতে হবে। গল্পগুলো ছোট, সহজবোধ্য, আকর্ষণীয় ও মানসম্মত হতে হবে। গল্পের শেষে গল্প থেকে শেখা নৈতিকতার উল্লেখ থাকতে হবে। গল্পের বিষয়বস্তুর মধ্য থেকে প্রশ্নের মাধ্যমে শিখন মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নৈতিক চেতনা ও বোধ থেকে শূন্যস্থান পূরণের মাধ্যমে কিছু গল্প সম্পন্ন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২. প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিষয়সমূহে সহজ ভাষায় বয়স উপযোগীভাবে নৈতিক শিক্ষা সহায়ক ছোট ছোট গল্প, কবিতা, ছড়া ও বিষয়বস্তু থাকতে হবে।

৩. 'গল্পের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা' পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে অপর পাঠ্যপুস্তকসমূহের বিষয়বস্তুর সমন্বয় থাকবে যাতে সেই সকল বিষয়ের বিষয়বস্তুর আধিক্য ও পুনরাবৃত্তি হ্রাসের সুযোগ থাকে এবং সহায়ক হয়।

৪. বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর মধ্যে শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক (আনুভূমিক ও উল্লম্ব) ধারাবাহিকতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর আধিক্য ও পুনরাবৃত্তি হ্রাস করতে হবে যাতে পাঠের স্থায়ীকরণ ও সঞ্জীবনীর যৌক্তিকতার মাত্রা অতিক্রম না করে।

৫. পাঠের বিষয়বস্তুর কাঠিন্য ও আকৃতি হ্রাস করা প্রয়োজন। বিষয়বস্তু বা গল্প ছোট ছোট পরিসরে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা উচিত।

৬. গাণিতিক দক্ষতা এবং বাংলা ও ইংরেজি ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে প্রাসঙ্গিক ও সঙ্গতভাবে নৈতিকতা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

৭. হিন্দুধর্ম বইয়ে তৃতীয় শ্রেণীর 'একতাই বল' ও পঞ্চম শ্রেণীর 'ছোট মাথায় বড় বুদ্ধি' শিরোনামের নীতি উপদেশমূলক গল্প দুইটির নৈতিকতার বিপরীত শিক্ষার অংশটি পরিমার্জন করা উচিত।

৮. দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়টির সংখ্যা ও আয়তন প্রয়োজনীয় মাত্রায় হ্রাস করে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে লেখনী উচ্চ মানসম্মত ও শ্রেণী অনুযায়ী শিশুর উপযোগী হয় এবং শিশুর মধ্যে সত্যিকারের চেতনা গড়ে ওঠে। তাছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীতে বিষয়টির সুবিন্যাস প্রয়োজন।

৯. বর্তমানে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকের শেষের উপদেশগুলির মধ্যকার কাঠিন্য, বিমূর্ততা ও পুনরাবৃত্তি পরিমার্জন করা প্রয়োজন।

শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

১. শিক্ষকগণ নিষ্ঠা, দক্ষতা, সততা ও সদাচরণের সাথে দায়িত্ব পালন করবেন। শিক্ষকের শেখানো উপদেশবাণী তার আচরণে প্রতিফলিত হবে। শিক্ষক নিজেই তাঁর জীবনাচারে নৈতিকতার এক অনুকরণীয় আদর্শ হবেন, যা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিশুর নৈতিক শিক্ষালাভ ঘটবে।

২. শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় নৈতিক পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন সচেতনতার সাথে, সুনির্দিষ্ট পাঠ পরিকল্পনার ভিত্তিতে, শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল অনুসারে হতে হবে যাতে নৈতিক বার্তাসমূহ শিশু উপলব্ধি করতে পারে এবং শিখন স্থায়ী হয়।

৩. পাঠ উপস্থাপনের সময় সহায়ক উপকরণ দর্শনীয়ভাবে, যথার্থ নিয়ম ও পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে হবে।

৪. নৈতিক শিক্ষা পরিমাপের নির্দেশক নির্ধারণ করে তার আলোকে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতাকে ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন এবং তাকে ফলপ্রসূ করতে হবে।

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি

১. নৈতিক শিক্ষার অংশ হিসেবে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান এবং বিদ্যালয়ে অনুশীলনকৃত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি সংশোধন ও সংযোজন করা প্রয়োজন।

২. সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি অনুশীলনের জন্য বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সুযোগ সরবরাহ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অভিভাবক ও পরিবার

১. বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা ফলপ্রসূ করার জন্য অভিভাবকগণের নিজেদের দৈনন্দিন জীবনাচারে নৈতিকতার প্রতিফলন থাকাটা জরুরি। পরিবারে সহায়ক পরিবেশ সংরক্ষণ এবং শিশুদের আচরণ ও কাজের ইতিবাচক সংশোধনের মাধ্যমে নৈতিকতা অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষা প্রশাসন

১. প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে নৈতিক শিক্ষার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সুষ্ঠু পরিকল্পনার আওতায় কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

২. প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৩. প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে নৈতিক শিক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪. প্রশাসনকে তাদের দায়িত্বসমূহ পালনের ক্ষেত্রে নৈতিকতার অনুশীলনে দৃঢ় থাকতে হবে।

৫. শিখনের প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে শিশুদের জন্য এক বেলা পূর্ণাঙ্গ খাবারের ব্যবস্থা করা উচিত।

৬. শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা জরুরি। যেমনঃ প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রসারিত ও আলো বাতাসপূর্ণ শ্রেণীকক্ষ, পাঠাগার, শৌচাগার, বেঞ্চ, ফ্যান, পানীয় জল, খেলার মাঠ ইত্যাদি।

প্রাসঙ্গিক অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহ

১. পরিবার ও সমাজে বিরাজমান অস্থিরতার আগুন শিশুর জীবন এবং মননকেও স্পর্শ করে। এরূপ অবস্থা থেকে শিশুকে বেরিয়ে এনে অধ্যয়নে মনোনিবেশ, মানসিক প্রশান্তি, কর্তব্য পালনে দক্ষতা বৃদ্ধি, মেধাবৃত্তিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জন করাতে নিয়মিত মেডিটেশন অনুশীলন করানো প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের সিলেবাস ও দৈনিক রুটিনে মেডিটেশন অন্তর্ভুক্ত করে পড়াশুনার পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য শিশুদেরকে মেডিটেশন চর্চা করাতে হবে।

২. শিশুর শিখনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের নৈতিক ব্যবহার। শিশুকে বিষয়ের তথ্য ও তত্ত্ব দ্বারা জ্ঞানী মানুষ হিসেবে তৈরি করা এবং পাশাপাশি সেই মানুষটি যেন একজন মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. শিশুকে পরিপূর্ণ নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলায় বিদ্যালয়ের দায়িত্ব অন্যতম প্রধান তবে একক নয়। বরং বিদ্যালয়সহ পরিবার, প্রশাসন, সমাজ, সরকার বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সকলেরই। সামগ্রিকভাবে সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে নৈতিক উন্নয়ন সাধিত হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষার সুফলও অর্জিত হবে। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের নিষ্ঠার সাথে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন এবং পরিবার, সমাজ, প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নৈতিকতার অনুশীলন যাতে বিদ্যালয় থেকে শেখা নৈতিকতা নিয়ে শিশুমনে কোন সংকট তৈরি না হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

নম্বর		শিরোনাম	পৃষ্ঠা
		প্রত্যয়নপত্র	i
		ঘোষণাপত্র	ii
		কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iii
		গবেষণার সারসংক্ষেপ	iv-xiv
		সূচি	xv-xix
		সারণি তালিকা	xx-xxii
		লেখচিত্র তালিকা	xxii
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা			১-১৪
১.১	পটভূমি		১
	১.১.১	নৈতিকতা: ধারণা ও ব্যাখ্যা	১
	১.১.২	নৈতিকতা সম্পর্কে দার্শনিক মতবাদ	৩
	১.১.৩	মূল্যবোধ ও নৈতিক মূল্যবোধ	৫
	১.১.৪	নৈতিক শিক্ষা	৫
	১.১.৫	মূল্যবোধ শিক্ষা	৬
১.২	নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা		৭
১.৩	গবেষণার জন্য নির্বাচিত নৈতিক বিষয় ও তার ব্যাখ্যা		৮
১.৪	সমস্যার বিবরণ		১১
১.৫	গবেষণার শিরোনাম		১১
১.৬	গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives)		১১
১.৭	গবেষণার প্রশ্নাবলি (Research Questions)		১১
১.৮	গবেষণার গুরুত্ব		১২
১.৯	গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা		১৩
১.১০	গবেষণার সীমাবদ্ধতা		১৩
১.১১	গবেষণা সংগঠন ও বিন্যাস		১৪
দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাসঙ্গিক গবেষণা পর্যালোচনা			১৫-৪৫
২.১	তত্ত্ব ও ধারণা		১৫
২.২	নৈতিক উন্নয়ন তত্ত্ব		২০
২.৩	ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট		২১
২.৪	বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত		২৩
২.৫	পদ্ধতি ও বিকাশ		২৮
২.৬	শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবিষয়		৩২
২.৭	শিখন শেখানো প্রক্রিয়া ও বিদ্যালয় কার্যক্রম		৩৫
২.৮	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি		৩৬
২.৯	মূল্যায়ন		৩৬
২.১০	শিক্ষক		৩৭
২.১১	আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত		৩৯

Dhaka University Institutional Repository

নম্বর		শিরোনাম	পৃষ্ঠা
তৃতীয় অধ্যায়: গবেষণা পদ্ধতি			৪৬-৫১
৩.১	গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives)		৪৬
৩.২	গবেষণার প্রশ্নাবলি (Research Questions)		৪৬
৩.৩	গবেষণা পদ্ধতি (Research Methods)		৪৭
	৩.৩.১	তথ্যের উৎস (Sources of Data)	৪৭
	৩.৩.২	তথ্য সংগ্রহের উপকরণ (Research Tools)	৪৮
	৩.৩.৩	নমুনায়ন (Sampling)	৪৮
	৩.৩.৪	প্রশ্নপত্রসমূহের পরীক্ষণ (Piloting)	৫০
	৩.৩.৫	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি (Data Collection Methods)	৫০
		৩.৩.৫.১ গবেষণায় ব্যবহৃত নৈতিক ইস্যুসমূহ (Ethical Considerations)	৫০
	৩.৩.৬	তথ্য বিন্যাস ও বিশ্লেষণ কৌশল (Data Distribution and Analysis Techniques)	৫১
চতুর্থ অধ্যায়: তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত নৈতিক শিক্ষা			৫২-১৪৯
৪.১	শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক বিষয়ের শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং তুলনামূলক পর্যালোচনা।		৫২
	৪.১.১	বাংলা (প্রথম-পঞ্চম শ্রেণী)	৫২
	৪.১.২	ইংরেজি (প্রথম-পঞ্চম শ্রেণী)	৭৩
	৪.১.৩	গণিত (প্রথম-পঞ্চম শ্রেণী)	৭৬
	৪.১.৪	পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ (তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণী)	৭৮
	৪.১.৫	পরিবেশ পরিচিতি-বিজ্ঞান (তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণী)	৯৪
	৪.১.৬	ধর্মশিক্ষা	১০০-১৪৯
		৪.১.৬.১ ইসলাম শিক্ষা (তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণী)	১০০
		৪.১.৬.২ হিন্দুধর্ম শিক্ষা (তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণী)	১১৪
		৪.১.৬.৩ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা (তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণী)	১২৬
		৪.১.৬.৪ খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা (তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণী)	১৩৮
পঞ্চম অধ্যায়: তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতার প্রতিফলন			১৫০-১৮১
৫.১	প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য		১৫০
৫.২	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতা: প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে তার প্রতিফলন		১৫০
৫.৩	প্রাথমিক শিক্ষার নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা ব্যতিত নৈতিকতা সম্পর্কিত কিছু অতিরিক্ত বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা		১৭৮
ষষ্ঠ অধ্যায়: তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার সাংখ্যিক বিশ্লেষণ			১৮২-২২০
৬.১	প্রাথমিক স্তরে প্রতি শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা: আনুভূমিক (Horizontal) বিন্যাস		১৮২
৬.২	প্রাথমিক স্তরের প্রতি বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা: উল্লম্ব (Vertical) বিন্যাস		১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

নম্বর			শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৬.৩	প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণীর সকল বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা: আনুভূমিক (Horizontal) বিন্যাস			২০২
৬.৪	প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণীর সকল বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা: উল্লম্ব (Vertical) বিন্যাস			২০৬
৬.৫	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিক বিষয়সমূহ			২১০
৬.৬	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় প্রতিফলিত নৈতিক বিষয়ের সংখ্যা			২১১
৬.৭	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণীর সকল বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা			২১৩
৬.৮	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় যতটি নৈতিক বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকে যতটি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তার সর্বমোট সংখ্যা: আনুভূমিক (Horizontal) বিন্যাস			২১৭
৬.৯	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় যতটি নৈতিক বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকে যতটি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তার সর্বমোট সংখ্যা: উল্লম্ব (Vertical) বিন্যাস			২১৯
সপ্তম অধ্যায়: তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ উত্তরদাতা প্রদত্ত এবং বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণকৃত				২২১–২৭২
৭.১	প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষার বিদ্যমান অবস্থা ও গুরুত্ব অনুসন্ধান			২২১
	৭.১.১	প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষার বিদ্যমান অবস্থা অনুসন্ধান		২২১
		৭.১.১.১	শিক্ষার্থীর আচরণ মুল্যায়ন	২২২
		৭.১.১.২	শিক্ষকদের আচরণে নৈতিকতার প্রতিফলন	২২২
		৭.১.১.৩	বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষা প্রদান প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা	২২২
		৭.১.১.৪	বিদ্যালয়ে লাইব্রেরির ব্যবস্থাপনা	২২৩
			৭.১.১.৪.১ শিক্ষার্থীর চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনে সহায়ক সম্পূরক পঠনসামগ্রী	২২৩
			৭.১.১.৪.২ চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনে শিক্ষার্থীর সম্পূরক পঠনসামগ্রী পাঠ	২২৪
		৭.১.১.৫	বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে অভিভাবকদের মতামত	২২৪
		৭.১.১.৬	শিক্ষার্থীর নৈতিক শিক্ষার উৎস	২২৫
		৭.১.১.৭	পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অভিমত	২২৬
		৭.১.১.৮	নৈতিকতার প্রশ্নে শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থান যাচাই	২২৬
	৭.১.২	বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুসন্ধান		২২৭
		৭.১.২.১	নৈতিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তা	২২৭
		৭.১.২.২	বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র গঠনে কতটা সহায়ক	২৩০
		৭.১.২.৩	নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা	২৩০
		৭.১.২.৪	শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা	২৩১
		৭.১.২.৫	বিদ্যালয়ে কাউন্সিলর নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা	২৩১
		৭.১.২.৬	নৈতিক শিক্ষায় ধ্যানের (মেডিটেশন) প্রয়োজনীয়তা	২৩২
		৭.১.২.৭	নৈতিক শিক্ষা যেভাবে হওয়া উচিত	২৩২
		৭.১.২.৮	শিক্ষার্থীর চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ের কাছে অভিভাবকদের প্রত্যাশা	২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

নম্বর	শিরোনাম			পৃষ্ঠা
৭.২	বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে বিধৃত নৈতিক শিক্ষার অবস্থান বিশ্লেষণ			২৩৫
	৭.২.১	প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে বিধৃত নৈতিক শিক্ষার অবস্থান বিশ্লেষণ		২৩৫
		৭.২.১.১	শিক্ষাক্রমের নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা ও মত	২৩৫
		৭.২.১.২	নৈতিকতা বিষয়ে শিক্ষাক্রম সংশোধন/পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষেত্রসমূহ	২৩৫
	৭.২.২	বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে বিধৃত নৈতিক শিক্ষার অবস্থান বিশ্লেষণ		২৩৮
		৭.২.২.১	পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা বিষয়ক পাঠের যথার্থতা ও অযথার্থতা	২৩৮
		৭.২.২.২	পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা বিষয়ক পাঠ সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষেত্রসমূহ	২৩৯
		৭.২.২.৩	শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই এর নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ অনুধাবন	২৪২
		৭.২.২.৪	তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয়ের পাঠ সম্পর্কে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অনুধাবন	২৪২
		৭.২.২.৫	চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয়ের পাঠ সম্পর্কে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অনুধাবন	২৪৫
		৭.২.২.৬	শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক বিষয়ের পাঠ অনুধাবন/মনে রাখতে পারার গড় ও শতকরা হার	২৪৭
৭.৩	শ্রেণীকক্ষে শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়ন অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ			২৪৭
	৭.৩.১	শ্রেণীকক্ষে পাঠদান পর্যবেক্ষণ (নৈতিক বিষয়ের পাঠ)		২৪৮
		৭.৩.১.১	পাঠ পরিচালনায় নৈতিকতার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের বৈশিষ্ট্য	২৪৮
		৭.৩.১.২	শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা শিখন শেখানো কার্যক্রমে স্বতঃস্ফুর্ত ও একাত্ম হতে পারছে কি? একাত্ম হতে পারলে কতটা?	২৪৮
		৭.৩.১.৩	উপকরণ ব্যবহার	২৪৮
৭.৪	শিক্ষাক্রমে বিধৃত শিখন শেখানো কার্যক্রমের পরিকল্পিত কাজের অংশ হিসেবে নৈতিকতা বিষয়ক সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি নিরূপণ এবং বিদ্যালয়ের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে কতটা নৈতিকতার বিষয় অনুশীলন করা হচ্ছে তা অনুসন্ধান			২৪৮
	৭.৪.১	শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজের অন্তর্গত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে নৈতিকতার বিষয়সমূহ		২৪৮
	৭.৪.২	বিদ্যালয়ে অনুশীলনকৃত নৈতিকতা সম্পর্কিত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত		২৪৯
	৭.৪.৩	বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত নৈতিকতা বিষয়ক সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি সম্পর্কিত তথ্য		২৫১
		৭.৪.৩.১	বিদ্যালয়ে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, চারু ও কারুকলা	২৫১
		৭.৪.৩.২	বিদ্যালয়ে শরীরচর্চা ও খেলা-ধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক বিকাশের ব্যবস্থা	২৫২
		৭.৪.৩.৩	বিদ্যালয়ের কাব/হলদে পাখির দল	২৫২
		৭.৪.৩.৪	বিদ্যালয়ের দৈনিক সমাবেশ অনুষ্ঠান	২৫২
		৭.৪.৩.৫	দৈনিক সমাবেশে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে	২৫২
		৭.৪.৩.৬	বিদ্যালয়ে পরিবেশ ও সৌন্দর্য রক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ	২৫২

Dhaka University Institutional Repository

নম্বর	শিরোনাম			পৃষ্ঠা
৭.৫	প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে শিখন শেখানো কার্যক্রমের পরিকল্পিত কাজের অন্তর্গত নৈতিকতা সম্পর্কিত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ও বিদ্যালয়ে অনুশীলনকৃত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পর্যালোচনা			২৫৩
	৭.৫.১	বাংলা		২৫৩
	৭.৫.২	পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ		২৫৪
	৭.৫.৩	পরিবেশ পরিচিতি-বিজ্ঞান		২৫৭
	৭.৫.৪	ইসলাম শিক্ষা		২৫৯
	৭.৫.৫	হিন্দুধর্ম শিক্ষা		২৬০
	৭.৫.৬	বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ও খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা		২৬২
		৭.৫.৬.১	বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা	২৬৩
		৭.৫.৬.২	খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা	২৬৪
৭.৬	উত্তরদাতাদের প্রদত্ত সম্পূরক কিছু সুপারিশ			২৬৫
অষ্টম অধ্যায়: গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনামূলক প্রস্তাবনা				২৭৩-২৮৯
৮.১	গবেষণার ফলাফল			২৭৩
৮.২	ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনামূলক প্রস্তাবনা			২৮৬
৮.৩	গবেষণার সংশ্লেষ (Implications)			২৮৯
উপসংহার				২৮৯
তথ্যসূত্র				২৯০
পরিশিষ্ট				২৯৫-৩২৪
পরিশিষ্ট: ১ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা				২৯৫-২৯৭
	(ক)	প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য		২৯৫
	(খ)	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি		২৯৫
	(গ)	প্রাথমিক স্তরের প্রান্তিক যোগ্যতা		২৯৬
পরিশিষ্ট: ২ প্রশ্নপত্র				২৯৮-৩১০
	(ক)	শিক্ষক		২৯৮
	(খ)	শিক্ষার্থী		৩০২
	(গ)	অভিভাবক		৩০৫
	(ঘ)	মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ		৩০৭
	(ঙ)	শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ		৩০৯
পরিশিষ্ট: ৩ পাঠদান ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট				৩১১
পরিশিষ্ট: ৪ গবেষণায় নির্বাচিত বিদ্যালয়ের নামের তালিকা				৩১৪
পরিশিষ্ট: ৫ নৈতিক মূল্যবোধের তালিকাসমূহ				৩১৫
পরিশিষ্ট: ৬ এই গবেষণার জন্য নির্বাচিত নৈতিক বিষয়ের তালিকা				৩২৪

সারণির তালিকা

নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৩.১	নির্বাচিত ভৌগোলিক এলাকা ও বিদ্যালয়	৪৮
৩.২	নির্বাচিত তথ্যদাতার ধরন ও সংখ্যা	৪৯
৩.৩	গবেষণার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	৫০
৪.১.১ (ক.১–ঙ.৩)	বাংলা বিষয়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ (প্রথম–পঞ্চম শ্রেণী)	৫৩–৭২
৪.১.৪ (ক.১–গ.৫)	পরিবেশ পরিচিতি–সমাজ বিষয়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ (তৃতীয়–পঞ্চম শ্রেণী)	৭৯–৯৩
৪.১.৫ (ক.১–গ.১)	পরিবেশ পরিচিতি–বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ (তৃতীয়–পঞ্চম শ্রেণী)	৯৪–৯৯
৪.১.৬.১ (ক.১–গ.৪)	ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ (তৃতীয়–পঞ্চম শ্রেণী)	১০১–১১৩
৪.১.৬.২ (ক.১–গ.২)	হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ (তৃতীয়–পঞ্চম শ্রেণী)	১১৪–১২৪
৪.১.৬.৩ (ক.১–গ.২)	বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ (তৃতীয়–পঞ্চম শ্রেণী)	১২৬–১৩৫
৪.১.৬.৪ (ক.১–গ.২)	খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ (তৃতীয়–পঞ্চম শ্রেণী)	১৩৮–১৪৮
৫.২.১ – ৫.২.১৬	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতার প্রতিফলন	১৫১–১৭৭
৫.৩.১– ৫.৩.৬	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা ব্যতিত অতিরিক্ত কিছু বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতা (বাংলা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি, হিন্দুধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ও খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা)	১৭৮–১৮১
৬.১–৬.৫	প্রথম–পঞ্চম শ্রেণীর বিষয়সমূহের বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা	১৮২–১৯২
৬.৬–৬.৮	প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি, গণিত বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা	১৯৩–১৯৬
৬.৯–৬.১১	প্রাথমিক স্তরের তৃতীয়–পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি–সমাজ, বিজ্ঞান ও ধর্ম বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা	১৯৬–২০১
৬.১২	প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণী ও পাঠ্যপুস্তকে নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা: আনুভূমিক (Horizontal) বিন্যাস	২০২–২০৫
৬.১৩	প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক ও শ্রেণীতে নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা: উল্লম্ব (Vertical) বিন্যাস	২০৬–২০৯
৬.১৪	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিক বিষয়সমূহ	২১০

Dhaka University Institutional Repository

নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৬.১৫	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিক বিষয়সমূহের কোনটি কতবার প্রতিফলিত হয়েছে তার সংখ্যা	২১১-২১২
৬.১৬	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণীর সকল বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা	২১৩-২১৬
৬.১৭	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় যতটি নৈতিক বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকে যতটি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তার সর্বমোট সংখ্যা: আনুভূমিক (Horizontal) বিন্যাস	২১৭
৬.১৮	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় যতটি নৈতিক বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকে যতটি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তার সর্বমোট সংখ্যা: উল্লম্ব (Vertical) বিন্যাস	২১৯
৭.১	প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষার বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/ শিক্ষাবিদগণের মূল্যায়ন	২২১
৭.২	নৈতিক শিক্ষা প্রদান প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতাসমূহ	২২২-২২৩
৭.৩	বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনে সহায়ক সম্পূরক পঠনসামগ্রী	২২৩
৭.৪	শিক্ষার্থীদের সম্পূরক পঠনসামগ্রী পাঠের হার	২২৪
৭.৫	বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম অনুশীলনের সন্তোষজনক ক্ষেত্র	২২৪
৭.৬	শিক্ষার্থীর নৈতিক শিক্ষার উৎস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত	২২৫
৭.৭	বিদ্যালয় থেকে শেখা নৈতিকতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত	২২৬
৭.৮	পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক বিষয় পড়া বা আলোচনা শ্রবণে শিক্ষার্থীদের অবস্থান	২২৬
৭.৯	নৈতিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তার কারণ সম্পর্কে শিক্ষক, অভিভাবক ও মনোবিজ্ঞানী/মনোতত্ত্ববিদদের অভিমত	২২৮-২২৯
৭.১০	নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ধরণ সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদদের অভিমত	২৩০
৭.১১	প্রশিক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদদের প্রদত্ত পরামর্শ	২৩১
৭.১২	নৈতিক শিক্ষা প্রদানে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্পর্কে শিক্ষকদের প্রদত্ত তালিকা	২৩১
৭.১৩	নৈতিক শিক্ষা যেভাবে হওয়া উচিত সে সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদদের অভিমত	২৩২-২৩৩
৭.১৪	নৈতিক শিক্ষা যেভাবে হওয়া উচিত সে সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকদের অভিমত	২৩৩-২৩৪
৭.১৫	শিক্ষার্থীর চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ের কাছে অভিভাবকদের প্রত্যাশাসমূহ	২৩৪
৭.১৬	নৈতিকতা বিষয়ে শিক্ষাক্রম সংশোধন/পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা ও তার ক্ষেত্র সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকদের মতামত	২৩৬-২৩৭
৭.১৭	পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠের যথার্থতার কারণ সম্পর্কে শিক্ষকদের মতামত	২৩৮
৭.১৮	পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠের যথার্থ না হবার কারণ সম্পর্কে শিক্ষকদের মতামত	২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৭.১৯	পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মতামত	২৩৯-২৪১
৭.২০ (ক-ঙ)	তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয়ের পাঠ সম্পর্কে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অনুধাবন (বাংলাদেশ, ভাই বোনের শখ, মুক্তিসেনা, আদর্শ ছেলে, The Hare and the Tortoise)	২৪২-২৪৪
৭.২১ (ক-ঙ)	চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয়ের পাঠ সম্পর্কে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অনুধাবন (বীর শ্রেষ্ঠ হামিদুর, সমবায় ভাবনা, মা, পারিব না, The Farmer and the Magic Goose)	২৪৫-২৪৬
৭.২২	তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রণীর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ অনুধাবন (গড় ও শতকরা হার)	২৪৭
৭.২৩	শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজের অন্তর্গত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে নৈতিকতার বিষয়	২৪৯
৭.২৪	বিদ্যালয়ে নৈতিকতা সম্পর্কিত যে সকল সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি অনুশীলন করা হয় সে সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মতামত	২৪৯
৭.২৫	বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় নৈতিকতা সম্পর্কিত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ও মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদদের অভিমত	২৫০
৭.২৬	বিদ্যালয়ে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, চারু ও কারুকলা অনুষ্ঠিত হবার সময়	২৫১
৭.২৭-৭.৪৭	শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে বাংলা, পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ, বিজ্ঞান ও ধর্ম বিষয়ে তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন	২৫৩
৭.৪৮	মাদকাসক্তি, ধূমপান, ইভটিজিং জাতীয় অনৈতিক কাজ রোধে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীসহ সকলের সাথে ভালো/শ্রদ্ধাশীল ব্যবহার করার প্রেষণা সৃষ্টিতে এবং সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠনে শিক্ষার্থীদের প্রতি করণীয় বিষয়ে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ, শিক্ষক ও অভিভাবকের সুপারিশ	২৬৫-২৬৬
৭.৪৯	বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিকতা সম্পর্কিত কিছু কার্যাবলির বিষয়ে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ ও শিক্ষকদের সুপারিশ	২৬৭
৭.৫০	প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদেরকে কোন কোন নৈতিকতা চর্চা করানো উচিত সে সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ,মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদের,শিক্ষক ও অভিভাবকদের সুপারিশ	২৬৮-২৬৯

লেখচিত্র

নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৬.১	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় যতটি নৈতিক বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকে যতটি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তার সর্বমোট সংখ্যার লেখচিত্র: আনুভূমিক (Horizontal) বিন্যাস	২১৮
৬.২	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় যতটি নৈতিক বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকে যতটি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তার সর্বমোট সংখ্যার লেখচিত্র: উল্লম্ব (Vertical) বিন্যাস	২২০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ পটভূমি

বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ বর্তমানে নানা ধরনের নৈতিক সংকটের মুখোমুখি। আমরা কীভাবে সামাজিক সমতা, ন্যায় বিচার, সুখ, শান্তি, সামাজিক শৃঙ্খলা বা কল্যণমূলক রাষ্ট্র প্রত্যাশা করি যদি না তার মানুষগুলো সত্যিকারভাবে নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। স্তরে স্তরে নৈতিকতা বিবর্জিত কদাচারে ক্রিয়াশীল মানুষ শুধু ঘৃণা, হিংসা ও বিদ্বেষপূর্ণ বিকৃত সমাজ কাঠামোই গড়ে তুলবে যতক্ষণ না তার চিন্তা-চেতনায় নৈতিকতার বীজ বপণ করা হয়। এই অবস্থা থেকে আমাদের সমাজকে পুনরুদ্ধার করে মানুষের মনে নৈতিক চেতনা জাগ্রত করাতে পারে সঠিক শিক্ষা তথা একটি ভালো শিক্ষা ব্যবস্থা।

শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা রূপায়ন, সমাজ ও জীবন নির্মাণ করে। জাতি হিসেবে আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন আত্মিক উৎকর্ষ অর্জন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ ও অবিরাম চেষ্টা করা। জনসাধারণের শিক্ষালাভের বিষয়টি একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে সর্বাত্নকভাবে জড়িত। তাই মানুষের আত্মিক বিকাশ, সামাজিক কল্যাণ ও উন্নতি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির বিশাল দায়িত্ব শিক্ষা ব্যবস্থার।

আমাদের দেশের সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়–টিকে থাকার সংগ্রামে জয়ী হতে মানুষের, বিশেষ করে তরুণ সমাজের মধ্যে ন্যায়সম্মত পন্থা অবলম্বন না করার প্রবণতা শুরু হয়েছে। এক শ্রেণীর মানুষের ভোগ ও ক্ষমতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ, মূল্যবোধের অবক্ষয়, অধিকাংশ মানুষের মধ্যে সঠিক শিক্ষার অভাব, নিরক্ষরতা, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ লাভে বঞ্চনা ও শ্রেণী বৈষম্যকে এর প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। নানাবিধ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া, মাদক দ্রব্য গ্রহণ, বিদ্যালয়গামী মেয়েদের উত্যক্ত করার মত ঘৃণ্য কাজে তরুণদের একটি বৃহৎ অংশ লিপ্ত হয়ে পড়ছে। তারা পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজ থেকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং অভিভাবকদের মতামতের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করছে। আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে নৈতিক মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়ে পরিস্থিতির জটিলতা আরো বাড়িয়ে তুলছে। তাছাড়া আমাদের তরুণদের মধ্যে অসন্তোষজনিত যে উশৃঙ্খল আচরণ লক্ষণীয় তার জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে নৈতিক মূল্যবোধের বিপর্যয় ও আদর্শহীনতা অনেক ক্ষেত্রে দায়ী।

শরীফা খাতুন (২০০৮, পৃ.৯০) এর মতে ''মানুষ জন্মগতভাবে অপরাধী, ভোগবাদী ও অসাধু হয় না। সে সদগুণ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। তার জীবন পরিবেশের অভিজ্ঞতা তাকে মন্দ ও বিপথগামী করে''। বিষয়টি এমন নয় যে সমাজে কেবল শিক্ষার্থীরাই নীতিচ্যুত হয়ে পড়ছে বরং সমাজের নেতিবাচক রীতি-নীতি, মত, পথ ও বাস্তবতা দ্বারা শিক্ষার্থীরা কম বেশি প্রভাবিত হচ্ছে। এর পরিণতি ভয়াবহ বিপর্যয়কর ও ব্যাপক। এই অবস্থা থেকে সমাজ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্য শিশু বয়স থেকেই তাদেরকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন। গতানুগতিক আলোচনা ও নীতিবাচক নির্দেশাবলির দ্বারা সেই নৈতিক বোধ জাগানো সম্ভব নয়। বরং আকর্ষণীয় গল্পমালা ও শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার পরিসরে সংঘটিত বাস্তব ঘটনাবলির বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের মনে নৈতিক বোধ জাগ্রত করা সম্ভব।

একটি ভালো শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজ স্বীকৃত নৈতিক আচরণগত পরিবর্তনে শিশু তথা শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে থাকে। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মানবিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিক্ষা জীবন অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু থেকেই শিশুদের নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা প্রয়োজন। এজন্য প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক এবং বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে সুপরিকল্পিত উপায়ে নৈতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করাটা জরুরি।

১.১.১ নৈতিকতা: ধারণা ও ব্যাখ্যা

মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের সুদীর্ঘ পরিক্রমায় সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রথা প্রচলনের বিভিন্ন রূপ ও দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। মানব ইতিহাসের সূচনা লগ্নে মানুষের কর্ম ও আচরণের মূল্য বিচারের তেমন কোন প্রতিষ্ঠিত প্রামাণিক মানদণ্ড ছিল না। পারিবারিক, সামাজিক বা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কিছু রীতি-নীতি ও প্রথার প্রচলনের উপর নির্ভর করতে হতো।

Dhaka University Institutional Repository

ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের বাছ বিচারের ক্ষেত্রে পূর্বপুরুষদের অনুসরণকৃত ব্যবস্থাকেই তারা নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতো। পরবর্তীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের সাথে নৈতিকতার ধারণা ক্রমবিকশিত হয়।

আমিনুল ইসলাম (২০০২, পৃ.২৯,৪০-৪১) বলেছেন, আদি ধর্ম শাস্ত্রসমূহ ও নবী পয়গম্বর বা মহাপুরুষদের ধর্মীয় আদেশ নির্দেশের মূলে এক সুস্পষ্ট নৈতিক তাৎপর্য পরিলক্ষিত হয়। নৈতিক চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ শুরু হয় ভারত, চীন, পারস্য প্রভৃতি অঞ্চলে। তবে যতটা জানা যায়, নীতি বিদ্যার সুনির্দিষ্ট চর্চা শুরু হয় প্রাচীন গ্রীস দেশ থেকে।

ইংরেজি 'Ethics' ও 'Moral' শব্দ দুটির উৎপত্তি যথাক্রমে 'ethos' ও 'mos/mores' ল্যাটিন মূল ধাতু থেকে। উভয়ের অর্থই প্রথা (Custom) বা প্রচলিত রীতি-নীতি। Morality শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'Moralitas' থেকে যার অর্থ আদব-কায়দা, সচ্চরিত্র, সঠিক ব্যবহার।

ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও সাধারণ সততার আচরণিক বহিঃপ্রকাশকে নৈতিক আদর্শ বলা হয়। সমাজে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত কর্মকাণ্ডগুলোই নৈতিকতা। রশীদুল আলম (১৯৮১, পৃ. ৩৯) এর মতে ব্যাপক অর্থে 'নৈতিক' শব্দের মানে যার মধ্যে নৈতিক গুণ আছে আর সংকীর্ণ অর্থে 'নৈতিক' বলতে বুঝায় যথোচিত, ভালো, ঠিক। শেখ আব্দুল ওয়াহাব (১৯৮৬, পৃ. ২৬৯) কুট ওয়ারনক এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন 'নৈতিক' শব্দটির অর্থ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য নীতি।

নৈতিকতা পরিবর্তনের বাইরের কিছু নয়। রাশিদা আখতার খানম (২০০৯, পৃ.৬৭) কান্টকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন, নৈতিক গুণাগুণ অভ্যাসের বিষয়। মানুষের মাঝে নৈতিক আচরণ করার প্রবণতা যেমন আছে তেমনি অনৈতিক আচরণ করারও প্রবণতা আছে। কিন্তু মানুষ সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখে। প্রতিনিয়ত সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ফলে মানুষের মাঝে নৈতিক কাজ করার অভ্যাস গড়ে ওঠে।

খানম (২০০৯, পৃ.১৯ ও ৭৪) মনে করেন, নৈতিকতা ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ, মঙ্গল-অমঙ্গলের মাঝে পার্থক্যকে নির্দেশ করে। অন্যকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা নৈতিকভাবে অন্যায় যখন ঐ ন্যায্য প্রাপ্য তার মৌলিক চাহিদা পুরণের সাথে আবশ্যিক ভাবেই সংশিষ্ট। আনোয়ারুল্লাহ ভুইয়াঁ (২০০৮, পৃ.৪৮) এর মতে, কোন আচরণকে নৈতিক বলা যাবে যদি তা আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। যে সব কর্মকাণ্ড বা আচরণ আইনগতভাবে সিদ্ধ সেগুলো নৈতিক। খানম (২০০৯, পৃ. ১২, ৫২, ১১৩-১১৯) আবার বলেছেন, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নৈতিক কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়। বাস্তুবিদ্যক অর্থে নৈতিকতা নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাকে নির্দেশ করে। দর্শনের আলোচনায় নৈতিকতা নিয়ন্ত্রিত আচরণকে বুঝায়। মানুষের আচরণে কর্তব্যের ও মঙ্গলের মনোভাব যথাযথভাবে প্রকাশ পাবে এটাই নৈতিকতা।

তাঁর মতে, মানুষের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি যেমন নৈতিক মূল্যায়নের বিষয় তেমনি প্রাণীসম্পদ, পরিবেশ তথা প্রাকৃতিক সত্তার প্রতি দায়িত্ব পালনও মানুষের পরম নৈতিক দায়িত্বের অংশ। নৈতিকতা কর্তব্যকেও নির্দেশ করে। অধিকার, কর্তব্য, বাধ্যবাধকতা এসব বিষয় নৈতিকতার সাথে যুক্ত। নৈতিক নিয়ম-কানুনগুলো মানুষের আচরণের ভালো-মন্দ মূল্যায়নের সাথে যুক্ত । কখনো কখনো নৈতিকতার সাথে প্রথা বা ট্রাডিশনের মিল দেখা যায়, আবার কখনো দ্বন্দ্বও লক্ষ করা যায়।

তিনি বলেছেন, নৈতিকতা হচ্ছে সাংস্কৃতিক নিয়ম-কানুন। ব্যক্তির নৈতিকতা তার সংস্কৃতিরই ফসল। নৈতিকতা যেহেতু ব্যক্তি যে সংস্কৃতির বাহন সে সংস্কৃতির অঙ্গ, তাই ব্যক্তির অজান্তেই তা ব্যক্তির কার্য-কলাপে প্রতিফলিত হয়। নৈতিক বোধ অসচেতনভাবেই ব্যক্তির অভ্যাসে পরিণত হয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্তির আচরণে প্রকাশ পায়।

মূলত দুইভাবে নৈতিকতা শব্দটির অর্থ করা যায়। বর্ণনামূলকভাবে নৈতিকতা হলো ব্যক্তিগত অথবা সংস্কৃতিগত মূল্যবোধসমূহ, আচার-ব্যবহার বা সামাজিক বিষয়াবলি যা মানব সমাজের ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। বর্ণনামূলক অর্থে নৈতিকতা বলতে বস্তুগতভাবে কি সঠিক বা ভুল তা বোঝায় না বরং কেবল মানুষ যাকে ভুল বা শুদ্ধ বলে বিবেচনা করে তাকেই বোঝায়। অপর পক্ষে আদর্শগত নৈতিকতা বলতে ব্যক্তি বিশেষের চিন্তা নয় বরং সরাসরি যা ভুল বা শুদ্ধ তাকে নির্দেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

FMDA Brochure (n.d) এ আবু ওবায়দুল হক নৈতিকতাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যে:

> নৈতিকতার ধারণা নিহিত ভালো হওয়া, ভালো চিন্তা করা এবং ভালো কাজ করার মাঝে; এই 'ভালো' সবার জন্য, নিজের জন্য এবং একইভাবে অপরের জন্যও। 'একজনের কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়' তার মধ্যে নৈতিকতা এবং অনৈতিকতা সুস্পষ্ট সীমারেখা নিরূপণ করে। 'এক জনের কী করা উচিত' নৈতিকতা তার পক্ষে অবস্থান করে, অপর দিকে যা করা উচিত নয় তার পক্ষে অনৈতিকতার অবস্থান। (The concept of morality lies in being good, thinking good and doing good; this 'good' means good for all, that is, good for self and others as well. 'What one should do' and 'What one should not do' distinctly clarify the line of demarcation between morality and immorality; morality stands for doing 'What one should do' and on the other hand immorality stands for doing 'What one should not do.')

নৈতিকতার আভিধানিক অর্থ:

Oxford Advanced Learners Dictionary (1995) অনুযায়ী নৈতিকতা হলো ভুল ও শুদ্ধ অথবা ভালো ও মন্দ আচরণ সম্পর্কিত নীতিমালা।

ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (২০০০) অনুযায়ী সমাজের কল্যাণকর বিধি-বিধান হচ্ছে 'নীতি'। আর 'নৈতিক' অর্থ নীতিঘটিত বা নীতি সংক্রান্ত।

English Collins Dictionary (2011) অনুযায়ী নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বা সমাজ দ্বারা সাধারণভাবে গৃহীত মানুষের আচরণ সম্পর্কিত মুল্যবোধ এবং নীতিমালার পদ্ধতি হলো নৈতিকতা।

Word Web Dictionary (2011) অনুযায়ী নৈতিকতা হলো ভুল এবং শুদ্ধতার নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয় অথবা ঐ সকল নীতিমালার মানদণ্ডের ভিত্তিতে চরিত্র ও আচরণকে উপযুক্ত করা।

American Heritage Dictionary (2009) অনুযায়ী নৈতিকতা হলো ভালো অথবা সঠিক আচরণের মান অনুসারিত গুণাবলি, ভুল ও শুদ্ধ আচরণের ধারণার পদ্ধতি, সদ্‌গুণ সম্পন্ন আচরণ ও নৈতিক আচরণের পথ বা নীতি।

১.১.২ নৈতিকতা সম্পর্কে দার্শনিক মতবাদ

বীরেন্দ্রমোহন আচার্য (তারিখ অজ্ঞাত, পৃ.২৫৭) বলেছেন, জন ডিউই নৈতিকতা বলতে সাধু উদ্দেশ্য, উন্নত চরিত্র, দুর্লভ আদর্শের প্রতি অনুরক্তি, অপ্রাকৃত শক্তির প্রতি আস্থা এবং সুদৃঢ় কর্তব্যপরায়ণতা-এইসব গুণাবলি বুঝিয়েছেন।

ইমানুয়েল কান্ট এর নৈতিকতার দার্শনিক তত্ত্বের মূলনীতি (সাইয়েদ আবদুল হাই, ১৯৮১, পৃ.১৪৬-১৪৮ ও ১৫৪-১৫৫) অনুযায়ী নৈতিকতা চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপার নয়, মানুষের সচেতন নির্বাচন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রেক্ষিতেই তা রূপ লাভ করে। বস্তুত আত্মনিয়ন্ত্রণের মূল সূত্র মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার উপর নির্ভরশীল। আর ইচ্ছার স্বাধীনতা ব্যতীত নৈতিকতার ধারণাই অবান্তর। মানুষের যথার্থ নৈতিকতার প্রকৃত উৎস তার বৌদ্ধিক বৃত্তি। কোন কাজ কেবল কর্তব্যসম্মত হলেই তা যথার্থ নৈতিক হয় না, বরং তা কেবল কর্তব্যবোধ থেকেই উৎসারিত হতে হবে।

হাসনা বেগম অনুদিত এরিস্টটলের 'নিকো মেকিয়ান এথিক্স'এ (২০০৬, পৃ.১৩৯-১৪৩) অন্যায়কে চিহ্নিত করা হয়েছে আইন অমান্যকারী এবং নীতি বহির্ভূত বলে, আর ন্যায়কে আইনানুগ এবং নীতিসিদ্ধ বলে। যেহেতু আইন অমান্যকারী মানুষটিকে মনে হয় অন্যায়ী বলে এবং আইন মান্যকারী মানুষটিকে ন্যায়পরায়ন বলে, সেহেতু স্পষ্টতই সকল আইনানুগ কাজই এক অর্থে ন্যায়কর্ম।

খানম (২০০৯, পৃ.৫১) জানিয়েছেন, সুখবাদ (Hedonism) অনুসারে এমন কাজকে ন্যায়সঙ্গত বা ভালো মনে করা হয় যা সুখ উৎপাদন করে এবং এমন কাজকে অন্যায় বা মন্দ মনে করা হয় যা ব্যথার উদ্রেক করে। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে আমরা কেমন আচরণ করি তা নৈতিক বিচারের অধীন। পারস্পরিক আচরণে কাউকে আঘাত করলে তা ব্যথার সৃষ্টি করে এবং মন্দের উদ্ভব ঘটে বলে নৈতিকভাবে এমন আচরণ নিন্দনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

খানম (২০০২, পৃ.৭৪) উপযোগবাদ (Utilitarianism) প্রসঙ্গে বার্ট্রাণ্ড রাসেল এর মত উদ্ধৃত করেছেন এভাবে যে, নৈতিকতা নীতিশিক্ষামূলক নিয়মকে নির্দেশ করে। নৈতিকতা এমন বিষয় যা মূলত বিশেষ সমাজের সংস্কৃতির সাথে অঙ্গীভূত। এজন্য সমাজ ভেদে এমন কি ব্যক্তি ভেদে এগুলো বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কিন্তু যেভাবেই বিচার করি নৈতিকতা সামাজিক বিষয় এবং এর নিয়মগুলো ব্যক্তি বিশেষের আচরণের গাইড লাইন হিসেবে কাজ করে।

উপযোগবাদ অনুযায়ী সুখই আমাদের নৈতিক জীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু। জন স্টুয়ার্ট মিল (১৯৮৮, পৃ.৫৬) ন্যায়নীতি ও উপযোগের সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলেছেন, সর্বকালেই চিন্তাজগতে সঙ্গততা ও অসঙ্গততা মূল্যায়নের মানদণ্ড হিসেবে উপযোগবাদ বা আনন্দ নীতিকে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে অন্যতম শক্তিশালী আপত্তি প্রণীত হয়েছে ন্যায়নীতির ধারণা থেকে। ন্যায়নীতির অনুভূতি হয়ত আমাদের অন্যান্য প্রবণতার মতই একটি বিশেষ প্রবণতা, যে প্রবণতার জন্য উচ্চতর ধীশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া এবং সুস্পষ্টতর হওয়া প্রয়োজন।

তাঁর মতে, ন্যায়পরায়ণতাকে অবশ্যই একটি পরম কিছু হতে হবে, সেটাকে জাতিগতভাবে সর্বপ্রকার সুবিধাবাদী অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে হবে এবং ধারণাগত ভাবে সুবিধাবাদী অবস্থার বিপরীত কিছু হতে হবে, যদিও (যেমনটি সাধারণ স্বীকার্য) বাস্তব অবস্থায় সুবিধাবাদ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হবে না।

নীরু কুমার চাকমা (১৯৮৩, পৃ.৪৬,৬৯-৭০) এর ফ্রিডরিক নীট্‌শে সম্পর্কিত আলোচনা থেকে জানা যায়, নীট্‌শে প্রচলিত বা প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, নৈতিকতা হলো কোন একটা সম্প্রদায় বা জাতিকে সংরক্ষণ করার একটা ঐতিহ্য। নীতিবান, আদর্শবান এবং পুণ্যবান হওয়ার অর্থই হলো প্রাচীন বা প্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যশীল হওয়া। ক্ষতির ভয় এবং প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগের আশাই এ ধরনের নৈতিকতার উদ্দেশ্য। নীট্‌সের মতে নৈতিকতা হলো ব্যক্তির মধ্যে সম্প্রদায়ের একটা সহজাত আবেগ বা প্রবৃত্তি। নৈতিকতা আসে বাধ্যবাধকতা হিসেবে, যার প্রতি মানুষ আত্মসমর্পন করে দুঃখকে পরিহার করার জন্য। সেই নৈতিকতা পরে সংস্কারে পরিণত হয়, এর পরে তা হয় স্বাধীন আনুগত্য এবং সবশেষে তা হয় একটা সহজাত আবেগ বা প্রবৃত্তি এবং তখন থেকেই তা পুণ্য বলে বিবেচিত হয়।

চাকমা আরো জানিয়েছেন, জ্যাঁ পল সার্ত্রে তার Existentialism and Humanism প্রবন্ধে বলেছেন, কোন ব্যক্তি যখন ভোগীয় স্তরের ইন্দ্রিয় আশক্তির নিস্ফলতা, সন্দেহ, হতাশা ও করুণ পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হয়, তখনি সে নিজেকে নির্বাচন করে এবং যখনই সে নিজেকে নির্বাচন করে তখনি সে নৈতিক স্তরে উন্নীত হয়।

খানম (২০০৯,পৃ.১১৪-১৫) Hargrove (1983) কে উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন যে, ক্রিস্টোফার স্টোন বলেছেন, নৈতিকতাকে অনেকক্ষেত্রে নীতির (Rule) সমার্থক মনে করা হয়।

খানম (২০০২, পৃ.১২২-১২৩ ও ১২৮) বলেছেন, ডেভিড রস এর মতে একই সমাজে সময়ের পরিবর্তনের সাথে নৈতিক নিয়মেরও পরিবর্তন ঘটতে পারে; আবার কখনো দেখা যায় যে, একই সমাজ অনুসৃত নিয়মগুলোর মাঝে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে। 'সত্য কথা বলা' 'কাউকে আঘাত না করা' ইত্যাকার নীতিগুলোর কোন স্থায়িত্ব থাকতে পারে না যদি এগুলোকে পরম ও চরমভাবে গ্রহণ করা হয়। একটি কাজ সঠিক হবে যখন কাজটি কোন নৈতিক অবস্থার উপযুক্ত হবে এবং এই উপযুক্ততা যে কোন বিতর্কের উর্ধ্বে হতে হবে।

Musgrave (১৯৭৮, পৃ.২২ ও ৩০) এর মতে, ডুর্খেইম ব্যাপক অর্থে নৈতিকতাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন 'সুনির্দিষ্ট নীতিসমূহের সমষ্টি' হিসেবে। তিনি অন্যভাবে বলেছেন 'একটি কাজ নৈতিক হবে না, এমন কি এটি নৈতিক নীতির সাথে বাস্তবিক অর্থে মিলে গেলেও, যদি না তা বিপরীত বিষয়সমূহ দ্বারা নির্ভুলভাবে নির্ধারিত হয়।

জাকির হোসেন (২০০৯, পৃ.৮) বলেছেন, মহাত্মাগান্ধীর মতানুসারে নৈতিক বিধানে রাজনৈতিক, আর্থিক ও সংস্কৃতির সর্ববিধ শোষণ বর্জনীয়। সমভাবে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী কর্তৃক অপরের উপর সর্বপ্রকারের আধিপত্যও নৈতিক বিধানে নিষিদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

১.১.৩ মূল্যবোধ ও নৈতিক মূল্যবোধ

এম আবদুল হামিদ (২০০৩,পৃ.২২) বলেছেন, মূল্য হচ্ছে এমন একটি যোগ্যতা বা উৎকর্ষ, যা আমাদের আচরণের লক্ষ্য ও কাম্য বস্তুকে গঠন করে।

মো.আব্দুস সামাদ (১৯৯৬, পৃ.৩২১) এর মতে, মূল্যবোধ হলো পরিকল্পিত ও পরীক্ষিত উপায়ে কোন কাজের উৎকর্ষ সাধন। এ উৎকর্ষ সাধনই কোন বিশেষ কাজের উত্তম পরামর্শ, যা গ্রহণ করে মানুষ কল্যাণমুখী দিকে ধাবিত হতে পারে।

Venkataiah (১৯৯৮, পৃ.১-৪) এর Value Education-An Overview প্রবন্ধ অনুযায়ী মূল্যবোধ মূলত তারই মূল্য যা মূল্যবান, এক্ষেত্রে কেউ কিছু ব্যাপারে ত্যাগ ও ভোগান্তি স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, মূল্যবোধ হচ্ছে কিছু নীতির সমষ্টি অথবা আচরণের ধরনের সমষ্টি। মূল্যবোধ হচ্ছে কিছু নীতি যা জীবনের সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক।

তিনি বলেন, জন ডিউই এর মতানুসারে মূল্যবোধ হচ্ছে প্রাথমিকভাবে কোন কিছুর মূল্য নির্ধারণ করা, সম্মান করা, মূল্য নিরূপণ এবং হিসাব করা। যার অর্থ কোন কিছু অর্জন করা, ধারণ করা এবং এছাড়াও কোন কিছুর পরিমান ও প্রকৃতির মূল্য বিচার ও তুলনা করা। তাঁর মতে, মূল্যবোধকে সাধারণত ৫টি ব্যাপক শিরোনামে বিন্যস্ত করা সম্ভব। ১. ব্যক্তিগত ২. সামাজিক ৩. নৈতিক বিষয় সম্বন্ধীয় ৪. আধ্যাত্মিক ৫. আচরণ সম্বন্ধীয়।

ব্যক্তির চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব যা তার গুণাবলিকে নির্দেশ করে তাই হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধ। নৈতিক মূল্যবোধসমূহ ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণকে ব্যক্ত করে। যেমনঃ সততা, একাগ্রতা, দায়িত্ববোধ, সহানুভূতি ইত্যাদি।

খানম (২০০৯, পৃ.১২ ও ৯৯) মনে করেন, নৈতিক মূল্যবোধ এমন অনন্য এক মূল্যবোধ যা ভালো-মন্দ মূল্যায়নের চেতনাকে নির্দেশ করে। এটি প্রকৃতপক্ষে এমন মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্দেশ করে যার মাঝে ভবিষ্যতের প্রগতি নিহিত রয়েছে।

Aggarwal (১৯৯৭, পৃ.৩৫২) বলেছেন, 'ধর্ম ও নৈতিক নির্দেশনা কমিটির (১৯৫৯) সংজ্ঞা অনুযায়ী নৈতিক মূল্যবোধ হলো এমন কিছু যা আমাদেরকে অপরের প্রতি যথাযথ ব্যবহার করতে সাহায্য করে।

Sharma ও Sharma (২০০৪, পৃ.২৩২) এর মতে, নৈতিক মূল্যবোধ বলতে বিশেষত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের প্রতি মানুষের আচরণকে বোঝায়।

Chitkara (২০০৯, পৃ.৬,৫৭) মানবিক মূল্যবোধ বলতে বুঝিয়েছেন–সত্য, সঠিক কাজ, শান্তি, ভালোবাসা ও অহিংসাকে। তিনি মনে করেন প্রতিটি ব্যক্তির কাছে নৈতিক মূল্যবোধের অর্থ ভিন্ন। তার মতে নৈতিক মূল্যবোধ হলো সেই সকল রীতি বা জীবনের পথ যা প্রত্যাশিত বা যার গুরুত্ব আছে। তাঁর মতে চিরায়ত নৈতিক মূল্যবোধ যা সবার জন্য সাধারণ সেগুলি হলো–একজন মিথ্যা বলবে না, চুরি করবে না প্রতারণা করবে না।

১.১.৪ নৈতিক শিক্ষা

নীতি বিষয়ক যে শিক্ষা তাই নৈতিক শিক্ষা। শিক্ষার মূল লক্ষ্য নৈতিকতা অর্জন। সমাজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক মূল্যবোধ নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি। আর সামাজিক ন্যায়বিচার, সমতা ও সাম্যকে সামাজিক ভাবে অনুশীলন ও উদ্বুদ্ধ করাই হলো নীতিশিক্ষার লক্ষ্য।

আনোয়ারুল্লাহ ভুঁইয়া (২০০৮, পৃ.৪৯) শিক্ষা দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের মত উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য নৈতিক জ্ঞান, শিক্ষা এবং নৈতিকতা পরস্পর আন্তঃসম্পর্কে আবদ্ধ। এ প্রসঙ্গে Venkataia (১৯৯৮, পৃ.৫) এর জোরালো মত হলো, নিঃসন্দেহে নৈতিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে চরিত্র যা যথাযথ আচার ব্যবহারের নির্দেশ দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

খানম (২০০২, পৃ.২০) সক্রেটিস সম্পর্কিত আলোচনায় বলেছেন, 'আমাদের কীভাবে জীবন যাপন করা উচিত'-সক্রেটিসের জন্য এটিই ছিল মূল অন্বেষণ। এ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল 'জ্ঞানই সদগুণ' অর্থাৎ জ্ঞানের চর্চা ও বিকাশ সাধন করে মানুষ নৈতিক জীবন যাপন করতে পারে।

'নৈতিক শিক্ষা' শব্দটিকে বিভিন্ন ব্যক্তি বা শিক্ষা গবেষকগণ তাদের সংশ্লিষ্ট কাজ বা উপলব্ধির আলোকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। গবেষকগণ শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য নৈতিক শিক্ষার একটি যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপণের বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেন।

ভুইয়া'র (২০০৮, পৃ.৫৬) মতে, তাত্ত্বিকভাবে নীতিশিক্ষা মানুষের আচরণের ঔচিত্য ও অনুচিত্য সম্পর্কিত আদর্শনিষ্ঠ বিষয়াদির শিক্ষা দিয়ে থাকে। সহজভাবে বলা যায় মানবিকতা, সাধুতা, কল্যাণধর্মীতা ও মানসিক উৎকর্ষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা চেতনাবোধই নীতিশিক্ষা।

Venkataiah (১৯৯৮,পৃ.৪) ব্যাপক অর্থে নৈতিক শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মত অনুযায়ী নৈতিক শিক্ষা বলতে শুধু নীতি ও আদর্শের চর্চা বুঝায় না। আধ্যাত্মিক, মানবিক, বৈজ্ঞানিক, নান্দনিক এবং সর্বাঙ্গিন মূল্যবোধ চর্চাও বুঝায়। এভাবে বলা যায়, নৈতিক শিক্ষা অর্থ মূল্যবোধমুখী শিক্ষা।

Rao (২০০১, পৃ.২৭) এর মতে, নৈতিক শিক্ষা হলো মানবিক মূল্যবোধ শেখা এবং সেগুলিকে কাজে পরিণত করতে সক্ষম হওয়া। এই মূল্যবোধের শিক্ষা আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক দুইভাবেই হতে পারে।

গবেষক Sarangi (১৯৯৪, পৃ.১৬৯) তাঁর দীর্ঘ গবেষণার প্রেক্ষিতে নৈতিক শিক্ষাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন:

> নৈতিক শিক্ষা হলো সেই শিক্ষা যা শিশুকে বিশ্বের ও জাতির একজন উন্নত নাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করতে তার সামাজিক, আবেগিক এবং দর্শনগত উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান বিদ্যালয় শিক্ষাক্রম থেকে উত্থিত পরিকল্পিত পূর্বাপর অভিজ্ঞতা ও কার্যাবলি সংগঠিত করে। (Moral education is the education whice constitutes the planed sequences of experiences and activities coming under the existing school curriculum for the social, emotional and philosophical development of the child with a view to preparing him as a better citizen of the nation and the world.)

Sarangi এর উক্ত সংজ্ঞা সহ নৈতিক শিক্ষার বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ, গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে এই গবেষণার জন্য নৈতিক শিক্ষাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে, নৈতিক শিক্ষা হলো সেই শিক্ষা যা বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত পদ্ধতিতে ব্যক্তি বা শিশুর চেতনার মূল ভিত্তিভূমিতে নৈতিকতা প্রথিত করায় এবং যা তাকে নৈতিকতা অনুশীলনের মাধ্যমে এক উন্নত মানবের স্তরে উপনীত করে।

১.১.৫ মূল্যবোধ শিক্ষা

শিক্ষা মানবিক মূল্যবোধের জ্ঞানের মাধ্যমে সত্যিকারের মানুষ গঠনে অবদান রাখে যাতে সে জীবন ও সমাজের বিবিধ জটিলতাকে মোকাবেলা করে জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে পারে।

Wiki Answers (২০১১) অনুযায়ী, মূল্যবোধ শিক্ষা এমন একটি বিষয় যা অপরের প্রতি সম্মানকে ধারণ করে।

Venkataiah (১৯৯৮, পৃ.৬) Gupta (১৯৮৮) কে উদ্ধৃত করে বলেছেন, মূল্যবোধ শিক্ষা ধর্মীয় অথবা নৈতিক শিক্ষার চাইতে বেশি বিস্তৃত, ব্যবহারযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য যেহেতু আদর্শগত, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধর মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট বিশ্বাস অথবা ধর্ম এতে প্রতিফলিত হয় না।

Venkataiah (১৯৯৮, পৃ.৪) এর মতে, মূল্যবোধ শিক্ষা অর্থ শিশুদের মধ্যে মানবিক চেতনা চর্চা এবং অন্যান্য গভীর সংশ্রব যা অন্যান্যদের তথা জাতির জন্য মঙ্গলজনক। মূল্যবোধ শিক্ষা আমাদের সংস্কৃতি থেকে পাওয়া মঙ্গলজনক বিষয়গুলিকে লালন করতে শিক্ষা দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

বহুল প্রচলিত জনশ্রুতি 'মূল্যবোধ শেখানো যায় না কিন্তু ধরা (উপলব্ধি করানো) যায়' (Value cannot be taught but caught)-এই বিশ্বাসের বিপক্ষে Venkataiah জোরালো যুক্তির মাধ্যমে বলেন যে, মূল্যবোধকে যথাযথ যত্ন ও সচেতনতার মাধ্যমে শেখানো সম্ভব।

১.২ নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মানবিক, ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নৈতিক শিক্ষা প্রয়োজন। নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর জীবনকে কোন আদর্শের মধ্যে পরিচালিত করে তার চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করা।

মানুষের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি এবং সাফল্য নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে তার কর্তব্য প্রতিপাদনের উপর। আর এই কর্তব্য প্রতিপাদনের শক্তি ও প্রেরণার উৎস হলো সততা ও পবিত্রতার মত নৈতিক বিষয়াবলি। এ কারণে এই বিষয়সমূহ নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন।

নৈতিক শিক্ষা মানুষের মধ্যে সৎ গুণাবলির সমাবেশ ঘটিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানবিক উৎকর্ষ সাধিত করে এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। প্রাক-শৈশব কাল থেকেই নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন। ভালো আদব-কায়দা নৈতিক শিক্ষার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভালো আদব-কায়দা আমাদেরকে যথাযথ ভাবে সংযত রাখে এবং কথা ও আচরণের রূঢ়তা, অমার্জিততা দূর করে। আমরা আমাদের ভদ্রতা খুব দ্রুত হারিয়ে ফেলছি এবং সেগুলি পুনরুদ্ধার করাটা খুব জরুরি। আমাদেরকে অবশ্যই মানুষের সাথে সেই আচরণ করতে হবে, যে আচরণ আমরা তাদের কাছে প্রত্যাশা করি।

কোন আচরণটি ভালো বা মন্দ, কোন কাজটি করা উচিত বা উচিত নয়, কীভাবে মানুষের সাথে ব্যবহার করতে হয়, পরিশ্রমনির্ভর কর্মমুখী নাগরিক হওয়াটা প্রয়োজন কেন তা জানা জরুরি। নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশু ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখে পৃথিবীর সকল ভুল ও শুদ্ধতার মাঝে সঠিক পথে টিকে থাকতে পারে।

নৈতিক চেতনা মানুষের দর্শন, আদর্শ, সংস্কৃতি, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা ও আচরণকে প্রভাবিত করে তার চরিত্রকে উন্নত করে। তাকে নৈতিকভাবে চিন্তা করতে শেখায়, আত্মনির্ভর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ হতে সাহায্য করে। নৈতিক শিক্ষা শুধু শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত জীবনেই অবদান রাখে না বরং সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে, সুনাগরিক তৈরি করে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৃজনশীলতা ও দায়িত্ববোধের জন্ম দেয়। নৈতিক শিক্ষা শিশুদের বর্তমান সমাজ অনুমোদিত আচার-ব্যবহার শেখানোর পাশাপাশি ঐ আচরণের নীতিমালা ভঙ্গ বা পালন করার পরিণতি বলে দেয়।

ইসলাম (২০০২ পৃ. আট) বলেছেন, পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্র দ্বারা পারমানবিক বোমা তৈরি করা হয়। সেই বোমা দ্বারা নিরীহ মানব হত্যা করা বাঞ্ছনীয় কি না সেই প্রশ্নের উত্তর পদার্থ বিজ্ঞান দিতে পারে না, সেই উত্তরের জন্য আমাদের মুখোমুখি হতে হয় নৈতিকতার (Morality) প্রশ্নটির। নৈতিক শিক্ষা বা নীতি বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা এখানেই নিহিত।

IASTT Leaflet (n.d) থেকে জানা যায়, নৈতিক মূল্যবোধ উন্নয়নকল্পে আবু ওবায়দুল হক কর্তৃক জাতিসংঘে যে প্রস্তাব পেশ করা হয় সেখানে নৈতিকতাকে মানব সভ্যতার অন্যতম উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে নৈতিকতাই একমাত্র উৎস যার মাধ্যমে একজন মানুষ তার মধ্যে সমাজের অন্যান্যের প্রতি ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা, সম্মান ও কৃতজ্ঞতাবোধের মত স্বর্গীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে পারে। ব্যক্তিগত, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও প্রশাসনিক মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে। অপর পক্ষে অনৈতিকতা ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে মানুষের নীতিজ্ঞানকে ধ্বংস করে মানুষকে অসৎ ও দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিকতার কোন না কোন বিষয়ের প্রয়োজন হয়। প্রাথমিক স্তরে শেখা নৈতিক জ্ঞানসমূহ প্রয়োগ করে সে নিজের ও সমাজের কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

থানম (২০০২, পৃ. ৭৬-৮২) মনে করেন, একটি কল্যাণকর পৃথিবীর জন্যে গণ ও ব্যক্তিগত নৈতিকতা উভয়ই সমান ভাবে অপরিহার্য। ব্যক্তিগত নৈতিক মূল্যবোধ যেমন ব্যক্তিজীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলে তেমনি গণ নৈতিকতার প্রতি শ্রদ্ধা সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্রকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী করে তোলে।

তাঁর মতে নৈতিক জ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞান। বার্ট্রণ্ড রাসেলের মত উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, নৈতিক চেতনা ব্যক্তির মাঝে স্বার্থান্বেষী জীবনের গণ্ডি অতিক্রম করে নৈর্ব্যক্তিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে। ব্যক্তির কামনাগুলোকে সমাজের অন্যান্যের কামনার সাথে সমন্বিত করার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিক কামনা নৈর্ব্যক্তিক কামনায় রূপলাভ করে।

শিশুর সহজাত কামনা বাসনাগুলি থাকে অস্পষ্ট, সঠিক শিক্ষা তাকে বহু ধারায় বিকশিত করে। নৈতিক শিক্ষা শিশুকে শেখায় কীভাবে পরিশ্রমের মূল্য দিতে হয়, মিথ্যা বলা কেন ভালো নয়, সহনশীলতা একটি বড় গুণ, চিন্তা, আচরণ ও কাজে সৎ থাকাটা খুব জরুরি। শিশু তার জীবনের যে সৌধটি নির্মাণ করতে চায়, পর্যবেক্ষণ, অধ্যবসায় ও ক্রমাগত প্রচেষ্টা ছাড়া তা যে সম্ভব নয় একথা শিশুকে বোঝাতে হলে তাকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আসল কাজ হলো সকল শিক্ষার্থীর ভালো চরিত্র গঠন। ধনসম্পদ, ক্ষমতা ও সম্মানের চেয়ে তার গুরুত্ব অনেক বেশি।

আমরা প্রায়শঃই সমাজ জীবন, ব্যবসা ও দাপ্তরিক দুর্নীতি ও অসততার কথা বলে থাকি। আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামী দিনে বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। জীবনের প্রারম্ভেই যদি তাদেরকে সত্যিকার ন্যায়পরায়নতা বা সততা শেখানো যায় তবে পরবর্তীতে সেই ভুলগুলি হয়ত তারা করবে না।

বর্তমান সমাজের ক্রমবর্ধমান নৈতিক অবক্ষয়, যৌথ পরিবারগুলোর মমতা হারিয়ে স্বার্থপরতায় ভেঙ্গে একক পরিবারে রূপান্তরিত হয়ে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শক্তি হারিয়ে ফেলা, গণমাধ্যম ও আকাশ সংস্কৃতির বিকৃতি, মাদকাসক্তি, ইভটিজিং, বিকৃত ও অসৎ যৌনতা, আত্মহত্যা, অপরাধ প্রবণতায় প্রায় সকলেই বিশেষ করে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। তারা চান তাদের সন্তানরা যেন সামাজিক ঐ সকল নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে সুশিক্ষা লাভ করতে পারে। আর তার জন্য প্রয়োজন উদ্দেশ্যনির্ভরভাবে শৈশবকালীন সুপরিকল্পিত নৈতিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ শিক্ষা। কাজেই শিক্ষা জীবনের প্রারম্ভিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীদেরকে যথার্থ ভাবে নৈতিক শিক্ষা প্রদানে সকল প্রচেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা প্রয়োজন।

Sharma ও Sharma (২০০৪, পৃ.২৩২)'র মতে, চরিত্র গঠনের জন্য নৈতিক শিক্ষা জরুরি। প্রাক-শৈশব কাল থেকেই নৈতিক মূল্যবোধ চর্চা করা উচিত। আমাদের অবক্ষয়িত সমাজের জন্য ভালো আচার-আচরণ ও নৈতিক উৎকর্ষ উন্নীত করণের শিক্ষা দেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। ভালো আচার-ব্যবহার পৃথিবীর রূঢ়তা ও আমাদের অমার্জিত ব্যবহার দূর করে আমাদেরকে সংযত রাখে। শিক্ষকদের উচিত ভালো আদব-কায়দা যত্নের সাথে চর্চা করার জন্য সকল শিক্ষার্থীকে নীতিবাক্য ও উদাহরণের সাহায্যে সব সময় নির্দেশনা দেওয়া।

১.৩ গবেষণার জন্য নির্বাচিত নৈতিক বিষয় ও তার ব্যাখ্যা

একটি বিমূর্ত বিষয় হিসেবে নৈতিকতাকে চূড়ান্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা বা সুনির্দিষ্টভাবে এর পরিসর বা সীমা নির্ধারণ এখনও সম্ভব হয়নি। কালের পরিক্রমায় আজো পর্যন্ত সমাজ ব্যবস্থা মানুষের সেই সকল কর্ম ও আচরণ যা সমাজ ও মানবতার জন্য সার্বিকভাবে কল্যাণকর তাকে নৈতিক বলে স্বীকৃতি দিয়ে আসছে। সমাজ ও মানুষের জন্য কল্যাণকর কর্ম এবং আচরণের সেই সকল চেতনাসমূহই মূলত যুগে যুগে সমাজ ও কালকে অতিক্রম করে নৈতিকতার বিষয় হিসেবে সর্বজনীন রূপ লাভ করেছে। দেশ ও কালোত্তীর্ণ সেই সকল সর্বজনীন নৈতিক চেতনাকেই এই গবেষণায় নৈতিকতার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্র ও বিশেষ পরিস্থিতিতে যে কোন প্রতিষ্ঠিত বিষয়েরও ব্যত্যয় এবং ব্যতিক্রম ইতিহাসে পরিলক্ষিত। নৈতিক বিষয়ের ক্ষেত্রেও এই দিকটি উপেক্ষা করার সুযোগ নাই।

এই গবেষণায় ৭০টি নৈতিক বিষয়ের যে তালিকা করা হয়েছে তা মানুষের সার্বিক নৈতিক চেতনারই নির্যাস। অন্যভাবে বলা যায় যে, নৈতিকতার এই বিষয়সমূহ একক বা সম্মিলিত, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের সার্বিক নৈতিক চেতনায় ভূমিকা পালন করে। কোন একটি সম্প্রদায়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতির নিয়ম-কানুনসমূহ তার নৈতিকতাকে প্রভাবিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়-আবদুল্লাহ আল-মুতী'র (১৯৯৬, পৃ.১৬৩ ও ১৬৯) মতে সুস্থ সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারই সমাজকে অবক্ষয়ের সর্বনাশা গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারে। সেজন্য দেশের সব শিশু কিশোরদের জন্য সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে শুধু জ্ঞানের বিষয় নয়, শৈশবকাল থেকে সচেতনভাবে সংস্কৃতি শিক্ষার আয়োজনও অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। Farrel (১৯৯৯, পৃ.২৪) এর কথায়ও এর প্রতিফলন দেখতে পাই। এরিস্টটলের নিকো মেকিয়ান এথিক্স (২০০৬, পৃ.১৪০-১৪১) অনুযায়ী, যে সকল কর্ম আইন প্রণয়ন-কলা দ্বারা সঠিক বলে ধার্য করা হয় সেগুলো হলো আইনানুগ এবং এগুলোর প্রতিটিই হলো ন্যায়। খানম (২০০৯, পৃ.১১৫) এর মতে, ব্যক্তির মাঝে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা গড়ে ওঠার পেছনে সাংস্কৃতিক নিয়ম-কানুন বা নৈতিকতার বড় অবদান থাকে। 'কার নীতি শেখাবো?'-এই প্রশ্নে The Communitarian Network (2011) শ্রমের মর্যাদা প্রদান, উপার্জনের অপব্যয় না করে নিজের বা দেশের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার কথা বলেছে। মানব জীবন থেকে উত্থিত নৈতিক বিষয়সমূহের বিদ্যা 'Bioethics' এর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় স্বাস্থ্য শিক্ষা। মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিটি বিষয়ে আন্তঃসম্পর্কিত হলো নৈতিকতা বিকাশের প্রশ্ন। শরীরচর্চা এই তিনটি বিষয়ের সাথেই গভীরভাবে সংযুক্ত। ধূমপান, মাদকাসক্তি, যৌনতা বা পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যশিক্ষার বিষয় হিসেবেও নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত। এভাবে স্বাস্থ্য রক্ষাও নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়।

প্রতিটি নৈতিক চেতনা বোঝানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দের প্রয়োজন হয়। কাছাকাছি অর্থবোধক শব্দ হলেও ঠিক সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শব্দটিই প্রয়োজন। এই বিবেচনায় সর্বপ্রথম ১৫০টি নৈতিক শব্দ নির্বাচন করা হয়। (উৎস: (a) List of the Values as Compiled by NCERT (National Council for Educational Research and Training (Amareswaran, 2010, pp.22-24); (b) Bill Gothard's forty-nine Virtues (Amareswaran, 2010, pp.24-26); (c) Classification of Values (Amareswaran, 2010, pp.26-27); (d) List of 'A-Z' Values collected by Dr. N. Amareswaran, a great Scholar, Teacher, Writer, Poet, Leader and Researcher of India. (Amareswaran, 2010, pp.17-22); (e) List of Values Classified/Identified by Eminent Thinkers and Writers (Chand, 2009, pp.12-19); (f) Values Needed to be Inculcated Among School Students (Chand, 2009, pp.27-29)) এর পর ৫ জন শিক্ষাবিদ, ২ জন মনোবিজ্ঞানী ও ৩ জন অভিজ্ঞ গবেষকের মতামতের ভিত্তিতে উক্ত ১৫০টি নৈতিক শব্দ সংশোধন সাপেক্ষে এই গবেষণার জন্য উপযুক্ত ৭০টি নৈতিক বিষয় নির্বাচন করা হয়। সংশ্লিষ্ট গবেষণা কাজে নির্বাচিত এই ৭০টি নৈতিক বিষয়কে অনুসরণ করা হয়েছে। নৈতিকতার এই বিষয়সমূহ নির্বাচনে স্বীকৃত ও প্রকাশিত যে সকল তালিকার সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে গবেষণার পরিশিষ্টে তা উল্লেখ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট: ৫)।

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক বিষয়ের তালিকা

[১] অহিংসা
[২] অহম বর্জন/অহংকার বর্জন
[৩] অধ্যবসায়
[৪] অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ
[৫] অপরের প্রতি সম্মান/শ্রদ্ধাশীলতা
[৬] অপর ধর্মে/মতবাদে সহনশীলতা
[৭] অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা
[৮] আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা
[৯] আতিথেয়তা
[১০] আত্মত্যাগ
[১১] আত্মমূল্যায়ন
[১২] আত্মসম্মানবোধ
[১৩] ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি
[১৪] ঈর্ষা মুক্ততা
[১৫] উন্নত ব্যক্তিত্ববোধ
[১৬] একতা/ঐক্য
[১৭] ঔদার্য
[১৮] কর্তব্যপরায়নতা/দায়িত্ববোধ
[১৯] কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/ পরিশ্রম নির্ভরতা
[২০] কুসংস্কারমুক্ততা
[২১] কৃতজ্ঞতাবোধ/ধন্যবাদপূর্ণ
[২২] ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা
[২৩] জীব/প্রাণীর প্রতি মমতা
[২৪] দয়ার্দ্রতা
[২৫] দেশপ্রেম
[২৬] ধৈর্যশীলতা
[২৭] নম্রতা/বিনয়
[২৮] নান্দনিকতা/সৌন্দর্যবোধ
[২৯] নিয়মানুবর্তিতা/নিয়মনিষ্ঠ
[৩০] নির্মলতা/সারল্য
[৩১] ন্যায়পরায়নতা/ ন্যায়বিচারনিষ্ঠ
[৩২] পরার্থপরতা/পরোপকার
[৩৩] পরিমিতিবোধ
[৩৪] পরিবেশ রক্ষা/সংরক্ষণ
[৩৫] পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
[৩৬] প্রতিশ্রুতি রক্ষা
[৩৭] প্রশান্ত চিত্ততা
[৩৮] বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা
[৩৯] বন্ধুভাবাপন্ন
[৪০] বিবেকবোধ
[৪১] বিশ্বাস যোগ্যতা
[৪২] বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ
[৪৩] বৈষম্যহীনতা/সাম্য/সমতা
[৪৪] ভ্রাতৃত্ববোধ
[৪৫] মমতা/ভালোবাসা
[৪৬] মহত্ত্ব
[৪৭] মানবিকতা/মানবতাবাদ
[৪৮] মিতব্যয়িতা
[৪৯] যুক্তিবাদিতা
[৫০] রাগ নিয়ন্ত্রণ/ক্রোধ প্রশমন
[৫১] লোভহীনতা
[৫২] শালীনতা/মার্জিত বোধ
[৫৩] শিষ্টাচার/সদাচার/ উন্নত আচার-ব্যবহার/ আদব-কায়দা/ভদ্রতাবোধ/ সৌজন্যতা
[৫৪] শৃঙ্খলা
[৫৫] সততা
[৫৬] সত্যবাদিতা/সত্যনিষ্ঠা/ সত্যানুসরণ
[৫৭] সমবেদনাবোধ/সহমর্মিতা/ সহানুভূতি
[৫৮] সময়ানুবর্তিতা/সময়ের সদ্ব্যবহার
[৫৯] সহযোগিতা
[৬০] সহিষ্ণুতা/সহনশীলতা
[৬১] সংযম/আত্ম নিয়ন্ত্রণ
[৬২] সঞ্চয়
[৬৩] সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা
[৬৪] সাহসিকতা
[৬৫] সেবাব্রত/সেবাপরায়নতা
[৬৬] সুবিবেচনা বোধ
[৬৭] সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা
[৬৮] সৌহার্দ্য/সম্প্রীতি/সংহতি
[৬৯] স্বাস্থ্য রক্ষা
[৭০] ক্ষমাশীল মনোভাব

উৎস: NCERT ও অন্যান্য (পরিশিষ্ট: ৫)।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ সমস্যার বিবরণ

গবেষণাটি বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষার নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণগত চলক (Variable) ও গুণগত বিভিন্নক (Attribute) এর সাথে সম্পর্কিত। গবেষণায় বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে বিধৃত ও বিদ্যালয়ে অনুশীলনকৃত নৈতিক শিক্ষাসমূহ অনুসন্ধান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান প্রক্রিয়া ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির নৈতিক বিষয়সমূহ গভীরভাবে বিশ্লেষণ, তুলনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৫ গবেষণার শিরোনাম

বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষা: শিক্ষাক্রম ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন

১.৬ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives)

১.৬.১ গবেষণার লক্ষ্য (Aims)

বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে নৈতিক শিক্ষার অবস্থান ও গুরুত্ব নিরূপণ এবং বিদ্যালয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রমে নৈতিক শিক্ষা কতটা অনুশীলন করা হচ্ছে তা গভীরভাবে অনুসন্ধান।

১.৬.২ গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ (Specific Objectives)

উপরিউক্ত লক্ষ্যের আলোকে গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে:

১. বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষার বিদ্যমান অবস্থা ও গুরুত্ব অনুসন্ধান,

২. বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে বিধৃত নৈতিক শিক্ষার অবস্থান বিশ্লেষণ,

৩. শ্রেণীকক্ষে শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়ন অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ,

৪. শিক্ষাক্রমে বিধৃত শিখন শেখানো কার্যক্রমের পরিকল্পিত কাজের অংশ হিসেবে নৈতিকতা বিষয়ক সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি নিরূপণ,

৫. বিদ্যালয়ের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে কতটা নৈতিকতার বিষয় অনুশীলন করা হচ্ছে তা অনুসন্ধান।

১.৭ গবেষণার প্রশ্নাবলি (Research Questions)

১. বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে বর্তমানে নৈতিক শিক্ষার অবস্থান কী ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব কতটা ?

২. বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতার কোন কোন বিষয় বিধৃত হয়েছে এবং সেগুলি কীভাবে বিধৃত হয়েছে ?

৩. শিক্ষাক্রমে বিধৃত নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকসমূহে কতটা ও কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ?

৪. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক শিক্ষা শ্রেণীকক্ষে শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে ?

৫. শিক্ষাক্রমে বিধৃত শিখন শেখানো কার্যক্রমের পরিকল্পিত কাজে কী কী ধরনের সহশিক্ষাক্রমিক নৈতিক কার্যাবলি রয়েছে ?

৬. শিক্ষার্থীদের নৈতিকবোধ উন্নয়ন ও নৈতিক কাজে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি কী মাত্রায় অনুশীলন করা হয়ে থাকে ?

Dhaka University Institutional Repository

১.৮ গবেষণার গুরুত্ব

বর্তমান বিশ্বে নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব লাভ করছে। মানুষ এখন একটি বড় ধরনের নৈতিক সংকটের মুখোমুখি। কর্মনিষ্ঠা, সততা, শ্রদ্ধা-ভক্তি, সহনশীলতা, সৌভ্রাতৃত্ব, শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান-এর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা আমাদের লালিত ঐতিহ্যের পরিবর্তে উচ্চ জীবন যাপনের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হত্যা, লুণ্ঠণ, চৌর্যবৃত্তি, যৌন নিপীড়ন, মাদকসক্তি, দুর্নীতি, ভণ্ডামী, অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলছে। এই অবস্থা থেকে আমাদের সমাজকে পুনরুদ্ধার করতে হলে মানুষের মনে নৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে হবে। আর সঠিক নৈতিক চেতনা একদিনের বিষয় নয়। এটি ধারাবাহিক চর্চার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়। এজন্য শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই সুপরিকল্পিত উপায়ে শিশুদেরকে শিক্ষা দান করতে হবে। এ কারণে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক এবং বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে নৈতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করাটা অত্যন্ত জরুরি।

শিশুদেরকে শুধু গুরু-গম্ভীর কিছু নৈতিক বাণী শেখালেই সেই লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে না বরং তাদের চেতনার মাঝে এমনভাবে নৈতিকতা প্রথিত করাতে হবে যেন ভবিষ্যৎ জীবন যাপন প্রণালীতে নৈতিকতার চর্চাটা স্বতঃস্ফুর্তভাবে প্রতিফলিত হয়। তার জন্য সুদূর প্রসারী ও চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করে শিক্ষা প্রক্রিয়া ঢেলে সাজাতে হবে। এজন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে সঠিক গবেষণার প্রয়োজন।

জ্ঞানের ব্যাপারে এই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে, তারা যেন সঠিক জিনিসটি শেখে। সকল নৈতিক নির্দেশ সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবসম্মত হওয়া প্রয়োজন। শিশু তার শেখা কোন নীতি কোথায় প্রয়োগ করবে, কোন ক্ষেত্রে কী পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয় তা যেন সে নিজেই বুঝতে পারে।

তাছাড়া প্রাথমিক স্তরে সামগ্রিকভাবে এবং শ্রেণী ও বিষয় অনুসারে নৈতিকতা নির্বাচনে, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন এবং সঠিক দিক নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। যেমনঃ শিশু 'সত্যবাদী, দয়ালু, সাহসী, দেশপ্রেমী, সংযমী, বা পরিশ্রমী' হবে-নৈতিকতার এই বিষয়গুলি কোন কোন শ্রেণীতে, কোন কোন বিষয়ে, কতটা, কোন পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত আছে বা থাকা উচিত এবং শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া নির্ধারণের জন্য সুপরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও গবেষণাপূর্বক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি নিরূপণের গুরুত্ব অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

নৈতিক শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি আবিষ্কার ও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরের নীতিমালায় শিশুর চরিত্র গঠনে একটি সুস্পষ্ট কর্মকাঠামো নির্মাণে গবেষণাটির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মানবিক, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য নৈতিক শিক্ষা অপরিহার্য। এর জন্য প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সব থেকে বেশি গুরুত্ব দাবি করে।

নৈতিক আদর্শ বাস্তবায়নে বিদ্যালয় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। শিশুরা দিবসের একটি বড় অংশ বিদ্যালয়ে অবস্থান করে। বিদ্যালয় যদি নৈতিকতা না শেখায় তবে অনেক শিশুই সেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের সহশিক্ষাক্রমিক নৈতিক কার্যবলির মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা করার মনোভাব, অপরের মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, আনুগত্য, দলগত বা একক কাজ করার অভ্যাস ও শক্তি, দায়িত্ববোধ এবং বিভিন্ন নৈতিক অভ্যাস গঠিত হয়। কাজেই বিষয়সমূহের অনুশীলন সুচিন্তিত গবেষণা সাপেক্ষে হওয়া দরকার।

প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নৈতিক একটি পরিমণ্ডলে শুরু থেকেই শিশুর গড়ে ওঠার সুযোগ। সহপাঠী সকলেই একই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও প্রক্রিয়ায় পদ্ধতিগতভাবে নৈতিক শিক্ষা লাভ করায় অপ্রত্যাশিত নৈতিকতা বিবর্জিত সঙ্গ থেকে দূরে থাকা তাদের জন্য সহজ হয়। এভাবে একইসাথে নৈতিক একটি প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারলে একটি নৈতিক জাতি এবং কালক্রমে একটি নৈতিক মহা সমাজের উত্থান ঘটবে।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং উপরিউক্ত প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষার বিদ্যমান অবস্থা জানা ও গুরুত্ব অনুসন্ধান, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির নৈতিক বিষয়াবলি পর্যালোচনা ও শ্রেণীকক্ষের পাঠদান কার্যক্রম পার্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি।

বাংলাদেশের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে যথাযথভাবে নৈতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হলে এবং তা বিদ্যালয়ে কার্যকর ভাবে শেখানো হলে শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের একটি নৈতিক ভিত তৈরি করতে পারবে। নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে সামাজিক জীবনাচারে তা প্রয়োগ করে দেশকে সুন্দর, মহৎ এবং কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারবে। এই গবেষণাটি শুধু প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার নীতি নির্ধারক মহলেই নয় বরং প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষক, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে আলোকবর্তিকা হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

১.৯ গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা

১. **প্রাথমিক স্তর:** বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা ধারায় প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা স্তর।

২. **নৈতিকতা:** এই গবেষণায় নৈতিকতা সম্পর্কে আবু ওবায়দুল হক প্রদত্ত নিচের সংজ্ঞাটি গ্রহণ করা হয়েছে:

> নৈতিকতার ধারণা নিহিত ভালো হওয়া, ভালো চিন্তা করা এবং ভালো কাজ করার মাঝে; এই 'ভালো' সবার জন্য, নিজের জন্য এবং একই ভাবে অপরের জন্যও। 'একজনের কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়' তার মধ্যে নৈতিকতা এবং অনৈতিকতা সুস্পষ্ট সীমারেখা নিরূপণ করে। 'এক জনের কী করা উচিত' নৈতিকতা তার পক্ষে অবস্থান করে, অপর দিকে যা করা উচিত নয় তার পক্ষে অনৈতিকতার অবস্থান। (The concept of morality lies in being good, thinking good and doing good; this 'good' means good for all, that is, good for self and others as well. 'What one should do' and 'What one should not do' distinctly clarify the line of demarcation between morality and immorality; morality stands for doing 'What one should do' and on the other hand immorality stands for doing 'What one should not do').

৩. **নৈতিক শিক্ষা:** এই গবেষণায় নৈতিক শিক্ষাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে, নৈতিক শিক্ষা হলো সেই শিক্ষা যা বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত পদ্ধতিতে ব্যক্তি বা শিশুর চেতনার মূল ভিত্তিভূমিতে নৈতিকতা প্রথিত করায় এবং যা তাকে নৈতিকতা অনুশীলনের মাধ্যমে এক উন্নত মানবের স্তরে উপনীত করে।

৪. **শিক্ষাক্রম:** বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) কর্তৃক প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ২০০৩-২০০৬ সালে প্রবর্তিত (২০০২ সালে পরিমার্জিত) শিক্ষাক্রম (Curriculum)।

৫. **বিদ্যালয়:** সাধারণ শিক্ষা ধারায় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

১.১০ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

১. এই গবেষণায় কেবল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে নমুনা (Sample) নির্বাচন করা হয়েছে। রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক পর্যায়ের ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়, কিন্ডার গার্টেন ও ইবতেদায়ী শিক্ষা ধারাকে গবেষণার আওতায় আনা সম্ভব হয় নাই।

২. একক গবেষণা হিসেবে নমুনা নির্বাচনে সারা দেশ থেকে কেবল ২টি বিভাগ ঢাকা ও খুলনা থেকে ১৬টি বিদ্যালয়কে নমুনা (Sample) নির্বাচন করা হয়েছে। অপর বিভাগগুলি থেকেও আরো অধিক সংখ্যক বিদ্যালয়কে গবেষণার আওতায় আনা সম্ভব হলে সেখান থেকে নতুন তথ্য পাবার সুযোগ হতে পারতো।

Dhaka University Institutional Repository

৩. গবেষণার জন্য নির্বাচিত ৭০টি নৈতিক বিষয়ের আওতায় প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত নৈতিকতার বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ধর্ম বিষয়ে উক্ত ৭০টি নৈতিকতার বিষয়বস্তু ছাড়াও আধ্যাত্মিক নৈতিকতা রয়েছে। ইসলাম শিক্ষার সূরা, দোয়া বা কিরাত; হিন্দু ধর্মের শ্লোক, মন্ত্র, প্রার্থনা; বৌদ্ধ ধর্মের গাথা-এই ধরনের কিছু বিষয়সহ বিভিন্ন ধর্মাচার রয়েছে যেগুলির অন্তর্নিহিত অর্থও কোন না কোন নৈতিকতার বিষয়। সংশ্লিষ্ট গবেষণায় উক্ত আধ্যাত্মিক নৈতিকতা ও অন্তর্নিহিত নৈতিকার বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি।

৪. ১৬টি বিদ্যালয়ের নৈতিকতা সম্পর্কিত ৩২টি পাঠ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। পাঠ পর্যবেক্ষণকালে গবেষকের উপস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বিশেষ সচেতন ও সতর্ক আচরণ করেছে। উক্ত সময়ে শ্রেণী কক্ষের দৈনন্দিন স্বাভাবিক অবস্থা রক্ষায় গবেষকের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

৫. নৈতিকতার বিষয়টি একটি বিমূর্ত ও সংবেদনশীল বিষয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের মত একটি দেশে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ ও যাচাই করা কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং। বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ পর্যায়ে কেউ কেউ ধর্ম শিক্ষা বিষয় বিদ্যমান অবস্থায় 'নৈতিক শিক্ষা' শব্দটিতে আপত্তি জানিয়েও মতামত/তথ্য প্রদানে সম্মত হননি বা অনাগ্রহ প্রকাশ করেছেন। গবেষণা সুসম্পন্নের আকাঙ্ক্ষা, অসীম ধৈর্য, বিনয় ও কৌশল অবলম্বন করে গবেষককে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে।

৬. নির্বাচিত বিদ্যালয়সমূহে বৌদ্ধ ধর্ম ও খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বি কোন শিক্ষার্থী নাই। ফলে উক্ত বিষয় দুটির বিদ্যালয়ের অনুশীলন পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি।

১.১১ গবেষণা সংগঠন ও বিন্যাস

গবেষণাকর্মটি বিভিন্ন পর্যায়ে পরিচালিত হয়েছে। পর্যায়গুলি ছিল: (ক) সমস্যা নির্বাচন (খ) তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি ও প্রাসঙ্গিক গবেষণা/সাহিত্য পর্যালোচনা (গ) তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহের জন্য গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ (ঘ) আহরিত তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ফলাফল নিরূপণ এবং (ঙ) অভিসন্দর্ভ লিখন।

অভিসন্দর্ভটি আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার পটভূমি ও তাত্ত্বিক বিবরণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক গবেষণা পর্যালোচনা, তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষণা পদ্ধতি এবং চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে গবেষণার তথ্য ও উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ যথাঃ চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত নৈতিক শিক্ষা বিশ্লেষণ, পঞ্চম অধ্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতার প্রতিফলন, ষষ্ঠ অধ্যায়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার সাংখ্যিক বিশ্লেষণ, সপ্তম অধ্যায়ে নির্বাচিত উত্তরদাতাদের প্রদত্ত এবং বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণকৃত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিন্যাস, ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনামূলক প্রস্তাবনা, গবেষণার সংশ্লেষ ও উপসংহার উপস্থাপন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের শেষে গবেষণার তথ্যসূত্র ও পরিশিষ্ট সন্নিবেশিত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাসঙ্গিক গবেষণা পর্যালোচনা

গবেষণার প্রারম্ভিক ও সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সার্বিক এবং সুস্পষ্ট জ্ঞান। বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে গবেষককে পর্যাপ্ত অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তার সাথে পরিপূর্ণরূপে একাত্ম হতে হয়। কেবল তখনি সম্ভব হয় একটি কার্যকর অনুসন্ধান। এই গবেষণার ক্ষেত্রেও সর্বান্তকরণে তার প্রয়াস ছিল। গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি, উদ্দেশ্যাবলি ও প্রশ্নসমূহ (Research Questions) নির্ধারণে প্রারম্ভিক উপলব্ধি ও সংশ্লেষণে সাহায্য ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচলিত কী কী জ্ঞান রয়েছে এবং কী কী অনুপস্থিত তার অনুসন্ধানেও প্রাসঙ্গিক গবেষণা সাহিত্য বিশেষ অবদান রেখেছে। উল্লেখ্য যে বিভিন্ন দেশে নৈতিকতা সম্পর্কিত অনেক বিষয় নিয়ে যথেষ্ট সংখ্যক গবেষণা, গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সম্পাদিত এবং রচিত হয়ে চলেছে। তবে বাংলাদেশে এ সম্পর্কিত গবেষণা ও লেখনী অত্যন্ত অপ্রতুল এবং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কিত গবেষণা, গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি নাই বললেই চলে। তথাপি এই অধ্যায়ে যতদূর সম্ভব এই গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষণা, গ্রন্থ, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ইত্যাদির পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্য ও তত্ত্বের সাথে সঙ্গতি বিধান করে বিভিন্ন শিরোনামে শ্রেণীবদ্ধ করে সেগুলি নিচে উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.১ তত্ত্ব ও ধারণা

Socrates কে উদ্ধৃত করে রাশিদা আখতার খানম (২০০২, পৃ.১৩,২২-২৪) জানিয়েছেন, নৈতিক কাজ এমন যা ব্যক্তি স্বেচ্ছায় করে থাকে। এখানে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিতের বিষয় জড়িত। মানুষ ভালো মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম, নৈতিক গুণের অধিকারীও তারাই। আদেশ দিয়ে মানুষকে নৈতিক করা যায় না বরং নৈতিকতা কী মানুষকে তা জানতে হবে।

হাসনা বেগম অনুদিত Aristotle এর নিকো মেকিয়ান এথিক্স অনুযায়ী (২০০৬, পৃ.৮-১৩,৪৭,৬১,১৪০-১৪১) যে সকল কর্ম আইন প্রণয়ন-কলা দ্বারা সঠিক বলে ধার্য করা হয় সেগুলো হলো আইনানুগ এবং এগুলোর প্রতিটিই হল ন্যায়। তিনি মানব বৃত্তিসমূহের প্রেক্ষিতে ভালোত্বকে দুই ভাগে ভাগ করেন, বৌদ্ধিক উৎকর্ষ এবং নৈতিক উৎকর্ষ। বৌদ্ধিক প্রজ্ঞার সহায়তা ব্যতিরেকে ব্যবহারিক প্রজ্ঞা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয় বলে নৈতিক জীবন যাপনের জন্য বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করার প্রয়োজন পড়ে। ব্যবহারিক প্রজ্ঞা দ্বারাই মানুষ ব্যবহারিক জীবনে সামগ্রিক শুভকে অনুধাবন করে ক্রিয়ারত থাকতে সক্ষম হয়।

পরম উদ্দেশ্যের অন্বেষায় মানুষের জন্য সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় জীবন 'একটি সুখপূর্ণ জীবন' হলেও এরিস্টটল তাকে নাকচ করে দেন এই বলে যে মন্দ বা কুৎসিত উপায়ে সংগৃহীত সুখকেও এই 'সুখপূর্ণ' জীবনে অন্তর্ভুক্ত করা হলে মানুষ এবং পশুর জীবনের উদ্দেশ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সুখকে যদি কোন ব্যক্তি নিজের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে সদগুণের চর্চার মাধ্যমে আহরণ করে তবেই সেই সুখ নৈতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য হয়। কোন মানুষকে কেউ নীতিবান বা ন্যায়পরায়ন বলে আখ্যায়িত করবে না যে নিজে ন্যায়কর্মে সুখবোধ করে না। নৈতিক সদগুণ বাস্তবায়িত হয় অভ্যাসের ফল হিসেবে। একটি নৈতিক সমাজের বিশিষ্ট চরিত্র হলো মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য। একজন ব্যক্তিকে নীতিবান হতে হলে কেবল সদগুণের আধার হলেই হবে না। সেই সদগুণের প্রকাশ করতে হবে অন্যান্য মানুষের সাথে আচরণের মাধ্যমে।

হাসনা বেগম (১৯৮৮, পৃ.৫৬-৬৫) Mill এর Utilitarianism অনুযায়ী বলেন, প্রায় সকল ভাষাতেই 'ন্যায়' শব্দটির উৎস আইনের নির্দেশের সাথে জড়িত। ন্যায় নীতির বিধান বলতে আইনের বিধানকেই বোঝায়। মানব জাতি ন্যায়নীতির ধারণাকে এবং ন্যায়নীতির নৈতিক বন্ধনকে এমন অনেক কিছুর উপর আরোপিত হতে পারে বলে বিবেচনা করে যা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বা নিয়ন্ত্রিত হোক তেমনটি কামনাও করা হয় না। কেউই কামনা করে না যে আইন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যক্তিগত জীবনকে শাসন করবে। তবুও প্রত্যেকেই কোন ব্যক্তিকে দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপে নিজেকে ন্যায়পরায়ন বা ন্যায় বিগর্হিত বলে প্রতিপন্ন করার সুযোগ দিয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

Mill ন্যায়নীতি ও উপযোগের সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলেছেন, ন্যায়নীতির অনুভূতি হয়তো আমাদের অন্যান্য প্রবণতার মতই একটি বিশেষ প্রবণতা, যে প্রবণতার জন্য উচ্চতর ধীশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া এবং সুস্পষ্টতর হওয়া প্রয়োজন। যদিও আমাদের ন্যায়নীতির প্রতি স্বাভাবিক অনুভূতি বা আবেগ আছে বলে আমাদের মনে বিশ্বাস থাকা এক কথা এবং সেই অনুভূতিকে চরিত্র মূল্যায়নে একটি চূড়ান্ত মাপকাঠি বলে স্বীকার করে নেয়া ভিন্ন কথা, তবুও একটি ক্ষেত্রে এই দুইটি বিষয় অতি নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত।

Mill এর মতে, আমরা মনে করে নেই যে কোন ব্যক্তি কাজ করতে ন্যায়নীতি পালনে শর্তাবদ্ধ। তখন সাধারণ অর্থে এটাই বোঝাই যে সে তেমনটা করতেই নৈতিকভাবে বাধ্য। যার সেই ধরনের ক্ষমতা আছে তার উপর সেই কর্তব্যবোধটিকে প্রতিষ্ঠিত করার ভার দিয়ে আমরা আশ্বস্ত হই। যদিও প্রগতিশীল সামাজিক অবস্থার মধ্যে বিরাজমান ন্যায়নীতির ধারণা সম্পূর্ণ রূপ ধারণ করতে এই ধারণাকে বহুবার নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, তবুও আজও পর্যন্ত এইভাবেই আইনের মধ্যে সীমিত থাকার ধারণাটি ন্যায়নীতির ধারণার পেছনে একটি উৎসায়িত শক্তি হয়েই আছে।

খানম (২০০২, পৃ.৭৮-৭৯) জানিয়েছেন, Russell নীতি শিক্ষার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় দিককেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। তাঁর মতে সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা ব্যবস্থা নৈতিক আদর্শ বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। নিতান্ত শিশুকাল থেকে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তির শিক্ষা আত্মশৃঙ্খল নাগরিক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। সঠিক শিক্ষা ব্যক্তির মাঝে সুসামঞ্জস্য কামনার চেতনা তৈরি করতে সক্ষম হবে।

প্রদীপ কুমার রায় (১৯৯৬, পৃ.৯-১২) বলেন, Peter Singer মনে করেন আমাদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, যারা অপ্রচলিত নৈতিক বিশ্বাস মেনে চলেন তারাও নৈতিক আদর্শ অনুসরণে জীবন যাপন করছেন। যে কোন কারণে যদি তারা বিশ্বাস করেন যে, তারা যা করছেন তা করা সঠিক তাহলে এক্ষেত্রে এই বিশ্বাসটিই হবে তাদের নৈতিক আদর্শ অনুসরণে জীবন যাপন করা। নৈতিক আদর্শ অনুসরণে জীবন যাপন করার ধারণাটি একজন মানুষ যে পদ্ধতিতে জীবন যাপন করে তার সমর্থনে বক্তব্য প্রদানের, যুক্তি প্রদানের এবং তার যথার্থতা প্রতিপাদনের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সিঙ্গার বলেন, নৈতিকতার দিক থেকে সকলের স্বার্থের সাথে আমাদের একাত্ম হওয়া উচিত, এটি সম্ভব যদি আমরা সকলের স্বার্থকে সমান বিবেচনা করি।

আমিনুল ইসলাম (২০০৮, পৃ.৭-১০) নিষ্প্রাণ পদার্থ ও ইতর প্রাণীদের আচরণের নৈতিক মূল্যায়ন এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সেকেলে প্রথা, বিভিন্ন দেশ, সমাজের বিচিত্র তত্ত্ব, রীতি-নীতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি এডওয়ার্ড ওয়েস্টারমার্ক এর মত উদ্ধৃত করে বলেন (The Origin and Development of the Moral Ideas) কেবল বিবেকবান মানুষই নয়, নিষ্প্রাণ পদার্থ থেকে শুরু করে তরুলতা, কীট পতঙ্গ, ইতর প্রাণী প্রভৃতি সবই ছিল নৈতিক বিচারের আওতাধীন, সবাই ছিল কৃতকর্মের জন্য পুরস্কার কিংবা শাস্তির পাত্র। যেমন: আদিম সমাজে হঠাৎ একটি গাছের শাখা পতনের কারণে কেউ আহত হলে শাস্তি স্বরূপ সেই শাখাটিকে কুচি কুচি করে কেটে চারিদিকে ছিটিয়ে দেয়া, কেউ পাথরে হোঁচট খেলে পাথরটিকে অভিশাপ দেয়া ইত্যাদি।

তাঁর মতে, নৈতিকতার রূপ-স্বরূপ ও নৈতিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আধুনিক ও সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্নতর। বর্তমান বিচারে নীতি নৈতিকতার গোটা ব্যাপারটাই স্বাধীন ইচ্ছা ও বিচার শক্তির অধিকারী মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেখানে ভালো-মন্দকে বর্জনের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা নেই, সেখানে নৈতিক দায়িত্ববোধের প্রশ্ন উঠতে পারে না।

তিনি মনে করেন, কোন কোন জৈবিক প্রেষণা (motive) বা নেশা (addiction) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শেষ পর্যন্ত বেসামাল, নিয়ন্ত্রণের সীমা লঙ্ঘনে অভ্যস্ত এবং নৈতিক দিক থেকে অধঃপতিত করে ফেলতে পারে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মৈথুন প্রভৃতি যে কোন অভিজ্ঞতা কিংবা ক্রিয়া, যে কোন দৈহিক বা মানসিক প্রতিক্রিয়া বা অবস্থা নৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তখনই যখন তাদের পরিণতির হিতাহিত সম্পর্কে সচেতন হয়েও আমরা তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি এবং পরিণামে কৃতকর্মের জন্য হতাশা বা অনুশোচনা বোধ করি। তাঁর মতে, মানুষের কর্ম ও আচরণ পূর্বনিয়ন্ত্রিত নয়; মানুষ নিজেই তার কর্মের স্বাধীন কর্তা এবং একারণেই তার কৃতকর্মের জন্য সে নিজেই দায়ী। পৃথিবীর সব বস্তু প্রাণীকুলের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে মানুষের তফাৎ এখানেই। এ উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত নৈতিকতা–মানুষের অন্যান্য মর্যাদা।

Dhaka University Institutional Repository

এম আবদুল হামিদ (২০০৩,পৃ.১৩) বলেন, নৈতিক ধারণার মাধ্যমে ক্রিয়ার যে নৈতিক গুণাগুণ নির্ধারিত হয়, তা হয়ে থাকে নৈতিক আদর্শের (moral standard) আলোকে। কোন নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে আমরা মানুষের ক্রিয়াবলির ভালোত্ব-মন্দত্ব, ঔচিত্য-অনৌচিত্য নিরূপণ করে থাকি।

খানম (২০০৯, পৃ.৪৮,৫৩,৬৪,৯৯,১১৪-১১৯) মনে করেন, মানবকেন্দ্রিক মতবাদ অনুসারে বিভিন্ন সত্তার মাঝে মানুষকে শ্রেষ্ঠ বিচার করা হয় মানুষ যুক্তিবাদী (rational) ও নৈতিক প্রাণী বলে। মানুষের সাথে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য এখানে যে মানুষ নৈতিক আচরণ করতে পারে এবং নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে পারে। নৈতিক নিয়ম-কানুনগুলো মানুষের আচরণের ভালো-মন্দ মূল্যায়নের সাথে যুক্ত। নৈতিক চেতনা মানুষকে দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। দায়িত্ববোধ ব্যক্তির মাঝে সহজাত থাকলেও এর পূর্ণ বিকাশ ঘটে নৈতিক নিয়ম অনুসরণ, চর্চা ও ধারণ করার মাধ্যমে।

তাঁর মতে, নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিটি মানুষের মাঝে সঞ্চারিত করার জন্য আমাদের দায়িত্ব নিতে হবে। নৈতিক মূল্যবোধ নারী ও পরুষের ক্ষেত্রে একই রকম মর্যাদাপূর্ণ হবে। অবদমনমূলক দ্বৈত মূল্যবোধ হবে না এবং প্রকৃতি ও মানুষের ক্ষেত্রেও সমমর্যাদাপূর্ণ বন্ধুত্বসূলভ মূল্যবোধ হবে, যা মানুষের দ্বারা প্রকৃতির অবদমনকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। মমত্বপূর্ণ উদার নৈতিকমূল্যবোধই মানব সমাজকে সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে সুদৃঢ় কল্যাণকর করে তুলতে সহায়ক হবে।

তিনি মনে করেন অধিকার, কর্তব্য, বাধ্যবাধকতা-এসব বিষয় নৈতিকতার সাথে যুক্ত। নৈতিকবোধ আইন মান্য করতে শেখায়। ব্যক্তির মাঝে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা গড়ে ওঠার পেছনে সাংস্কৃতিক নিয়ম-কানুন বা নৈতিকতার বড় অবদান থাকে। আইনও কখনো কখনো নৈতিকতায় পরিণত হয়। আইন আনুষ্ঠানিক বিষয় কিন্তু নৈতিকতা অনানুষ্ঠানিক। নৈতিক উপলব্ধি, বাধ্যবাধকতা এবং প্রথা থেকে কালক্রমে আইনের সূত্রপাত ঘটে। নৈতিকতা এমন নয় যে তা পরিবর্তনের আওতার বাইরে। নৈতিকতার মাঝেও বিবর্তন বা প্রগতি লক্ষ করা যায়। ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধের মাঝে পরিবর্তন ঘটানো যায়। আইন কখনো কখনো নৈতিকতার সংস্কার সাধন করে, কখনো নৈতিকতাকে শক্তিশালী করে নৈতিক প্রগতির পথ সুগম করে। নৈতিক নিয়ম-কানুন ও আইন একে অপরকে পুষ্ট করতে পারে, শক্তিশালী করতে পারে।

আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ (২০০৭, পৃ.৪৪-৪৫) মনে করেন, দেশের প্রচলিত আইন যদি নৈতিক জীবন-যাপনে উৎসাহিত করে এবং নৈতিক আইন রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে নিশ্চিত হয় তবে মানুষ অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জন ও লুণ্ঠনে ব্যস্ত হয়ে সমাজকে কলুষিত করতে পারবে না এবং সমাজেও অযৌক্তিক বৈষম্য তৈরি হবে না। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন নৈতিক আইনের উপর ভিত্তি করে প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে শিক্ষকগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন।

সালেহ এর মতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সময় ছাত্রদের সুনীতি, নৈতিকতা, নৈতিক আদর্শ, কর্তব্য ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন করে তোলা একান্ত দরকার। সৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিবর্গই সমস্ত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়তে সক্ষম হয়। কাজেই শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে ছাত্রদের চরিত্র গঠনের দিকে বেশি জোর দেয়া দরকার। তিনি আবার বলেছেন, শিক্ষকগণের শেখানো ও প্রচারিত এই সকল গুণাবলি ছাত্র শিক্ষক উভয়কেই প্রথমে নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

আখতার সোবহান খান (১৯৯৭, পৃ.১-২ ও ৭) নৈতিক পদ হিসেবে ন্যায়পরতা শব্দটির সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে বলেছেন, ন্যায়পরতা কথাটির একটি বিশেষ নৈতিক তাৎপর্য রয়েছে। ন্যায়পরতার ধারণা একটি সামাজিক ধারণা এবং ন্যায়পরতা হলো মর্মগতভাবে সামাজিক ন্যায়, যার প্রধান বিবেচ্যে বিষয় হলো সমাজে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্কের মধ্যে ব্যক্তির সম্পর্ক বা অধিকারকে কতগুলি নৈতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিবেচনা করা। অর্থাৎ ন্যায়পরতা ব্যক্তির অধিকার, সম্পর্ক বা প্রাপ্তির সীমা নৈতিক আলোকে বিবেচনা করে।

মোঃ আবদুস সামাদ (১৯৯৬, পৃ.৩২২-৩২৩) এর মতে, মানব মনের তিনটি প্রবৃত্তি যথা: চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা থেকে মানুষ যথাক্রমে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলকে জানতে পারে। সত্য চিন্তার, সুন্দর অনুভূতির এবং মঙ্গল ইচ্ছার আদর্শ মূল্যরূপে আসে। মানুষ এ তিনটি আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতেই জাগতিক বস্তু বা ঘটনার মূল্য নির্ধারণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মনে করেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধের ক্রমাগত অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ বিলাসবহুল জীবন-যাপন। এসবের জন্য মানুষ ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হয়, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ পরিহার করে, পরিশ্রমহীন অর্জিত অবস্থানকে আগলে রাখার জোর চেষ্টা চালায়।

তাঁর মতে যে কোন ব্যক্তির উন্নয়ন, সমৃদ্ধি এবং সাফল্য নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে তার কর্তব্য প্রতিপাদনের উপর। সেজন্য মানবিক মূল্যবোধ অনুশীলনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একান্ত প্রয়োজন। কেননা সততা ও পবিত্রতা সকল শক্তি ও প্রেরণার উৎস। এজন্য প্রত্যেক দেশে মানুষের নৈতিক অধঃপতন এবং মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন।

আবদুল্লাহ আল-মুতী (১৯৯৬, পৃ.১৬৩,১৬৯) মনে করেন, দীর্ঘকালের দারিদ্র, দ্রুত নগরায়ন, বিকৃত রাজনীতির প্রভাব, সামাজিক দুর্নীতি, তরুণ-তরুণীদের মধ্যে হতাশা, মাদকাশক্তি প্রভৃতি কারণে সারা পৃথিবীতেই নৈতিকতাবোধের অবক্ষয়ের স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। সুস্থ সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারই সমাজকে এ ধরনের অবক্ষয়ের সর্বনাশা গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারে। সেজন্য দেশের সব শিশু কিশোরদের জন্য সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে শুধু জ্ঞানের বিষয় নয়, শৈশব কাল থেকে সচেতনভাবে সংস্কৃতি শিক্ষার আয়োজনও অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। মানুষের যা কিছু মনুষ্যত্ব, সৃজনশীলতা, সৌন্দর্য, চেতনা, নৈতিকতা–সবই তার সংস্কৃতির অঙ্গ। পৃথিবীর নানা দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতির বিস্তর পার্থক্য দেখা গেলেও তার মধ্যে মানবিকতার এক আশ্চর্য যোগসূত্র আছে।

মো. আবুল কালাম (২০০৬, পৃ.২২০-২২৩) এর গবেষণা থেকে জানা যায় যে, মানুষের নৈতিকতা অগ্রগতি ও উৎকর্ষের সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও নৈতিক অবস্থার যোগ রয়েছে। ব্যক্তির আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা সমাজের উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করে তেমনি সমাজের ন্যায়-নীতি, রীতি, প্রথা, মূল্যবোধ ও আদর্শও ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে। সমাজ যদি উন্নত আদর্শ, মূল্যবোধ, নিয়ম-নীতি, শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ইত্যাদির লালন-পালন করতে ব্যর্থ হয়; অনিয়ম, দুস্কৃতি, দুর্নীতি ও নীতিহীনতা যদি সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়, সে সমাজে ব্যক্তির পক্ষে নীতিবান থাকা অসম্ভব না হলেও দুরূহ ও ক্লান্তিকর। এ প্রসঙ্গে তিনি আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সৎ, ন্যায়পরায়ন, প্রকৃতই জনসেবক, নিঃস্বার্থ, দেশপ্রেমিক, শৃঙ্খলানুরাগী হতে এবং আমাদের অন্তর্নিহিত চেতনায় নৈতিক ও বিবেক শক্তি জগ্রত করার সুপারিশ করেছেন।

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কালাম (২০০৮, পৃ.২৮) মূল্যবোধ শিক্ষার লক্ষ্য তুলে ধরেছেন এভাবে যে, জাতির ঐতিহ্যে গর্ববোধের সঞ্চার করা, বর্তমান ভূমিকা সম্পর্কে উৎসাহী এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৃঢ় আস্থাশীল করে তোলা এবং রাষ্ট্রীয় মূলনীতিবোধ শিক্ষার্থীদের চিত্তে জাগ্রত করে তাকে সুনাগরিকরূপে গড়ে তোলা। তাঁর মতে মূল্যবোধ শিক্ষা শিক্ষার্থীকে কর্মে ও চিন্তায়, কাজে ও ব্যবহারে সর্বদা সততার পথে ধাবিত করে; চরিত্রবান, নির্লোভ ও পরোপকারী করে তোলে এবং সর্ব প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করে। সততা, সত্যবাদিতা, সাধুতা, ন্যায়বোধ, নিরপেক্ষতা ও কর্তব্যজ্ঞান, সুশৃঙ্খল আচরণ এবং সেবাকে আত্মস্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেয়ার মনোবৃত্তি এসবই ব্যক্তিত্বের মূল কথা। মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির মাঝে এসকল গুণাবলি স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিকভাবে জেগে ওঠে।

তিনি মনে করেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যক্তিগত ও জাতীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করা যায় তবে দেশের কল্যাণে নির্ধারিত সুফল লাভ করা সম্ভব। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে সুনাগরিক ও সুসমন্বিত মানব জীবনের অধিকারী হিসেবে গড়ে উঠার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। নাগরিকতাবোধ বিকাশের জন্য শিক্ষার্থীর মনে শুধু অধিকার নয় বরং ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ, সততা, ন্যায়নীতি, নিরপেক্ষতা ও কর্তব্য জ্ঞান সঞ্চারিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নৈতিক ও অধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

Mahapragga (১৯৯৪, পৃ.১১৮-১১৯) জানিয়েছেন, মূল্যবোধ শিক্ষা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সম্ভব নয়। এর জন্য আধ্যাত্মিক চেতনা সক্রিয় করতে হবে, বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থা যা উপেক্ষা করে থাকে। মূল্যবোধমুখী শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বের পরিবেশ ও মানুষের অস্তিত্ব সংরক্ষণে মনোযোগ দিয়ে একটি নতুন সমাজ ও নতুন মানুষ গঠনে আমরা যাত্রা করতে পারি। আর এর জন্য আবেগের ভারসাম্যের চর্চাটা জরুরি।

Dhaka University Institutional Repository

আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ (২০০৭, পৃ.৪৪-৪৫) বলেছেন, নৈতিকতা বিবর্জিত জীবন কদর্য ও পশুতুল্য। সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য হওয়া প্রয়োজন ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি বিষয়। বিবেকের তাড়না মানুষকে নৈতিক জীবন যাপনে তাগিত দিলেও ধর্মীয় মূল্যবোধ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রায় সকল ধর্মের মূলবাণী একই। সৎপথে চলা, সত্য কথা বলা, সৎ ও নৈতিক জীবন যাপনের নির্দেশনা। নৈতিকতা ছাড়া ধার্মিকের জীবন অর্থপূর্ণ হতে পারে না। কলুষমুক্ত সুন্দর জীবন যাপনের জন্য প্রতিটি মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে কতকগুলো নৈতিক আদর্শের দ্বারা জীবন পরিচালনা করা দরকার। চরম বিধান কর্তা হিসাবে ঈশ্বরের ধারণা মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারে। অন্যায় করা যে ভালো নয় এবং অন্যায়কারী ও অত্যাচারকারীকে কোন না কোন ভাবে শাস্তি ভোগ করতে হবে (তা ঈশ্বর কর্তৃক বা প্রাকৃতিক নিয়মের বিধানেই হোক)। এই বিশ্বাস ও ভীতি মানুষকে নৈতিক জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ ও বাধ্য করতে পারে।

Sharma ও Sharma (২০০৪, পৃ.২৩২–২৩৫) ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে পরিপূরক মনে করেন। তাঁদের মতে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিটি ধর্মের ভিত্তি। প্রতিটি ধর্মের মত নৈতিক মূল্যবোধও পাপ, দুর্নীতি, মিথ্যাচারিতাকে নিন্দা করে। আবার ধর্ম যেমন সত্য, অহিংসা, ভক্তি, সমবেদনা, অপরের মঙ্গল করা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব সমর্থন করে। নৈতিক শিক্ষাও বিশ্বজনীন মানব ধর্মের সাথে যুক্ত।

মোঃ শামছুল আলম (২০০৭, পৃ.২৬২-২৬৭) তাঁর গবেষণায় বলেছেন, শিক্ষা ও জ্ঞান মানুষকে অতি মানবিক করে তোলে। তার মধ্যে সৎ গুণাবলির সমাবেশ ঘটিয়ে থকে। তাঁর গবেষণা থেকে জানা যায়, রাসুলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, 'শিক্ষার সৌন্দর্য হলো তার ধারকদের ধৈর্য-সহিষ্ণুতা'। কুরআন ও হাদীসে শিক্ষিত, জ্ঞানী, পণ্ডিত ও বুদ্ধিমানদের যে পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে তাতে বোঝা যায় যে, শিক্ষিত ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ হলেন অতি মানবিক। তিনি আরো বলেন, সুশিক্ষার অভাবে মানুষ বেশিরভাগ সময় বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়ে মানবিক মূল্যবোধ বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়। যে শিক্ষার সাথে নৈতিকতার যোগসূত্র আছে প্রত্যেককে সেই শিক্ষা অর্জন করতে হবে। এ শিক্ষা মানুষের মধ্যে মানবীয় গুণাবলি সৃষ্টি করবে। তাহলেই চতুর্দিকে মানবতার বিজয় পরিলক্ষিত হবে।

আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া (২০০৮, পৃ.৪৮-৪৯ ও ৫৬) বলেন শিক্ষা, ধর্ম ও নৈতিকতা উভয়েরই লক্ষ্য সামাজিক সংহতি, সহনশীলতা এবং সম্প্রীতি। এদিক থেকে বলা যায় শিক্ষা, ধর্ম ও নৈতিকতার মধ্যে ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বলা যায় শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য হলো নাগরিকের মধ্যে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করা।

তিনি মনে করেন, নৈতিকতার বৈজ্ঞানিক প্রয়াস রয়েছে। নৈতিকতার বৈজ্ঞানিক দিকটি হলো সত্যকে জীবন ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা, আবার নান্দনিক দিকটি হলো জীবনকে সুন্দর করার লক্ষ্যে কর্মে অনুপ্রাণিত করা। সকল কিছুর মূলে এক কথায় 'মানব কল্যাণ'। তিনি আবার বলেছেন–যে নৈতিকতা সর্বজনীন, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গ্রহণযোগ্য কেবল সে ধরনের নৈতিকতাই একমাত্র আদর্শিক মানদণ্ড হতে পারে। মানবতা বা মানব কল্যাণই হবে নৈতিকতার সেই মানদণ্ড।

Venkataiah (১৯৯৮, পৃ.viii) স্বামী বিবেকানন্দকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, নৈতিক মূল্যবোধ যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে পদক্ষেপ নিতে পারে তবে এই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হবে।

Felix (১৯৯০, পৃ.৮) এর মতে তরুণ বয়সের অনেকেই এই শতাব্দীর প্রচলিত কিছু মূল্যবোধ ও অন্ধ বিশ্বাস বাতিল করে দিচ্ছে। এটি একটি বিপদজনক অবস্থা। কারণ মূল্যবোধ না থাকলে জীবনের পরিস্থিতি মোকাবেলা, পছন্দ নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের কোন অনুসরণীয় নীতিমালা বা মানদণ্ড থাকছে না। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের মূল্যবোধ উন্নয়নের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

Hill (১৯৬৭, পৃ.১১) Resolution of the Moral Crisis in Management প্রসঙ্গে বলেছেন, ব্যবসানীতি ও আদর্শের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। সমাজের নৈতিক নীতিমালা এবং তা থেকে উৎসারিত সমাজবদ্ধ মানুষের আদর্শের সাথে ব্যবসা নীতিকে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

Macer (২০০৪, পৃ.১,৫৪৯-৫৫০) আধুনিক জীবনের নীতিবিদ্যা 'Bioethics' সম্পর্কে বলেছেন, এটি মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ। Bioethics শিক্ষার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হলো নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা। দ্রুত অগ্রসরমান ও পরিবর্তনশীল বিশ্ব ও তথ্য প্রযুক্তির জন্য মানুষকে তৈরি করতে তাদেরকে নিজেদের জন্য চিন্তা করতে শিখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

Chitkara (২০০৯,. পৃ.১-২) 'Human Value and Education' প্রসঙ্গে Sathya Sai baba'র মত তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা এমন যা ভুল ও শুদ্ধতার মধ্যে পার্থক্য করা, পাপের প্রতি ভয় ও স্রষ্টায় ভালোবাসা, নম্রতা ও শ্রদ্ধার নিয়মাবলি শেখানো, বিস্ময়ের দিগন্ত প্রসারিত করা, ভক্তির সাথে পিতামাতাকে সেবা করায় উৎসাহিত করা, তার পরিবার, গ্রাম, সম্প্রদায়, দেশ, ভাষা ও জাতির উন্নয়নে নিবেদিত হবে। হাজার বছর ধরে বিদ্যমান এই ধরনের শিক্ষা, যা এখন আর দেখা যায় না তাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে।

মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে মানবতা রক্ষায় Foundation for Moral Development Approach (FMDA. Brochure.n.d) কর্তৃক দেশ বিদেশে প্রচারিত চারটি শ্লোগান হলোঃ

১. সর্বস্তরে শান্তি চাও; নৈতিকতায় ফিরে যাও (Peace in Reality; Lies in Morality)

২. প্রতিরোধ কর নৈতিক অবক্ষয়; সমাজ ও জীবন হবে শান্তিময় (Discipline and Humanity; Gift of Morality)

৩. নৈতিকতার অবদান; সব সমস্যার সমাধান (Social justice and Security; Guarantee of Morality)

৪. বিশ্ববাসীর নিরাপত্তা; দিতে পারে নৈতিকতা (Roots of Honesty; Generate from Morality)

২.২ নৈতিক উন্নয়ন তত্ত্ব

Amareswaran (২০১০, পৃ.-৮৮-৯২ ও ১০৪) এর নৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় এবং Murray (২০০৮) তাঁর Moral Development and Moral Education: An Overview প্রবন্ধে Peaget, Kholberg ও Carol Giligan এর মতবাদ তুলে ধরেছেন:

Jean Peaget এর নৈতিক ধারণা

Peaget (১৯৬৫) হলেন প্রথম মনোবিজ্ঞানী যার তত্ত্ব সমসাময়িক নৈতিক উন্নয়নের তত্ত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী কাজ থেকে সকল উন্নয়ন উত্থিত হয়। পৃথিবীতে ব্যক্তি তাদের জ্ঞান সংগঠন ও পুনর্গঠন করে পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার ফলে। Peaget মনে করেন নৈতিকতাও একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত। তিনি দেখলেন, নৈতিক উন্নয়ন হলো ব্যক্তির কাজের বিশ্লেষিত আন্তঃব্যক্তিক মিথস্ক্রিয়তার ফল। তার মতে বিদ্যালয়ের উচিত সাধারণ নিয়মে সততার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর কাজের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যার সমাধান। Peaget এর সুপারিশ হলো-শিক্ষক অবশ্যই শিক্ষার্থীদেরকে আচার আচরণ শেখানোর চেয়ে বরং সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে আত্মআবিষ্কারের জন্য সুযোগ সরবরাহ করবেন।

Kholberg এর নৈতিক উন্নয়ন তত্ত্ব

Kholberg (১৯৬৯) নৈতিক উন্নয়নের মনোবিজ্ঞানের উপর বর্তমান বির্তকে নিবিড়ভাবে কাজ করে এর তত্ত্ব পরিমার্জন ও বর্ধিত করেন। এর সাথে সঙ্গতি সাধন করে তিনি প্রস্তাব করেন যে, শিশুদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাদের চিন্তার পথ গঠন করা যা নৈতিক ধারণা যেমনঃ ন্যায়বিচার, যথার্থতা, সমতা ও মানব কল্যাণে অন্তর্ভুক্ত। Kholberg নৈতিক উন্নয়নের ৬টি ধাপ চিহ্নিত করে তার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার গতানুগতিক অনুশীলন বাতিল করেন।

Carol Giligan এর 'মরালিটি অব কেয়ার' (Morality of Care)

Carol Giligan (১৯৯২) বলেন যে, যত্নের নৈতিকতা Kholberg সমর্থিত ন্যায় বিচার ও যথার্থতার নৈতিকতার স্থানে কাজ করতে পারে। তাঁর দৃষ্টিতে যত্ন ও দায়িত্বশীলতার নৈতিকতা অহিংসা থেকে গৃহীত, যখন নৈতিকতা হলো সমতাভিত্তিক ন্যায়বিচার ও যথার্থতা।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

Moral Education - A Brief History of Moral Education (২০১১, পৃ.১) নিবন্ধে বলা হয়েছে, সকল প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়েরই কিছু নৈতিক রীতি-নীতি থাকে এবং বয়োজ্যেষ্ঠরা তরুণ প্রজন্মের অন্তরে তা প্রথিত করে দেয়। শিশুর বিদ্যালয়ে গমন শুরু হলে বড়দের মধ্যে প্রত্যাশা জাগে যে শিশুদের নৈতিক শিক্ষায় বিদ্যালয়সমূহ ইতিবাচক অবদান রাখবে। নতুন বিশ্বে যখন প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, নৈতিক শিক্ষাই তখন প্রথম অগ্রাধিকার পায়।

Sarangi (১৯৯৪, পৃ.৩৮-৩৯,৪৫-৬৯), আব্দুল আওয়াল খান (২০০৪, পৃ. ৩৩৭-৩৪৬), মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী (১৯৯৯, পৃ.৪৯৩-৪৯৪) ও শিক্ষাকোষ (২০০৩, পৃ. বাইশ, ছাব্বিশ-সাতাশ, একত্রিশ) অনুযায়ী নৈতিক শিক্ষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হলোঃ

বৈদিক যুগ (খ্রিষ্ট পূর্ব ৪০০০−১০০০)

- প্রাচীন সময়ে নৈতিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হতো। শিক্ষকগণ সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হতেন।
- ব্রাহ্মণ যুগে শিক্ষাকে প্রারম্ভিকভাবে জীবনের নৈতিক মূল্যবোধ উপলব্ধির প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং একজন গুরুর তত্ত্বাবধানে আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য শিশুরা শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করত।

বৌদ্ধ যুগ (খ্রিষ্ট পূর্ব ১০০০−৬০০)

- সেই সময় 'বিহার (Bihars)' ও 'মনেস্টারি (Monasteries)' আনুষ্ঠানিক, নৈতিক ও কারিগরী শিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- মঠে মনেস্টারির (Monasteries) দৈনিক রুটিনে শিক্ষার্থীদের নৈতিক আচরণকে সমৃদ্ধ করত।
- শিক্ষাক্রমে ধর্ম, নৈতিকতা ও দার্শনিক ধারণা বিবেচনা করা হতো।
- নৈতিক উৎকর্ষ সাধন ও চরিত্র উন্নয়নে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো ।
- নৈতিক সচেতনতা জাগ্রত করা, নৈতিক ব্যবহার উন্নয়নের লক্ষ্যে মঠে মাসের শুরু ও শেষে নৈতিকতা শেখানোর উদ্দেশ্যে একত্রিতভাবে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতো ।
- নৈতিক নির্দেশনার জন্য বুদ্ধের তত্ত্বসম্পর্কিত ধর্মশাস্ত্র পাঠ, মেডিটেশন, বিতর্ক ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হতো ।
- মানবিক সমাজে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান, ভ্রাতৃত্ববোধ, প্রাত্যহিক জীবনে সকলের জন্য সমবেদনা, ভালো ব্যবহার শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া হতো ।

মধ্যযুগ (১২০০ খ্রিঃ−১৮০০খ্রিঃ)

- ধর্মশাস্ত্র যেমন কোরান নৈতিক শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কোরান শিক্ষাকে একটি পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হতো।
- তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মক্তব বলা হতো। মসজিদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। মোহাম্মদী সম্প্রদায়ের ধর্মপরায়ন ব্যক্তিবর্গ ধর্ম ও মূল্যবোধ শিক্ষাদানে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
- ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ছিল মানুষের নৈতিক ও চরিত্রের উন্নয়ন।
- ইসলাম ধর্মের নবী মোহাম্মদ (স) সমাজ পুনর্গঠনে মানবিক মূল্যবোধ যেমনঃ সত্য, ন্যায়পরতা, শান্তি, ভালোবাসা, অহিংসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান, আত্মত্যাগের শিক্ষা দেন।
- তখন মুসলিম বিদ্যালয়ে সকল শিশুকে কোরান শিখতে হতো। হিন্দু বিদ্যালয়ে রামায়ন, মহাভারত ও পুরান বাধ্যতামূলক ছিল। এভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের মধ্য দিয়ে ধর্ম শিক্ষা স্থান করে নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ যুগ (১৬০০ খ্রিঃ -১৯৪৭ খ্রিঃ)

- তখনকার বিদ্যালয় শিক্ষাক্রমে ১৮১৫ সালে Lord Moria নৈতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন।
- ১৮২৩ সালে কলকাতায় গঠিত জনশিক্ষা পরিষদের (General Committee of Public Instruction-GCPI) উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীর নৈতিক মানোন্নয়নের প্রয়োজনে উন্নততর জ্ঞানানুশীলনে উদ্যোগী হওয়া।
- ১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই বোর্ড অব ডাইরেক্টরস 'শিক্ষা সনদ' পেশ করে যা উড এর ডেসপ্যাচ নামে পরিচিত। সেখানে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল জ্ঞানদানের মাধ্যমে ভারতের শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভিন্নতার কারণে নিরপেক্ষ নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হতো।
- ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন ভারতীয়দের নৈতিক, আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান ও তাদের ভালো চরিত্র গঠনের জন্য।
- ১৯০৫ সালের ১৬ নভেম্বর বাংলার মনীষীদের উদ্যোগে গঠিত প্রাদেশিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯০৬ সালের ১৬ মার্চ 'ডন সোসাইটি' ও 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' গঠিত হয়। তাদের প্রণীত শিক্ষা পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যের একটি হলো-শিক্ষার্থীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য নীতি, ধর্ম ও শরীরবিদ্যা বিষয় প্রবর্তন করা।
- হার্টগ কমিটির প্রতিবেদন ১৯২৯ এ স্বাস্থ্যশিক্ষা, স্বাস্থ্যচর্চা ও চরিত্রগঠনের ওপর জোর দিয়ে পাঠ্যসূচি প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়।
- ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের হরিপুর সেশনে মৌলিক শিক্ষা ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এই শিক্ষা স্কীম ভারতের মূল্যবোধমুখী শিক্ষাকে প্রভাবিত করে।
- ১৯৩৯ সালে শিক্ষার্থীদের মানবিক গুণাবলি উন্নয়নে প্রতি বিদ্যালয়ে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়।
- রাজা রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী, কেশব চন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী অরবিন্দ ও মহাত্মা গান্ধী নৈতিক জীবন ও নৈতিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এর ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সত্য ও অহিংসা প্রতিষ্ঠায় ভারতীয়দের মধ্যকার নৈতিক মূল্যবোধের চেতনা সর্বোচ্চ প্রশংসিত হয়।

পাকিস্তান সময় (১৯৪৭ খ্রিঃ -১৯৭১ খ্রিঃ)

- পাকিস্তান সময়ে মূলত ব্রিটিশ সময়কার শিক্ষা ধারাই প্রচলিত ছিল। মুষ্টিমেয় কিছু আইন/ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন বা পূর্বের আইন পরিমার্জন করে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।
- আকরাম খান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৫২ তে প্রাক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার সুপারিশে শিশুর স্বভাব ও প্রবৃত্তিকে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে বিকশিত করার কথা বলা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষায় মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করে অমুসলিম শিক্ষার্থীরা স্বীয় ধর্ম অধ্যয়ন করতে না চাইলে সে ক্ষেত্রে ন্যায় এবং নৈতিক শাস্ত্রকে সাধারণ বিষয় হিসেবে দেওয়া যেতে পারে বলে সুপারিশ করা হয়।
- ১৯৫৭ সালে গঠিত আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট মাধ্যমিক শিক্ষায় জুনিয়র হাইস্কুলের পাঠ্যক্রমে ধর্মশিক্ষা অথবা নীতি শিক্ষার সুপারিশ করে।
- শরীফ কমিশন, ১৯৫৯ এ সমাজের চরিত্র জাতীয় স্বার্থের পক্ষে কল্যাণকর করে গড়ে তুলতে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে বাড়ি, স্কুল ও স্থানীয় সমাজের একযোগে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। সহানুভূতি, সহনশীলতা, আত্মত্যাগ ও সমাজসেবার বিকাশ ও তার প্রসার সাধন এবং মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদাভেদ দূর করতে ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে অপরিহার্য বলা হয়েছে। শিশুর চরিত্র গঠনে নারী শিক্ষক নিযুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। ১৯৫৯ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান জনসাধারণের চরিত্র গঠন, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধসমূহ সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলনের উপযোগী একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য শরীফ কমিশনের প্রতি আহবান জানান।
- ১৯৬৯ সালে এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করার জন্য ধর্মীয় উপদেশ, মহাপুরুষের বাণী, ধর্মগ্রন্থের বাণী সম্বলিত বই মুদ্রিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট-১৯৭৪ (১৯৭৪, পৃ.২,৯,২৩,২৯ ও ১৭৭) এ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলির নৈতিক মূল্যবোধ প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

শিক্ষার্থীর মনে মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। কর্মে ও চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে যেন সে সর্বদা সততার পথ অনুসরণ করে, চরিত্রবান, নির্লোভ ও পরোপকারী হয়ে ওঠে এবং সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। পাঠ্যক্রমে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশে তার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষকদের শিক্ষকতায় যাতে বহু প্রত্যাশিত উচ্চ নৈতিক মানের সৃষ্টি হয় সেজন্য সত্যিকার পাণ্ডিত্য ও নিপুন শিক্ষাদান পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষকদেরকে সততা, নিরপেক্ষতা, কঠোর পরিশ্রম এবং ছাত্রদের প্রতি প্রকৃত দরদও অবশ্যই আয়ত্ত্ব করতে হবে। ছাত্র, শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহযোগিতা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঐক্যবোধ গড়ে তুলতে হবে।

প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যর মধ্যে রয়েছেঃ

- শিশুর নৈতিক, মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন।
- শিশুর মনে দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ, কর্তব্যবোধ ও কৌতুহলবোধ জাগ্রতকরণ এবং অধ্যবসায়, শ্রম, সদাচার ও ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণাবলির সম্যক বিকাশ সাধন।

শিক্ষকদের দায়িত্ব ও মর্যাদা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, শিক্ষকদের আচরণ যাতে নিজেদের উপদেশাবলির সঙ্গে সংগতি রেখে চলে সে বিষয়ে শিক্ষকগণকে সতর্ক থাকতে হবে। উপদেশ ও আচরণের অসংগতি তরুণ সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ ক্রমশ শিথিল করে তোলে।

চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন প্রসঙ্গে বিভিন্ন নৈতিক বিষয়াবলির উল্লেখ করে শিক্ষার্থীর সেই গুণসমূহ অর্জনের জন্য বলা হয়েছেঃ

- শিক্ষার সর্বস্তরে শিক্ষার পরিবেশ, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাদান পদ্ধতি, খেলাধুলার ব্যবস্থা ইত্যাদি এরূপ হওয়া প্রয়োজন যেন শিক্ষার্থীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সুষ্টুভাবে বিকাশিত হয়ে উঠতে পারে।
- বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার সুস্পষ্টবোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত করে তাকে সুনাগরিকরূপে গড়ে তোলাই হবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। বিশেষ করে সাহিত্য, ইতিহাস, পৌরনীতি ও অর্থনীতির পাঠ্যসূচিতে এ ধরনের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- বিদ্যালয়ের কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- কোন বিদ্যালয় এই লক্ষ্য কতখানি অর্জন করবে, তা নির্ভর করবে সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা এবং পরিবার ও সামাজিক পরিবেশের ভূমিকার উপর। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দায়িত্বশীল নাগরিকদের ভূমিকা পালনসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, কর্তব্যনিষ্ঠ ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন হতে হবে।
- অনতিবিলম্বে আমাদের শিক্ষাক্রমে এমন বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেন শিক্ষার্থীর মনে কায়িক শ্রমের প্রতি মর্যাদা ও প্রশংসাবোধ জাগ্রত হয়। এজন্য সকল শিক্ষার্থীকে নিয়মিত কায়িক শ্রমের কাজে লাগাতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি ১৯৭৯, জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ (মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, ১৯৯৯, পৃ.৪৯৩-৪৯৪) এ শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে:

- জনগণকে সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণ ও মানব চিত্ত বিকাশের জন্য জ্ঞান, কর্মকুশলতা, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করার সুযোগ প্রদান করা এবং নীতি-জ্ঞান ও শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সম্পন্ন সুস্থ, চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।
- দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আনার জন্য দক্ষ, সৃজনশীল, উৎপাদনক্ষম, দেশপ্রেমিক, দায়িত্ববান ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি গড়ে তোলা।
- উদার বিশ্বমানবতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় সকল নাগরিককে উদ্বুদ্ধ করা।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীকে সচেতন করা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে আছে, শিশুর নৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করা, দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপের প্রতি বিরূপ মনোভাব গড়ে তোলা। বিশেষত সামাজিক মূল্যবোধের পুনর্বিন্যাস এবং সকল প্রকার শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টির জন্য গুরুত্বারোপ করা।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট-১৯৮৮ (১৯৮৮, পৃ. ৩,৬,৬২ ও ৬৪) এ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে:

- দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সচেতন করে তোলা।
- মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের প্রতি শিক্ষার্থীদের সশ্রদ্ধ করে তোলা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মানুরাগ বৃদ্ধি করা এবং মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধসমূহের বিকাশ সাধন করা।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, শিক্ষাক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগিক ও নৈতিক দিকসমূহের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ধন ও অগ্রগতি নিশ্চিত হয়।

এছাড়া রয়েছে:

- শ্রমের মর্যাদার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।
- স্বাস্থ্য সম্মত জীবন যাপনের জন্য অভ্যাস ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।
- সকল মানুষই আলাহ্‌র সৃষ্টি। এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি, সকল চিন্তা ও কর্ম প্রেরণার উৎস হিসাবে সৃষ্টিকর্তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানো এবং সৃষ্টিকর্তার উপর একনিষ্ঠ বিশ্বাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ জন্মানো।
- ব্যক্তি, পরিবার-সদস্য, সমাজ-সদস্য ও সুনাগরিক হিসেবে অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি।
- দেশ, দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতি সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি।
- জাতীয় সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া ও শ্রদ্ধাবোধ জাগানো।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নে যে সকল বিষয়ের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে তার মধ্যে রয়েছে:

- শিক্ষার্থীদের যেন চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে।
- নৈতিক মূল্যবোধের ভিত সৃষ্টি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি-১৯৯৭, প্রতিবেদন (১৯৯৭, পৃ.১০,৪০,৪২,৭০,৮১, ৮৩,১৫৭ ও ১৬০) এ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:

- ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, ধর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির বিকাশ ঘটানো।

- কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা।

- বিশ্বভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে গড়ে তোলা।

- গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়তা করা।

- জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা।

প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে:

প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের শ্রমের প্রতি আকর্ষণ, শিশুদের মনে দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ, কর্তব্যবোধ, সৃজনশীলতা, অধ্যবসায়, শ্রম, সদাচার, ন্যায়নিষ্ঠা এসব বাঞ্ছিত গুণাবলি, জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে।

প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ এ বলা হয়েছে, তৃতীয় শ্রেণী থেকে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থী নিজ নিজ ধর্মের এবং অন্য ধর্মেরও মূল বিষয়গুলো জানবে, নিজ ধর্মের আচার অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে এবং পরমতসহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, জীব সেবা প্রভৃতি বৃত্তি ও গুণাবলিতে বিভূষিত হবে। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা সেই লক্ষ্যে প্রদান করা হবে।

প্রাক-প্রাথমিক স্তরে মৌলিকভাবে সকল ধর্মের নৈতিক উপাখ্যান, সততা, গুরুজনকে ভক্তি করা, মানুষকে ভালোবাসা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে মুখে মুখে পাঠদান করা হবে।

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে:

- মানবিকতাবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিকতাবোধের উজ্জীবন।
- স্বদেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ঐতিহ্যবোধ জাগ্রতকরণ।
- শ্রম ও আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ।
- জাতীয়তাবোধ, গণতন্ত্র, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগরণ।

প্রতিবেদনে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয়, সামাজিক, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ, আত্মকর্মসংস্থান ও শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থী যেন আগ্রহী হয় তার প্রতিফলন ঘটবে বলে সুপারিশ করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩, প্রতিবেদন (২০০৪, পৃ.২২) এ প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকের পেশাগত প্রশিক্ষণে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, পুষ্টি বিজ্ঞান, নৈতিক শিক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসা, শিশু সাহিত্য, গান বাজনা, অঙ্কন, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত বলে সুপারিশ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় শিক্ষানীতি

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ (২০০০, পৃ.১-৩,১৩-১৪ ও ৩৮) এ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে:

- ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির (যেমন: ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শিষ্টাচারবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, শৃঙ্খলা, সহজীবন যাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।
- বিশ্বভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।
- গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সহায়তা করা।
- জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।

শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে:

- শিশুকে জীবন যাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিশুর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশ গঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা।
- শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, মানবাধিকার, সহজীবন যাপনের মানসিকতা, কৌতুহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষার্থীর ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন, আচরণগত উৎকর্ষ সাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন। বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীর জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় বিষয় শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে, সে সকল ব্যবস্থা সুসংহত ও গতিশীল করে যথাযথ মানসম্পন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান হলো ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। প্রত্যেক ধর্মে ধর্মীয় মৌল বিষয়সমূহের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কাজেই ধর্ম শিক্ষা যাতে ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেয়া আবশ্যক।

কৌশল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক. ইসলাম শিক্ষা : শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জন ও তাদের নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া, ইসলাম শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি ও বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রান্তিক যোগ্যতা চিহ্নিত করা।

খ. হিন্দুধর্ম শিক্ষা : হিন্দু ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক চরিত্র গঠনের ওপর জোর দেওয়া।

গ. বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা : বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া।

ঘ. খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা : খ্রিষ্ট ধর্মের পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া।

- শিক্ষকদের মর্যাদা, অধিকার, দায়িত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, শিক্ষক সংগঠনগুলোর উচিত শিক্ষকদের নৈতিক আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করা এবং নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা। এ ব্যাপারে সরকারও একটি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে পারে।

- শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কৌশল এর মধ্যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে সামাজিক, মানবীয়, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন ঘটবে বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ (২০০৯, পৃ.৭-৮, ২৯-৩০ ও ৮৩) এর শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা।

শিক্ষার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতিগত তাগিদ এর মধ্যে আছে:

- ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা। তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির (যেমন: ন্যায়বোধ, ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, শৃঙ্খলা, সহজীবন যাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।
- জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থসামাজিক শ্রেণী-বৈষম্য ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা। বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষ মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।
- গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।
- শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা।

শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে:

- শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহজীবন যাপনের মানসিকতা, কৌতুহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশগঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

এই শিক্ষানীতিতে 'ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা'কে ৩য় থেকে ৮ম শ্রেণীতে ১০০ নম্বরের স্বতন্ত্র একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর বাংলাদেশের মূল চারটি ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি, আচরণগত উৎকর্ষসাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন।

এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- প্রচলিত ব্যবস্থাকে গতিশীল করে যথাযথ মানসম্পন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান।
- প্রত্যেক ধর্মে ধর্মীয় মৌল বিষয়সমূহের সঙ্গে নৈতিকতার উপর জোর দেওয়া হবে। ধর্ম শিক্ষা যাতে শুধু আনুষ্ঠানিক আচার পালনের প্রতি জোর না দিয়ে চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেওয়া আবশ্যক।

কৌশলসমূহের মধ্যে রয়েছে:

ক. ইসলাম ধর্ম শিক্ষা

- শিক্ষার্থীদের মনে আল্লাহ, রাসুল ও আখিরাতের প্রতি অটল ঈমান ও বিশ্বাস যাতে গড়ে ওঠে এবং তাদের শিক্ষা যেন আচার সর্বস্ব না হয়ে তাদের মধ্যে ইসলামের মর্মবাণীর যথাযথ উপলব্ধি ঘটায় সেইভাবে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হবে।
- শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জন ও তাদের নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হবে।

Dhaka University Institutional Repository

খ. হিন্দু ধর্ম শিক্ষা

- নীতিবোধ জাগ্রত করার সহায়ক হিসেবে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের গল্প-উপাখ্যান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হবে।
- শিক্ষার্থীকে মানবতাবোধ, মহানুভবতা, সৎ-সাহস ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

গ. বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা

- ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং ধর্মানুমোদিত পথে জীবন যাপনের উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।
- শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও জাতীয় চেতনায় নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা হবে।

ঘ. খ্রীষ্ট ধর্ম শিক্ষা

- শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থজীবন যাপন করা। অন্যদের সুস্থ, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন যাপনে সাহায্য করতে শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হবে।
- বর্তমান জগতের বাস্তব সমস্যা এবং অন্যায়, অত্যাচার, অন্যায্যতা,অশান্তির কারণ সম্পর্কে সচেতন করা এবং বাইবেলের শিক্ষার আলোকে তা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে পালনের যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া হবে।

ঙ. আদিবাসীসহ অন্যান্য সম্প্রদায় যারা দেশে প্রচলিত মূল চারটি ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের অনুসারী, তাদের জন্য নিজেদের ধর্মসহ নৈতিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

২.৫ পদ্ধতি ও বিকাশ

কামরুননেছা (১৯৯৮,পৃষ্ঠা.২৮-২৯,৩৪,৪৫,৫০,৬০-৬৪,৬৮-৬৯,৭১,৭৪-৭৯, ৮১,৮৫,৯৬ ও ৯৮) বলেন, বার্ট্রাণ্ড রাসেল এর মতে নৈতিক শিক্ষা বিষয়টির সঠিক পদ্ধতি আবিষ্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কী ধরনের মানুষ আমরা শিক্ষার সাহায্যে তৈরি করতে চাই সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আমাদের থাকা দরকার। আমরা শিশুকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চাই যাতে সে সবার কাছে প্রিয় এবং সফল ভাবে জীবনকে মোকাবেলা করতে পারে। শিশুকালে চরিত্র গঠনের শিক্ষাকে কার্যকর করা উচিত। পরবর্তী জীবনে যে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তার আগেই এই শিক্ষা পাওয়া দরকার। জীবনের প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষাটা এমনভাবে কাজে লাগে যে সমস্ত জীবনে তার প্রতিফলন ঘটে।

রাসেল চার রকম প্রধান বৈশিষ্ট্যকে আদর্শ মানব-চরিত্র গঠনের মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সেগুলি হচ্ছে জীবনী শক্তি, সাহস, সূক্ষ্ম আত্মসচেতনতা এবং বুদ্ধিমত্তা। বুদ্ধিগত শিক্ষা চরিত্র গঠনের প্রধান উপায়। নৈতিক দায়িত্ব এসব শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করে না। এগুলো বুদ্ধিগত দিকের প্রশিক্ষণের সঙ্গে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। প্রেম ও জ্ঞান এই দুটো জিনিস সদাচরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তিন থেকে ছয় বছর বয়সের শিশুরা নৈতিক শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছয় বছর বয়স কালে শিশুর নৈতিক শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণ হবার পথে থাকে। শিশুকালে যদি ভালো অভ্যাস গঠন ও নৈতিক শিক্ষা ভালো না হয়, পরবর্তী কালে এর ভালো ফল পাওয়া সম্ভব নয়। একজন ছেলে বা মেয়ে যদি প্রথম থেকেই সঠিক প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে তাহলে ছয় বছর বয়সে তার অভ্যাস ও বাসনাগুলো সঠিক পথে চালিত হবে।

রাসেল চিন্তা ও বাক্যে বাচ্চাদের সৎ দেখতে চেয়েছেন, যদি তা জাগতিক দুঃখের কারণও হয়। ধনসম্পদ ও সম্মানের চেয়ে এর গুরুত্ব অনেক বেশি। কেবল কথা-বার্তায় নয়, চিন্তা-ভাবনায় সত্যবাদী হওয়া বেশি জরুরি। সত্যবাদিতার অভ্যাস গড়ে তোলা নৈতিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ভয়হীনভাবে যে শিশু বড় হয়, সে সত্যবাদী হয়ে থাকে। যে শিশু ভীতির মধ্যে, অত্যাচারের পরিবেশে বড় হয়, তাদের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। শিশুদের বোঝাতে হবে কেন মিথ্যা না বলা ভালো।

তাঁর মতে, স্বার্থপরতা একটি পরম নৈতিক ধারণা নয়। আত্মত্যাগের মতবাদও একটি সত্য ধারণা নয়। কারণ এমন মতবাদ সর্বজনীন নয়। কিন্তু ন্যায় পরায়নতাবোধ একটি সর্বজনীন মতবাদ হতে পারে। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুদের অভ্যাস ও চিন্তায় আমরা ন্যায়পরায়নতার ধারণা দিতে পারি।

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধ, হত্যা, দারিদ্র্য ও অনিবারিত রোগ-শোক সম্বন্ধে শিশুদের অবহিত করতে হবে। এ সমস্ত জ্ঞান দ্বারা তারা মন্দ কাজের ভয়াবহতা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবে। ইতিহাস শিক্ষা দিতে গেলে সত্য ইতিহাস শিক্ষা দিতে হবে। এই পৃথিবীতে নৈতিক সত্যতার সঙ্গে অনেকেই মোকাবেলা করতে পারে না বলে সেটা শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ায়। বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়া যায় কীভাবে পরিশ্রমের মূল্য দিতে হয়, সহনশীলতা একটি বড় গুণ। শিশু তার যে সৌধটি বানাতে চায় তা অধ্যবসায় ও পর্যবেক্ষণ ছাড়া সম্ভব নয় এটা তাকে বোঝাতে হবে। জীব জন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা বন্ধে ছেলেদের প্রশিক্ষণ দরকার। তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে জীবনের প্রতি সম্মান দেখাতে।

শিশুকে অনির্দিষ্টভাবে নৈতিক উপদেশ দেওয়া ঠিক নয়। শিক্ষাটা বাস্তবসম্মত হতে হবে এবং শিশুটি যেন তার চার পাশেই ব্যাপারটি ঘটতে দেখে। দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুটিকে ভালো ব্যবহার করতে বলে নিজে সেটা না করলে শিক্ষাটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

রাসেল বলেন, সকল নৈতিক নির্দেশ প্রত্যক্ষ ও বাস্তব হওয়া প্রয়োজন। সাধারণভাবে এটা বলার প্রয়োজন নেই "সাহসী হও, দয়ালু হও"। বরং সে বিশেষভাবে কোন সাহসী কাজ করলে, দয়ালু কাজ করলে তাকে বাহবা দেওয়া প্রয়োজন। নিষ্ঠুরতার ক্ষেত্রেও একই আচরণ করা উচিত, যাতে এটা না বাড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি দিতে হবে। ভালো ব্যবহারের একটা ঘাটতি হিসেবে এটা দেওয়া দরকার। কিন্তু শাস্তি খুব কঠোর হলে তা নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার জন্ম দেয়। এটা বাবা-মা ও সন্তান এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে বিরাজমান বিশ্বাস ধ্বংস করে দেয়। শিক্ষায় শাস্তির স্থান খুবই সীমিত। শাস্তির নির্দিষ্ট বিধান থাকা দরকার।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটা বড় কক্ষ থাকা দরকার যেখানে পড়াশুনায় অনিচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা সমবেত হবে, সারাদিন সে আর ক্লাসে ফিরতে পারবে না। তাদেরকে খারাপ ব্যবহারের জন্য শাস্তিস্বরূপ ঐ ঘরে পাঠানো হবে। শাস্তিকে এভাবে বাচ্চার কাছে অপছন্দনীয় করে তোলা যায়।

ইসলাম (২০০২, পৃ.৫৩,২৮৭-২৯৭ ও ৩০৫) এর মতে, নৈতিক চেতনা ও ধ্যান ধারণা কয়েকটি ক্রমিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছে; প্রবৃত্তি (Instincts) প্রথা (Custom), কর্তৃত্ব (Authority), বিবেক (Conscience) ও মানব কল্যাণ। প্রকৃতির কাছে নৈতিক অনৈতিক বলে তেমন কিছু নাই। মানব সমাজে যে সব অনিষ্ট-অমঙ্গলের ছড়াছড়ি, সেগুলোর কারণ মানুষের সুবিবেচনার অভাব তথা নৈতিক অবক্ষয়। মানুষ নিজেই তার নিজের নৈতিকতা সৃষ্টি করে; সুতরাং তার কৃতকর্মের দোষ গুণের দায়দায়িত্বও তাকেই নিতে হবে।

তিনি মনে করেন, শিক্ষা যখন জ্ঞানালোকের বাহন হয় তখন তা অবশ্যই সভ্যতা-সংস্কৃতির চিরায়ত মূল্যমান ও মুল্যবোধসমূহকে সমুন্নত রাখতে পারে। কিন্তু সঠিক লক্ষ্য ও গতি পথ থেকে একবার যদি বিচ্যুত হয়ে যায়, তাহলে এই একই শিক্ষা আবার মানুষের সমূহ ক্ষতি করতে, এমন কি বহু কষ্টে অর্জিত মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির স্বাভাবিক গতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারে। ফলে শিক্ষার মূলে একটা মানবিক লক্ষ্য নৈতিক মূল্যবোধের উপস্থিতি থাকা চাই। শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য কেবল জ্ঞান আহরণ ও বিতরণই নয়, একই সঙ্গে সত্যানুসন্ধান, সত্যার্জন তথা মহৎ মানবোচিত জীবনও বটে।

তিনি বলেন, বিশ্বের দরবারে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে হলে আমাদের অবশ্যই ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমন্বিত অর্থনৈতিক ও নৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় সময়োপযোগী বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক পরিবর্তন আনতে হবে।

Singh (২০০৭, পৃ.৩৫-৩৬) UNESCO, APIED প্রতিবেদন অনুযায়ী চরিত্র গঠনমূলক কার্যক্রমে মূল্যবোধ শিক্ষাদানের জন্য চিহ্নিত পদ্ধতিসমূহ ব্যবহৃত হতে পারে বলে মনে করেছেন। যেমন:

১. মূল্যবোধের পরিষ্কার চিত্র থেকে পরিস্থিতি বর্ণনা করা (Telling)
২. ব্যক্তির নিজস্ব মূল্যবোধ পদ্ধতিতে মূল্যবোধ চর্চা (Inculcating)
৩. নির্দিষ্ট সংখ্যক মূল্যবোধ গ্রহণ ও সেই অনুযায়ী ব্যবহার করা (Persuading)
৪. শিক্ষার্থীদের জন্য প্রত্যাশিত মূল্যবোধ উপস্থাপন (Modelling)
৫. অনুভূতি প্রকাশে ভূমিকা অভিনয় করা (Role Playing)
৬. শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রদর্শনী পাঠদান (Simulating)
৭. সংকটের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে সমস্যা সমাধান (Problem solving)
৮. পাঠ্যবিষয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা (Discussing)

Dhaka University Institutional Repository

৯. মহামানবদের জীবনী পাঠ (Studying biographics of great men)
১০. নৈতিক চেতনা জাগ্রত করা (Moralising)
১১. মূল্যবোধসমূহের শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা (Value Clarification)।

Chand (২০০৯, পৃ.১২৪) মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পন্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেছেন। যেমন:

১. প্রাত্যহিক জীবন পরিস্থিতি থেকে উদাহরণ গ্রহণ।
২. মহামানবদের উদ্ধৃতি থেকে ব্যাখ্যা।
৩. দুর্ঘটনা ও সমস্যায় মূল্যবোধগত বিচার গ্রহণ।
৪. উৎসাহ ব্যঞ্জক বক্তব্য, নাটক, কবিতা ও ধর্মগ্রন্থের উপকরণ থেকে মূল্যবোধ শিক্ষার বিষয় সংগঠন।
৫. মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে মহামনীষীদের জীবনী।
৬. ব্যক্তিগত, পারিপার্শ্বিক ও সম্প্রদায়ের মূল্যবোধ শ্রেণীকক্ষে শেখানো ও শিক্ষার্থীদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা।
৭. শিক্ষার্থী আত্মশৃঙ্খলা উন্নয়নে 'যোগ' ও অন্যান্য কার্যক্রম চর্চা।
৮. দলীয় কার্যাবলি যেমনঃ বিদ্যালয় চত্তর পরিষ্কার, বস্তি পরিদর্শন, ক্যাম্পাস সেবা, হাসপাতাল পরিদর্শন, বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনার স্থান পরিদর্শন।
৯. জাতীয় ও আধ্যাত্মিক নেতাদের জীবনী থেকে আত্মত্যাগ, সম্মিলিত সুখ, সত্যের প্রতি ভালোবাসা ও পরম মূল্যবোধসমূহ আলোচনা।
১০. মূল্যবোধ শিক্ষার একটি সমন্বিত অংশ হিসেবে প্রার্থনা, মেডিটেশন ও 'Sramadan' গুলি শিক্ষার্থীর অন্তর্গত শুদ্ধি, দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ ও শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধিতে সাহায্য করে।
১১. মূল্যবোধ চর্চায় শিক্ষার্থীদেরকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে জাতীয় ও আধ্যাত্মিক মহৎ নেতাদের জন্ম দিবস পালন।
১২. মূল্যবোধ শিক্ষার শিক্ষণে বিভিন্ন উপায় ব্যবহার করা। যেমন: জীবনী, ধর্মশাস্ত্র, প্রবচন, স্তবগান ও মহৎ মানুষের বাণী।
১৩. বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্যক্রমে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতামূলক কাজের শক্তি বিরাজমান থাকা। এ প্রসঙ্গে বিদ্যালয় প্রধানের বৃহৎ দায়িত্ব রয়েছে।

Narayana (১৯৯৮, পৃ.৫৮-৫৯) এর Value Education-past and present প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, মানুষ এটি বিশ্বাস করে যে উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ শেখানো যেতে পারে। তিনি মূল্যবোধ শিক্ষার কৌশলসমূহ নির্ধারণ করেছেন এভাবে যে:

১. মূল্যবোধ শেখানোর প্রথম পথ হল বাচনিক যোগাযোগ।
২. প্রদর্শন।
৩. শিক্ষকের দৃষ্টান্তমূলক আচরণ অনুসরণ।
৪. নৈতিকতার একটি পদ্ধতি হিসেবে মূল্যবোধ শেখানো যেতে পারে যেখানে শিশুরা পুরস্কার ও শাস্তি, অনুমোদন ও অননুমোদনের মাধ্যমে নির্দেশিত হবে।
৫. মূল্যবোধ শিক্ষাদানের অন্য একটি পদ্ধতি হলো অংশগ্রহণ, যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিভিন্ন কাজে অংশ নেবে।
৬. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ বিষয়ক আলোচনার মধ্য দিয়ে মূল্যবোধ চর্চা করা যেতে পারে।

Kalra (২০০৯, পৃ.২০-২১) এর মতে প্রাথমিক স্তরে নিচের কৌশলসমূহ অবলম্বন করা উচিত:

- শিক্ষকের দৃষ্টান্তমূলক ব্যবহার।
- বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি উন্নত আদব-কায়দা, শ্রদ্ধা ও শৃঙ্খলা (বিদ্যালয় ও গৃহ) প্রদর্শন।
- প্রার্থনা (প্রার্থনার অর্থ)।
- বিশেষ দিবস, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপন।
- শ্রেণী কক্ষে ছবি ও চার্ট।
- অভিভাবকদের সাথে পুনঃপুনঃ সভা।

Dhaka University Institutional Repository

Dhankar (২০১০, পৃ.২২) এর মতে শৈশব কালে শিশু নৈতিক অনৈতিক কিছুই বোঝে না। বড় হতে হতে সে তার পরিবার বা গোষ্ঠীর নৈতিকতাই ধারণ করে। Dhankar এর মতে নৈতিক উন্নয়নের জন্য ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলোঃ

- রীতি, নীতিমালা, আইন কানুন ইত্যাদি অনুযায়ী দল তার সদস্যদের কাছে যা প্রত্যাশা করে সেই শিক্ষা।
- চেতনাবোধের উৎকর্ষ সাধন।
- সামাজিক প্রত্যাশার অনুরূপ আচরণে ঘাটতি হলে তখন লজ্জিত ও গ্লানিবোধ করতে শেখা।
- সামাজিক মিথস্ক্রিয়তা, নিয়ম মূল্যবোধ শেখার পর্যাপ্ত সুযোগ।

Chand (২০০৯, পৃ.৬৭) মনে করেন মূল্যবোধের নিচের ৩টি গুরুত্বপুর্ণ উৎসের প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিতঃ

- মূল্যবোধের উৎস হিসেবে সংস্কৃতি।
- মূল্যবোধের ধর্মীয় আধ্যাত্মিক উৎস।
- মূল্যবোধের উৎস হিসেবে সংবিধান।

Rao (২০০১, পৃ.৯২) নৈতিক উৎকর্ষ লাভের জন্য ঐশ্বরিক পবিত্র চারটি করণীয় উদ্ধৃত করেছেন। যথাঃ

- সকল সৃষ্টির প্রতি দয়ার্দ্র ভালোবাসা।
- আমাদের সাহায্য প্রয়োজন এমন দুর্দশা পীড়িতের প্রতি সমবেদনা।
- অপরের সুখে আনন্দিত হতে পারা।
- সকলের প্রতি ন্যায়পরতা।

তিনি মূল্যবোধ চর্চার দ্বন্দ্বের ৩টি মূল কারণ চিহ্নিত করেছেন। যথাঃ

- অর্জন ও আনন্দের স্বার্থপর ইচ্ছা।
- ক্রোধ ও ঘৃণা এবং
- ভ্রান্তি অথবা অজ্ঞানতা।

Phenix (১৯৬১, পৃ.২-৩) এর মতে শিশুদেরকে বিদ্যালয়ে এবং বাড়িতে আমরা কী শেখাবো সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি বাস্তব সমস্যা। কোন মূল্যবোধগুলি নির্বাচন করব, শিক্ষাক্রমে কার উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হবে? শিখন শেখানো পরিচালনার নৈতিক মানদণ্ড কী হবে? সত্যিকার অর্থে কোনটি ভালো এ সম্পর্কে আমরা সাধারণ সমঝোতা থেকে কেন এত দূরে তার ৩টি কারণ তিনি উল্লেখ করেছেনঃ

প্রথমটি হলো অজ্ঞানতা। আনুসঙ্গিক অসংখ্য বিষয় এমন কি তুচ্ছ বিষয়ের কারণেও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো প্রায়শই চরম জটিল হয়।

দ্বিতীয় কারণটি সীমাহীন গভীর ও নিগূঢ়। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে কোন সত্যই চূড়ান্ত বা স্থির থাকছে না। শিক্ষার বিষয়টি কেবল সংগ্রহকৃত তথ্য নয় বরং নিত্যনতুন পছন্দ ও চাহিদা পূরণের শিখন প্রক্রিয়া।

তৃতীয় ও সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো মানুষের আত্মকেন্দ্রিক প্রবণতা ও নৈতিক কর্ম প্রচেষ্টার মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তি। মানুষ এই যে ভালো অথবা মন্দের সাথে অসম্মত হয় এটি তার অজ্ঞানতা বা বিশ্বের পরিবর্তনশীলতার জন্য নয় বরং তারা তাদের আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার মাধ্যমে নিজের আগ্রহ, ইচ্ছা ও চাহিদা দ্বারা মূল্যবোধ, ভালো এবং শুদ্ধতার তত্ত্ব ও দর্শন দাঁড় করায়।

নৈতিক ব্যর্থতা ও বিভ্রান্তির এই মুখ্য কারণের প্রতিকার করে ব্যক্তিবর্গের মাঝে শিক্ষার কেন্দ্রীয় লক্ষ্যকে সঞ্চারিত করতে পারলে নিজেদের আত্মতুষ্টির পরিবর্তে তারা শুভর পরিচর্যা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

Need for Moral Education On the Primary School Curriculum (n.d.) প্রবন্ধে নৈতিক শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল হিসেবে নিচের বিষয়গুলি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছেঃ

খেলাধুলা, ভূমিকাভিনয় (রোল প্লে), বিভিন্ন ধরনের ছোট নাটক, গল্প, সঙ্গীত ও কলা কর্ম, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, অ্যাসাইনমেন্ট, রেফারেন্স প্রদান, আলোচনা ও বিতর্ক।

Moral Educatioin in Primary School thought the application of several basis methods (n.d) প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, প্রাথমিক আদর্শগত ও নৈতিক পাঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষার প্রধান প্রণালী যা ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থীদের ভালো আদর্শ, নৈতিক, সভ্য ব্যবহার গঠন করে। কিন্তু আদর্শগত ও নৈতিক পাঠ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তত্ত্বগত শিক্ষা, যা শিক্ষার্থীদের জন্য বিরক্তিকর হয়ে থাকে। প্রবন্ধটিতে এই জটিলতা ভেঙ্গে শিক্ষার্থীদের জন্য সহনশীল, আনন্দদায়ক, আগ্রহ উদ্দীপক পদ্ধতি অনুসরণের সুপারিশ করা হয়েছে।

Ruiz, Quintero, Restrepo and Sanchez (২০০৩, পৃ.৮৫ ও ৯৪) তাঁদের Moral Education in Colombia শীর্ষক প্রবন্ধে কলাম্বিয়ার দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় দুর্ভাগ্যজনক ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণা পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন যে, শিক্ষার প্রসঙ্গে নৈতিকতা উন্নয়নে দক্ষতা ও কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক শিক্ষা বাস্তবায়ন করা জরুরি।

২.৬ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবিষয়

Prasad (২০০৯, পৃ.২-৩) এর মতে শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক লক্ষ্য হলো সমাজের সকল মানুষের জন্য শিক্ষার সমসুযোগ সুবিধা সরবরাহের বিষয়টি উপলব্ধি করা। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়বস্তু, জনগণের জীবনযাত্রা ও সমাজ আরোপিত মূল্যবোধ বাস্তবায়নের মধ্যে অর্থাৎ কথা ও কাজ এবং তত্ত্ব ও অনুশীলনের মধ্যে ব্যবধান বিদ্যমান। রাষ্ট্র প্রণীত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা দরিদ্র অভিভাবক ও শিশুরা যাদের দৈনন্দিন রুটি রুজী উপার্জনে কঠোর সংগ্রাম করতে হয় তাদের জন্য উৎসাহ ব্যঞ্জক নয়। বিদ্যমান বিদ্যালয়সমূহ তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে ব্যর্থ।

Singh (২০০৫, পৃ.২৬৪-২৬৬) বলেছেন, মূল্যবোধ শিক্ষার শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সময় কার্যাবলি ও বিষয়বস্তু উভয়ই মনে রাখতে হবে। তাঁর মতে মূল্যবোধ শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ

১. ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও সামাজিক সমস্যাসমূহ সম্পর্কে ছোট ছেলে-মেয়েদের একটি সমন্বিত ধারণা দেওয়া।
২. সেই সকল সমস্যা সফলভাবে সমাধানে তাদেরকে ধারণা দেওয়া, তথাপি ভবিষ্যতে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তুত করা।
৩. আরো উন্নত গণতান্ত্রিক নাগরিক হয়ে উঠতে তাদেরকে পরিচালিত করা।
৪. মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একটি সর্বজনীন শিক্ষা ও অন্যান্য কর্মসূচি প্রণয়ন করতে সাহায্য করা।
৫. ছেলেমেয়েদের সর্বাধিক আত্মোপলদ্ধীর সুযোগ দেওয়া। শারীরিক ও বৌদ্ধিক দক্ষতা, জ্ঞান ও সুস্থ জীবন-যাপন চর্চা, সৌন্দর্যের প্রতি ভালোবাসা এবং আত্মনির্দেশনা বৃদ্ধি করতে শিক্ষাক্রম নির্দেশনা দিয়ে থাকে। এটি ঘরকে পরিতৃপ্ত এবং অপরাপর মানুষের সাথে আনন্দদায়ক ও উপকারী সহযোগিতার ভিত্তিতে উন্নত মানবীয় সম্পর্ক স্থাপন করে।
৬. শিশুর সুন্দর সমন্বিত ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন করা, যার মাধ্যমে সে অপরের সক্রিয় সহযোগিতায় সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ উন্নয়নে এবং নিজেকে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হবে।

Singh মূল্যবোধ শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নির্ধারণ করেছেনঃ

১. পরিবারের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক, প্রতিটি সদস্যের প্রতি অবদান, পারস্পরিক সাহায্য, শ্রদ্ধা এবং সহযোগিতা, পিতামাতা ও বাচ্চাদের নৈতিক দায়িত্ব ও অধিকারসমূহ, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উৎকর্ষের উৎপত্তিস্থল হিসেবে পরিবার।
২. মৌলিক প্রয়োজনসমূহ–খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, আলো, শক্তি, ধর্ম, বিনোদন এবং সংগঠনে মানুষ কীভাবে সন্তুষ্ট হয়।
৩. প্রাকৃতিক পরিস্থিতি, মৃত্তিকা, কৃষি, সূর্য, আবহাওয়া, পানি সম্পদ, খনিজ সম্পদ, প্রাকৃতিক গাছ-পালা, জীবজগৎ এবং ভৌত পরিবেশের সাথে মানুষের খাপ খাইয়ে চলা।

Dhaka University Institutional Repository

৪. প্রতিবেশী, গ্রাম অথবা শহর, বিদ্যালয়, খেলা-ধুলা, সংঘ, চার্চ, মেলা, উৎসব, খামার, দোকান-পাট এবং কারখানার সাথে মানবিক সম্পর্ক বিস্তার করা, মানুষের সাথে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সামাজিক শৃঙ্খলার সাথে মানিয়ে চলা।

৫. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, উন্নত আদব-কায়দা, ধর্ম ও সামাজিক প্রথা, প্রাচীন কালের বীর পুরুষ ও নারী এবং ভারতীয় সাংস্কৃতি এবং সভ্যতা।

৬. অর্থনৈতিক পরিবেশ। এর মধ্যে আছে জনগণের পেশা, কৃষি, শিল্প, মুদ্রা বিনিময়, উৎপাদন, বন্টন ও দ্রব্যসামগ্রী বিনিময়, জীবন যাত্রার মনোন্নয়ন, বেকার সমস্যা এবং কীভাবে এর সমাধান করা যায়।

৭. নাগরিকত্ব, অধিকার ও কর্তব্য, রাষ্ট্রীয় চেতনা এবং দায়িত্ব, নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, স্থানীয় সরকার, গ্রাম পঞ্চায়েত, নগর কমিটি, তহশীল, জেলা, রাষ্ট্র এবং জাতীয় প্রশাসন, সরকারের অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তাদের উপযোগিতা।

৮. মানবসেবা বিজ্ঞানের আলোচনা। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারকদের জীবন-কাহিনী, বায়ু, পানি, দূরত্ব ও কালজয়ী মানুষের বর্ণনা, কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের প্রযুক্তি ব্যাখ্যা।

৯. বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কিত একক নাগরিকের চলমান সমস্যা, বিশ্ব-শান্তি ও আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা।

১০. বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলির অংশীদারিত্ব, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানলব্ধ কর্মকাণ্ড, চার্ট, মডেল, ছবি ও মানচিত্র প্রস্তুত করাসহ দলীয় আলোচনা, নাটক রূপায়ন, নিরীক্ষা, পরিদর্শন, ভ্রমন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ পালন।

Need for Moral Education On the Primary School Curriculum (n.d.) প্রবন্ধে বলা হয়েছে, বিদ্যালয় যদি নৈতিক আচরণ না শেখায় তবে অনেক শিশুই সে সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ পাবে না। বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা এককভাবে সব সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তবে এটি একটি শুভ সূচনা এবং সমাধানের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হতে পারে। নৈতিক শিক্ষার বিষয়ের জন্য সুপরিকল্পিত ও উন্নত পাঠ্যক্রম ও সুপ্রশিক্ষিত শিক্ষক প্রয়োজন।

জাতীয় শিক্ষাক্রমে বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য (যা নৈতিক শিক্ষার জন্য প্রযোজ্য) কী কী বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন সে সম্পর্কে উগান্ডার বিভিন্ন লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি হলোঃ

১. বিষয়টির শিক্ষামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য লক্ষ্য থাকতে হবে এবং তা অবশ্যই আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষাদানযোগ্য হতে হবে।

২. বিষয়টিকে অবশ্যই শিক্ষার্থীর নিকট আগ্রহব্যঞ্জক ও প্রয়োজনীয় হতে হবে।

৩. বিষয়টি অবশ্যই সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় হবে এবং সমাজ সেখানে মূল্যবোধ দেখতে পাবে।

৪. বিষয়টির অবশ্যই অন্য বিষয়সমূহ থেকে সরবরাহকৃত নয় এমন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতে হবে এবং যা মানুষকে নিজেদেরকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে।

৫. বিষয়টির বিষয়বস্তু জ্ঞানগত, আবেগিক, মনোপেষীজ বিভিন্ন শিক্ষামূলক দক্ষতা সরবরাহ করবে।

Sharma ও Sharma (২০০৪, পৃ.২৩৯–২৪০) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কার্যকর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেওয়া; মহামানবদের নীতি দর্শন, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শ, আদব-কায়দা, সমাজ সেবা, দেশপ্রেম বিষয়ে সকল স্তরে পড়ানো, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ শেখাতে সহশিক্ষাক্রমিক শর্তাবলি; শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আন্তঃধর্মীয় মর্মবাণী আলোচনা, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ও দলীয় আলোচনা পরিচালনা করার সুপারিশ করেছেন।

রামনাথ ও রাজেন্দ্র শর্মা প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষা কাঠামোর নিম্নরূপ নির্দেশনা দিয়েছেনঃ

- শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারে এমন আকর্ষণীয় ও আগ্রহ সৃষ্টিকারী শিক্ষাক্রম তৈরি করা উচিত। কবিতা, গল্প ও গান নৈতিক শিক্ষাকে আগ্রহব্যাঞ্জক করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

- শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়নের সময় শিশুদের বৌদ্ধিক স্তর ও ক্ষমতা মনে রেখে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষাদান পদ্ধতি সহজ ও আগ্রহ সৃষ্টিকারী ও আকর্ষণীয় হতে হবে। নৈতিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কবিতা, গল্প ও গান সাবধানতা ও যত্নের সাথে নির্বাচন করা উচিত।
- ভাষাশিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যসূচিতে মনীষীদের জীবনী সম্পর্কিত সহজ ও আগ্রহ উদ্দীপক গল্প সংযোজন করা।
- যখনি সম্ভব হয় অডিও-ভিডিও মেটেরিয়ালস ব্যবহার করে শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টিকারী ভালো মানের ছবি, ফিল্মস্ট্রিপস, বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয় সংশিষ্ট কলা ও স্থাপত্য দেখানো।
- বিদ্যালয় কার্যক্রমে সপ্তাহে ২টি ক্লাস নৈতিক নির্দেশনার জন্য রাখা। এই ক্লাসে শিক্ষক পৃথিবীর বিখ্যাত ধর্মীয় আগ্রহব্যাঞ্জক গল্পগুলির নীতি শিক্ষা বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিদ্যালয় কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে 'সেবা' ও 'কাজই আরাধনা' এই মনোভাব শিশুদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা।

Venkataiah ও Sandhya (২০০৮, পৃ.১১৭-১১৮) এর Source Materials in Value Education বিষয়ক আলোচনায় দেখা যায় কর্ণাটিক সরকারের রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ পাঠ্যপুস্তক এবং একই ভাবে রেফারেন্স বই (১৯৮৭) প্রণয়ন করে। বইটি বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে যে দিকগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল সেগুলি এমনঃ

১. মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষায় বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের বাইরে সমগ্র জীবনের অন্তর্গত কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি বিবেচিত হওয়া উচিত।
২. মানবিক মূল্যবোধের কিছু বিষয় নির্ধারিত সময়ে কিন্তু অধিকাংশ গুরুতপূর্ণ বিষয় বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্যক্রম ও গৃহ বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কার্যকর হতে পারে।
৩. কিছু বিষয় বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্যক্রম যেমন প্রার্থনা, সামাজিক সেবা ক্যাম্প, খেলাধুলা, উৎসব দিবস, মহামানবদের স্মরণে বিশেষ দিবস, জাতীয় দিবস ইত্যাদিতে নেওয়া যেতে পারে।
৪. সকল শিক্ষকই মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষক। যা তাঁরা শেখান বা উপদেশ দেন স্কুল জীবনের সকল সময়ে তারা তা অনুশীলন করেন।
৫. শুধু জ্ঞান অর্জন নয়, চিন্তা, কথা ও কাজে মূল্যবোধকে লক্ষ্য হিসেবে অন্তরস্থ করা।

Rao (২০০১ পৃ.২৮,৩০ ও ১৫৯) মনে করেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাক্রমে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা থাকা উচিত। বিষয়টি সমগ্র শিক্ষাক্রমের বৃহৎ পরিসরে বিবেচনা করা উচিত। দেখা গিয়েছে যে, মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বেশি দিন টিকে থাকেনি। তাঁর মতে বিজ্ঞানের ৩টি স্তর। প্রথম স্তর হলো বাস্তবিক ঘটনার স্তর, দ্বিতীয় স্তর ধারণার ও তৃতীয়টি হলো মূল্যবোধের স্তর।

কার্যকর বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে শিক্ষাক্রম প্রণেতা ও শিক্ষক প্রশিক্ষকদের জন্য নির্দেশিকা উন্নয়নের প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরস্পর নির্ভরশীল এবং উভয়ই সমাজের জন্য প্রয়োজনীয়।

মোঃ শামছুল আলম (২০০৭, পৃ.২৬২,২৬৫ ও ২৬৭) এর গবেষণার সুপারিশসমূহের একটি হলো, পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাসে এ সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের জন্য কিছু রাখতে হবে। যাদের মানবিক দিক খারাপ হবে তাদেরকে সহজে সনদ দেওয়া যাবে না।

Kalra (২০০৯, পৃ.৯৩) মূল্যবোধের ধারণা বাস্তবায়নে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য শিক্ষায় নিচের উপাদানগুলি কঠোরভাবে বিবেচনা করার সুপারিশ করেছেন। যথাঃ

১. শিক্ষকের শিক্ষা
২. শিক্ষাক্রমের প্রাসঙ্গিকতা
৩. পেশাগত পরিবেশ
৪. শিক্ষাক্রম বিকেন্দ্রীকরণ।

২.৭ শিখন শেখানো প্রক্রিয়া ও বিদ্যালয় কার্যক্রম

আচার্য (তারিখ অজ্ঞাত) বলেছেন, নীতিবোধ পুঁথিগত শিক্ষার বিষয় নয়। নীতিসূত্রগুলি শিশুকাল থেকে মুখস্ত করিয়েও কিছু মাত্র ফল পাওয়া গিয়েছে এমন নয়। নীতিসূত্রগুলি কেবল বই পড়ে জানলেই হবে না, আচরণের মধ্য দিয়ে সেগুলি পরিস্ফুট করে তুলতে হবে, নীতিশিক্ষা দিতে গেলেও তাকে আচরণের মধ্য দিয়েই দিতে হয়। এর জন্য আলাদা শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক বা ঘণ্টা বরাদ্দ করার কোন কথা ওঠে না।

আচার্য যদিও মনে করেন গৃহ ও পরিবেশের দুর্নীতিমূলক প্রভাব বিদ্যালয়ের শত শিক্ষাতেও দূরীভূত করা যায় না, তথাপি তিনি নীতিশিক্ষা কার্যকর করার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রণয়ন করেছেন:

- প্রত্যেকটি বিষয় পঠনের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষক নীতিবোধের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ছাত্রদের মনে মুদ্রিত করে দিতে পারেন। বিভিন্ন বিষয় প্রসঙ্গে অভিজ্ঞ শিক্ষক নীতিশিক্ষার সুযোগ আবিষ্কার করে নিতে পারেন।
- শিক্ষকের নৈতিক চরিত্রে ছাত্ররা গৌরবান্বিত হলে তার প্রভাব অজ্ঞাতসারেই পড়বে ছাত্রদের উপর।
- পাঠক্রমের মধ্য দিয়েও নীতিবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা যেতে পারে।
- এই শিক্ষা পদ্ধতি বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন প্রকার হবে। বয়স ভেদে, বালক-বালিকা ভেদে, এমনকি বিদ্যালয়ের পরিবেশ ভেদে শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন হওয়া উচিত।
- শিশুশ্রেণীর নীতি শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে নানা প্রকার রূপকথা, গল্প কাহিনী ইত্যাদি। ধর্ম/সত্যের জয় অসত্যের পরাজয় সেইসব গল্পের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ফুটে উঠবে।

- পরবর্তী স্তরে নানা প্রকার অভিযানমূলক কাহিনী, ভ্রমন কাহিনী এবং এমনসব মহাপুরুষ ও বীরপুরুষদের জীবন কাহিনী আলোচনা করতে হবে যারা সত্যের জন্য, লোক হিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

- গল্পকাহিনীগুলি শিক্ষক মহাশয় যথাসম্ভব মুখেই বলবেন। এর জন্য কোন স্বতন্ত্র বই নির্দেশিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নানাজাতীয় পাঠ্যের সঙ্গে সঙ্গে অনুবন্ধ প্রণালীতে এই জাতীয় গল্প কাহিনী শিক্ষক শেণীকক্ষে পরিবেশন করতে পারেন।

- আর একটু বেশি বয়সের ছেলে মেয়েদের কল্পনাপ্রবণ চিত্ত ক্রমশ বাস্তবমুখি হয় বলে গল্পকাহিনীগুলিও বাস্তবমুখি করতে হবে। বাস্তব জীবন থেকে দৃষ্টান্ত চয়ন করলে এই বয়সে তা বেশি চিত্তাকর্ষক হবে। মহাপুরুষদের গল্প, ঐতিহাসিক ঘটনা ইত্যাদি থেকে নীতিশিক্ষার প্রভূত উপকরণ পাওয়া যাবে।

Aggarwal (১৯৯৭, পৃ.৩৫৭-৩৫৮) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সম্পর্কে নিচের সুপারিশসমূহ প্রদান করেছেন:

- বিদ্যালয় সমাবেশে সকালে কয়েক মিনিটের জন্য দলীয় সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হবে।
- ভাষাশিক্ষা সিলেবাসে নবী রাসূল, মহামানব ও ধর্মীয় নেতাদের জীবনী ও শিক্ষা থেকে সহজ ও আগ্রহব্যঞ্জক গল্প অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
- যখনি সম্ভব অডিও-ভিজুয়াল উপকরণ, বিশেষ করে ভালো মানের ফটোগ্রাফ, ফিল্মস্ট্রিপ, বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মের মহৎ কাজের রঙিন ছাপচিত্র ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুদের আগ্রহ তৈরি করা; এই উপকরণ ভুগোলের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে।
- বিদ্যালয় কার্যক্রমে সপ্তাহে ২টি পিরিয়ড নৈতিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য রাখা। এই ক্লাসে শিক্ষক মহৎ ধর্মসমূহ থেকে আগ্রহব্যঞ্জক সংশ্লিষ্ট গল্প নীতিমূলক কৌশলে ব্যাখ্যা করবেন। নৈতিক নির্দেশনা থেকে ধর্মীয় আচার আনুষ্ঠানিকতা বাদ দেওয়া উচিত।
- বিদ্যালয় কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে 'সেবা (Service) এবং কর্ম আরাধনা (Work is worship)' এই দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটবে।
- সত্যিকারের খেলোয়াড়ী দক্ষতার চেতনায় সব ধরনের শারীরিক শিক্ষা ও খেলা বিদ্যালয়ে অনুশীলন করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

Goyal (১৯৯৮, পৃ.৩১) বলেছেন, বিদ্যালয় মূল্যবোধ সম্পর্কিত নিচের কার্যাবলিসমূহ অনুসরণ করতে পারে:

* বিদ্যালয় সমাবেশ * সামাজিক সমাবেশ * মূল্যবোধ সম্পর্কিত বক্তব্য * শ্রেণী কার্যক্রম
* সহায়ক কার্যক্রম * শিক্ষার্থী পঞ্চায়েত * সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলি * শ্রেণীকক্ষ প্রজেক্ট
* হবি ক্লাব * গল্প * বিশেষ দিবস উদযাপন

Farrell (১৯৯৯, পৃ.২৭) এর মতে, নার্সারি ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ ও ব্যক্তিগত উৎকর্ষ পরস্পর সম্পর্কিত এবং শিক্ষণ, শিক্ষাক্রম ও মূল্যায়নের মাধ্যমে উন্নীত হয়। তার মতে শিশুর আচরণের উৎকর্ষ সাধনে বিদ্যালয়ের উচিত:

- আচরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে হিসাব করা।
- উৎকর্ষের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা।
- লক্ষ্য অর্জন করতে কাণ্ডজ্ঞান কৌশল উন্নয়ন করা।
- লক্ষ্যে পৌঁছাতে তাদের অবদানসমূহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।
- সক্রিয়ভাবে, দৃঢ়তার সাথে সামাজিক ও ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রদান করা।
- যত দূর সম্ভব শিক্ষক, অভিভাবক ও পেশাজীবীদের সমর্থন করা।

Kalra (২০০৯, পৃ.২৭-২৮) এর মতে মূল্যাবোধ বিকাশে বিদ্যালয় ব্যবস্থায় যে সকল বিষয় বাধা সৃষ্টি করে সেগুলি হলো:

১. কেবল বিষয়বস্তু বা কিছু দক্ষতা নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা।
২. প্রশাসনিক সমস্যা, যেখানে অধিক গণতান্ত্রিক বিন্যাস প্রয়োজন।
৩. অযথার্থ শিক্ষক প্রশিক্ষণ (প্রাক-চাকরি ও চাকরি কালীন)।
৪. শিক্ষাবিদদের কথা ও কাজে দ্ব্যর্থকতা।
৫. অর্থনৈতিক মূল্যবোধের সাথে মূল্যবোধগত সুযোগ-সুবিধার দ্বন্দ্ব।
৬. বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতা পর্যালোচনায় শিক্ষার্থীদের প্রদেয় সুযোগ-সুবিধায় ঘাটতি।

২.৮ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি

Amareswaran (২০১০, পৃ.৩১-৩২) এর মতে শিক্ষার্থীর মাঝে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ প্রথিত করতে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখনকার দিনে শিক্ষার্থীদের সার্বিক ব্যক্তিত্ব উন্নয়নে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়। অনেক উন্নত বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন রুটিনে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির জন্য নির্দিষ্ট পিরিয়ড বরাদ্দ রাখা হয়।

আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি একটি অখণ্ড অংশ। এই শিক্ষাক্রমের গঠন আরো অনেক উদ্দেশ্যনির্ভর ও কার্যকর এবং অনুরূপ গণতান্ত্রিক অভীষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক মূল্যবোধমুখী হওয়া উচিত। এই কার্যাবলির মধ্যদিয়ে শিশুরা নৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পায়।

Sarangi (১৯৯৪, পৃ.১৫০,১৫১) বলেছেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম, সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি, বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলা, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ সার্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয় শিক্ষাক্রমের উচিত শিশুদের নৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা।

শিক্ষাক্রম ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির মধ্যদিয়ে বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা প্রদানের প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদেরকে জাতির উন্নয়নে উৎকৃষ্ট গুণাবলি অর্জন করতে সক্ষম করে তোলা।

২.৯ মূল্যায়ন

Rohidekar (১৯৯৮, পৃ.৮৪-৮৭) মূল্যবোধ মূল্যায়নের উপকরণ ও কৌশল নির্ধারণ করেছেন এভাবে যে,

- **কাগজ ও পেন্সিল টেস্ট:** এই পদ্ধতি দ্বারা ভুল বা শুদ্ধ, সত্য বা মিথ্যা, প্রত্যাশিত বা অপ্রত্যাশিত ইত্যাদি পৃথকীকরণের 'জ্ঞানের' স্তর মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

- **পর্যবেক্ষণ বিবরণী:** স্বাভাবিক বা কৃত্রিম ভাবে আরোপিত বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতি যেমন: অপরের প্রতি সহনশীলতা, বাধা না দিয়ে মনোযোগ সহকারে অপরের কথা শোনার আগ্রহ, সুন্দর কিছু দেখে আনন্দ প্রকাশ বা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বিরক্তি প্রকাশ এবং তাতে শিক্ষার্থীর আচরণ পর্যবেক্ষণ রেকর্ড করা।
- **প্রামাণ্য তথ্য:** সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, প্রতিবেদন জমাদান, প্রার্থনা ও অন্যান্য বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিতি, প্রত্যাশিত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, কর্ম অভিজ্ঞতা, সঙ্গীত, নৃত্য, এথলেট ইত্যাদিতে অংশ নেওয়া।
- **আনুসঙ্গিক বিষয় পর্যবেক্ষণ বিবরণী:** প্রত্যেক শিক্ষক প্রতি শ্রেণীর জন্য ২০০-৩০০পৃষ্ঠার নোট বই সংরক্ষণ করবেন যেখানে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ৩ কলামে তারিখ, ভালো বা মন্দ কাজের ঘটনা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপের বর্ণনা থাকবে।
- **আত্মমূল্যায়ন:** প্রতি শিক্ষার্থী একটি করে ডাইরী সংরক্ষণ করবে যেখানে বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন ঘটনায় নিজে যে ভালো কাজে অংশ গ্রহণ করেছে তারিখ ও বিষয়সহ তার বিবরণ নিজে লিপিবদ্ধ করবে। সম্ভব হলে ঘটনার সংশ্লিষ্ট অপর কেউ তাতে প্রতি স্বাক্ষর করবে।
- **বিশ্বব্যাপী বিষয় মূল্যায়ন (Global Subject Assesment):** মূল্যবোধের ৫টি গ্রেডের প্রত্যেকটি পৃথকভাবে চর্চা করা।

Kapur (১৯৯৬, পৃ.১৬-১৯) বিজ্ঞান শিক্ষণে মূল্যবোধের অবক্ষয় সম্পর্কে বলেছেন, ব্যবহারিক পরীক্ষায় অনেক সময় কেবল স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী পরীক্ষণ (Experiments) করে আর অন্যরা তা থেকে কপি করে নেয়। ব্যবহারিক পরীক্ষায় সাধারণত যে সকল দুর্নীতি হয়ে থাকে তিনি সেগুলি চিহ্নিত করেছেন। যেমন:

- শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক পরীক্ষায় টাকার বিনিময়ে বেশি নম্বর পেতে যোগাযোগ করে থাকে।
- অভিভাবকরা পরীক্ষকের প্রতি চাপ প্রয়োগ করে থাকে বেশি নম্বরের জন্য।
- শিক্ষার্থীরা অনেক সময় প্রয়োজন না হলেও শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে যায়। এটা এ কারণে করে যাতে ব্যবহারিক পরীক্ষায় তারা দুর্ভোগ না পোহায়।
- দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দ্বারা অনেক সময় সৎ পরীক্ষক শারীরিক লাঞ্ছনার শিকার হন।
- মেয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকারও হয়ে থাকে।

Chand (২০০৯, পৃ.১১৮) এর মতে শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ মূল্যায়নে নিচের পরিমাপকসমূহ ব্যবহার করা যেতে পারে:

১. কাগজ-পেন্সিল পরীক্ষা (Paper-Pencil test)
২. শিক্ষক পর্যবেক্ষণ (Teacher Observation)
৩. জোড়া মূল্যায়ন (Peer Evaluation)
৪. অভিভাবক মূল্যায়ন (Parent Evaluation)
৫. আত্মমূল্যায়ন (Self-evaluation)
৬. স্বাভাবিক প্রবণতা মান (Aptitude Scale)
৭. চেক লিস্ট (Check list)
৮. পরিস্থিতি ভিত্তিক কার্যসম্পাদন পরীক্ষা (Situational Performation test)
৯. কার্যভিত্তিক প্রশ্নমালা (Activity-based questions)
১০. মৌখিক পরীক্ষা (Oral test)।

২.১০ শিক্ষক

ইসলাম (২০০২, পৃ.২৯১) শিক্ষকের নৈতিক ভূমিকা নিরূপণ করেছেন এভাবে যে, একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের প্রধান নৈতিক দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা তাঁর কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা-মস্তিষ্ক ও ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে পরিগঠন করা যাতে করে তাদের কোমল মনে শুভবুদ্ধি, দেশপ্রেম ও ব্যাপক মানবকল্যানের প্রেরণা সৃষ্টি হয়, তারা যেন কালক্রমে দেশ ও দশের যথাযথ সেবা করতে সক্ষম হয়।

নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা প্রসঙ্গে Sarangi (১৯৯৪, পৃ.১৫৬,১৬২-১৬৩) বলেছেন, শিশুর শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দক্ষতার সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষক অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষকের সামাজিক ভূমিকা গভীর। তিনি শ্রেণীকক্ষের ৪ দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন না, তিনি শ্রেণীকক্ষকে নিয়ে যান বিশ্বের বহুবিধ কাজের দিকে। শিক্ষক শিশুদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ভালো ব্যবহার নৈতিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভালো ব্যবহার প্রথিত করবেন। তিনি নিজেকে ভালো ব্যবহারের উৎস হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

মঞ্জুশ্রী চৌধুরী (২০০৩, পৃ.৯৮-১০৩) বিদ্যালয়ের সুশাসন সম্পর্কে বলেছেন, শিক্ষকের দৃঢ়চিত্ত এবং মধুর ব্যক্তিত্বের সংমিশ্রণই শুধু ছাত্রকে সচ্চরিত্র, সুবিবেচক করে তুলতে পারে। তাঁর মতামত বিশ্লেষণে নিচের বিষয়সমূহ উঠে এসেছে:

- বিদ্যালয়ের কাজকর্মে নিষ্ঠা, সততা ও নিয়মানুবর্তিতা যদি প্রত্যেক কর্মীর আচর-আচরণে প্রকাশ পায়, তবে ছাত্ররাও নিয়মের নিগড়ে থাকবার আন্তরিক ঔচিত্য বোধ করবে।
- মুষ্টিমেয় অশান্ত, দুর্বিনীত ছাত্র যদি-বা কোন কারণে বিদ্যালয় পরিবেশে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে চায়, তবে প্রধান শিক্ষক অবশ্যই সে বিষয়ের মূল কারণ খতিয়ে দেখবেন এবং অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই অসন্তোষ দূর করবার চেষ্টা করবেন।
- সুশাসনের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক নিরপেক্ষ হবেন, সহৃদয়তাও থাকবে। ক্ষমতার দম্ভে তিনি অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবেন না। লঘু পাপে গুরুদণ্ড দান থেকে বিরত থাকবেন। মানুষ মাত্রই ভুল হয়। শাসনের ব্যাপারে ভুল হলে তিনি ভুল স্বীকার করবেন।
- ধর্ম শিক্ষা, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় পাঠদানকালে মহৎ ব্যক্তিদের সদগুণাবলি ও জীবনাদর্শ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে।
- সময়ানুবর্তিতা, সততা, পরোপকার, কর্তব্যপরায়নতার অভিব্যক্তিকে সর্বদাই স্বীকৃতি দিতে হবে এবং অসৎ কাজের নিন্দা ও অপকারিতা বিশ্লেষণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর অকপট দোষ স্বীকার তার চরিত্রের সুন্দর বৈশিষ্ট্য। অপরাধ স্বীকারের পরও সুকুমার শিক্ষার্থীকে শাস্তি দেওয়া অনুচিত। 'সত্য যেখানে আঘাত প্রাপ্ত, মিথ্যা সেখানে আধিপত্য লাভ করুক'–এই তিক্ত মানসিকতা যাতে শিক্ষার্থীকে মিথ্যাচারণে প্রবৃত্ত না করে, শিক্ষক সেদিকে বিশেষ যত্ন নেবেন।
- নিয়মের প্রতি শিক্ষার্থীর অন্তরে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ যখন স্বাভাবিকভাবে সঞ্চারিত হয়, আপন প্রয়োজন ও কর্তব্যবোধ যখন প্রতিটি শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে, শিক্ষকের আদেশ নির্দেশের অপেক্ষা না করেই যখন প্রতিটি শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের নিয়ম নীতি পালনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়, সুশাসনের সুস্থ সুন্দর পরিমণ্ডল তখনই পরিলক্ষিত হয়।

Need for Moral Education On the Primary School Curriculum (n.d.) প্রবন্ধে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে বলা হয়েছে:

নৈতিক শিক্ষককে অবশ্যই নীতিবান মানুষ হতে হবে এবং নৈতিক শিক্ষার উপকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকবে। যেহেতু এটি একটি সংবেদনশীল বিষয় কাজেই শিক্ষককে পাঠ্যক্রমের নির্দেশনার অতিরিক্ত কিছু অথবা শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে সকল শিক্ষাদানেই যত্নশীল হতে হবে।

শ্রেণী উপযোগী করে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব শিক্ষকের। স্পাইরাল শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে শিক্ষকের সচেতন থাকতে হবে যে কিছু বিষয় ভবিষ্যতে থাকবে।

পাঠ্যক্রম ক্লান্তিকর, বেশি পরিমান উদাহরণপূর্ণ ও বিস্তারিত হবে না। শিক্ষক সমসাময়িক বিষয়, ঘটনা, স্থানীয় সংবাদ অনুসরণ করবেন এবং বাইবেল, কোরআন, ঈশপের গল্প, ফেইরী টেল, ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য, খবরের কাগজ, রেডিও ইত্যাদি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করবেন।

Dhankar (২০১০, পৃ.৪৭) এর মতে, নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে শিক্ষককে তার শিক্ষার্থীদের কাছে অনুকরণীয় আদর্শ (Role Model) হতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের জন্য অনুসরণীয় নিজস্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।

Chand (২০০৯, পৃ.৬৬) মনে করেন মূল্যবোধ শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষককে অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাঁরা তাদের আচার-ব্যবহারে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

Prasad (২০০৯, পৃ.৩) মনে করেন শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্ক এবং শিক্ষকের মূল্যবোধ সামগ্রিকভাবে শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান।

Dhaka University Institutional Repository

২.১১ আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত

নৈতিক মূল্যবোধ উন্নয়নকল্পে Institute for Advancement of science and Technology Teaching (IASTT) কর্তৃক জাতিসংঘে উপস্থাপিত প্রস্তাবনা বাস্তবায়নে জাতিসংঘকে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে:

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সারা বিশ্বে নৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম শিক্ষার একটি অংশ হিসেবে গৃহীত হতে হবে। বিশেষ করে নিচের শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে নৈতিক শিক্ষার উপর কিছু কোর্স যোগ করা ও তা যথাযথভাবে পড়ানো উচিত। যখন বিভিন্ন দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য পাঠ্যক্রম সূচিত করবে তখন জাতিসংঘের উচিত তাদেরকে এ কৌশল অবলম্বনে উৎসাহিত করা।

জাপান

কাজী সাইফুদ্দীন (২০০৫, পৃ.১৩,১৯-২০,২৪,৪২-৪৫) জাপানের শিক্ষাবিদ Ogyu (Ogyu Sorai, ১৬৬৬-১৭২৮) এর মত উদ্ধৃত করে বলেছেন, শিক্ষার মূল ভিত্তি সৃষ্টি হবে নৈতিকতার অঙ্কুরোদগমের (Moral Cultivation) মাধ্যমে। জাপানের আধুনিক শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্যতম প্রবর্তক বুদ্ধিজীবী "ফুকুযাওয়া ইউকিচি" জাপানের শিক্ষানীতিতে নৈতিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে হলে প্রতিভা বিকাশের শিক্ষা পদ্ধতির পাশাপাশি নৈতিক শৃঙ্খলার শিক্ষা বিশেষভাবে প্রয়োজন। নৈতিক শৃঙ্খলা আসবে মানসিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। তিনি আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাকে নৈতিক শৃঙ্খলার সাথে পরিপূরক হিসেবে দেখেছেন।

তিনি দেখিয়েছেন, জাপানের সংবিধানে (ধারা-২৫, আর্টিক্যাল-১) শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে ব্যক্তিকে সততা, ন্যায় বিচারমুখি, কর্তব্যের প্রতি সংবেদনশীল করার কথা বলা আছে। এছাড়া:

- জাপানের কিণ্ডার গার্টেনের জন্য প্রণীত কারিকুলামের (২০০০ সালে বাস্তবায়িত) প্রায়োগিক উদ্দেশ্যের একটি হলো শিশুর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব এবং নৈতিকতা উন্নত করার জন্য ভালোবাসা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার যথাযথ ব্যবহার।
- কারিকুলামে নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের জন্য নির্ধারিত বিদ্যালয় ঘন্টা (School hour) হলো, প্রাথমিক শিক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ৩৪ ঘন্টা, ২য় শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ৩৫ ঘন্টা করে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য নৈতিক শিক্ষা স্বতন্ত্র কোন বিষয় নয়।
- কোন কোন ব্যক্তিপরিচালনাধীন বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষার পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়।

Ikemoto (১৯৯৬) এর গবেষণা থেকে জানা যায় যে, জাপানের বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে শিক্ষামূলক বিষয়, নৈতিক শিক্ষা ও বিশেষ কার্যাবলি এই তিনটি দিক বিদ্যমান। জাপানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্ধারণকৃত মান অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে থাকে।

জাপানে প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের নৈতিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বিদ্যালয়ের মূলনীতি হবে যে, বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষামূলক কার্যাবলির মধ্যেই নৈতিকতার শিক্ষা বিদ্যমান থাকবে। এরপর নৈতিক উন্নয়নের জন্য যথাযথ নির্দেশনা দিতে হবে যা শুধু নৈতিক শিক্ষার সময়েই নয় বরং উপযুক্ততা অনুযায়ী প্রতিটি বিষয় ও বিশেষ কার্যাবলির সময়ের জন্যও।

এছাড়া পাঠ্যক্রমে নৈতিক শিক্ষার ৬টি উদ্দেশ্য হলো:

১. মানবিক উৎকর্ষ এবং জীবনের সম্ভ্রম উন্নয়ন ২. স্বকীয়ভাবে সমৃদ্ধ বিদ্যমান ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি উন্নয়ন, সৃষ্টি ও লালনে উদ্যোগী হওয়া ৩. গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন ও উন্নয়নের উদ্দেশ্য লালন করা ৪. শান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমাজ উপলব্ধিতে অবদান রাখা ৫. স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারা এবং ৬. নৈতিক চেতনার উন্নয়ন করা।

জাপানে নৈতিক শিক্ষা একটি কেন্দ্রীভূত ও সমন্বিত কার্যক্রম যা জাতীয় নীতিমালার আলোকে প্রণয়ন করা হয়। লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষার সকল বিষয়ের মধ্যে নৈতিক শিক্ষাকে সব থেকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। শ্রেণীকক্ষ ও শ্রেণীকক্ষের বাইরে এবং স্কুলের সকল কার্যক্রম ছাড়াও নৈতিক শিক্ষার জন্য আলাদা ক্লাস নেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে জাপানের বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়ের পাশাপাশি দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়েও নৈতিক নির্দেশনা দেওয়া হয়ে থাকে।

প্রথমত: প্রতিটি বিদ্যালয়ে, প্রতিদিন সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেণীকক্ষ ও বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন যেমন: আশেপাশের স্থান, বিশ্রাম কক্ষ, প্রবেশ পথ, ব্যায়ামাগার ইত্যাদি পরিস্কার করে। এটি করানোর উদ্দেশ্য শুধু তাদের নিজেদের দ্বারা শিক্ষার সুন্দর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সৃষ্টি নয় বরং কাজ এবং সাধারণের মনোভাবের মূল্য অনুধাবন করা।

দ্বিতীয়ত: বিশেষ কার্যক্রম অথবা বিজ্ঞান ক্লাসের অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা মাঝে মাঝে এমনকি বন্ধের সময়ও গাছপালা ও জীবজন্তুর যত্ন নেবে, তাদেরকে খাদ্য ও পানি খাওয়াবে। এই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তারা প্রকৃতির সাথে একাত্মতা, জীবজন্তুর প্রতি মমতা এবং পাশাপাশি জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা করতে শিখবে।

তৃতীয়ত: দলীয় নীতিমালা ও আন্তঃসম্পর্কীয় দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব উপলব্ধির জন্য শিক্ষাক্রম নির্ধারিত বিশেষ কার্যক্রমের আওতায় জুনিয়র ও হাই স্কুল স্তরে বিদ্যালয় সময়ের পর ক্লাব কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।

এছাড়া উক্ত গবেষণা থেকে আরো জানা যায় যে, মূলত নৈতিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য পরিবার ও বিদ্যালয়ের মাঝে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই।

জাপানের বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা এমন যেন পরিবারের একটি বর্ধিষ্ণু অংশ। কাজেই পরিবারের নৈতিক শিক্ষা ছাড়া বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা ভালোভাবে কাজ করে না। বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষার ভূমিকা হবে এমন যে, পরিবার থেকে শিখে আসা সামাজিক গুণাবলি শিশুরা যেন বিদ্যালয়ে এবং পরে সমাজে প্রয়োগ করতে পারে। শিক্ষকের ভূমিকা হওয়া উচিত বাবা-মা সদৃশ, যেন তারা অনুরূপ শ্রদ্ধেয় হন। বিদ্যালয়ের পরিবেশ হওয়া উচিত যেন বড়রা ছোটদের যত্ন নিচ্ছে।

কোরিয়া

Chu (১৯৯৬) এর গবেষণা প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, কোরিয়ানরা গভীর ভাবে বিশ্বাস করে যে, ক্রমাগত নৈতিক শিক্ষা ও আন্তরিক আত্মশৃঙ্খলা অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করা সম্ভব।

কোরিয়ায় নৈতিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাক্রম রয়েছে যেখানে বিদ্যালয়ের প্রতিটি গ্রেডের জন্য নৈতিক শিক্ষার প্রতিটি দিক বিস্তারিত ভাবে সুনির্দিষ্ট করা আছে। যেমন: লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু (নৈতিক উৎকর্ষের তালিকা) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও মূল্যায়ন। কোরিয়ায় নৈতিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে।

৬ষ্ঠ নৈতিক শিক্ষা শিক্ষাক্রম (১৯৯২-২০০০) অনুযায়ী একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে নৈতিক শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহকে ২টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

১. প্রথম স্তর

- বিষয়বস্তুর শিরোনাম: বিশুদ্ধ জীবন (Right Life)
- গ্রেড: প্রথম থেকে দ্বিতীয় গ্রেড
- ক্লাসের সময়: সপ্তাহে ২ ঘণ্টা
  - প্রথম গ্রেড: বছরে ৬০ ঘণ্টা
  - দ্বিতীয় গ্রেড: বছরে ৬৮ ঘণ্টা
- পাঠ্যপুস্তক: প্রতিটি গ্রেডে একটি স্বতন্ত্র পাঠ্যবই
- শিক্ষক: 'হোমরুম' (Home room) শিক্ষক

২. দ্বিতীয় স্তর :

- বিষয় বস্তুর শিরোনাম: নীতি উপদেশ (Morals)
- গ্রেড:তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ গ্রেড
- ক্লাসের সময়: সপ্তাহে ১ ঘণ্টা (৩৮ ঘণ্টা বছরে)
- পাঠ্যপুস্তক: প্রতি গ্রেডের জন্য স্বতন্ত্র পাঠ্যবই
- শিক্ষক: 'হোমরুম' (Home room) শিক্ষক

উক্ত ২টি স্তরের জন্য আলাদাভাবে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা:

১. বিশুদ্ধ জীবন:
- মৌলিক শিষ্টাচার ও সৌজন্য
- নৈতিক অভ্যাস গঠন

২. নীতি উপদেশ:
- মৌলিক শিষ্টাচার ও সৌজন্য গঠন
- মৌলিক নৈতিক উৎকর্ষ সমূহ 'ইন্টারনালাইজ' (Internalize) করা
- নৈতিক যুক্তিবোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা

উদ্দেশ্যের পাশাপাশি উক্ত দুটি স্তরের জন্য আলাদাভাবে ৫টি বিষয়ভিত্তিক এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা: ব্যক্তিগত, পারিবারিক, নিকটস্থ প্রতিবেশিক, সামাজিক ও জাতীয়। এই বিষয়ভিত্তিক এলাকা গুলিকেও আবার গ্রেড এর ভিত্তিতে বিস্তারিতভাবে সুনির্দিষ্ট করে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন: পিতামাতা বা বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, বিদ্যালয়ের নিয়ম কানুনের প্রতি সম্মান, কর্তব্যবোধ, সময়ানুবর্তিতা, সঞ্চয়, দরিদ্রকে সাহায্য প্রদান, অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি।

কোরিয়ায় নৈতিক শিক্ষার ক্লাসে সাধারণত নিচের পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করা হয়:

- নৈতিক গুণাবলি চর্চার ব্যাখ্যামূলক পরিকল্পনা করা
- সাহিত্য ও ইতিহাসের মধ্য দিয়ে উৎকৃষ্ট নৈতিক আচরণ উপস্থাপন
- পাঠ্যবই পড়ে তা থেকে নৈতিক পাঠ খুঁজে বের করা
- ছোট দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নৈতিকতা সম্পর্কিত তর্কমূলক সংকট (Dilema) উপস্থাপন
- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নৈতিক কথোপকথন
- কেসস্টাডি
- রোল প্লে ও সিমুলেশন খেলা
- অডিও ভিজুয়াল উপকরণ ব্যবহার
- নৈতিক রচনা লেখায় শিক্ষার্থীদেরকে তৈরি
- মূল্যবোধ সম্পর্কিত জার্নালে লেখায় শিক্ষার্থীদেরকে তৈরি
- ছোট দলীয় কার্যক্রম ও প্রজেক্ট তৈরি।

একটি স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু হিসেবে নৈতিক শিক্ষার এই সকল পদ্ধতি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি যেমন: মেডিটেশন, সাপ্তাহিক সমাবেশ, ক্লাব কার্যক্রম, ক্লাস মিটিং, সকাল ও বৈকালিক ঘোষণা, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান/দিবস ইত্যাদি কোরিয়ার বিদ্যালয়ে কার্যকর করা হয়।

অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়ার National Framework for Values Education in Australian School (২০০৫) এর গবেষণায় (২০০৩, পৃ.৪) অস্ট্রেলিয়ার বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য নিচের ৯টি মূল্যবোধ চিহ্নিত করা হয়েছে:

- যত্ন ও সমবেদনা (Care and Compassion): নিজের ও অপরের যত্ন।
- সর্বোচ্চ করা (Doing your best): কোন কিছুকে অর্থবহ ও প্রশংসনীয় করার জন্য প্রচেষ্টা।
- ন্যায্যতা (Fair go): সমাজের সর্বসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ন্যায্যতা।
- স্বাধীনতা (Freedom): অস্ট্রেলিয়ার জনগণের সবধরনের অধিকার ও সুবিধাভোগ, অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ এবং অপরের অধিকারে পাশে দাঁড়ানো।
- সততা ও বিশ্বস্ততা (Honesty and trustworthiness): সৎ হওয়া, বিশ্বস্ত হওয়া এবং সত্য সন্ধান।
- ন্যায়পরায়নতা (Intigrity): নীতির সাথে কাজ করা, কথা ও কাজের মধ্যে মিল থাকা।
- শ্রদ্ধাশীলতা (Respect): অপরের প্রতি বিবেচনা ও সম্মান, অপরের মতের প্রতি সম্মান।

Dhaka University Institutional Repository

- দায়িত্ববোধ (Responsibility): নিজের কাজের প্রতি জবাবদিহিতা, গঠনমূলক, অহিংসা ও শান্তিপূর্ণ পথের বিভেদের সমাধান, সমাজ ও নগর জীবনের অবদান, পরিবেশের যত্ন।
- সমঝোতা, সহনশীলতা ও সমন্বয় (Understanding,Tolerance and Inclussion): অপরের প্রতি ও তাদের সংস্কৃতির প্রতি সচেতন হওয়া, গণতান্ত্রিক সমাজের মধ্যকার বিভিন্নতা গ্রহণ, অন্তর্ভুক্ত হওয়া ও অন্তর্ভুক্ত করা।

যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্যের Whitness Primary School (২০১০) এর ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার নীতিমালা অনুযায়ী উক্ত বিষয়ের লক্ষ্যসমূহ হলো:

- খ্রিষ্ট ধর্ম ও বিশ্বের অন্যান্য ধর্মের জ্ঞান ও উপলব্ধির উৎকর্ষ সাধন এবং মানুষের গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি হিসেবে ধর্মকে চিহ্নিতকরণ।
- নৈতিক মূল্যবোধ যেমন: সততা, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, পরিচ্ছন্নতা ও অন্যের প্রতি সচেতনতাকে উৎসাহিত করা।
- জীবনের অর্থ ও প্রকৃতি সম্পর্কিত প্রশ্ন ও উত্তরের ধর্মীয় উপলব্ধি এবং অনুসন্ধান।
- ব্যক্তিগত অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও জটিল মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে নিজস্ব বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, নৈতিক মূল্যবোধ অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধন।

যুক্তরাজ্যের William Gilip C.E.V.A. Primary School, (SMSC policy 2010), এর SMSC উন্নয়নের জন্য নিচের ব্যবহারিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

- বিভিন্ন দল ও পরিস্থিতিতে একত্রে কাজ করা।
- খাবার সময় যথাযথ আচরণ করতে শিশুদের উৎসাহিত করা।
- শ্রেণী নেতা (Monitor), নিবন্ধিত মনিটর, উপাসনা কমিটির বার্তা প্রেরণ ও ছোট শিশুদের দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ।
- PE ও খেলাধুলায় দলীয় কাজে উৎসাহিত করা।
- শিশুদের কার্যাবলি উপলব্ধির প্রকাশ।
- বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি ও সুরকারের গান শোনা।
- বিভিন্ন সংস্কৃতি ও মানুষের সাথে মেলামেশা।
- বিভিন্ন শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করা।
- কার্যক্রমে প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ।
- গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যেমন: ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, উৎসব দিবস ও জাতীয় অনুষ্ঠান উদযাপনে উপাসনার বিষয় ব্যবহার।
- লেখক, শিল্পীর পরিদর্শন ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ, বিভিন্ন সংস্কৃতির কলা ও সাহিত্য পাঠ।
- পেশাজীবী অভিনেতা, নৃত্য ও সঙ্গীত শিল্পীর সরাসরি অনুষ্ঠান শিশুদের দেখা ও শোনার সুযোগ।
- অন্য দেশের খাবার তৈরি ও মূল্যায়নের সুযোগ।
- বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র বাজানোর জন্য গান শেখার সুযোগ।
- সমাজের খ্যাতিমানদের অবদান পাঠ।

Musgrave (১৯৭৮, পৃ.৭৮,৮৩) এর মতে, নৈতিক শিক্ষাকে অবশ্যই মানুষের সামাজিক জীবন যাপনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। তাঁর উদ্ধৃতি অনুযায়ী ব্রিটেনে ষাট এর দশকে ইংরেজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের অভিভাবকদের উপর পরিচালিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, অধিকাংশ অভিভাবকই মনে করেন যে, শিশুর নৈতিক শিক্ষা প্রদান শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়ের যৌথ দায়িত্ব। এছাড়া ১৯৬৭ সালে বৃহৎ পরিসরে জাতীয় ভাবে নমুনায়িত শিক্ষকদের ৬০% একটি পোস্টাল প্রশ্নমালার উত্তরে জানিয়েছেন যে নৈতিক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র পিরিয়ড থাকা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তরাষ্ট্র

Moral Education-A Brief History of Moral Education, The Return of Character Education, Current Approaches to Moral Education (২০১১, পৃ.১-২) নিবন্ধে বলা হয়েছে, ঔপনিবেশিক আমলে আমেরিকার সাধারণ স্কুলগুলি সম্প্রসারিত হওয়ার সময় শিশুর নৈতিক শিক্ষা অনুমোদন লাভ করে। আর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল স্বতন্ত্র ভাবেই নৈতিক ও ধর্মভিত্তিক।

উনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যালয় শিক্ষা ধর্মনিরপেক্ষ ও নৈতিক পর্যায়ে উন্নীত হয়। সেই সময় বিদ্যালয়ের নৈতিক মিশন ও চরিত্র গঠন উন্নত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষকদেরকে নিযুক্ত ও প্রশিক্ষিত করা হতো। তখন কখনো কখনো বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার বিষয় নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আশা করে যে তাদের ধর্মীয় বিধানই পড়ানো হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকার বেশ কিছু স্কুলে নৈতিকতার দিকগুলিকে উপেক্ষা করার পদক্ষেপ নিলে ৩টি বিষয় ঘটে। যথা: অর্জনস্কোর হ্রাস, শৃঙ্খলা ও আচরণিক সমস্যা বৃদ্ধি এবং বিদ্যালয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ মানবতাবাদ শেখানোর দাবি বৃদ্ধি।

The Communitarian Network (২০১১) এর Schools--The Second Line of Defense বিষয়ক বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, আমেরিকান 'প্রতিক্রিয়াশীল সাম্যবাদী মঞ্চ (The Responsive Communitarian Platform)' কিণ্ডার গার্টেন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জরুরিভাবে নৈতিক শিক্ষা চালুর স্বীকৃতি ও দায়িত্ব নিতে আহ্বান জানিয়েছে। তাদের মতে সব ধরনের ধর্মীয় ও সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্ব এড়িয়েই বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে নৈতিক শিক্ষা প্রয়োগ করা সম্ভব।

'কার নীতি আমরা শেখাবো?'–এই ধরনের বিতর্ক প্রসঙ্গে তাদের ভাষ্য: সেই সকল মূল্যবোধই আমাদের শেখানো উচিত যেমন আমেরিকানদের যে সকল উৎকর্ষ সকল মানুষ শ্রদ্ধা করে, সহনশীলতা একটি গুণ আর বিভেদ হলো ঘৃণ্য, সন্ত্রাস নয় বিভেদের শান্তিপূর্ণ সমাধান, মিথ্যা নয় সত্য বচন, কর্তৃত্ববাদী বা সামন্ততান্ত্রিকতা নয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থাই নৈতিকভাবে শ্রেয়। শ্রমের মর্যাদা প্রদান, উপার্জনের অপব্যয় না করে নিজের বা দেশের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করাই বেশি ভালো।

দক্ষিণ আফ্রিকা

দক্ষিণ আফ্রিকার NCCRD (২০০১) এর বিদ্যালয়ভিত্তিক একটি গবেষণায় শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপকদের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধগুলিকে এভাবে দেখানো হয়েছে যে:

শিক্ষার্থী

- শিক্ষার্থীরা প্যাসেজে সারিবদ্ধভাবে নিরবে যাতায়াত করবে।
- প্যাসেজে কোন শব্দ করবে না।
- নির্দেশনার পুনরাবৃত্তি করা হবে না।
- কথা বলতে দেওয়া পর্যন্ত কথা বলার জন্য অপেক্ষা করবে।
- শিক্ষার্থীরা নির্দেশনা অনুসরণ করবে।
- শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা শোনা শেখা উচিত। এটি তাদের আনুগত্য শিখতে সাহায্য করবে।
- তারা ইউনিফর্ম পরবে।
- তারা শিক্ষক, কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত থাকবে।
- শিক্ষার্থীরা শিশুসুলভ আচরণ করবে, বড়দের মত নয়।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা

- সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করবে।
- অন্যদের মতামত শুনবে।

Dhaka University Institutional Repository

- শিক্ষকদেরকে বিশ্বাস করবে।
- সকল শিক্ষাবিদদের জন্য সমান ব্যবস্থা করবে।
- অক্ষমতায় সৎ হবে।
- শিক্ষকদের ভুল ত্রুটিকে মেনে নিয়ে সেক্ষেত্রে তাদের উন্নয়নে সুযোগ দেবে।
- সৃজনশীল সমস্যা সমাধানে শিক্ষাবিদদের অন্তর্ভুক্ত করবে।
- শিক্ষাবিদদের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করবে এবং অর্জনে অভিনন্দিত করবে।
- তথ্য শেয়ার করবে।
- কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে কর্মীদের উন্নয়ন সাধন এবং শিক্ষকদের কাজ চালিয়ে যেতে সহায়তা প্রদান করবে।

Rao (২০০১, পৃ.১৯০-১৯২,২০৪-২০৫,১৯৩-১৯৬) এর উপস্থাপিত ভারত, চীন, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইরান ও ইন্দোনেশিয়ার নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কিত কিছু তথ্য হলোঃ

ভারত

ভারতের মূল্যবোধ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ

- বাস্তবসম্মত ও বৃহৎ পরিসরে মানবিক মূল্যবোধ উপলব্ধি করা এবং শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে ওঠার জন্য শিক্ষাদান।
- শিক্ষার্থীদের অন্তর্গত মূল্যবোধের উৎকর্ষ ও উন্নয়ন সাধন। যেমনঃ সত্য, মানবতা, সততা, অধ্যবসায়, সহযোগিতা, ভালোবাসা, ধৈর্য, শান্তি, অহিংসা, সহযোগিতা, সমতা, দায়িত্বশীলতা, দয়া, ধার্মিকতা ও ন্যায়পরতা, শ্রমের মর্যাদা, অপরের প্রতি সচেতনতা ও ছোট পরিবারের আদব।
- ভারতের সার্বভৌমত্ব, একতা ও অখণ্ডতা উপলব্ধি, লালন, রক্ষা ও উন্নীত করতে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করা এবং সমতা, সমাজতন্ত্র, নিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের জাতীয় লক্ষ্যের পাশাপাশি ভারতের সংবিধানে মূল্যবোধের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা।
- প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তম ব্যবহার।
- স্বনির্ভরতা ও মৌলিক চিন্তার জন্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও দক্ষতা শক্তির উন্নয়ন সাধন।
- উৎপাদনশীলতা ও মানবিক সুখ বৃদ্ধির জন্য যথাযথ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান উন্নয়ন, উপলব্ধি ও ব্যবহার করা।
- জনগণের সম্পদ রক্ষা, সামাজিক বাধা দূর এবং সন্ত্রাস, প্রতারণা, দুর্নীতি ও ধংসাত্মক প্রবণতা পরিত্যাগ করা।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সৃজনশীলতার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বুদ্ধিবৃত্তি শাণিত করা, চরিত্র ও আত্মশৃঙ্খলা গঠন জরুরি।
- জীবনে শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- ভালো ও মন্দ এবং সঠিক ও ভুল এর মধ্যে পার্থক্য করতে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান অর্জন এবং নৈতিকভাবে কোনটি যথার্থ ও ভালো তার ব্যবস্থার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে সক্ষম করা।

চীন

চীনে নৈতিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মূল্যায়িত হয়। সরকার সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও নিয়ম কানুন তৈরি করে থাকে। পাঠ্যক্রম/শিক্ষাদান কর্মসূচি ও পাঠ্যপুস্তকে ঐ সকল নীতিমালা ও নিয়ম কানুন প্রতিফলিত হয়। চীনের নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত সরকারি নীতিমালা হলোঃ

- শিক্ষানীতি যারা শিক্ষা গ্রহণ করবে তাদের সকলকে নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক উন্নয়নে সক্ষম করবে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ৫টি ভালোবাসায় (Loves) শিক্ষিত করে তোলা। যথাঃ মাতৃভূমিকে ভালোবাসা, জনগণকে ভালোবাসা, কাজকে ভালোবাসা, বিজ্ঞানকে ভালোবাসা, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভালোবাসা এবং শিক্ষার্থীদের উৎকৃষ্ট মূল্যবোধ লালন করা ও ভালো ব্যবহার অনুশীলন।
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দেশপ্রেম, মানবতাবাদ, সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ, জীবনের অর্থ ইত্যাদিতে জোর দেওয়া।
- বিস্তারিত কিছু বিধিবিধান রাষ্ট্রীয় শিক্ষা কমিশন ও কর্তৃপক্ষের সকল স্তরে পেশ করা।

Dhaka University Institutional Repository

ভিয়েতনাম

ভিয়েতনামের নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের কিছু কৌশল হলো:

- উৎকৃষ্ট গুণাবলি অর্জনে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান। যেমন: শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস, সৃজনশীলতা, যথার্থতা, অধ্যবসায়, পরার্থপরতা, মানবিকতা।
- দেশ, জন্মস্থান ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা করতে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষাদান।

এছাড়া ভিয়েতনামের শিক্ষার্থীদের ভালো কিছু গুণাবলি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত উপযুক্ত কিছু কৌশল হলো–স্থানীয় পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদসংরক্ষণ, শ্রমের ফলাফল, ভালোবাসা, সামাজিক সম্পদ, মানবিকতা, নান্দনিক ক্ষমতা, মিতব্যয়িতা ও জনসংখ্যা শিক্ষা।

মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়ায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর জন্য (মুসলিম শিক্ষার্থী ব্যতীত) মূল বিষয় হিসেবে নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। সেগুলি হলো সর্বজনীন সেই সকল মূল্যবোধ, যা সমাজের সকল সদস্যদের দ্বারা গৃহীত। যেমন: সততা, শ্রদ্ধা, অধ্যবসায় ও সহযোগিতা।

ইরান

ইরানের শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হলো:

প্রকৃতি ও এর স্রষ্টাকে উপলব্ধি করা, প্রকৃতি ও তার নিয়ম, সর্বশক্তিমান স্রষ্টার ইচ্ছার বিধান বিবেচনা করা, সৎ হওয়া, সহযোগিতাপূর্ণ হওয়া, অপব্যয়ী ও অপচয়কারী না হওয়া, উদার, যুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ও যুক্তিবাদী হওয়া, স্বার্থপর না হওয়া, জ্ঞানের প্রতি অনুরাগী হওয়া, গুণে বিশ্বাস এবং শোষণ ও বৈষম্যকে বাতিল করা।

ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ায় নৈতিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মূল্যবোধের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চা।
- ব্যক্তিগত গুণাবলি ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন যার মধ্যে রয়েছে–আগ্রহ, খাটিত্ব, অধ্যবসায়, ঔদার্য, আত্মবিশ্লেষণ, দায়িত্ববোধ, সহযোগিতায় তৎপরতা এবং স্বনির্ভরতা।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রমের নৈতিক শিক্ষা অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার প্রথম অধ্যায়ের ১.৬ এ বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে একটি গবেষণা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। গবেষণাটি পরিচালনায় যে সকল পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয় এই অধ্যায়ে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণার পদ্ধতি ও কৌশলসমূহকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করার জন্য গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গবেষণার প্রশ্নাবলি এখানে পুনরায় তুলে ধরা হয়েছে।

৩.১ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives)

৩.১.১ গবেষণার লক্ষ্য (Aims)

বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে নৈতিক শিক্ষার অবস্থান ও গুরুত্ব নিরূপণ এবং বিদ্যালয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রমে নৈতিক শিক্ষা কতটা অনুশীলন করা হচ্ছে তা গভীরভাবে অনুসন্ধান।

৩.১.২ গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ (Specific Objectives)

উপরিউক্ত লক্ষ্যের আলোকে গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে:

১. বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষার বিদ্যমান অবস্থা ও গুরুত্ব অনুসন্ধান,

২. বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে বিধৃত নৈতিক শিক্ষার অবস্থান বিশ্লেষণ,

৩. শ্রেণীকক্ষে শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়ন অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ,

৪. শিক্ষাক্রমে বিধৃত শিখন শেখানো কার্যক্রমের পরিকল্পিত কাজের অংশ হিসেবে নৈতিকতা বিষয়ক সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি নিরূপণ,

৫. বিদ্যালয়ের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে কতটা নৈতিকতার বিষয় অনুশীলন করা হচ্ছে তা অনুসন্ধান।

৩.২ গবেষণার প্রশ্নাবলি (Research Questions)

১. বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে বর্তমানে নৈতিক শিক্ষার অবস্থান কী ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব কতটা ?

২. বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতার কোন কোন বিষয় বিধৃত হয়েছে এবং সেগুলি কীভাবে বিধৃত হয়েছে ?

৩. শিক্ষাক্রমে বিধৃত নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকসমূহে কতটা ও কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ?

৪. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক শিক্ষা শ্রেণীকক্ষে শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে ?

Dhaka University Institutional Repository

৫. শিক্ষাক্রমে বিধৃত শিখন শেখানো কার্যক্রমের পরিকল্পিত কাজে কী কী ধরনের সহশিক্ষাক্রমিক নৈতিক কার্যাবলি রয়েছে ?

৬. শিক্ষার্থীদের নৈতিকবোধ উন্নয়ন ও নৈতিক কাজে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি কী মাত্রায় অনুশীলন করা হয়ে থাকে ?

৩.৩ গবেষণা পদ্ধতি (Research Method)

শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন এ্যাপ্রোচ ও পদ্ধতি রয়েছে। সাম্প্রতি মিশ্র পদ্ধতির ব্যবহার ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই গবেষণাটি মূলত মিশ্র পদ্ধতিতে (Creswell, W.J. (2008 and 2003) পরিচালিত হয়েছে। অর্থাৎ গবেষণাটিতে গুণগত (Qualitative) ও পরিমানগত (Quantitative) উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। তবে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে গুণগত পদ্ধতির ব্যবহারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাথমিক উৎস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের সাহায্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে। স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির সাথে গভীর আলোচনার মাধ্যমেও তথ্য উদ্ঘাটিত হয় (In-depth exploration)।

প্রথম ও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য উদ্দিষ্ট তথ্যদাতাদের নিকট থেকে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রে তথ্য সংগ্রহ ছাড়াও নৈতিক বিষয়ের তালিকাটিকে (Morality Inventory) ভিত্তি ধরে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমে বিধৃত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয়গুলির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল গণসংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে।

তৃতীয় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নির্ধারিত চেকলিষ্ট অনুযায়ী নির্বাচিত বিদ্যালয়সমূহের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর মোট ৩২টি শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। শ্রেণীকক্ষের পাঠদান পর্যবেক্ষণকালে প্রধানত যে তিনটি বিষয় বিবেচনা করা হয় সেগুলি হলো-পাঠ পরিচালনায় নৈতিকতার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের বৈশিষ্ট্য, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা শিখন শেখানো কার্যক্রমে স্বতঃস্ফুর্ত ও একাত্ম হতে পারছে কি না ও প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবহার।

চতুর্থ ও পঞ্চম উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রমে বিধৃত পরিকল্পিত কাজ বিশ্লেষণ, নির্ধারিত চেকলিষ্ট অনুযায়ী নির্বাচিত বিদ্যালয়সমূহের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ ও উদ্দিষ্ট তথ্যদাতাদের নিকট থেকে নির্ধারিত প্রশ্নেপত্রের অলোকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩.৩.১ তথ্যের উৎস (Sources of Data)

গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য দুটি প্রধান উৎস নির্বাচন করা হয়। যথা-প্রাথমিক উৎস (Primary Source) ও মাধ্যমিক উৎস (Secondary Source)। প্রাথমিক উৎসসমূহ হলো-শিক্ষক, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ। প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য উপকরণ হিসেবে প্রশ্নপত্র, নৈতিক বিষয়ের তালিকা, পাঠদান ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎসসমূহ হলো-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর সকল পাঠ্যপুস্তক ও প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রাসঙ্গিক তথ্যসম্ভার (বিস্তারিত,সারণি: ৩.৩)।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩.২ তথ্য সংগ্রহের উপকরণ (Research Tools)

এই গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্যে নিচের উপকরণসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে:

১. প্রশ্নপত্র (Questionnaire)

২. নৈতিক বিষয়ের তালিকা (Morality Inventory)

৩. পাঠদান ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ তালিকা/চেকলিস্ট (Classroom and Co-curricular Activity Observation Checklist)

৩.৩.২.১ উপকরণসমুহের বর্ণনা (Description of Tools)

১. **প্রশ্নপত্র:** শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ-এই ৫ ধরনের তথ্যদাতার মতামত সংগ্রহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ৫টি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। প্রত্যেক প্রশ্নপত্রেই বদ্ধ ও উন্মুক্ত দুই ধরনের মতামত ধারণের ব্যবস্থা ছিল (পরিশিষ্ট: ২)।

২. **নৈতিক বিষয়ের তালিকা:** এই গবেষণার জন্য ৭০টি নৈতিক বিষয় নির্বাচন করে তালিকাবদ্ধ করা হয়। গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে উক্ত তালিকা (Inventory) অনুসরণ করা হয় (পরিশিষ্ট: ৬)।

৩. **পাঠদান ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট:** বিদ্যালয়ে নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয়ের পাঠদান কার্যক্রম ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য ১টি পর্যবেক্ষণ তালিকা (চেকলিস্ট) প্রণয়ন করা হয় (পরিশিষ্ট: ৩)।

৩.৩.৩ নমুনায়ন (Sampling)

৩.৩.৩.১ নমুনা কাঠামো (Sample Frame)

নমুনায়নের জন্য ত্রি-স্তরভিত্তিক নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম স্তরে বাংলাদেশের যে যে অঞ্চলের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছথেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে সেগুলি নির্ধারণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাচন করা হয়েছে গবেষণার আওতাধীন বিদ্যালয়সমূহ। তৃতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত বিদ্যালয়সমূহের মধ্য থেকে উদ্দিষ্ট তথ্য দাতাদের (Individual Sample Unit) নির্বাচন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ৭টি প্রশাসনিক বিভাগের মধ্য থেকে ২টি বিভাগকে গবেষণা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। ২টি বিভাগের প্রতি বিভাগ থেকে ২টি করে জেলা, প্রতি জেলা থেকে ২টি করে উপজেলা/থানা এবং প্রত্যেক উপজেলা/থানা থেকে ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। তবে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ যেখানে-পাওয়া-যাবে ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে। নিচের সারণি দুটিতে স্তরভিত্তিক নমুনায়ন দেখানো হয়েছে:

সারণি: ৩.১ নির্বাচিত ভৌগোলিক এলাকা ও বিদ্যালয় (পরিশিষ্ট: ৪)

নির্বাচিত ভৌগোলিক এলাকা			নির্বাচিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা	
বিভাগ	জেলার সংখ্যা	উপজেলা/থানার সংখ্যা	গ্রাম	শহর/উপশহর
ঢাকা	২	৪	৪	৪
খুলনা	২	৪	৪	৪
মোট	৪	৮	৮	৮

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৩.২ নির্বাচিত তথ্যদাতার ধরন ও সংখ্যা

তথ্যদাতার ধরন	তথ্যদাতার সংখ্যা
শিক্ষার্থী (বালক + বালিকা) - ৪র্থ শ্রেণী - ৫ম শ্রেণী	 ৮০ ৮০
শিক্ষক	৮০
অভিভাবক	৮০
শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ	৩০
মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ	১০
মোট তথ্যদাতার সংখ্যা = ৩৬০ জন	

এছাড়া নির্বাচিত ১৬টি বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে ২টি করে মোট ৩২টি নৈতিকতা বিষয়ক শ্রেণী পাঠদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

৩.৩.৩.২ নমুনায়ন পদ্ধতি (Sampling Methods)

সম্ভাবনা নমুনায়ন (Probability Sampling) এবং নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন (Non-probability Sampling) উভয় পদ্ধতিতে এই গবেষণার নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। সম্ভাবনা নমুনায়নের ক্ষেত্রে সরল দৈবচয়ন (Simple Random) কৌশল ও নিঃসম্ভাবনা নমুনায়নের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন (Purposive Sampling) কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণাটির উদ্দিষ্ট তথ্যদাতাগণ সমজাতীয় (Homogenious) বলে নমুনায়ন পদ্ধতিতে প্রতি শ্রেণীর সমগ্রকের প্রতিটি এককের নির্বাচিত বা দলভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বা সুযোগ সমান। তাই, প্রধানত দৈবচয়ন কৌশল অবলম্বন করে গবেষণাটির নমুনায়ন করা হয়েছে। তবে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও প্রাপ্তির সুবিধার্থে যৌক্তিকতা, সংশ্লিষ্টতা ও প্রয়োজন বিবেচনা করে কিছু তথ্যের জন্য উদ্দেশ্যমূলক কৌশল ব্যবহার করা হয়। নিচে সেগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

১. বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের যে ধারাসমূহ বিদ্যমান তার মধ্য থেকে কেবল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নমুনা নির্বাচনের পরিকল্পনা করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মধ্য থেকে নমুনা চয়ন করা হয়েছে।

২. নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে দৈবচয়ন কৌশল অবলম্বন করে।

৩. গবেষণা পরিকল্পনা অনুযায়ী এমন বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে যেখানে কমপক্ষে পাঁচজন শিক্ষক আছেন। যেহেতু গবেষণার উদ্দেশ্য অনুসারে গ্রাম ও নগর উভয় ধরনের এলাকার বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন সেহেতু উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন কৌশলের মাধ্যমে গ্রাম ও শহর অঞ্চল থেকে বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে।

৪. শিক্ষক, অভিভাবক ও মনোবিজ্ঞানী নির্বাচন করা হয়েছে যেখানে-পাওয়া-যাবে-ভিত্তিতে দৈবচয়ন কৌশল অবলম্বন করে।

৫. গবেষণার পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রেণী নির্বাচনে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীকে নমুনায়িত করলেও শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়েছে দৈবচয়ন কৌশলে।

৬. যেহেতু গবেষণাটি নৈতিকতা এবং শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের সাথে সম্পর্কিত, কাজেই শিক্ষাবিদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলকভাবে যে সকল শিক্ষাবিদ নৈতিকতা, শিক্ষাক্রম বা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সাথে জড়িত কেবল তাদেরকে নমুনায়িত করা হয়েছে।

দৈবচয়নের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজে এককের নাম লিখে লটারির মাধ্যমে প্রথমত বিভাগ নির্বাচন করে সেই বিভাগের মধ্যকার জেলা এবং পরে সেই জেলা থেকে উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩.৪ প্রশ্নপত্রসমূহের পরীক্ষণ (Piloting)

প্রশ্নপত্রসমূহ প্রস্তুত করার পর এগুলির মাধ্যমে ঢাকাস্থ ২টি বিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষক, ৪ জন অভিভাবক, ৪ জন ৪র্থ শ্রেণীর ও ৪ জন ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর কাছ থেকে এবং ২ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও ২ জন মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ববিদদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর সেখান থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে ও ত্রুটিবিচ্যুতি বিশ্লেষণ করে প্রশ্নপত্রের গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটানো হয়।

৩.৩.৫ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি (Data Collection Methods)

নমুনায়িত উপজেলা/থানার প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পাওয়া বিদ্যালয়ের তালিকা থেকে উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে। শিক্ষক, অভিভাবক ও মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ববিদ নির্বাচন করা হয়েছে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে যেখানে-পাওয়া-যাবে-ভিত্তিতে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ নির্বাচন করা হয়েছে উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতিতে। গবেষণার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রশ্নসমূহ বুঝতে তথ্যদাতাদের সর্বাঙ্গিন সাহায্য করা হয়েছে যাতে যথাযথ তথ্য প্রদানে তাদের মধ্যে প্রেষণা সঞ্চার হয়।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য নিচের তিন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে:

সারণি: ৩.৩ গবেষণার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

গবেষণার প্রকৃতি	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	তথ্য সংগ্রহের উৎস/লক্ষ্য দল
গুণগত (Qualitative)	তথ্য সম্ভার, গ্রন্থ ও সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা (Literature Review)	– বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষানীতি, শিক্ষাকমিশন রিপোর্ট। – প্রাসঙ্গিক গবেষণা, গ্রন্থ, প্রবন্ধ।
	শিখন শেখানো প্রক্রিয়া ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ (Teaching-learning & Co-curricular Activity Observation)	৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠদান ও বিদ্যালয়ের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি।
গুণগত (Qualitative ও পরিমানগত (Quantitative)	সাক্ষাৎকার (Interview)	শিক্ষক, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানী/ মনোস্তত্ববিদ।

৩.৩.৫.১ গবেষণায় ব্যবহৃত নৈতিক ইস্যুসমূহ (Ethical Considerations)

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের কাজে সহায়তা লাভ ও নির্বাচিত উত্তরদাতাদের নিকট থেকে তথ্য প্রাপ্তির জন্য শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র সংগ্রহ করা হয়। প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে উক্ত পত্র পেশ করে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের অনুমতি লাভ করা হয়। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের অনুমোদন নিয়ে বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ এবং প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সহায়তায় অভিভাবকদের ঠিকানা/অবস্থান সংগ্রহ করে তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয়। সকল উত্তরদাতাদের নিকট গবেষণার তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করে, তাদের প্রদত্ত তথ্য/উপাত্ত সম্পূর্ণ গোপন থাকবে এবং কেবল গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হবে এই মর্মে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। উত্তরদাতাদের সম্মতি গ্রহণ করে, তাদের দেওয়া সময়সূচি অনুযায়ী গবেষণার তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩.৬ তথ্য বিন্যাস ও বিশ্লেষণ কৌশল (Data Distribution and Analysis Techniques)

যে কোন গবেষণাকর্মে তথ্য/উপাত্ত বিন্যাস ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ তথ্য বিন্যাস ও বিশ্লেষণের মাধ্যমেই ফলাফল নিরূপণ ধাপে উপনীত হওয়া সম্ভব। গবেষণাটিতে নমুনায়নের মাধ্যমে একটি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অংশ বিশেষের মতামতকে সাধারণীকরণ (Generalization) করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র, নৈতিক বিষয়ের তালিকা এবং পাঠদান ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট এর মাধ্যমে এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উক্ত উপকরণসমূহের মধ্যে বদ্ধ ও উন্মুক্ত এই ২ ধরনের তথ্যসংগ্রাহক উপাদান রয়েছে। এই গবেষণার লব্ধ তথ্য/উপাত্ত সমূহ গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রশ্নাবলির আলোকে গুণগত ও পরিমানগত উভয় পদ্ধতিতেই (Mixed Method) বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার গুণগত তথ্যসমূহ যেমন: মাধ্যমিক উৎস (Secondary Sources) থেকে প্রাপ্ত তথ্যসম্ভার, প্রাথমিক উৎস (Primary Source) থেকে প্রাপ্ত উন্মুক্ত মতামতসমূহ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বিন্যস্ত ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ গুণগত তথ্য বিশ্লেষণে কোন রকম কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়নি। সংগৃহীত গুণগত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক কিছু তথ্য বর্ণনামূলকভাবে এবং কিছু তথ্য সারণির সাহায্যে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই গবেষণার কিছু তথ্য পরিমানগত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বহুনির্বাচনী ও হ্যাঁ/না বাচক বদ্ধ প্রশ্নমালার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে যে তথ্য সংগৃহীত হয় তা সবই সাংখ্যিক। এছাড়া বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের বদ্ধ নির্দেশকসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যও সংখ্যাবাচক। সংগৃহীত এই সকল পরিমানগত তথ্যাদি যাচাই বাছাই ও পরিচ্ছন্ন (Data Cleaning) করে রেজিস্টারে রেকর্ডভুক্ত (Recording) করা হয়েছে। তথ্যগুলির ভুলত্রুটি সংশোধন করা বা প্রয়োজনীয় কোন তথ্য যাতে বাদ না পড়ে সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে তথ্যসমূহ সম্পাদনা (Editing) করা হয়। সম্পাদিত তথ্যসমূহের কিছু তথ্য ম্যানুয়ালি এবং কিছু তথ্য SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) এর মাধ্যমে গণসংখ্যা সারণিতে বিন্যাস করা হয়েছে। এছাড়া লেখচিত্রের মাধ্যমে কিছু মূল ফলাফল উপস্থাপন করতে MS Excel Software ব্যবহার করা হয়েছে।

মাধ্যমিক উৎস (Secondary Sources) থেকে প্রাপ্ত গবেষণার অপর কিছু তথ্যসম্ভার যেমন: প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য, প্রান্তিক যোগ্যতাসহ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে কতটি নৈতিক বিষয় আছে এবং সেগুলি কতটি পাঠে উপস্থাপিত হয়েছে গবেষণায় সেই তথ্যসমূহেরও সাংখ্যিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যাদির বিন্যাস, বিশ্লেষণ ও ফলাফল সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করার জন্য সংগৃহীত তথ্যাদি ধারাবাহিক ও শ্রেণীবদ্ধভাবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণসংখ্যা বিন্যাস সারণিতে (Frequency Distribution Tables) বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ শতাংশে প্রকাশ করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত বেশ কিছু তথ্য তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্তসমূহ ট্রায়াঙ্গুলেশন (Triangulation), সমন্বয় ও সংগঠিত (Consolidate) করার মাধ্যমে এই গবেষণার বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা (Interpretation) এবং ফলাফল নিরূপণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ
প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত নৈতিক শিক্ষা

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে বিধৃত নৈতিক শিক্ষা বিশ্লেষণ, বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠসমূহ পর্যালোচনা ও প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে শিক্ষাক্রমে বিধৃত নৈতিক বিষয়সমূহ প্রতিফলনের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার ১ ও ২ নং উদ্দেশ্যের আলোকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে বিধৃত সকল বিষয় ও শ্রেণীভিত্তিক নৈতিকতা সম্পর্কিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও বিষয়বস্তুসমূহ এবং সকল পাঠ্যপুস্তক যথা বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষার নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের নৈতিকতা সম্পর্কিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহ, তার আলোকে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুর শিরোনাম এবং পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর শিরোনাম সারণির সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে। সারণির প্রথম কলামে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, দ্বিতীয় কলামে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ও তৃতীয় কলামে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে সারণিতে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর আলোকে সারণির নিচে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের বিশ্লেষণকৃত তথ্য থেকে প্রাপ্ত নৈতিক বিষয়সমূহ প্রত্যেক বিষয়বস্তুর শেষে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলা বিষয়ের অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহ মূলত ভাষাগত দক্ষতার ভিত্তিতে সংগঠিত হলেও কিছু ক্ষেত্রে নৈতিকতা সম্পর্কিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও বেশ কিছু বিষয়বস্তু রয়েছে। শিক্ষাক্রমে ইংরেজি ও গণিতের জন্য নৈতিকতা সম্পর্কিত কোন বিধৃতি নাই। এই ক্ষেত্রে শুধু পাঠ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শারীরিক শিক্ষা, সঙ্গীত এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক না থাকায় বিষয় ৩টি গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বিভিন্ন বিষয়ের অর্জন উপযোগী যোগ্যতার বিধৃতিতে নৈতিকতার বিষয় কখনো সরাসরি এসেছে আবার কখনো উল্লিখিত যোগ্যতায় বাহ্যিকভাবে নৈতিকতা না থাকলেও তার অন্তর্গত বিষয়সমূহ নৈতিকতা সম্পর্কিত। সংশ্লিষ্ট গবেষণায় উভয়ভাবে বিন্যস্ত অর্জন উপযোগী যোগ্যতাই উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহ থেকে প্রাপ্ত নৈতিক বিষয়কে আলাদাভাবে উল্লেখ না করে উক্ত যোগ্যতাসমূহ যে সকল পাঠ্যবিষয়ে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়সমূহ থেকে প্রাপ্ত নৈতিক বিষয়ই কেবল উল্লেখ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণে প্রথমত অর্জন উপযোগী যোগ্যতাকে ভিত্তি হিসেবে ধরে শিক্ষাক্রমের যে সকল বিষয়বস্তুতে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত আছে সেই সকল বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর শিক্ষাক্রমের উক্ত বিষয়বস্তু ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতা পাঠ্যপুস্তকের যে সকল বিষয়বস্তুতে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতায় নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় থাকলে উক্ত বিষয়সমূহ সারণির নির্ধারিত স্থানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয়ত যে ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমে কোন বিধৃতি নাই অথচ পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় রয়েছে সেক্ষেত্রে তা সারণির নির্ধারিত স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকের পিছনে একটি করে যে নৈতিক উপদেশ বাণী উল্লেখ করা আছে তা সারণিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৪.১ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক বিষয়ের শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং তুলনামূলক পর্যালোচনা

৪.১.১ বাংলা

শিক্ষাক্রমে বাংলা বিষয়ে নৈতিকতা সম্পর্কিত যে সকল অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিছু বিষয়বস্তু নির্ধারিত আছে। আবার কিছু নৈতিক বিষয়বস্তু রয়েছে যার জন্য নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত নয়, ভাষাগত দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত। শিক্ষাক্রমের উক্ত নৈতিকতার বিষয়সমূহ পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি, কিছু ক্ষেত্রে পরোক্ষ ও আংশিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাক্রমের নৈতিকতা সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়বস্তু ভাষাগত দক্ষতার প্রান্তিক যোগ্যতা শোনা, বলা ও পড়ার জন্য ভিন্ন অর্জন উপযোগী যোগ্যতায় পুনঃপুনঃ বিন্যস্ত রয়েছে। উক্ত বিষয়বস্তুসমূহও সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। নিচের সারণিসমূহতে বাংলা বিষয়ের শ্রেণীভিত্তিক নৈতিকতা সম্পর্কিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। উক্ত বিষয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে ভিত্তি করে সারণির নিচে পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রথম শ্রেণী

বাংলা বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ১টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে যথা–'অনুরোধ ও সম্বোধন করতে পারবে' যা শিক্ষাক্রমের ২টি বিষয়বস্তুর অন্তর্গত এবং পাঠ্যপুস্তকের ১টি বিষয়বস্তুতে আংশিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

এছাড়াও শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুতে আরো ৫টি নৈতিকতার বিষয় রয়েছে যার আলোকে পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। শিক্ষাক্রমের উক্ত বিষয়বস্তু ছাড়াও পাঠ্যপুস্তকে আরো ২টি নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ রয়েছে। শিক্ষাক্রমের ৫টি ও পাঠ্যপুস্তকের ৬টি বিষয়বস্তুর অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নৈতিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। নিচের সারণি ৪.১.১-ক.১ ও ৪.১.১-ক.২ এবং পাঠ্যবিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি: ৪.১.১-ক.১ বাংলা বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		**পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম**
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	**বিষয়বস্তু**	
- কথোপকথন ও গল্প শুনে বুঝতে পারবে। - অনুরোধ ও সম্বোধন করতে পারবে।	- ছবিতে গল্প: সিংহ ও ইঁদুর - সংলাপ ও ছবিতে অনুরোধ, সম্ভাষণ	গদ্য: ছবিতে গল্প 'সিংহ ও ইঁদুর' পৃষ্ঠা: ৬-৮, পাঠ- ৫
- এই বিষয়বস্তুর জন্য শিক্ষাক্রমে বিধৃত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নৈতিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।	- আমাদের দেশ	গদ্য: আমাদের দেশ পৃষ্ঠা: ৭১, পাঠ- ৫১
		গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা
		গদ্য: আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পৃষ্ঠা: ৬৯, পাঠ- ৪৯
ঐ	- বীরশ্রেষ্ঠ	গদ্য: বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর পৃষ্ঠা: ৭০, পাঠ- ৫০
ঐ	- কথোপকথন: সহপাঠীদের কথা - বিদ্যালয় ও সহপাঠীদের কথা (ছবি ও সংলাপ)	**মুখে মুখে বলি:** আমি ও আমার সহপাঠীরা পৃষ্ঠা: ২-৩, পাঠ- ২
- পাঠ্যপুস্তকের এই বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমে বিধৃত নয়।	**- পাঠ্যপুস্তকের এই বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমে বিধৃত নয়।**	গদ্য: মহানবির ভালবাসা পৃষ্ঠা: ৬৭, পাঠ- ৪৭

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

গদ্য: ছবিতে গল্প 'সিংহ ও ইঁদুর'

শিক্ষাক্রমের বিধৃতি অনুযায়ী ছবিসহযোগে বর্ণিত হয়েছে। গল্পে ইঁদুরকে হাতে পাওয়া সত্ত্বেও ইঁদুর ভুল স্বীকার করে অনুরোধ করায় সিংহ তাকে না খেয়ে দয়া করে ছেড়ে দেয়। একদিন শিকারির জালে সিংহ আটকা পড়লে জাল কেটে তাকে মুক্ত করে ইঁদুর প্রত্যুপকার করে। গল্পটিতে শিক্ষাক্রমের অপর বিষয়বস্তু 'সংলাপ ও ছবিতে অনুরোধ' প্রতিফলিত হয়েছে, তবে সম্ভাষণ বা সম্বোধন নাই।

উপদেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে: ছোটরাও বড়দের উপকারে আসতে পারে।

নৈতিক বিষয়: বিনয় (ভুল স্বীকার করে অনুরোধ), দয়া, প্রত্যুপকার।

Dhaka University Institutional Repository

গদ্যঃ আমাদের দেশ
বাংলাদেশের জাতীয় পাখি, ফুল, ফল, মাছ ও পশুর কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়েছে, নৈতিকতা সম্পর্কিত কোন বিষয় নয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকাঃ বইয়ের শুরুতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার পরিচিতি, পতাকা নির্মাণ ও ভবনে ব্যবহারের নিয়মাবলি উপস্থাপিত হয়েছে যেখানে দেশাত্মবোধের প্রকাশ ঘটেছে।

নৈতিক বিষয়ঃ দেশপ্রেম।

গদ্যঃ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ
নিবন্ধটিতে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা, আত্মউৎসর্গ ও দেশের প্রতি ভালোবাসার কথা আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ সাহসিকতা, আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম।

গদ্যঃ বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর
নিবন্ধটিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর এর বীরত্ব, দেশপ্রেম ও জীবন উৎসর্গ করার ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ বীরত্ব(সাহস), আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম, কৃতজ্ঞতাবোধ।

মুখে মুখে বলিঃ আমি ও আমার সহপাঠীরা
বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ছেলে ও মেয়ে সহপাঠীদের নামের পরিচিতির মধ্য দিয়ে ধর্ম, সম্প্রদায় ও লিঙ্গগত সমতা প্রকাশ পেয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ সমতা।

গদ্যঃ মহানবির ভালবাসা
হযরত মুহম্মদ (স) শিশুসহ সকল মানুষ, জীবজগৎ ও উদ্ভিদ ভালোবাসতেন। প্রবন্ধটিতে তেমনই একটি কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি গাছের পাতা না ছেড়ার উপদেশ দিয়েছেন।

নৈতিক বিষয়ঃ জীবের প্রতি মমতা, সামাজিক সম্পদ রক্ষা।

সারণিঃ ৪.১.১-ক.২ বাংলা বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- পাঠ্যপুস্তকের এই বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমে বিধৃত নয়।	- পাঠ্যপুস্তকের এই বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমে বিধৃত নয়।	কবিতাঃ প্রভাতী (কাজী নজরুল ইসলাম) পৃষ্ঠাঃ ৫৪, পাঠ- ৩৯
- এই বিষয়বস্তুর জন্য শিক্ষাক্রমে বিধৃত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নৈতিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।	- জাতীয় সংগীত	জাতীয় সংগীত
- বইয়ের শেষে 'বড়দের সম্মান কর' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

কবিতাঃ প্রভাতী
কবিতাটিতে আলস্য ত্যাগ করে ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ কর্মতৎপরতা।

জাতীয় সংগীত
বইয়ের শুরুতে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ও গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ বিবৃত রয়েছে। এখানে নান্দনিকতা ও দেশাত্মবোধের প্রকাশ ঘটেছে।

নৈতিক বিষয়ঃ দেশপ্রেম, নান্দনিকতা।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় শ্রেণী

বাংলা বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ১টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে যথা: **'বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ ও সম্বোধন করতে পারবে'** যা শিক্ষাক্রমের ৪টি বিষয়বস্তুর অন্তর্গত এবং পাঠ্যপুস্তকের ৩টি বিষয়বস্তুতে আংশিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

এছাড়াও শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুতে আরো ১১টি নৈতিকতার বিষয় রয়েছে যার আলোকে পাঠ্যপুস্তকে ১১টি বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। উক্ত বিষয়বস্তু ছাড়াও পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতা সম্পর্কিত আরো ৪টি পাঠ রয়েছে যা শিক্ষাক্রমে বিধৃত নয়। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের ৯টি বিষয়বস্তুর অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নৈতিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। নিচের সারণি: ৪.১.১-খ.১ ও ৪.১.১-খ.২ এবং পাঠ্যবিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি: ৪.১.১-খ.১ বাংলা বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	**বিষয়বস্তু**	
- বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ ও সম্বোধন করতে পারবে। - আদেশ, উপদেশ, প্রশ্ন, নির্দেশ ও অনুরোধ শুনে বুঝতে পারবে।	- সংলাপ/বাক্য: বিনয়, সম্ভাষণ, সৌজন্য। - সম্বোধন-সৌজন্য। - সম্বোধন-সৌজন্য-বিনয় সংলাপ/বাক্যে। - সংলাপ ও বাক্যে: অনুরোধ-সম্ভাষণ।	গদ্য: পিঁপড়ে ও ঘুঘু পৃষ্ঠা: ২৭-২৯ গদ্য: একুশে ফেব্রুয়ারি পৃষ্ঠা: ৫৪-৫৬ গদ্য: পোষা প্রাণীর জগতে পৃষ্ঠা: ৪৪-৪৭
- **এই বিষয়বস্তুর জন্য শিক্ষাক্রমে বিধৃত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নৈতিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।**	- জীবজন্তুর কথা - গল্প: জীবজন্তুর কথা	গদ্য: পোষা প্রাণীর জগতে পৃষ্ঠা: ৪৪-৪৭
ঐ	- একুশে ফেব্রুয়ারি - কথোপকথন ও বর্ণনায়: একুশে ফেব্রুয়ারি - কথোপকথন/সংলাপ ও বর্ণনায়: একুশে ফেব্রুয়ারি	গদ্য: একুশে ফেব্রুয়ারি পৃষ্ঠা: ৫৪-৫৬
ঐ	- বীরশ্রেষ্ঠ	গদ্য: বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ, পৃষ্ঠা: ৮১-৮৩
ঐ	- কাজী নজরুল ইসলাম	গদ্য: দুখু মিয়ার জীবন কথা পৃষ্ঠা: ৩৫-৩৭

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

গদ্য: পিঁপড়ে ও ঘুঘু

পিঁপড়ে পানিতে ডুবে যাচ্ছিল বলে গাছের পাতা ফেলে তাকে বাঁচিয়েছিল ঘুঘু। আবার শিকারির পায়ে কামড় দিয়ে ঘুঘুকে তীর থেকে বাঁচায় পিঁপড়ে। আন্তরিকতার সাথে ঘুঘুর উপকার ও পিঁপড়ের প্রত্যুপোকারের গল্প এটি। কারো বিপদে উপকার করলে একদিন নিজের বিপদেও সাহায্য পাওয়া যায়, ঘটনাবলির মধ্যে এই হিতোপদেশ অন্তর্নিহিত আছে। পিঁপড়ে ও ঘুঘু একে অপরকে একবার করে ভাই সম্বোধনপূর্বক সাহায্য করেছে।

নৈতিক বিষয়: পরোপকার প্রত্যুপোকার, কৃতজ্ঞতাবোধ, সহযোগিতা, সহানুভূতি, উন্নত আচার ব্যবহার, আদব-কায়দা, নম্রতা/বিনয়, সদাচার।

গদ্য: পোষা প্রাণীর জগতে

হামিদ সাহেবের খামার দেখতে গিয়ে শুরুতে তার সাথে সালাম বিনিময় ও সালামের মাধ্যমে বিদায় সম্ভাষণ জানানো হয়েছে। গৃহপালিত বিভিন্ন প্রাণী যে আমাদের কত উপকার করে হামিদ সাহেবের খামারের গল্পের মাধ্যমে তার বর্ণনা করা হয়েছে। সকলের উচিত এদেরকে ভালোবাসা, যত্ন নেওয়া সেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সম্বোধন ও অনুরোধ ছিল না।

নৈতিক বিষয়: জীবের প্রতি মমতা, কৃতজ্ঞতাবোধ, আদব-কায়দা, শিষ্টাচার/সদাচার।

Dhaka University Institutional Repository

গদ্যঃ একুশে ফেব্রুয়ারি
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কথোপকথনের মাধ্যমে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ভাষা শহীদদের অবদান, মাতৃভাষা ও ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কথোপকথনে শিক্ষককে শিক্ষার্থীরা বিনয়ের সাথে স্যার সম্বোধন করে একুশে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে।

নৈতিক বিষয়ঃ দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ, একতা/ঐক্য, সাহস, শ্রদ্ধাশীলতা, উন্নত আদব-কায়দা, নম্রতা/বিনয়, শিষ্টাচার।

গদ্যঃ বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বীরত্বগাথা, দেশের প্রতি ভালোবাসা, সাহস, আত্মত্যাগ এর বিবরণের মাধ্যমে তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ দেশপ্রেম, সাহস, আত্মত্যাগ, একতা/ঐক্য, শ্রদ্ধাশীলতা, কৃতজ্ঞতাবোধ।

গদ্যঃ দুখু মিয়ার জীবন কথা
দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র সত্ত্বেও মহৎ কাজ করে কবি কাজী নজরুল ইসলাম বড় হয়েছেন। অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ, গরিবদুঃখী ও দেশের প্রতি ভালোবাসা থেকে উৎসরিত তাঁর লেখনী। প্রবন্ধে সেই বর্ণনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ কর্মনিষ্ঠা, দেশপ্রেম, সাহস, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ, মমতা, মানবতাবাদ।

সারণিঃ ৪.১.১-খ.২ বাংলা বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	**বিষয়বস্তু**	
- কথোপকথন, গল্প ও বর্ণনা শুনে বুঝতে পারবে।	- হিতোপদেশমূলক গল্প	**গদ্যঃ** সবাই মিলে করি কাজ পৃষ্ঠাঃ ৮-৯
		গদ্যঃ পিপঁড়ে ও ঘুঘু পৃষ্ঠাঃ ২৭-২৯
- এই বিষয়বস্তুর জন্য শিক্ষাক্রমে বিধৃত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নৈতিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।	গদ্যঃ নববর্ষ/ মেলা	**গদ্যঃ** বৈশাখী মেলা পৃষ্ঠাঃ ২০-২৩
- এই বিষয়বস্তুর জন্য শিক্ষাক্রমে বিধৃত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নৈতিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।	**কবিতাঃ** প্রভাত বিষয়ক	**কবিতাঃ** আমি হব (কাজী নজরুল ইসলাম) পৃষ্ঠাঃ ১১
- ছড়া ও কবিতা শুনে মূলভাব বুঝতে পারবে ও আনন্দ লাভ করবে।	**কবিতাঃ** আমাদের ছোট নদী	**কবিতাঃ** আমাদের ছোট নদী (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) পৃষ্ঠাঃ ৬০
- এই বিষয়বস্তুর জন্য শিক্ষাক্রমে বিধৃত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নৈতিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।	**কবিতাঃ** কাজের লোক	**কবিতাঃ** কাজের লোক (নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য) পৃষ্ঠাঃ ৩২
- পাঠ্যপুস্তকের এই বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমে বিধৃত নয়।	- পাঠ্যপুস্তকের এই বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমে বিধৃত নয়।	**কবিতাঃ** কোন দেশে(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত) পৃষ্ঠাঃ ১৭
		কবিতাঃ আমাদের এই বাংলাদেশ (সৈয়দ শামসুল হক) পৃষ্ঠাঃ ৬৮
ঐ	ঐ	**কবিতাঃ** সবার সুখে (জসীম উদ্‌দীন) পৃষ্ঠাঃ ২৫

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
ঐ	ঐ	কবিতা: আমার পণ (মদন মোহন তর্কালঙ্কার) পৃষ্ঠা: ৪১
- এই বিষয়বস্তুর জন্য শিক্ষাক্রমে বিধৃত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নৈতিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।	- পরিবেশ নিয়ে ছবি- সংলাপ - বর্ণনা - ছবি, সংলাপ ও বর্ণনা: পরিচিত পরিবেশ	ছবিতে পরিচিত পরিবেশ পৃষ্ঠা: ২
ঐ	- ছবিতে কথা, বর্ণনা	ছবিতে কথা পৃষ্ঠা: ৪
- বইয়ের শেষে 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে যা ৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'আমার পণ' কবিতার প্রথম দুটি লাইন।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

গদ্য: সবাই মিলে করি কাজ

সবাই মিলে কাজ করলে কোন কাজই কঠিন নয়। সকলে মিলেমিশে কাজ করতে হবে। সবাই মিলে কাজ করলে দ্রুত শেষ হয়, কোন বাধা থাকে না, কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। হযরত মুহম্মদ (স) সবার সাথে একতাবদ্ধ হয়ে মেহনতের কাজ করে দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

নৈতিক বিষয়: একতা, অহম বর্জন, সাম্য, মহত্ত্ব, কর্মতৎপরতা, দেশপ্রেম।

গদ্য: বৈশাখী মেলা

গল্প কথায় গ্রাম বাংলার বৈশাখী মেলার সংস্কৃতির বিবরণ।

নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি।

কবিতা: আমি হব

কবিতাটিতে আলস্য ত্যাগ করে সকালে ঘুম থেকে ওঠার তাড়না প্রকাশ পেয়েছে।

নৈতিক বিষয়: কর্মতৎপরতা।

কবিতা: আমাদের ছোট নদী

গ্রামবাংলার ছোট নদীর নান্দনিক বর্ণনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: নান্দনিকতা।

কবিতা: কাজের লোক

মৌমাছি, ছোট পাখি, পিপীলিকার দায়িত্বশীলতার সাথে কর্মব্যস্ততা ও কর্মনিষ্ঠা এবং কাজের প্রয়োজনীয়তার ছন্দময় বর্ণনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দায়িত্বশীলতা, কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভরতা।

কবিতা: কোন দেশে

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নান্দনিক বর্ণনার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে।

নৈতিক বিষয়: নান্দনিকতা, দেশপ্রেম।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাঃ আমাদের এই বাংলাদেশ
মাতৃভূমি বাংলাদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা বর্ণিত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ নান্দনিকতা, দেশপ্রেম।

কবিতাঃ সবার সুখে
নিজের যা আছে তা অপরকে বিলিয়ে দেওয়া, দয়া, সুখে দুঃখে সকল মানুষের সাথে একাত্মতার মধ্য দিয়ে আপন করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ মমতা, দয়া, মানবতাবাদ, সহযোগিতা, আত্মত্যাগ, ভ্রাতৃত্ববোধ।

কবিতাঃ আমার পণ
সারাদিন ভালো হয়ে চলা, গুরুজনের আদেশ পালন, সকলের প্রতি ভালোবাসা, মিলেমিশে চলা, ভালো ছেলেদের সাথে মেশা, পড়াশুনায় অবহেলা না করা, কারো দুঃখে সুখী না হওয়া, মিথ্যা না বলা, লোভ সামলে চলা, কাউকে ফাঁকি না দেওয়া, ঝগড়া না করার পণের মধ্য দিয়ে সারাদিনের আচরণসমূহের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, একতা, কর্তব্যপরায়নতা, ঈর্ষামুক্ততা, লোভহীনতা, সত্যনিষ্ঠা, সততা, সম্প্রীতি, মমতা।

ছবিতে পরিচিত পরিবেশ
স্কুলের সময় হওয়ায় স্কুলে যাওয়া ও সারি বেধে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার দৃশ্য ছবিসহ বিবৃত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ সময়ানুবর্তিতা, দেশাত্মবোধ ও শৃঙ্খলা।

ছবিতে কথা
দাদুকে ছাতা এগিয়ে দেওয়া, এক সাথে মিলে মিশে খেলা করা, সালাম দেওয়া ও নানিকে পা ধুয়ে দেওয়ার দৃশ্যের বিবরণ ও ছবি উপস্থাপিত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ সহযোগিতা, সেবাপরায়নতা, একতা, শিষ্টাচার।

জাতীয় পতাকার পরিচিতি ও জাতীয় সঙ্গীত
বই এর শুরুতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার পরিচিতি ও জাতীয় সঙ্গীত উপস্থাপিত হয়েছে এবং গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ বিবৃত হয়েছে যেখানে নান্দনিকতা ও দেশাত্মবোধের প্রকাশ ঘটেছে।

নৈতিক বিষয়ঃ দেশপ্রেম, নান্দনিকতা।

তৃতীয় শ্রেণী

বাংলা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ২টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে যথা-**'যথাযথ উচ্চারণ ভঙ্গিতে আদেশ, অনুরোধ ও সম্বোধন ইত্যাদি করবে'** এবং **'বিভিন্ন পরিবেশে বিনয়ের সঙ্গে অনুমতি চাইবে, সম্বোধন করবে'**। উক্ত অর্জন উপযোগী যোগ্যতার জন্য শিক্ষাক্রমে নির্দিষ্ট কোন বিষয়বস্তু নির্ধারিত নাই। তবে ভিন্ন অর্জন উপযোগী যোগ্যতার দু'টি বিষয়বস্তু যথা **'পিঠাপুলি'** ও **'শিষ্টাচার'** উক্ত অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। পাঠ্যপুস্তকে 'পিঠাপুলি' শীর্ষক বিষয়বস্তুর জন্য ১টি ও 'শিষ্টাচার' বিষয়টির জন্য ২টি বিষয়বস্তু রয়েছে। এছাড়াও শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুতে আরো ১৪টি নৈতিকতার বিষয় রয়েছে যার আলোকে পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। শিক্ষাক্রমের উক্ত বিষয়বস্তু ছাড়াও পাঠ্যপুস্তকে আরো ১টি নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ রয়েছে। নিচের সারণি ৪.১.১-গ.১ ও ৪.১.১-গ.২ এবং পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছেঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৪.১.১-গ.১ বাংলা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়ব বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- এই বিষয়বস্তুর জন্য শিক্ষাক্রমে বিধৃত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নৈতিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।	- প্রার্থনা	কবিতা: প্রার্থনা (সুফিয়া কামাল) পৃষ্ঠা: ৩
	- বাংলাদেশ	গদ্য: বাংলাদেশ পৃষ্ঠা: ৬-৮
		গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা
		জাতীয় সংগীত
		গদ্য: কলাবতীর হাটে পৃষ্ঠা: ৪৫-৪৭
- এই বিষয়বস্তুর জন্য শিক্ষাক্রমে বিধৃত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নৈতিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।	- দেশপ্রেম	গদ্য: বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর পৃষ্ঠা: ১০৬-১০৮
		কবিতা: মুক্তিসেনা (সুকুমার বড়ুয়া) পৃষ্ঠা: ২৫
	- দুঃসাহসিক অভিযান	গদ্য: এভারেস্ট বিজয় পৃষ্ঠা: ৯৮-৯৯
- এই বিষয়বস্তুর জন্য শিক্ষাক্রমে বিধৃত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নৈতিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।	- মহৎ জীবন	গদ্য: খলিফা হযরত আবু বকর (রা) পৃষ্ঠা: ২৯-৩০
		গদ্য: জয়নুল আবেদিন পৃষ্ঠা: ৬৮-৭০
- এই বিষয়বস্তুর জন্য শিক্ষাক্রমে বিধৃত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নৈতিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।	- প্রকৃতি ও জীবন	কবিতা: আমাদের গ্রাম (বন্দে আলী মিয়া) পৃষ্ঠা: ৭৬
		কবিতা: রাখাল ছেলে (জসীম উদদীন) পৃষ্ঠা: ৮৯
	- দেশ-বিদেশের শিশু	গদ্য: দেশ বিদেশের শিশু পৃষ্ঠা: ৮৩-৮৬

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

কবিতা: প্রার্থনা

স্রষ্টার অবদানকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে, সকলকে আপন করে নিয়ে, সহজ সরল সৎ পথে চলার প্রার্থনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: কৃতজ্ঞতাবোধ, নান্দনিকতা, মমতা, সততা।

গদ্য: বাংলাদেশ

বাংলাদেশ হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সকলের দেশ। জন্মভূমির প্রাকৃতিক দৃশ্যের নান্দনিক ও আবেগময় প্রকাশের মধ্যদিয়ে দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, সম্প্রীতি, নান্দনিকতা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

বই এর শুরুতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার পরিচিতি, পতাকা নির্মাণ ও ভবনে ব্যবহারের নিয়মাবলি উপস্থাপিত হয়েছে যেখানে দেশাত্মবোধের প্রকাশ ঘটেছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম।

জাতীয় সংগীত

বই এর শুরুতে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ও গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ বিবৃত রয়েছে যেখানে নান্দনিকতা ও দেশাত্মবোধের প্রকাশ ঘটেছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, নান্দনিকতা।

Dhaka University Institutional Repository

গদ্যঃ কলাবতীর হাটে

পাপলু তার চাচার সাথে গ্রামের হাটে যায়। গল্পে হাটের বিভিন্ন বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রামের মানুষের পালন করা হাঁস-মুরগির ডানা ও পা দড়ি দিয়ে বাঁধা, ওদের জন্য পাপলুর মায়া হয়। গল্পটির নৈতিক বার্তা এটি।

নৈতিক বিষয়: জীবের প্রতি মমতা।

গদ্যঃ বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর-এর ছোটবেলায় লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ, খেলাধুলা, সঙ্গীত, দেশের প্রতি ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বীরত্বপূর্ণ অবদান, সাহস, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ উপস্থাপন করে তার আত্মত্যাগ চিরদিন মনে রেখে দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসার আহবান জানানো হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, কৃতজ্ঞতাবোধ।

কবিতাঃ মুক্তিসেনা

জীবন বাজি রেখে শ্রমিক-কিষাণ এক হয়ে যুদ্ধ করা নির্ভীক, নির্লোভ মুক্তিসেনাদের বীরত্ব ও দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, সাহসিকতা।

গদ্যঃ এভারেস্ট বিজয়

বহু মানুষের কষ্টকর প্রচেষ্টা, শ্রম, অধ্যবসায় আর দুঃসাহসিক অভিযানের মাধ্যমে পৃথিবীর উচ্চতম ও দুর্গম শৃঙ্গ এভারেস্ট আবিষ্কার ও বিজয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: কর্মনিষ্ঠা, অধ্যবসায়।

গদ্যঃ খলিফা হযরত আবু বকর (রা)

হযরত আবু বকর (রা) এর মহান জীবনাদর্শ বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর কোমল হৃদয়, সুন্দর চরিত্র, দানশীলতা, সাহস, কৃতদাসদের মুক্তিদান, নিঃস্ব, দুঃখী ও অভাবী মানুষের আপনজন হওয়া, সেবা, দায়িত্বশীলতা, সততা ও মহত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: মমতা, দয়া, সাহস, সেবাব্রত, দায়িত্বশীলতা, সততা, মহত্ত্ব।

গদ্যঃ জয়নুল আবেদিন

চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিন এর জীবনীর মধ্য দিয়ে শিল্প ও দেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা তুলে ধরা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, নান্দনিকতা, দেশপ্রেম।

কবিতাঃ আমাদের গ্রাম

গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সকল মানুষের পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি তুলে ধরা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: নান্দনিকতা, সৌহার্দ/সম্প্রীতি।

কবিতাঃ রাখাল ছেলে

রাখাল ছেলের প্রতি তার মায়ের ডাক ও গ্রাম বাংলার প্রকৃতির অহবানের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা ফুটে উঠেছে।

নৈতিক বিষয়: নান্দনিকতা, দায়িত্বশীলতা।

গদ্যঃ দেশ বিদেশের শিশু

বাংলাদেশের বাঙালী ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশু এবং ভুটান, চীন ও জাপানের শিশুদের বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাদের সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা।

সারণি: ৪.১.১-গ.২ বাংলা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	**বিষয়বস্তু**	
- প্রমিত উচ্চারণে শব্দ, ছোট ছোট বাক্য শুনে বুঝবে এবং আদেশ, ঘোষণা ইত্যাদি শুনে পালন করবে।	- সখের কাজ	গদ্য: ভাই বোনের শখ পৃষ্ঠা: ৫৪-৫৬
	- শিষ্টাচার	ছবিতে কথা -দেখি, পড়ি ও শিখি -ছবি দেখে পড়ি ও শিখি পৃষ্ঠা:১-২
	- জাতীয় দিবস	গদ্য: বিজয় দিবস পৃষ্ঠা: ৯২-৯৬
- প্রমিত উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প, কথোপকথন ও বর্ণনা শুনে মূলভাব বুঝবে। - ছড়া, কবিতা আবৃত্তি করবে, সে সবের মূলভাব বলবে। - **এছাড়া এই বিষয়বস্তুর জন্য শিক্ষাক্রমে বিধৃত অন্যান্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নৈতিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।**	- মাতৃভাষা	**কবিতা:** বাংলা ভাষা (অতুলপ্রসাদ সেন) পৃষ্ঠা: ৫২
	- উদ্দীপনা/সংকল্প	**কবিতা:** চল চল চল (কাজী নজরুল ইসলাম) পৃষ্ঠা: ৪২
	- স্বাধীনতা	**কবিতা:** স্বাধীনতার সুখ (রজনীকান্ত সেন) পৃষ্ঠা: ৩৩
- প্রমিত উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প, কথোপকথন ও বর্ণনা শুনে মূলভাব বুঝবে। - ছড়া, কবিতা আবৃত্তি করবে, সে সবের মূলভাব বলবে। - **এছাড়া এই বিষয়বস্তুর জন্য শিক্ষাক্রমে বিধৃত অন্যান্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নৈতিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।**	- পিঠাপুলি	গদ্য: মামার বাড়ির পিঠা পৃষ্ঠা: ১৯-২১
	- খেলাধুলা	গদ্য: জাতীয় খেলা হা-ডু-ডু পৃষ্ঠা: ৭৯-৮১
	- নীতিশিক্ষা বিষয়ক কবিতা	কবিতা: আদর্শ ছেলে (কুসুমকুমারী দাশ) পৃষ্ঠা: ৬৫
- যথাযথ উচ্চারণ ভঙ্গিতে আদেশ, অনুরোধ ও সম্বোধন ইত্যাদি করবে। - বিভিন্ন পরিবেশে বিনয়ের সঙ্গে অনুমতি চাইবে, সম্বোধন করবে।	- **শিক্ষাক্রমে শিষ্টাচার শিরোনামে বিষয়বস্তু রয়েছে। তবে তার অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ভিন্ন।**	ছবিতে কথা - দেখি, পড়ি ও শিখি পৃষ্ঠা: ১
		ছবিতে কথা -ছবি দেখে পড়ি ও শিখি পৃষ্ঠা:২
	- পিঠাপুলি	গদ্য: মামার বাড়ির পিঠা পৃষ্ঠা: ১৯-২১
- **পাঠ্যপুস্তকের এই বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমে বিধৃত নয়।**	- **পাঠ্যপুস্তকের এই বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমে বিধৃত নয়।**	গদ্য: সংকেতগুলো জেনে রাখি পৃষ্ঠা: ৪৯-৫১
বইয়ের শেষে 'পরনিন্দা ভালো নয়' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

গদ্য: ভাই বোনের শখ

মাটির ব্যাংকে টাকা জমিয়ে মুরগি পালন, সঞ্চয়, দান করা, পাঠাগার স্থাপনের মত মহৎ কাজ করার শখ ও সেই কাজের পুরস্কার লাভের গল্প বলা হয়েছে। গল্পে স্নেহের সাথে আদেশ, পরামর্শ, আদেশ পালন ও ঘোষণা রয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, সঞ্চয়, দান।

Dhaka University Institutional Repository

ছবিতে কথা

দেখি, পড়ি ও শিখি এবং ছবি দেখে পড়ি ও শিখি

গ্রাম থেকে আগত বৃদ্ধ মানুষকে ঠিকানা খুঁজে পেতে সাহায্য করা ও দোকানদারের সাথে কথোপকথন ছবিসহযোগে উপস্থাপন করে তার মাধ্যমে শিষ্টাচার শেখানো হয়েছে। আদেশ ও ঘোষণার বিষয়টি নাই।

নৈতিক বিষয়: শিষ্টাচার, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সহযোগিতা, আদব-কায়দা।

গদ্য: বিজয় দিবস

বিজয় দিবসে ছবি আঁকা ও ছবি আঁকতে সস্নেহ সাহায্যের গল্পের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের কিছু ঘটনা, মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ, বিজয় ও শ্রদ্ধা উঠে এসেছে। গল্পে অধ্যবসায়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অনুরোধ ও ঘোষণা রয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, আত্মত্যাগ, শ্রদ্ধাশীলতা, স্নেহশীলতা।

কবিতা: বাংলা ভাষা

গ্রাম বাংলার নান্দনিক চিত্রের ছন্দময় বর্ণনার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার প্রতি পরম মমতা ও ভালোবাসা উঠে এসেছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, নান্দনিকতা।

কবিতা: চল চল চল

তরুণ ও নবীনরা সকল বাধা, বিপদ, মৃত্যু অতিক্রম করে সৌভাগ্যের সূচনা ও নতুন প্রাণ সৃষ্টি করতে পারে সে কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সাহস, কর্মতৎপরতা।

কবিতা: স্বাধীনতার সুখ

পরের অট্টালিকার চেয়ে নিজের কুঁড়ে ঘর শ্রেষ্ঠ- এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার সুখ ও আত্মমর্যাদা ফুটে উঠেছে।

নৈতিক বিষয়: আত্ম সম্মানবোধ।

গদ্য: মামার বাড়ির পিঠা

মামা বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ঝুমার বিভিন্ন ধরনের পিঠার বর্ণনাসহ পিঠা তৈরির পদ্ধতি জানা ও পিঠা খাওয়ার গল্পের মধ্য দিয়ে গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি ও আতিথেয়তা প্রকাশিত হয়েছে। গল্পটিতে আদেশ, অনুরোধ ও সম্বোধন রয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, আতিথেয়তা।

গদ্য: জাতীয় খেলা হা-ডু-ডু

হা-ডু-ডু খেলার বর্ণনার মধ্য দিয়ে সুস্থ, সবল জাতি গঠনে খেলা ও শরীরচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, শরীরচর্চার।

কবিতা: আদর্শ ছেলে

দুর্বল ছেলে নয়, কথায় বড় নয় বরং কাজে বড় হওয়া ,হাসিখুশি, তেজে ভরা মন, মানুষ হতে হবে এই পণ করে অন্যের বিপদে আগুয়ান আদর্শ ছেলের নৈতিক গুণাবলি সমৃদ্ধ মানুষের মত মানুষ হওয়া ও দেশের কল্যাণ করার আহবান জানিয়েছেন কবি।

নৈতিক বিষয়: কর্মনিষ্ঠা, প্রশান্ত চিত্ততা, সাহস, দেশপ্রেম।

ছবিতে কথা-দেখি, পড়ি ও শিখি

গ্রাম থেকে আগত বৃদ্ধ মানুষকে ঠিকানা খুঁজে পেতে তপু সাহায্য করে, বিনয়ের সাথে কথোপকথনে সম্বোধন ও অনুরোধ রয়েছে।

নৈতিক বিষয়: শিষ্টাচার, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সহযোগিতা, আদব-কায়দা।

Dhaka University Institutional Repository

ছবিতে কথা-ছবি দেখে পড়ি ও শিখি
মনির ও হাসি দোকানদারকে সম্বোধন করে যে সকল কথা বলে তার মধ্য দিয়ে শিষ্টাচার শেখানো হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: শিষ্টাচার, আদব-কায়দা।

গদ্য: সংকেতগুলো জেনে রাখি
মাসুমাকে তার আম্মা সড়ক পথ, লেভেল ক্রসিং ও পুলসহ শহরের রাস্তায় চলাচলের বিভিন্ন সংকেত শেখান। গল্পের মত করে সড়ক পথে চলাচলের নিয়মাবলি ও শৃঙ্খলা শেখানো হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, শৃঙ্খলা।

চতুর্থ শ্রেণী

বাংলা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ৩টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে যথা- **'.... আদেশ, ঘোষণা ইত্যাদি শুনে পালন করতে শিখবে', '....যথাযথ ভঙ্গিতে আদেশ, অনুরোধ ও সম্বোধন করতে শিখবে'** এবং **'বিভিন্ন পরিবেশে বিনয়ের সঙ্গে অনুমতি চাইতে, সম্বোধন করতে শিখবে'**।

এই অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ৩টি শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে শিক্ষাক্রমে ১৫টি নৈতিকতার বিষয়বস্তু রয়েছে। তার মধ্যে **'দেশের সম্পদ ও তার ব্যবহার'** এই বিষয়টি ছাড়া সকল বিষয়বস্তুর আলোকে পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। শিক্ষাক্রমের উক্ত বিষয়বস্তুর জন্য পাঠ্যপুস্তকে ২৩টি নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ রয়েছে। নিচের সারণি ৪.১.১-ঘ.১ থেকে ৪.১.১-ঘ.৩ এবং পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি: ৪.১.১-ঘ.১ বাংলা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়ব বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	**বিষয়বস্তু**	
- প্রমিত উচ্চারণে পরিচিত শব্দ, কথোপকথন শুনে বুঝবে এবং আদেশ, ঘোষণা ইত্যাদি শুনে পালন করতে শিখবে। - **(উল্লিখিত বিষয়সমূহের অলোচনায় আদেশ ও ঘোষণার প্রসঙ্গটি বিধৃত নয়।)**	- দেশপ্রেম	**গদ্য:** রূপময় বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা: ১-৫
		কবিতা: নিমন্ত্রণ (জসীম উদ্‌দীন) পৃষ্ঠা: ৬৮
		কবিতা: স্বদেশ (আহসান হাবীব) পৃষ্ঠা: ৯৮-৯৯
		গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা
		জাতীয় সংগীত
	- মুক্তিযুদ্ধ	**গদ্য:** বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর পৃষ্ঠা: ৭১-৭৩
	- স্বাধীনতা	
	- সাহসিকতা	

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

গদ্য: রূপময় বাংলাদেশ
নিবন্ধটিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার মানুষ, মানুষের কাজ, জীব জগৎসহ প্রাকৃতিক রূপ বৈচিত্র্যের আবেগময় নান্দনিক বর্ণনার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, নান্দনিকতা।

কবিতা: নিমন্ত্রণ
কবিতাটিতে গ্রামবাংলার প্রকৃতির বর্ণনার মধ্য দিয়ে গ্রামের মানুষের স্নেহ, মমতা, আতিথেয়তা ও ভালোবাসা উঠে এসেছে।

নৈতিক বিষয়: মমতা, স্নেহ, আতিথেয়তা, নান্দনিকতা।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাঃ স্বদেশ
কবিতাটিতে দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে।

নৈতিক বিষয়ঃ দেশপ্রেম, নান্দনিকতা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা
বই এর শুরুতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার পরিচিতি, পতাকা নির্মাণ ও ভবনে ব্যবহারের নিয়মাবলি উপস্থাপিত হয়েছে যেখানে দেশাত্মবোধের প্রকাশ ঘটেছে।

নৈতিক বিষয়ঃ দেশপ্রেম।

জাতীয় সংগীত
বই এর শুরুতে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ও গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ বিবৃত রয়েছে যেখানে নান্দনিকতা ও দেশাত্মবোধের প্রকাশ ঘটেছে।

নৈতিক বিষয়ঃ দেশপ্রেম, নান্দনিকতা।

গদ্যঃ বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর
বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের বীরত্বগাথা, তাঁর ও তাঁর মায়ের আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম তুলে ধরে মুক্তিযুদ্ধ ও শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, কৃতজ্ঞতাবোধ।

সারণিঃ ৪.১.১-ঘ.২ বাংলা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়ব বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
-প্রমিত উচ্চারণে পরিচিত শব্দ,কথোপকথন শুনে বুঝবে এবং আদেশ, ঘোষণা ইত্যাদি শুনে পালন করতে শিখবে। -(উল্লিখিত বিষয়সমূহের অলোচনায় আদেশ ও ঘোষণার প্রসঙ্গটি বিধৃত নয়।)	-মহৎ জীবন	গদ্যঃ বাংলার খোকা পৃষ্ঠাঃ ২৫-২৬
		গদ্যঃ কাজী মোতাহার হোসেনের ছেলেবেলা পৃষ্ঠাঃ ৩৩-৩৫
		গদ্যঃ খলিফা হযরত ওমর (রা) পৃষ্ঠাঃ ৪২-৪৪
-প্রমিত উচ্চারণে পরিচিত শব্দ, কথোপকথন শুনে বুঝবে এবং আদেশ, ঘোষণা ইত্যাদি শুনে পালন করতে শিখবে। -(উল্লিখিত বিষয়সমূহের অলোচনায় আদেশ ও ঘোষণার প্রসঙ্গটি বিধৃত নয়।)	-বাংলাদেশের উৎসব ও পালা-পার্বণ ও ঐতিহ্য	গদ্যঃ শীতের পিঠেপুলি পৃষ্ঠাঃ ৮৩-৮৫
	-চরিত্রগঠন	গদ্যঃ প্রিয় শিক্ষক পৃষ্ঠাঃ ১১-১৩
		গদ্যঃ এক বছরের রাজা (সুকুমার রায়) পৃষ্ঠাঃ ৫৯-৬২
		গদ্যঃ সমবায় ভাবনা পৃষ্ঠাঃ ৯৫
	-ভ্রমণ	গদ্যঃ ছোটমামার গল্প পৃষ্ঠাঃ ১১৪-১১৯

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

গদ্যঃ বাংলার খোকা
জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান- এর ছেলেবেলা ও জীবনের বিভিন্ন ঘটনা আলোচনার মধ্য দিয়ে অসহায়, দুঃখী মানুষের প্রতি মমতা ও দেশপ্রেম বর্ণনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ মমতা, সহানুভূতি, দেশপ্রেম।

Dhaka University Institutional Repository

গদ্যঃ কাজী মোতাহার হোসেনের ছেলেবেলা
আলোচনায় তাঁর ছেলেবেলার সারল্য, অধ্যবসায় ও মেধাদীপ্ত বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: অধ্যবসায়।

গদ্যঃ খলিফা হযরত ওমর (রা)
আলোচনায় তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে মহৎ জীবন আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। তিনি সৎ, মার্জিত, সাহসী যোদ্ধা, মহৎ, মানুষের দুঃখ-কষ্টে অত্যন্ত কোমল ছিলেন, গভীর রাতে মহল্লায় ঘুরে মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে সাহায্য করতেন, তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে বেদুইন এর স্ত্রীকে সাহায্য করান। তাঁর বিচার ব্যবস্থায় উঁচু-নিচু, ধণী-গরিব, আপন-পর কোন ভেদাভেদ ছিল না, ভৃত্যকে উটে চড়িয়ে নিজে উট চালিয়েছেন। আগে সালাম দেওয়া, কোন কাজ করার আগে অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নেওয়া, যে কোন কাজ মনোযোগ দিয়ে করা, সবার প্রতি সুবিচার করার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছেন।

নৈতিক বিষয়: মহত্ত্ব, সততা, দেশপ্রেম, মমতা, দয়া, সেবাপরায়নতা, সাম্য, বিনয়, অধ্যবসায়, ন্যায়বিচার, পরোপকার, মার্জিতবোধ।

গদ্যঃ শীতের পিঠেপুলি
গ্রামের গল্পের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন পিঠার বর্ণনা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে। 'শিগগির হাতমুখ ধুয়ে আয়। পিঠা খাবি'- এই বাক্যটিতে আহ্বান রয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি।

গদ্যঃ প্রিয় শিক্ষক
মাতৃহীন শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষিকার মমতা তাকে নতুন জীবন ও সফলতা দিল, গল্পটিতে শিক্ষিকার প্রতি সেই ছাত্রের শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: মমতা, স্নেহপরায়নতা, শ্রদ্ধাশীলতা।

গদ্যঃ এক বছরের রাজা
একজন কৃতদাস ঘটনাক্রমে অদ্ভুত এক দ্বীপে উপনীত হলে বিপদাপন্ন হন। কিন্তু সে দেশের জ্ঞানী আর পণ্ডিতদের পরামর্শ মেনে চলে অপব্যয় না করে, বুদ্ধিমত্তার সাথে, সময় নষ্ট না করে, পরিশ্রম করায় কীভাবে সে বিপদ মুক্ত হয়ে নতুন রাজত্ব লাভ করে সেই গল্প বর্ণনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: কর্মনিষ্ঠা, মিতব্যয়িতা, সময়ের সদ্ব্যবহার, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা।

গদ্যঃ সমবায় ভাবনা
বুদ্ধিমান, সাহসী ও পরিশ্রমী মানুষ সমবায় এর মাধ্যমে কীভাবে স্বাবলম্বী ও পুরস্কৃত হতে পারে তা দেখানো হয়েছে। ৩ ধরনের পেশার, ৩টি ধর্মের নারী-পুরুষের একতাবদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সাম্য প্রকাশ পেয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সাহসিকতা, কর্ম তৎপরতা, একতা, সাম্য।

গদ্যঃ ছোটমামার গল্প
রাবেয়া ও রাকিব গ্রীষ্মের ছুটিতে মামার বাড়িতে বেড়াতে যায়। একে অপরের কুশল ও সালাম বিনিময়ে শিষ্টাচার প্রতিফলিত হয়েছে। 'যারা কষ্ট সহিষ্ণু তারা জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারে' মামার উপদেশের মাধ্যমে বাণীটি উল্লেখ করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: আদব-কায়দা, কর্মনিষ্ঠা।

সারণিঃ ৪.১.১-ঘ.৩ বাংলা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়ব বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	**বিষয়ববস্তু**	
- প্রমিত উচ্চারণে ছড়া, কবিতা, গল্প, বর্ণনা ও আলোচনা শুনে মূলভাব বুঝবে।	- উদ্দীপনামূলক কবিতা	**কবিতাঃ** মুক্তির ছড়া (সানাউল হক) পৃষ্ঠাঃ ২২
	- বাংলাদেশের লোককাহিনী	**গদ্যঃ** টুনটুনি ও কুনোব্যাঙ পৃষ্ঠাঃ ৯০-৯৩
	- দেশের সম্পদ ও তার ব্যবহার	**- শিক্ষাক্রমের এই বিষয়বস্তু পাঠ্যপুস্তকে আলোচিত হয়নি।**
	- খেলাধুলা	**গদ্যঃ** একটি মজার ফুটবল খেলা পৃষ্ঠাঃ ১০৬-১০৮
- প্রমিত উচ্চারণে পরিচিত শব্দ, ছোট ছোট বাক্য বলবে এবং যথাযথ ভঙ্গিতে আদেশ, অনুরোধ ও সম্বোধন করতে শিখবে। - ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করবে, সেগুলোর মূলভাব বুঝবে, ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর বলবে এবং জানা ও সহজ বিষয়ে আলোচনা করবে। - বিভিন্ন পরিবেশে বিনয়ের সঙ্গে অনুমতি চাইতে, সম্বোধন করতে শিখবে। **(উল্লিখিত বিষয়সমূহের উপস্থাপনায় 'যথাযথ ভঙ্গিতে আদেশ, অনুরোধ ও সম্বোধন করতে শিখবে' এবং 'বিভিন্ন পরিবেশে বিনয়ের সঙ্গে অনুমতি চাইতে, সম্বোধন করতে শিখবে' প্রসঙ্গগুলি বিধৃত নয়।)**	- ভাষা/ভাষা-আন্দোলন	**কবিতাঃ** বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষা (কায়কোবাদ), পৃষ্ঠাঃ ৮
	- নীতি কবিতা	**কবিতাঃ** মা (কাজী নজরুল ইসলাম) পৃষ্ঠাঃ ৩৯-৪০
		কবিতাঃ জানাজানি (আসাদ চৌধুরী) পৃষ্ঠাঃ ৬৫
		কবিতাঃ পারিব না (কালী প্রসন্ন ঘোষ) পৃষ্ঠাঃ ৭৭
		কবিতাঃ প্রার্থনা (গোলাম মোস্তফা), পৃষ্ঠাঃ ১১১
	- ঋতুভিত্তিক কবিতা	**কবিতাঃ** হেমন্ত (সুফিয়া কামাল) পৃষ্ঠাঃ ৮০
বইয়ের শেষে 'পরনিন্দা ভালো নয়' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

কবিতাঃ মুক্তির ছড়া

বাংলাদেশের রূপ, মুক্তিযুদ্ধ ও দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে।

নৈতিক বিষয়ঃ দেশপ্রেম, নান্দনিকতা।

গদ্যঃ টুনটুনি ও কুনোব্যাঙ

কুনোব্যাঙ মিথ্যা কথা বলত, মিথ্যা ভয় দেখানোয় টুনটুনি ভয় পেলে কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে। মিথ্যা বলা বড় অপরাধ এবং শেষ পর্যন্ত মিথ্যা বলার জন্য কুনোব্যাঙকে রাজার বিচারে শাস্তি পেতে হয়। চাকমা এই রূপকথাটির মাধ্যমে সেই শিক্ষা দান করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার।

গদ্যঃ একটি মজার ফুটবল খেলা

প্রবন্ধটিতে একটি ফুটবল খেলার বর্ণনার মধ্য দিয়ে খেলার নিয়ম-কানুন তুলে ধরা হয়েছে। খেলার শুরুতে করমর্দনের বর্ণনায় সৌজন্য ও শিষ্টাচার প্রকাশ পেয়েছে। 'এক পক্ষ হারবেই, এতে বিচলিত বা দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই'- খেলা শেষে প্রধান শিক্ষকের এই বক্তব্যে সংহতি প্রকাশ পেয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, স্বাস্থ্য রক্ষা, শিষ্টাচার, সংহতি।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাঃ বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষা
গ্রামবাংলার প্রকৃতির বর্ণনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, নান্দনিকতা।

কবিতাঃ মা
বহু কষ্টে মা সন্তান মানুষ করেন, সন্তান যাতে কষ্ট না পায়, পড়াশুনায় ভালো হয়, অনেক বড় হয় মা সেই কামনা করেন। কবিতাটিতে মায়ের মমতা ও স্নেহ তুলে ধরা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: মমতা।

কবিতাঃ জানাজানি
পাখির গান ও উদার আকাশের উদাহরণের মাধ্যমে দেশপ্রেম ও মাতৃভাষার প্রতি মমতা উপস্থাপিত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, নান্দনিকতা।

কবিতাঃ পারিব না
অলসতা পরিহার করে শতবারের কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে সফলতা অর্জনের শিক্ষা দান করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: কর্মনিষ্ঠা।

কবিতাঃ প্রার্থনা
স্রষ্টার গুণগান ও ভক্তির মাধ্যমে সঠিক পুণ্যের পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সততা।

কবিতাঃ হেমন্ত
কবিতাটিতে হেমন্ত কালে গ্রাম বাংলার প্রকৃতি তুলে ধরা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, নান্দনিকতা।

পঞ্চম শ্রেণী

বাংলা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ২টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে যথা- **'যথাযথ ভঙ্গিতে আদেশ, অনুরোধ ও সম্বোধন করতে শিখবে'** এবং **বিভিন্ন পরিবেশে আদব-কায়দা রক্ষা করে কথা বলতে শিখবে'**। উক্ত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ২টি শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুর সাথে সরাসরি সঙ্গতিপূর্ণ নয় তবে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের ৫টি বিষয়বস্তুর মধ্যে তার প্রতিফলন আছে। শিক্ষাক্রমে ১২টি নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয়বস্তু রয়েছে যার আলোকে পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয়বস্তু ২১টি। শিক্ষাক্রমের উক্ত বিষয়বস্তু ছাড়াও পাঠ্যবই এ আরো ৬টি নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ রয়েছে। নিচের সারণি ৪.১.১-৬.১ থেকে ৪.১.১-৬.৩ এবং পাঠ্যবিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে:

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৪.১.১-ঙ.১ বাংলা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	**বিষয়বস্তু**	
- প্রমিত উচ্চারণে, ছড়া, কবিতা, গল্প, বর্ণনা, আলোচনা ও বক্তৃতা শুনে বুঝবে। - যথাযথ ভঙ্গিতে আদেশ, অনুরোধ ও সম্বোধন করতে শিখবে। - ছন্দ রক্ষা করে ছড়া, কবিতা আবৃত্তি করতে, সেগুলোর মূলভাব বলতে ও সহজ বিষয়ে মতামত প্রদান করতে এবং সহজ বিষয়ে বক্তৃতা করতে শিখবে। - বিভিন্ন পরিবেশে আদব-কায়দা রক্ষা করে কথা বলতে শিখবে। - **(উল্লিখিত বিষয়সমূহের উপস্থাপনায় 'যথাযথ ভঙ্গিতে আদেশ, অনুরোধ ও সম্বোধন করতে শিখবে' এবং 'বিভিন্ন পরিবেশে আদব-কায়দা রক্ষা করে কথা বলতে শিখবে' প্রসঙ্গগুলি বিধৃত নয়।)**	- বাংলাদেশ	গদ্য: আমাদের এই দেশ পৃষ্ঠা: ১-৫
		কবিতা: দেশের জন্য (সৈয়দ আলী আহসান) পৃষ্ঠা: ১২৮-১২৯
		গদ্য: গানের দেশে প্রাণের উল্লাস (মনসুর মুসা) পৃষ্ঠা: ৭১-৭৩
		গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা
		জাতীয় সংগীত
	- মুক্তিযুদ্ধ	গদ্য: বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মোস্তফা কামাল (ড.মাহবুবুল হক) পৃষ্ঠা: ৬১-৬৪
		গদ্য: অপেক্ষা (সেলিনা হোসেন) পৃষ্ঠা: ১৪৬-১৫০
	- মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বুদ্ধিজীবী	গদ্য: আমরা তাদের ভুলবনা পৃষ্ঠা:৫৪-৫৮
	- শিল্পকলা	গদ্য: শখের মৃৎশিল্প (শফিউল আলম) পৃষ্ঠা:২৯-৩২
		গদ্য: মহাস্থানগড়ে একদিন (মনসুর মুসা) পৃষ্ঠা:১০৩-১০৫
	- বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক কাহিনী	গদ্য: শহিদ তিতুমীর (শফিউল আলম) পৃষ্ঠা: ৯১-৯৩
	- জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য - খাদ্য ও পুষ্টি	**- শিক্ষাক্রমের এই বিষয়বস্তু পাঠ্যপুস্তকে আলোচিত হয়নি।**

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

গদ্য: আমাদের এই দেশ

নিবন্ধটিতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের বর্ণনার মধ্য দিয়ে দেশের প্রতি ভালোবাসা ফুটে উঠেছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, নান্দনিকতা।

কবিতা: দেশের জন্য

কবিতাটিতে প্রকৃতির বর্ণনার মধ্য দিয়ে দেশের জন্য গর্ব ও ভালবাসা ফুটে উঠেছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, নান্দনিকতা।

গদ্য: গানের দেশে প্রাণের উল্লাস

বাংলাদেশ গানের দেশ। বাংলাদেশের গ্রাম, বিভিন্ন এলাকার শ্রমজীবী মানুষের কাজে, অনুষ্ঠানে, জীবনের অস্তিত্বের সাথে মিশে আছে গান। এ দেশের বিভিন্ন লোক সংগীত, বাদ্য যন্ত্র, শিল্পীর বর্ণনাসহ গানের এক আবেগময়, নান্দনিক উপস্থাপনা গল্পটি, যার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমও ফুটে উঠেছে।

নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, নান্দনিকতা, দেশপ্রেম।

Dhaka University Institutional Repository

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

বই এর শুরুতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার পরিচিতি, পতাকা নির্মাণ ও ভবনে ব্যবহারের নিয়মাবলি উপস্থাপিত হয়েছে যেখানে দেশাত্মবোধের প্রকাশ ঘটেছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম।

জাতীয় সংগীত

বই এর শুরুতে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত ও গাওয়ার জন্য জাতীয় সংগীতের পূর্ণপাঠ বিবৃত রয়েছে যেখানে নান্দনিকতা ও দেশাত্মবোধের প্রকাশ ঘটেছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, নান্দনিকতা।

গদ্য: বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মোস্তফা কামাল

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মোস্তফা কামাল নিজের আত্মদানের বিনিময়ে সাথী মুক্তিসেনাদের মহামূল্যবান জীবন রক্ষা করেন। তাঁর অনমনীয় দৃঢ়তা ও আত্মদান এ দেশবাসী কোন দিন ভুলবে না। তিনি আমাদের গর্ব, আমাদের গৌরব। মুক্তিযুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠের বীরত্বগাঁথা, দেশপ্রেম তুলে ধরা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, কৃতজ্ঞতাবোধ।

গদ্য: অপেক্ষা

রুমা আর রুবা দুই বোন মুক্তিযুদ্ধে তাদের বাবাকে হারায়। মুক্তিযুদ্ধ, দেশপ্রেম, মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদের আত্মত্যাগের গল্প বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, সাহসিকতা।

গদ্য: আমরা তাদের ভুলবনা

দেশের জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁরা এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান, তাঁরা আমাদের অতি আপনজন, পরমাত্মীয়। তাঁদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা পেয়েছি, আমরা তাদের ভুলবনা। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগ ও তাঁদেরকে নির্মম হত্যার ইতিহাস উল্লেখ করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, কৃতজ্ঞতাবোধ।

গদ্য: শখের মৃৎশিল্প

মামার বাড়ি অনন্দপুরে বৈশাখি মেলা ও কুমোর পাড়ার মৃৎশিল্প পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে এবং মামার বর্ণনায় বাংলাদেশের মৃৎশিল্প, টেরাকোটাসহ হাজার বছরের সভ্যতার নিদর্শন, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি উঠে এসেছে।

নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, নান্দনিকতা।

গদ্য: মহাস্থানগড়ে একদিন

গল্পের মধ্য দিয়ে মহাস্থানগড়ের বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের বিবরণে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও নান্দনিকতা উঠে এসেছে।

নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, নান্দনিকতা।

গদ্য: শহিদ তিতুমীর

এ দেশের মানুষের মনে ছিল পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার অমিত তেজ। ইংরেজ ও জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে তিতুমীর মুসলমানদের সত্যিকার মুসলমান হতে এবং হিন্দুদের অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আহবান জানালে, তারা সাড়া দেন। তিতুমীর বাশের কেল্লা বানিয়ে প্রতিরোধ ও যুদ্ধ করে দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে এদেশের মানুষের মনে অমর হয়ে আছেন–প্রবন্ধটিতে সেই ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, সাহসিকতা, আত্মত্যাগ।

সারণি: ৪.১.১-ঙ.২ বাংলা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়ববস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	**বিষয়ববস্তু**	
- প্রমিত উচ্চারণে, ছড়া, কবিতা, গল্প, বর্ণনা, আলোচনা ও বক্তৃতা শুনে বুঝবে। - যথাযথ ভঙ্গিতে আদেশ, অনুরোধ ও সম্বোধন করতে শিখবে। - ছন্দ রক্ষা করে ছড়া, কবিতা আবৃত্তি করতে, সেগুলোর মূলভাব বলতে ও সহজ বিষয়ে মতামত প্রদান করতে এবং সহজ বিষয়ে বক্তৃতা করতে শিখবে। - বিভিন্ন পরিবেশে আদব-কায়দা রক্ষা করে কথা বলতে শিখবে।	- নিকট পরিবেশ - প্রকৃতি ও জীবন	**গদ্য:** কুমড়ো ও পাখির কথা পৃষ্ঠা: ৪৪-৪৮
		গদ্য: মানুষের বন্ধু গাছপালা পৃষ্ঠা: ১১১-১১৪
	- বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য	**গদ্য:** প্রাণিজগৎ এক বিস্ময় পৃষ্ঠা: ১৩১-১৩৫
		কবিতা: জোনাকিরা (আহসান হাবীব) পৃষ্ঠা: ১১৮-১১৯
	- মহৎ জীবন	**গদ্য:** বিদায় হজ (জসীম উদ্দীন আহমদ) পৃষ্ঠা: ২৪-২৬
		গদ্য: মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (শফিউল আলম) পৃষ্ঠা: ১২২-১২৫
		কবিতা: শিক্ষাগুরুর মর্যাদা (কাজী কাদের নেওয়াজ) পৃষ্ঠা: ৮০-৮১

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

গদ্য: কুমড়ো ও পাখির কথা:

গল্পটিতে চাল কুমড়ো ও পাখির কথোপকথনের মধ্যে নিচের বিষয়গুলি উঠে এসেছে:
মানুষ বনের গাছপালা কেটে সাফ করছে, জীবজন্তু ও পাখি খাঁচায় ভরে রাখে, উপকারীর উপকার স্বাকীর করা উচিত, একে অপরের সাহায্যে বড় হওয়া, সেবা করা, কারো বিপদে সাহায্য করা। গল্পটিতে শিশির, কুমড়ো, রোদ, দোয়েল, বাতাস ও টুনটুনির সুন্দর ব্যবহার, আদব কয়দার সাথে পারস্পরিক কথোপকথনে পরস্পর ৬ বার ভাই বলে সম্বোধন করেছে। আদেশ, অনুরোধ বিষয়টি বিধৃত নয়।

নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, জীবের প্রতি মমতা,পরোপকার, উন্নত আচার ব্যবহার, কৃতজ্ঞতাবোধ, সহযোগিতা, সেবা।

গদ্য: মানুষের বন্ধু গাছপালা

পরিবেশ রক্ষায় গাছপালার কোন বিকল্প নাই। বিভিন্ন গাছপালার বর্ণনা, প্রয়োজনীয়তা/অবদান, তুলে ধরে গাছ লাগানো ও পরিবেশ রক্ষায় সহায়তা করার আহবান জানিয়ে পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অনুযায়ী আদেশ, অনুরোধ, সম্বোধন ও আদব কায়দা বিষয়গুলি বিধৃত হয়নি।

নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, কৃতজ্ঞতাবোধ, নান্দনিকতা।

গদ্য: প্রাণিজগৎ এক বিস্ময়

দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রাণী সম্পর্কিত তথ্য ও বিবরণ প্রদান করে এসব প্রাণী বাঁচিয়ে রাখা আমাদের কর্তব্য একথা বলা হয়েছে। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অনুযায়ী আদেশ, অনুরোধ, সম্বোধন ও আদব কায়দা বিষয়গুলি বিধৃত হয়নি।

নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, জীবের প্রতি মমতা।

কবিতা: জোনাকিরা

রাতের অন্ধকারে জোনাকিরা নিজেদের জ্বালিয়ে সবাইকে আলো বিলিয়ে বলে এটি তাদের ভালোবাসার খেলা, ভালোবাসার সাধ। কবিতাটিতে জোনাকিরা ঝাউয়ের শাখা ও পাখিকে 'ও ভাই' বলে সম্বোধন করেছে। আদেশ ও অনুরোধ বিষয়টি বিধৃত নয়।

নৈতিক বিষয়: মমতা/ভালোবাসা, নান্দনিকতা।

Dhaka University Institutional Repository

গদ্যঃ বিদায় হজ

হযরত মুহম্মদ (স) এর বিদায় হজ এর ভাষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহম্মদ (স) মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন সত্য, ন্যায় ও মানবতার বাণী। তিনি বিদায় হজের ভাষণে প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করে বেশ কিছু উপদেশ ও ঘোষণা প্রদান করেন। যেমন-কৃতদাসের সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার না করা, নিজেদের মত খাবার ও পোষাক পরতে দেওয়া, কোন কৃতদাস নিজের যোগ্যতায় আমীর হলে তাঁকে মেনে চলা, সব মুসলমান একে অন্যের ভাই, কারো সম্পত্তি জোর করে দখল না করা, ঋণ পরিশোধ, নারী পুরুষের সমান অধিকার, সুদ, ঘুষ দেওয়া-নেওয়ায় বিরত থাকা, কখনো অন্যায় বা অবিচার না করা, পাপ থেকে দূরে থাকা, একজনের অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ি না করা, ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা, নিজের ধর্ম পালন, নিজের ধর্ম অন্যের উপর চাপানোর চেষ্টা না করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত না করা, অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা না করা, পরের সম্পদ আত্মসাত না করা, কারো ওপর অত্যাচার না করা। এই ভাষণে হযরত মুহম্মদ (স) এর মানুষের প্রতি অনুরোধ ও সম্বোধন রয়েছে। আদেশ এবং বিভিন্ন পরিবেশে আদব-কায়দা রক্ষা করে কথা বলতে শিখবে প্রসঙ্গগুলি বিধৃত নয়।

নৈতিক বিষয়: মানবিকতা/মানবতাবাদ, কৃতজ্ঞতাবোধ, ন্যায়পরায়নতা/ন্যায়বিচার, অহিংসা,অহংকার বর্জন, অপরের প্রতি সম্মান, অপর ধর্মে সহনশীলতা, দয়া, পরিমিতিবোধ, সমতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, সততা।

গদ্যঃ মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর জীবন, আদর্শ, বাংলাদেশের মানুষ, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে অবদান তুলে ধরা হয়েছে। তিনি নির্যাতিত, নিপীড়িত মজলুম মানুষের কাছাকাছি কাধেঁ কাধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছেন, পাকিস্তান সরকারের পূর্বপাকিস্তানের জনগণের প্রতি অত্যাচার, নিপীড়ন, বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, স্বাধীনতার পরও তিনি দেশের জন্য অবদান রেখেছেন, তাঁর জীবনাচরণ ছিল অত্যন্ত সাদামাটা ও সহজ সরল। প্রগাঢ় স্বদেশ প্রেম, প্রগতিশীল আদর্শ ও প্রতিবাদী চেতনার জন্য তিনি চিরকাল এদেশের মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বেঁচে থাকবেন-এ সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অনুযায়ী আদেশ, অনুরোধ ও সম্বোধন করতে শিখবে এবং বিভিন্ন পরিবেশে আদব-কায়দা রক্ষা করে কথা বলতে শিখবে প্রসঙ্গগুলি বিধৃত নয়।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, মমতা, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ, লোভহীনতা, অহংকার বর্জন, আত্মত্যাগ, রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা, পরিবেশ রক্ষা, নির্মলতা, পরার্থপরতা, কৃতজ্ঞতাবোধ।

কবিতাঃ শিক্ষাগুরুর মর্যাদা

পুত্র কেন শিক্ষকের পায়ে শুধু পানি ঢেলে দিল, নিজ হাতে সযতনে পা ধুয়ে দিল না সেজন্য বাদশাহ মনে ব্যথা পেয়েছেন। বাদশা আলমগীর, তাঁর পুত্র ও শিক্ষকের কাহিনীর মধ্য দিয়ে শিক্ষকের প্রতি বাদশাহর মর্যাদা ও সম্মান এবং বাদশাহর মহত্ত্ব ফুটে উঠেছে। কবিতাটিতে শিক্ষক ও বাদশাহর কথোপকথনে একে অপরের প্রতি অদব-কায়দার সাথে সম্বোধন রয়েছে, আদেশ ও অনুরোধ বিধৃত নয়।

নৈতিক বিষয়: মহত্ত্ব, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, উন্নত আদব-কায়দা, বিনয়, অহংকার বর্জন, সাহসিকতা, আত্ম সম্মানবোধ।

সারণিঃ ৪.১.১-ঙ.৩ বাংলা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়ববস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়ববস্তু	
-প্রমিত উচ্চারণে, ছড়া, কবিতা, গল্প, বর্ণনা, আলোচনা ও বক্তৃতা শুনে বুঝবে। -যথাযথ ভঙ্গিতে আদেশ, অনুরোধ ও সম্বোধন করতে শিখবে। -বিভিন্ন পরিবেশে আদব-কায়দা রক্ষা করে কথা বলতে শিখবে।	-বাংলাদেশের একটি লোককাহিনী	গদ্যঃ দুঃখু আর সুখু পৃষ্ঠা: ১২-১৫ গদ্যঃ দৈত্য ও জেলে পৃষ্ঠা: ৩৮-৪১ গদ্যঃ জলপরী ও কাঠুরের গল্প (ঈশপ) পৃষ্ঠা: ৮৪-৮৫
-পাঠ্যপুস্তকের এই বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমে বিধৃত নয়।	-পাঠ্যপুস্তকের এই বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমে বিধৃত নয়।	**কবিতাঃ** কে (ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত) পৃষ্ঠা: ৩৫ **কবিতাঃ** তুলনা (শেখ ফজলল করীম) পৃষ্ঠা: ৫০

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
		কবিতা: চাষী (রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী) পৃষ্ঠা: ৮৮
		কবিতা: সবার আমি ছাত্র (সুনির্মল বসু) পৃষ্ঠা: ১৩৮-১৩৯
		কবিতা: পাখি (বন্দে আলী মিয়া) পৃষ্ঠা: ১০৮
		কবিতা: সংকল্প (কাজী নজরুল ইসলাম) পৃষ্ঠা: ২০
বইয়ের শেষে 'সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

গদ্য: দুঃখু আর সুখু

পরিশ্রম, ভালো ব্যবহার, ধৈর্য, পরোপকার, গুরুজনের উপদেশ পালন করা, লোভ না করায় দুঃখু অনেক বড় পুরষ্কার পেল। আর সুখু অলসতা, মন্দ ব্যবহার, অপরের উপকার না করা, উপদেশ পালন না করা, লোভ করায় অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হল। সুখু, দুখু আর চাদের মা বুড়ির এই গল্পে সেকথা বিধৃত হয়েছে। গল্পটিতে অদব-কায়দার সাথে সম্বোধন ও অনুরোধ রয়েছে, আদেশ বিধৃত নয়।

নৈতিক বিষয়: উন্নত আদব-কায়দা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, বিনয়, কর্মনিষ্ঠা, পরোপকার, লোভহীনতা, ধৈর্যশীলতা।

গদ্য: দৈত্য ও জেলে

জীবনদানকারী জেলেকে দৈত্য হত্যা করতে চাইলে বুদ্ধিমান জেলের হাতে কৃতঘ্ন দৈত্যকে পুনরায় বন্দী হতে হলো সেই গল্প বর্ণনা করা হয়েছে। গল্পটিতে অদব-কায়দার সাথে সম্বোধন ও অনুরোধ রয়েছে, আদেশ বিধৃত নয়।

নৈতিক বিষয়: কৃতজ্ঞতাবোধ, অহংকার বর্জন।

গদ্য: জল পরী ও কাঠুরের গল্প

সত্যবাদী কাঠুরিয়ার কুড়ালটি জলে পড়ে গেলে জলপরি তাকে সোনা ও রূপার কুড়াল দিতে চায়। কাঠুরিয়া তা না নিলে তার সততায় ও সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হয়ে জলপরী তাকে অনেক পুরস্কার দিল আর লোভী কাঠুরিয়া লোভ করে মিথ্যা বলায় নিজের কুড়ালটিও হারালো সেই গল্প বিবৃত করা হয়েছে। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অনুযায়ী আদেশ, অনুরোধ ও সম্বোধন করতে শিখবে এবং বিভিন্ন পরিবেশে আদব-কায়দা রক্ষা করে কথা বলতে শিখবে প্রসঙ্গগুলি বিধৃত নয়।

নৈতিক বিষয়: সততা, সত্যবাদিতা, লোভহীনতা।

কবিতা: কে

সর্ব জীবে দয়া যার সে ধার্মিক, সতত আরোগী যে সে সুখী, হিতাহিত বোধ যার সে বিজ্ঞ, বিপদে যে স্থির সে বীর, নিজের কাজ নষ্ট করে যে সে মূর্খ, পরের ভালো করলে সে সাধু, নিজ বোধ আছে যার সে জ্ঞানী। কবিতাটিতে ধার্মিক, সুখী, বিজ্ঞ, ধীর, মূর্খ, সাধু, জ্ঞানী 'কে' সেই প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দয়া, স্বাস্থ্য রক্ষা, ন্যায়পরায়নতা, ধৈর্যশীলতা, কর্মতৎপরতা, পরোপকার।

কবিতা: তুলনা

সত্যের চেয়ে উচুঁ আর কিছু নাই, নিস্পাপ জনে দোষারোপ করা উচিত নয়, স্রষ্টার প্রেম ভক্ত হৃদয়ই সবচেয়ে শক্ত, ঈর্ষা হল আগুনের থেকেও বেশি উত্তপ্ত, স্বজন-বিমূখ হৃদয় সব চেয়ে শীতল, তুষ্ট হৃদয় সাগরের থেকেও ধনবান। কবিতায় সত্য, নিস্পাপ, প্রেমভক্ত বৃহৎ হৃদয়, ঈর্ষাহীনতা, তুষ্ঠ হৃদয়-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সত্যবাদিতা, ন্যায় পরায়নতা, মমতা/ভালোবাসা, ঈর্ষামুক্ততা, কৃতজ্ঞতাবোধ।

Dhaka University Institutional Repository

কবিতাঃ চাষী

দেশের কৃষক মুক্তিকামী মহা সাধক, নিজের সুখের পরিবর্তে অপরের কল্যাণে বহু কষ্ট স্বীকার করে সবার জন্য অন্ন জোগান, লেশমাত্র গর্ব করেন না। তাকে দেখে সবার অহংকার চূর্ণ হওয়া উচিত। কবিতায় কৃষকের অবদান ও শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরার্থপরতা, অহংকার বর্জন, কর্মনিষ্ঠা।

কবিতাঃ সবার আমি ছাত্র

প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান আমাদেরকে শেখায় উদার, কর্মী, মৌন-মহান, দিল-খোলা, তেজদীপ্ত, মধুর কথা, সহিষ্ণুতা, কাজে কঠোর ইত্যাদি গুণাবলি অর্জনে, কবিতাটিতে সেই বর্ণনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: ঔদার্য, কর্মতৎপরতা, মহত্ত্ব, সাহসিকতা, সহিষ্ণুতা।

কবিতাঃ পাখি

দূর দেশ থেকে আনা পাখিকে খাঁচায় বন্দী করে রেখে খোকা অনেক অদর যত্নেও পোষ মানাতে পারেনি। পাখি চায় স্বাধীনতা, তার নিজের পরিমণ্ডল বনেই তার আনন্দ। তাই একদিন সে সত্যিই ডানা মেলে দূর দেশে উড়ে যায়।

নৈতিক বিষয়: জীবের প্রতি মমতা, পরিবেশ রক্ষা, বিবেক বোধ।

কবিতাঃ সংকল্প

বদ্ধ ঘরে নিজেকে রুদ্ধ করে না রেখে সাহসিকতার সাথে অসীম বিশ্বের দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় মানুষের অংশ নেওয়ার সংকল্প তুলে ধরা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সাহসিকতা।

৪.১.২ ইংরেজি

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীদেরকে ইংরেজি ভাষায় স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত যোগাযোগে দক্ষ করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রণীত। Listening, Speaking, Reading ও Writing দক্ষতা, Essential Learning Continua, Terminal Competencies, Attainable Competencies, Learning Outcomes, Contents, Teaching-Learning Strategies/Planned Activities ও Guidelines for textbook writers এর সব কিছুতেই কেবল ভাষা ও ব্যাকরণগত বিধৃতি রয়েছে, নৈতিকতা সম্পর্কিত কোন বিষয়ের উল্লেখ নাই।

নৈতিকতা সম্পর্কিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও বিষয়বস্তু নির্ধারিত না থাকায় পাঠ্যপুস্তকের যে সকল বিষয়বস্তু নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত কেবল সেই সকল বিষয়বস্তু উল্লেখ করে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতা সম্পর্কিত কোন বিষয়বস্তু নাই, কেবল বইয়ের শেষে একটি নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত আছে। তবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর কিছু বিষয়বস্তুতে নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় রয়েছে। নিচে প্রাথমিক স্তরের ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

প্রথম শ্রেণী

প্রথম শ্রেণীর ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বইটিতে নৈতিকতা সম্পর্কিত কোন বিষয়বস্তু নাই। বইয়ের শেষে **'Unity is Strenth'** এই নৈতিক উপদেশ বাক্যটি উল্লেখ করা হয়েছে যার নৈতিক বিষয় হলোঃ একতা।

দ্বিতীয়শ্রেণী

দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বইটিতে নৈতিকতা সম্পর্কিত কোন বিষয়বস্তু নাই। বইয়ের শেষে **'God is kind'** এই নৈতিক উপদেশ বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে যার নৈতিক বিষয় হলোঃ দয়া।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় শ্রেণী

তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বইয়ের ৩টি পাঠে নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় আছে যার মধ্যে ২টি গল্প ও ১টি বিবরণ রয়েছে। বইয়ের শেষে একটি নৈতিক উপদেশ বাক্য রয়েছে। নিচে উক্ত বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

The hare and the tortoise (পৃষ্ঠা: ৪১) গল্পটিতে খরগোশ ও কচ্ছপের দৌড় প্রতিযোগিতায় খরগোশ দ্রুতগামী বলে অলসতা ও আত্মগর্ব করায় যোগ্য হলেও পরাজিত হয়, আর কচ্ছপ অতি ধীরগতি সম্পন্ন হয়েও পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে জয়ী হয়। গল্পের নীতি উপদেশ হলো: ধীর ও অবিচল দৌড়ে জয়ী হয়।

নৈতিক বিষয়: অধ্যবসায়, কর্মনিষ্ঠ, সময়ের সদ্ব্যবহার।

Mahbub's mother (পৃষ্ঠা: ৬২) বিষয়ক আলোচনায় মাহবুবের মায়ের কাজের বর্ণনার মাঝে উল্লেখ করা হয়েছে তার মায়ের বাগানের কাজে সে ও তার বাবা সাহায্য করে থাকে।

নৈতিক বিষয়: কর্মতৎপরতা, সহযোগিতা।

That is What friends are for (পৃষ্ঠা: ৮১-৮৩) গল্পটিতে দেখা যায় হাতি পায়ে আঘাত পেয়ে কাজিনের সাথে দেখা করতে যেতে পারছেনা বলে দুঃখ করে। এবিষয়ে বন্ধুদের উপদেশ চাইলে বন্ধু পাখি বলল, তার পা এমন হলে সে উড়ে চলে যেত, মাকড়সা বলল, তার এমন হলে অন্য ৭টি পা দিয়ে হেঁটে চলে যেত, কিন্তু বন্ধু প্যাঁচা বলল শুধু উপদেশ নয় বরং বন্ধু আরো কিছু করতে পারে, আমরা তার কাজিনকে এখানে নিয়ে আসবো, বন্ধুদের উচিত বন্ধুকে সবসময় সাহায্য করা। এই জন্যই বন্ধু।

নৈতিক বিষয়: বন্ধুভাবাপন্ন, দায়িত্ববোধ, সহযোগিতা।

বইয়ের শেষে **'Health is Wealth'** এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে যার নৈতিক বিষয় হলো স্বাস্থ্য রক্ষা।

চতুর্থ শ্রেণী

চতুর্থ শ্রেণীর ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বইয়ের ৫টি পাঠে নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় আছে যার ১টি গল্প, ১টি কবিতা ও ৩টি বিবরণ। বইয়ের শেষে একটি নৈতিক উপদেশ বাক্য রয়েছে। নিচে উক্ত বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

A Daily Routine (পৃষ্ঠা: ২২) বিষয়ক আলোচনায় দেখা যায় ক্লাসের মেধাবী ফার্স্ট বয় মেহেদী কঠোর পরিশ্রমী। তার সারা দিনের রুটিনের মাধ্যমে তার সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিশ্রম নির্ভর, সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা।

A Prayer (পৃষ্ঠা: ৩৮) কবিতাটিতে স্রষ্টার অবদান, অনুগ্রহ যা তিনি মানুষের জন্য দান করেছেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রার্থনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দয়া, কৃতজ্ঞতাবোধ।

Commands, Request and Insructions-2 (পৃষ্ঠা: ৩৯) বিষয়ক আলোচনায় ইংরেজিতে আদেশ, অনুরোধ, নির্দেশনার আদব ও রীতি শেখানো হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: শিষ্টাচার, আদব-কায়দা।

Making Requests (পৃষ্ঠা: ৬৩) শীর্ষক আলোচনায় অনুরোধ করার আদব ও ভাষারীতি শেখানো হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: শিষ্টাচার, আদব-কায়দা।

Dhaka University Institutional Repository

The Farmer and the Magic Goose (পৃষ্ঠা: ৮৪-৮৫) গল্পটিতে দেখা যায় এক কৃষকের জাদুর রাজহংসী সোনার ডিম পাড়ত, বেশি লোভে সে হাসকে কেটে একবারে সব ডিম পেতে চাইলে দেখলো কোন ডিম নাই। বেশি লোভ করায় কৃষককে সব হারাতে হলো।

নৈতিক বিষয়: লোভহীনতা।

বইয়ের শেষে **'Honesty is the best Policy'** এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সততা।

পঞ্চম শ্রেণী

পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজি পাঠ্যবই বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বই এর ৭টি পাঠে নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় রয়েছে যার ১টি গল্প, ১টি কবিতা ও ৫টি বিবরণ। বইয়ের শেষে একটি নৈতিক উপদেশ বাক্য রয়েছে। নিচে উক্ত বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

Bashir's Friends (পৃষ্ঠা: ১-২) শীর্ষক আলোচনায় বন্ধু বশির ও সাইফ এর কথোপকথনে বন্ধুর প্রতি আন্ত রিকতা, সাহায্য করার মনোভাব ও শিষ্টাচার উঠে এসেছে।

নৈতিক বিষয়: বন্ধুভাবাপন্ন, সহযোগিতা, শিষ্টাচার ।

Commands, lhstructions and Requests (পৃষ্ঠা: ৪-৭) শীর্ষক আলোচনায় ইংরেজিতে আদেশ, নির্দেশনা ও অনুরোধ করার রীতি ও আদব শেখানো হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: শিষ্টাচার, আদব-কায়দা।

Requests (পৃষ্ঠা: ৩০-৩১) বিষয়ক আলোচনায় ইংরেজিতে অনুরোধ করার রীতি ও আদব শেখানো হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: শিষ্টাচার, আদব-কায়দা।

Little Pussy (পৃষ্ঠা: ৬০) কবিতাটিতে দেখা যায় যে ভালো মেয়ে, সে বিড়াল ছানাকে যত্ন করে, আঘাত করেনা, লেজ ধরে টানে না, খেতে দেয়। ফলে বিড়াল ছানাও তাকে ভালোবাসে। কবিতাটিতে সেই বর্ণনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সেবাপরায়নতা, জীবের প্রতি মমতা।

My Country (পৃষ্ঠা: ৬১-৬২) বিষয়ক আলোচনায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি, ফসল, ফলমূল, নদী, কক্সবাজার, সুন্দরবন, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বর্ণনা করে বলা হয়েছে বাংলাদেশ একটি শান্তিময় দেশ, এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তিতে বসবাস করে, আমি আমার দেশকে ভালোবাসি।

নৈতিক বিষয়: নান্দনিকতা, সম্প্রীতি, দেশপ্রেম।

The Night to Remember (পৃষ্ঠা: ৯৪-১০১) গল্পটিতে কাল্পনিক ভূত আদনানকে তাড়া করেছিল। কিন্তু তার ভুল ভাঙলে বুঝতে পারল ভূত বলে কিছু নাই, গল্পের মাধ্যমে একথাই বোঝানো হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: কুসংস্কারমুক্ততা।

My Mother (পৃষ্ঠা: ১১৬) বিষয়ক আলোচনায় মায়ের দৈনন্দিন কাজের রুটিনের মধ্য দিয়ে তিনি পরিবারের নানা ধরনের কাজ করেন, সবার যত্ন নেন, অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে যান, সেবা করেন তার বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া মায়ের প্রতি ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, কর্তব্যপরায়নতা, সেবা পরায়নতা।

বইয়ের শেষে **'Slow and steady wins the race'** এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: অধ্যবসায়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৩ গণিত

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য, প্রান্তিক যোগ্যতা, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, বিষয়বস্তু, পরিকল্পিত কাজ, লেখকের জন্য নির্দেশনা ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সাধারণ নির্দেশনায় কেবল গাণিতিক দক্ষতার বিষয় রয়েছে। কোন ক্ষেত্রে নৈতিকতা সম্পর্কিত কোন বিধৃতি নাই। নৈতিকতা সম্পর্কিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও বিষয়বস্তু না থাকায় পাঠ্যপুস্তকের গাণিতিক সমস্যার মধ্যে পরোক্ষভাবে যে সকল নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয়ের প্রতিফলন আছে সেগুলিকেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিচে সেগুলি তুলে ধরা হয়েছে:

প্রথম শ্রেণী

প্রথম শ্রেণীর গণিত পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ৩টি গাণিতিক সমস্যায় নৈতিকতা সম্পর্কিত বার্তা আছে। বইয়ের কিছু চিত্রের মধ্য দিয়েও নৈতিকতা উঠে এসেছে। যেমন: চিত্রসমূহ নান্দনিক এবং ছেলে ও মেয়ে শিশুদের ছবিতে লিঙ্গ সমতা পরিলক্ষিত। বইয়ের শেষে একটি নৈতিক উপদেশ বাক্য রয়েছে। নিচে সে সকল বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

গণনা কর (পৃষ্ঠা: ২) বিষয়ে 'এক' গণনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম এর চেতনা জাগ্রত করতে সহায়ক।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম।

সমস্যা সমাধান কর (পৃষ্ঠা: ৬৪, অংক: ৫) বিষয়ক গণিতে রাজু রিমিকে ২টি চকলেট দিয়েছে যাতে দান ও ত্যাগ প্রকাশিত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: আত্মত্যাগ।

সমস্যা সমাধান কর (পৃষ্ঠা: ৬৮, অংক: ৫) বিষয়ক গণিতে শেলী তার ছোট বোনকে ৪টি খেলনা দিয়েছে যাতে দান ও ত্যাগ প্রকাশ পেয়েছে।

নৈতিক বিষয়: আত্মত্যাগ।

দেখি সব পারি কি না (পৃষ্ঠা: ৭১, অংক: ১০) বিষয়ক গণিতে নিয়াজ হাসানকে ১০টি মারবেল দিয়েছে যাতে দান ও ত্যাগ প্রকাশিত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: আত্মত্যাগ।

বইয়ের শেষে **'সদা সত্য কথা বলিবে'** এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে ।

নৈতিক বিষয়: সত্যবাদিতা।

দ্বিতীয়শ্রেণী

দ্বিতীয় শ্রেণীর গণিত পাঠ্যবই বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ৩টি গাণিতিক সমস্যায় নৈতিকতা সম্পর্কিত বার্তা আছে। বইয়ের চিত্রসমূহ নান্দনিক। বইয়ের শেষে একটি নৈতিক উপদেশ বাক্য রয়েছে। নিচে সে সকল বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

বিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা (পৃষ্ঠা: ৪২, অংক: ১) বিষয়ক অংকে হাসান তার বোনকে নিজের টাকা থেকে ১০ টাকার ৩টি নোট দিয়েছে, যাতে দান ও ত্যাগ প্রকাশিত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: আত্মত্যাগ।

বিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা (পৃষ্ঠা: ৪৩, অংক: ১১) বিষয়ক অংকে রুবি ছবিকে নিজের টাকা থেকে ১০ টাকার ২টি নোট দিয়েছে যাতে দান ও ত্যাগ প্রকাশিত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: আত্মত্যাগ।

Dhaka University Institutional Repository

দেখি সব পারি কি না (পৃষ্ঠা: ৬৮, অংক: ৯) বিষয়ক অংকে নানু তার নাতি-নাতনিদের ৩২ টাকা সমান ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন যাতে সমতা প্রকাশ পেয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সমতা।

বইয়ের শেষে **'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল'** এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে ।

নৈতিক বিষয়: স্বাস্থ্য রক্ষা।

তৃতীয় শ্রেণী

তৃতীয় শ্রেণীর গণিত পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ১টি গাণিতিক সমস্যায় নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় আছে। বইয়ের শেষে একটি নৈতিক উপদেশ বাক্য রয়েছে। নিচে সে সকল বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

সমস্যার সমাধান (যোগ, বিয়োগ, গুন ও ভাগ সংক্রান্ত) (পৃষ্ঠা: ৬০, অংক: ১৩) বিষয়ক অংকে ২৫ জন মহিলার দেওয়া চাঁদা বন্যা দুর্গতদের মাঝে সমান ভাবে বিতরণ করা হয়েছে যাতে সমতা, ত্যাগ ও দানশীলতা প্রকাশ পেয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সমতা, আত্মত্যাগ।

বই এর শেষে **'আয় বুঝে ব্যয় কর'** এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে ।

নৈতিক বিষয়: পরিমিতি, মিতব্যয়িতা।

চতুর্থ শ্রেণী

চতুর্থ শ্রেণীর গণিত পাঠ্যবই বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ১টি গাণিতিক সমস্যায় নৈতিকতা সম্পর্কিত বার্তা আছে। বইয়ের শেষে একটি নৈতিক উপদেশ বাক্য রয়েছে। নিচে সে সকল বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

ভগ্নাংশের সমস্যা (পৃষ্ঠা: ৮৮, অংক: উদাহরণ ১) বিষয়ক অংকে আদিব তার বোন রুমিকে ৮ ভাগের ৩ অংশ লিচু দিয়েছে যাতে দান ও ত্যাগ প্রকাশ পেয়েছে।

নৈতিক বিষয়: আত্মত্যাগ।

বইয়ের শেষে **'মিতব্যয়ী কখনো দরিদ্র হয় না'** এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে ।

নৈতিক বিষয়: মিতব্যয়িতা।

পঞ্চম শ্রেণী

পঞ্চম শ্রেণীর গণিত পাঠ্যবই বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গণিতে ৮টি গাণিতিক সমস্যায় নৈতিকতা সম্পর্কিত বার্তা আছে। বইয়ের শেষে একটি নৈতিক উপদেশ বাক্য রয়েছে। নিচে সে সকল বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

গাণিতিক প্রতীক ও বাক্য (পৃষ্ঠা: ৫৭, অংক: ৫(ক)) বিষয়ক অংকে মন্টু তার মার্বেল থেকে আটটি মার্বেল পিন্টুকে দিয়েছে যাতে দান ও ত্যাগ প্রকাশিত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: আত্মত্যাগ।

সাধারণ ভগ্নাংশ (পৃষ্ঠা: ১০০, অংক: ৪) বিষয়ক অংকে নগেন বাবু তার সম্পত্তি থেকে নিজের সমান পরিমান স্ত্রীকে এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি থেকে পুত্রদের সমান অংশে ভাগ করে দিয়েছেন যাতে সমতা প্রকাশ পেয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সমতা।

সাধারণ ভগ্নাংশ (পৃষ্ঠা: ১০০, অংক: ৫) বিষয়ক অংকে কমল বাবু তার আয় থেকে ব্যয় শেষে অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে জমা করেন, যাতে সঞ্চয় বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সঞ্চয়।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ ভগ্নাংশ (পৃষ্ঠা: ১০০ , অংক: ১০) বিষয়ক অংকে মতিন সাহেব তার টাকা থেকে দুই কন্যার মধ্যে সমান অংশে ভাগ করে দিয়েছেন যাতে সমতা প্রকাশ পেয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সমতা।

দশমিক ভগ্নাংশ (পৃষ্ঠা: ১০৫, অংক: ২৩) বিষয়ক অংকে তমা তার টাকা থেকে তার ছোট ভাইকে ১৫.৫০ টাকা ও বন্ধুকে ১২.৭৫ টাকা দিয়েছে যাতে দান ও ত্যাগ প্রকাশিত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: আত্মত্যাগ।

শতকরা (পৃষ্ঠা: ১২৬, অংক: ১৫) বিষয়ক অংকে ৪৫০ জন সৈন্যের মধ্যে ৬৩ জন সৈন্য শহীদ হয়েছে যাতে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ উঠে এসেছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ।

শতকরা (পৃষ্ঠা: ১২৬, অংক: ১৯) বিষয়ক অংকে আনোয়ারা বেগম তার বেতনের ১০% হারে ভবিষ্যৎ তহবিলে জমা করেন যাতে সঞ্চয় বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সঞ্চয়।

জমা খরচ ও ক্যাশমেমো (পৃষ্ঠা: ১৬৫) বিষয়ক অংকে ভূমিকায় বলা হয়েছে–আয় ব্যয় লিপিবদ্ধ করে জমা খরচ তৈরি করা হলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে 'আয় বুঝে ব্যয়' এর তাৎপর্য। এখানে পরিমিতি ও মিতব্যয়িতা প্রকাশিত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিমিতি, মিতব্যয়িতা।

বইয়ের শেষে **'অপরিচিত জনকে আপনি বলুন'** এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: শিষ্টাচার।

৪.১.৪ পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বিষয়ের শিক্ষাক্রমে নৈতিকতার বিষয়সমূহ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয়ভাবেই বিধৃত। অর্জন উপযোগী যোগ্যতার পরিসর ব্যপক এবং সেগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে। সেই আলোকেই বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কিছু বিষয়বস্তুর বার্তার সাথে অপর কোন কোন বিষয়বস্তুর মিল রয়েছে, কিছু বিষয়ের কাঠিন্য এবং পুনরাবৃত্তির মাত্রা বেশি, বেশ কিছু বিষয়ের বিন্যাস সুশৃঙ্খল নয় এবং বিষয়বস্তু অনেক বেশি ভারাক্রান্ত। যেমন: পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি তৃতীয় শ্রেণীতে পরিবেশ দূষণ, শ্রমের মর্যাদা, পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ, পরিবার ও বিদ্যালয়ের নিয়ম শৃঙ্খলা, বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সমস্যা, চতুর্থ শ্রেণীতে বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ, শ্রমের মর্যাদা, গণতান্ত্রিক মনোভাব, আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ এবং পঞ্চম শ্রেণীতে পরিবেশ সংরক্ষণ, শ্রমের গুরুত্ব, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ, সামাজিক গুণাবলি ও মূল্যবোধ বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে। নিচের সারণিসমূহতে পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বিষয়ের শ্রেণীভিত্তিক নৈতিকতা সম্পর্কিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। উক্ত বিষয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে ভিত্তি করে সারণির নিচে পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণী

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ৩০টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে যা শিক্ষাক্রমের ৩২টি বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। উক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে পাঠ্যপুস্তকে ১১টি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাক্রমের **'মানুষে মানুষে সমঝোতা, সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য কী জানবে'** এবং **'জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষ সমান এই বিষয়টি উপলব্ধি করবে এবং সকলের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করবে'**-এই দু'টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও তার জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তু মূলত আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিধৃত হলেও তাতে অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত এবং পাঠ্যপুস্তকে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়নি। এছাড়া অপর অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহ, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এবং তার আলোচনার ব্যপকতায় আধিক্য ও পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত। নিচের সারণি ৪.১.৪-ক.১ থেকে ৪.১.৪-ক.৪ এবং পাঠ্যবিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি: ৪.১.৪-ক.১ পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	**বিষয়বস্তু**	
- পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে জানবে। - বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণগত সমস্যা সম্পর্কে জানবে।	- পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা। - বাড়ি ও আশেপাশের কয়েকটি পরিবেশ দূষণগত সমস্যা।	পরিবেশ দূষণ পৃষ্ঠা: ৪-৫
- নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ, নির্বিশেষে পরিবার, বিদ্যালয় ও আশেপাশের সকল মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে ও মিলেমিশে চলবে। - বিভিন্ন জীবনধারা ও ধর্মের অনুসারী সহপাঠীদের ও প্রতিবেশীদের সামাজিক,সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবকে সম্মান করবে এবং সম্ভব হলে এসব উৎসব, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে। - সমাজে দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে এবং প্রয়োজনে সাহায্য সহযোগিতা করবে।	- সমাজের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানবোধ - সহযোগিতা সহমর্মিতা এবং মিলেমিশে চলা। - সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি। - দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের সাহায্য-সহযোগিতা। - সহপাঠীদের সাহায্য করা। - বাড়ির কাজে সহায়তাকারীদের প্রতি সদয় আচরণ।	আমরা সবাই মানুষ পৃষ্ঠা: ৮-১৪
- বাড়ি ও বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে বড়দের সাহায্য করবে। - সমাজের বিভিন্ন পেশা ও শ্রমজীবীদের সম্পর্কে জানবে এবং তাদের কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করবে।	- শ্রমের মর্যাদা	শ্রমের মর্যাদা পৃষ্ঠা: ৫৭-৬২
- পরিবারের বিভিন্ন কাজ পর্যবেক্ষণ করবে এবং নতুন উন্নয়নমূলক কার্যাবলি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বুঝবে এবং এসবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।	- পরিবারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড - বিদ্যালয় ও সমাজের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড	পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ পৃষ্ঠা: ১৭-২১

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

পরিবেশ দূষণ: পরিবেশ কীভাবে দুষিত হয়, নোংরা, অপরিষ্কার পরিবশে কী কী ক্ষতি হয় এবং পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে আমাদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য রক্ষা।

আমরা সবাই মানুষ: পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্ম, পেশা, বয়স, লিঙ্গের, আয়ের মানুষ বাস করে। তারা সবাই মানুষ। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সবাই মিলে মিশে আনন্দ করা, গরিব-দুঃখীদের দান, সাহায্য করা, শুভেচ্ছা বিনিময়, খেলা করা; বয়সে ছোটবড় হলেও সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার, পারস্পরিক সহায়তা প্রদান; মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশু একসাথে লেখাপড়া, খেলাধুলা করা; ধনী দরিদ্র সবাইকে সম্মান করা, বাড়ির আশেপাশের দরিদ্র মানুষদের সাহায্য করা, খেলার ও পড়ার দরিদ্র সাথীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করা, ভালো ব্যবহার করা; বাড়ির কাজে সহায়তাকারীদের প্রতি সদয় থাকা, ভালো ব্যবহার করা, দুঃখ না দেওয়া, প্রয়োজনে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা; দেশ বা ধর্ম ভিন্ন হলেও সকলের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সম্মান করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সাম্য, সম্প্রীতি, অপর ধর্মে সহনশীলতা, সহযোগিতা, মমত/ভালোবাসাা, দয়া, স্বাস্থ্য রক্ষা, উন্নত আচার-ব্যবহার, অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা, একতা।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমের মর্যাদা: বাড়ি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি রাখার কারণ ও উপায়, এসকল কাজে সাহায্য করা, নিজের সবকিছু গুছিয়ে ও পরিষ্কার রাখা, বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা, বিভিন্ন ধরণের পেশা ও পেশাজীবীদের সম্পর্কে আলোচনা করে তাদেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্যবোধ, কর্মতৎপরতা, সহযোগিতা, অপরের প্রতি সম্মান /শ্রদ্ধাশীলতা।

পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ: পরিবারের লোকেরা একে অপরকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। আদর, স্নেহ, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পবিারের সকলকেই আপন করে রাখে। বাবা মা অনেক পরিশ্রম, মমতা, আদর যত্নে আমাদের লালন পালন করেন, ঘরের কাজ করেন। আমরাও পরিবারে অনেক কিছু করতে পারি। যেমন: ঘরের কাজ, বাগান, গাছ লাগানো যত্ন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করা; বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষককে সাহায্য, শৃঙ্খলা, বিদ্যালয় ও এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ। যেমন, বৃক্ষরোপণ, মাছ চাষ, ভাঙ্গা রাস্তা/সেতু মেরামত, পরিচ্ছন্নতার অভিযান ও এর উপকারিতা, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, গাছ লাগানো ও যত্ন করা সে সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: অপরের প্রতি সম্মান/শ্রদ্ধাশীলতা, মমতা/ভালোবাসা, কর্মতৎপরতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহযোগিতা, শৃঙ্খলা, পরিবেশ রক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা।

সারণি: ৪.১.৪-ক.২ পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	**বিষয়বস্তু**	
- নাগরিক হিসেবে শিশুর অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে। - শিশু অধিকার সম্পর্কে জানবে ও বলতে পারবে। - মানবাধিকার কী তা জানবে এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মানবাধিকার বর্ণনা করতে পারবে।	- নাগরিক অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য। - শিশু অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য। - মানবাধিকার কী, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস এবং ২/৩ টি মৌলিক মানবাধিকার সম্পর্কিত তথ্য, এ বিষয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য।	আমাদের অধিকার ও কর্তব্য পৃষ্ঠা: ৪৯-৫৫
- সকলের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে ও তা অনুশীলনে সচেষ্ট হবে। - শ্রেণীকক্ষে শ্রেণীনেতা বা মনিটর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। - শ্রেণীনেতা হিসেবে সহপাঠীদের প্রতি দায়িত্ব পালন করবে এবং সহপাঠীরাও শ্রেণী নেতাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করবে। - শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থী যাতে পর্যায়ক্রমে শ্রেণীনেতা নির্বাচিত হতে পারে সেই প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং সে অনুযায়ী ভূমিকা পালন করবে।	- পরমত সহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির অনুশীলন। - সামাজিক জীবনে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ও চর্চা। - শ্রেণীনেতা নির্বাচন ও তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। - শ্রেণীনেতার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অন্যদের সার্বিক সহযোগিতা দান। - নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ।	গণতান্ত্রিক মনোভাব পৃষ্ঠা: ৬৪-৬৭

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

আমাদের অধিকার ও কর্তব্য:
শিশু ও নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য, যেমন: পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের অধিকার ও কর্তব্য, মানুষের মত মানুষ হওয়া, পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নতির জন্য কাজ করা, জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা, দেশকে ভালোবাসা, মেয়ে ও ছেলে শিশুদের সকল সুযোগ সুবিধা সমান ভাবে দেওয়া, পরিবারের নিয়ম কানুন মেনে চলা, মা-বাবা ও বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান, ছোটদের আদর স্নেহ করা, সকলের সাথে ভালো ব্যবহার, সেবা-যত্ন করা, ঘরের কাজে সাহায্য করা, আত্মীয় প্রতিবেশীসহ সবার সাথে মিলেমিশে চলা, সমাদর করা, দরিদ্র, অসহায় ও দুস্থদের প্রতি সদয় ব্যবহার, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা, দেশের আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলা, নিয়মমত কর দেওয়া, ভোট দেওয়া, সকল ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, রাষ্ট্রীয় সম্পদের যত্ন নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকার কী, মানবাধিকার দিবস, মানবাধিকার রক্ষায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা, জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ, উক্ত সনদ মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। মানবাধিকারের কয়েকটি উদাহরণসহ নারী, পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে সকলে তাদের অধিকারসমূহ ভোগ করবে-এ সকল কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: কর্তব্যপরায়নতা, দেশপ্রেম, মমতা/ভালোবাসা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা/ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা, সমতা, দয়া, উন্নত আচার-ব্যবহার, অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা, একতা, সেবাপরায়নতা, সহযোগিতা, আতিথেয়তা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, অপর ধর্মে সহনশীলতা, রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, মানবতাবাদ।

গণতান্ত্রিক মনোভাব: বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে বড়দের কথা শুনা, অধিকাংশের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, সকল কাজ কর্মে গণতান্ত্রিক মনোভাব দেখানো, অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে শ্রেণীনেতা নির্বাচন করার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, অপরের প্রতি সম্মান, একতা।

সারণি: ৪.১.৪-ক.৩ পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- জাতীয় পতাকার রং ও নকশার সঠিক অনুপাত এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পতাকার ব্যবহার জানবে। - বাংলাদেশের মানচিত্র, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত ও জাতীয় প্রতীকসমূহ যে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে তা জানবে। - বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবস সম্পর্কে জানবে। - বিভিন্ন উৎসব (ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, বড়দিন, দুর্গাপূজা ও স্বরসতী পূজা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা পূজা) সম্পর্কে জানবে ও বর্ণনা দিতে পারবে।	- বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রং, নকশা ও অনুপাত। - বিভিন্ন দিবসে জাতীয় পতাকার ব্যবহার বিধি। - জাতীয় প্রতীকসমূহ (যেমন- ফুল, ফল, মাছ, পশু, পাখি ইত্যাদি) - বাংলাদেশের জাতীয় দিবস ও বিভিন্ন উৎসব (ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, বড়দিন, দুর্গাপূজা ও স্বরসতী পূজা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা)	আমাদের দেশ পৃষ্ঠা: ২৮-৩৬
- ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ কী তা জানবে। - সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।	- সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার। - সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় রোধ	আমাদের সম্পদ পৃষ্ঠা: ৪৩-৪৭
- পরিবার এবং বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন মানবে ও মিলেমিশে চলবে। - পরিবার ও বিদ্যালয়ে সকলের সাথে ভাল আচরণ করবে। - বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে যথাসময়ে নিয়মমাফিক সকল কাজ সম্পন্ন করবে।	- পরিবার ও বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন। - পরিবার ও বিদ্যালয়ে সবার সাথে মিলেমিশে থাকা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখা।	পরিবার ও বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা পৃষ্ঠা: ২৩-২৬

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

আমাদের দেশ: আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে ভালোবাসি। আমাদের মানচিত্র, জাতীয় পতাকার রং, নকসা, ব্যবহার; জাতীয় সঙ্গীত, রাষ্ট্রীয় প্রতীক, জাতীয় প্রতীক, ফল, মাছ, পশু, পাখি; জাতীয় দিবসসমূহ যথা শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে বাঙ্গালীদের হত্যা; আমাদের বিভিন্ন সামাজিক উৎসব, ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে আলোচনা করে এসবকিছু পালনের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসব এ কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, নান্দনিকতা, সম্প্রীতি, অপর ধর্মে সহনশীলতা, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, আত্মত্যাগ।

আমাদের সম্পদ: পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ অপচয় বা নষ্ট না করা, পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ যথাযথ ব্যবহার শেষে বন্ধ করা, গাছ কাটা রোধ, গাছ লাগানো, যত্ন ও পরিচর্যা, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ব্যক্তিগত সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ছোট বড় সকলের দায়িত্ব একথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: মিতব্যয়িতা, পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা, দায়িত্ববোধ ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার ও বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা: পরিবার ও বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা সকলের মেনে চলা উচিত। সকালের পরিচ্ছন্নতা, খাওয়া, পড়াশুনা; স্কুল থেকে ফিরে সবকিছু গুছিয়ে রাখা, গোসল/হাতমুখ ধোওয়া, খাওয়া, বিশ্রাম, খেলাধুলা, গানকরা, ছবি আঁকা, গল্পের বই পড়া, বাবা মা'র কাজে সাহায্য, বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান, সেবাযত্ন করা; সন্ধ্যার পর হাতমুখ ধুয়ে লেখাপড়া, সবার সাথে খাওয়া, দাঁত পরিষ্কার করে রাত না জেগে তাড়াতাড়ি ঘুমানো। বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন এর মধ্যে–সময়মত স্কুলে আসা, সবকিছু গুছিয়ে আনা, সমাবেশে যোগদান, শিক্ষকের উপদেশ পালন, সবার সাথে ভালো ব্যবহার, টিফিনের সময় টিফিন, খেলাধুলা, সময়মত শ্রেণীকক্ষে ফেরা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান, বিদ্যালয় পরিচ্ছন্নতায় যোগদান, সকলে মিলেমিশে থাকা, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্যবোধ, স্বাস্থ্য রক্ষা, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, অধ্যবসায়, সহযোগিতা, সেবা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, একতা, উন্নত আচার-ব্যবহার।

সারণি: ৪.১.৪-ক.৪ পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে। - দুটি নিকটতম প্রতিবেশী দেশের (ভারত ও মায়ানমার) সংস্কৃতি সম্পর্কে জানবে।	- মহাদেশ ভিত্তিক পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতি। - ভারত ও মায়ানমারের সংস্কৃতি।	বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতি পৃষ্ঠা: ৬৯-৭২
- মানুষে মানুষে সমঝোতা, সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য কী জানবে। - জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষ সমান এই বিষয়টি উপলব্ধি করবে এবং সকলের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করবে।	- জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণের সকল মানুষের মধ্যে সমঝোতা, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা। - রাষ্ট্রের সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে সমঝোতা ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা।	**- শিক্ষাক্রমে বিধৃত উক্ত বিষয় আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত যা পাঠ্যপুস্তকে আলোচিত হয়নি।**
- ছোট পরিবারের সুযোগ-সুবিধা এবং বড় পরিবারের অসুবিধা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। - বাড়ি ও আশে-পাশের পরিবেশের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট অসুবিধা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।	- ছোট পরিবারের সুবিধা এবং বড় পরিবারের অসুবিধা। - বাড়ি ও আশে পাশের পরিবেশের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব।	বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সমস্যা পৃষ্ঠা: ৭৪-৭৮
- বইয়ের শেষে 'প্রতিবেশীর প্রতি ভালো ব্যবহার কর' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতি: ভারত ও মায়ানমার এর সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে বলা হয়েছে আমরা বিভিন্ন সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করব।

নৈতিক বিষয়: অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সমস্যা: আলোচনায় ছোট পরিবারের বিভিন্ন সুবিধা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, পুষ্টিকর খাবার, চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যায়, এতে স্বাস্থ্য ও মন ভালো থাকে। আর বড় পরিবারের অসুবিধার মধ্যে রয়েছে-অপুষ্টি, রোগাক্রান্ত হওয়া, ছেলেরা লেখা পড়ার সুযোগ পেলেও মেয়েরা বঞ্চিত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ঘর-বাড়ি ও সামাজিক পরিবেশ নোংরা, অস্বাস্থ্যকর হয় ফলে পরিবেশ নানাভাবে দূষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নৈতিক বিষয়: স্বাস্থ্য রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ রক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ শ্রেণী

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ২৯টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে যা শিক্ষাক্রমের ৩০টি বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। উক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে পাঠ্যপুস্তকে ১৬টি বিষয় আলোচিত হয়েছে। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এবং তার আলোচনার ব্যাপকতায় আধিক্য, কাঠিন্য ও পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত। যেমন, মুক্তিযুদ্ধের ৩টি বিষয় যথা: **'আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি,' 'স্বাধীনতার মহানায়ক'** ও **'স্বাধীনতার কয়েকজন অগ্রনায়ক'** পাঠ্যপুস্তকে পরপর ৩টি অধ্যায়ে (পৃষ্ঠা ৫৭-৮০) সন্নিবেশিত হয়েছে যাতে কাঠিন্যের মাত্রা অনেক বেশি। পরপর ৩টি অধ্যায়ের দীর্ঘ আলোচনায় শিক্ষার্থীরা ক্লান্ত হতে পারে। নিচের সারণি ৪.১.৪-খ.১ থেকে ৪.১.৪-খ.৬ এবং পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি: ৪.১.৪-খ.১ পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	**বিষয়বস্তু**	
- বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণগত সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে। - বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের কয়েকটি কারণ জানবে।	- বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবেশ দূষণগত সমস্যা। পরিবেশ দূষণের সামাজিক কারণ এবং পরিবেশ দূষণরোধে সচেতনতা সৃষ্টি। - পরিবেশ সংরক্ষণে বিভিন্ন কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন।	বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ পৃষ্ঠা: ৩৩-৩৭
- সমাজের সদস্য হিসেবে নারীর মর্যাদা বুঝবে এবং পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজের সকল সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে। - সমাজের সদস্যদের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা জানা। - ব্যতিক্রমী শিশু ও ব্যক্তির (যেমন-শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, অনাথ, অভাবগ্রস্ত) প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করা এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করা। - চাকমা, মারমা ও সাঁওতালদের জীবনধারা সম্পর্কে জানা।	- নারীর সামাজিক মর্যাদা এবং সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা। - সমাজের সদস্যদের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতির ধরন ও প্রয়োজনীয়তা। - ব্যতিক্রমী (যেমন- শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী, অনাথ, অভাবগ্রস্ত) শিশু ও ব্যক্তির প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতা। - চাকমা, মারমা ও সাঁওতালদের জীবনধারা এবং মূলধারার জনগোষ্ঠীর সাথে সাম্য, মৈত্রী ও সহমর্মিতার গুরুত্ব।	আমরা সবাই মানুষ পৃষ্ঠা: ৬-১০ আদিবাসীদের জীবনধারা পৃষ্ঠা: ৮৩-৯১

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ: পরিবেশ দূষিত হলে উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, দূষিত পানি পান করলে বিভিন্ন রোগ হয়, যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা, উপযুক্ত শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, নিয়ম-নীতি মেনে না চললে পরিবেশ দূষিত হয়। সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, উচ্চ শব্দে রেডিও, টিভি না চালানো, যেখানে সেখানে ময়লা না ফেলা, বিদ্যালয় ও এলাকার পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, সবাই একসাথে সুন্দর, নির্মল, ও স্বাভাবিক পরিবেশ রক্ষায় সচেষ্ট হলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে একথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: স্বাস্থ্য রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্তিতা, একতা, কর্মতৎপরতা, পরিবেশ রক্ষা।

আমরা সবাই মানুষ: আলোচনায় বলা হয়েছে, নারী-পুরুষের সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকার রয়েছে, সবার প্রতি সবার শ্রদ্ধা, সাম্য, সম্প্রীতি, সহানুভূতি, সহযোগিতায় মিলেমিশে বসবাস করতে হবে। ব্যতিক্রমী ব্যক্তি ও শিশুদের সব সময় সাহায্য করা, একসাথে নিয়ে খেলা, তাদেরকে আনন্দে রাখতে চেষ্টা করা, দুঃখ কষ্ট না দেয়া,

Dhaka University Institutional Repository

সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধা দেখানো, সমাজের সবার প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেখানো, অনাথ, অভাবগ্রস্ত, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়ার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সমতা/সাম্য, সম্প্রীতি, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সহমর্মিতা/সহানুভূতি, সহযোগিতা, একতা, অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা, মমতা/ভালোবাসা, মানবতাবাদ।

আদিবাসীদের জীবনধারা: চাকমা, মারমা ও সাঁওতালদের সামাজিক বৈশিষ্ট্য, আচার অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি ও জীবনধারা বর্ণনা করা হয়েছে। চাকমারা একে অপরকে সাহায্য করে একথা উল্লেখ করা হয়েছে। আদিবাসীদের রীতিনীতি ও আচার আচরণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে, তবে আলাদাভাবে তার গুরুত্ব আলোচনা করা হয়নি।

নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, সহযোগিতা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সম্প্রীতি ।

সারণি: ৪.১.৪-খ.২ পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	**বিষয়বস্তু**	
- পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক মানবাধিকার চর্চা করবে।	- পরিবার ও সমাজে মৌলিক মানবাধিকার	আমাদের মৌলিক অধিকার পৃষ্ঠা: ১৯-২২
- বাড়ি, বাড়ির আশপাশ ও বিদ্যালয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখায় যত্নশীল হবে এবং এসব কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। - বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেমন: পাঠাগার গঠন, বিদ্যালয়গৃহ ও আসবাবপত্রের যত্ন নেওয়া, খেলার মাঠ উন্নয়ন, গাছ লাগানো ও এর পরিচর্যা ইত্যাদির গুরুত্ব বুঝবে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী এসব কাজে অংশগ্রহণ করবে। - সমাজে সকল কর্মজীবী মানুষের মর্যাদা সমান তা উপলব্ধি করবে। সমাজে তাদের অবদান মূল্যায়ন করবে এবং তাদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে।	- বাড়িতে,বিদ্যালয়ে এবং সম্ভবমত সামাজিক কায়িকশ্রমমূলক কাজে অংশগ্রহণ। - বিদ্যালয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পাঠাগার গঠন, ব্যবহার ও সংরক্ষণ। - সকল কাজ ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা।	পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ পৃষ্ঠা: ১-৪ শ্রমের মর্যাদা পৃষ্ঠা: ৯৪-৯৭
- নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে জানবে ও উল্লেখ করতে পারবে। - নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	- নাগরিকের ধারণা, নাগরিকের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তব্য।	নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য পৃষ্ঠা: ১০০-১০৩

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

আমাদের মৌলিক অধিকার: আইনের চোখে সকলেই সমান, কাউকে নির্যাতন করা যাবেনা, মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা, কাউকে ছোট গণ্য না করে সম্মানের চোখে দেখার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পরিবার ও সমাজের মৌলিক অধিকারের তথ্য সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সমতা, ন্যায় পরায়নতা, অপরের প্রতি সম্মান।

পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ: আলোচনায় পরিবার ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, দেয়ালে কিছু না লেখা, গাছ লাগানো ও যত্নকরা, বিদ্যালয়ে পাঠাগার গড়ে তোলা, পাঠাগারে নিয়মিত বই পড়া, বই গুছিয়ে রাখা, নীরবতা পালন, বিদ্যালয়ের কাব ও হলদে পাখির দলের বিভিন্ন উন্নয়ন ও সাহায্যমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্য রক্ষা, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা, ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, খেলাধুলা এই সকল বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ, বিদ্যালয় ও সমাজের উন্নয়নমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ রক্ষা, সৌন্দর্যবোধ, সহযোগিতা, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, কর্মতৎপরতা, স্বাস্থ্য রক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমের মর্যাদা: নিজের ঘর আসবাবপত্র নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা রাখা, ব্যবহার্য সব কিছুর যত্ন/পরিচর্যা করা, গুছিয়ে রাখা, মা-বাবা, বয়োজ্যেষ্ঠদের সহযোগিতা, কাজে সাহায্য করা, নিজের কাজ নিজে করা, সব রকম কাজের প্রতি, শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা/সম্মান করা, শ্রমজীবী মানুষকে ভালোবাসা, বিপদে পাশে দাড়াঁনো, সাহায্য করা, শ্রদ্ধা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য রক্ষা পরিবেশ রক্ষা, সৌন্দর্যবোধ, সহযোগিতা, সহানুভূতি, কর্মতৎপরতা, অপরের প্রতি সম্মান/শ্রদ্ধাশীলতা ।

নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য: রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যসহ যে সকল কর্তব্য রয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: কর্তব্য পরায়নতা, বিনয়।

সারণি: ৪.১.৪-খ.৩ পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	**বিষয়বস্তু**	
- বাড়ির এবং শ্রেণীকক্ষের দলগত কাজে শিক্ষার্থীরা নিজের মতামত প্রকাশ করবে। - শ্রেণীকক্ষে এবং শ্রেণীর বাইরে সহপাঠী ও অন্যদের মতামত শুনবে ও তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। - বিদ্যালয়/পাড়া/মহল্লা বা আশে পাশের বিভিন্ন কাজে যেমন- খেলাধুলা, সংস্কৃতি ইত্যাদি কর্মকাণ্ড, দলগত প্রতিযোগিতা, দলনেতা নির্বাচন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকলে অংশগ্রহণ করবে। - ছোটদের বা সহপাঠীদের মধ্যে বিবাদ/ বিসম্বাদ নিস্পত্তি করবে এবং এগুলো থেকে বিরত থাকার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে। - অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার মনোভাব গঠন করবে।	- পরমত সহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন	গণতান্ত্রিক মনোভাব পৃষ্ঠা: ১০৬-১১১

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

গণতান্ত্রিক মনোভাব: একে অন্যের মতের গুরুত্ব দেওয়া, অধিকাংশের মতামত অনুযায়ী কাজ করা/সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিভিন্ন কাজে শিক্ষককে সহায়তা করা, শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, আসবাবপত্র সাজানো, শ্রেণী শৃঙ্খলা বজায় রাখা আমাদের দায়িত্ব। এছাড়া গাছ লাগানো সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা ও এসব কাজে অধিকাংশের মতামত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া, বিদ্যালয়, বাড়ি, পাড়া বা মহল্লায় মিলে মিশে থাকা, মিলেমিশে থাকার জন্য এক অপরের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া, মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সম্মান করা, অধিকাংশের মতে বিভিন্ন কাজ করা, গণতান্ত্রিক মনোভাব প্রদর্শন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: অপরের প্রতি সম্মান, অপর মতবাদে সহনশীলতা, অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা, একতা, সহযোগিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্যবোধ, শৃঙ্খলা, কর্মতৎপরতা।

সারণি: ৪.১.৪-খ.৪ পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	**বিষয়বস্তু**	
- মুক্তিযুদ্ধ কী এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে আপামর জনসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিল তা	- মুক্তিযুদ্ধ - ভাষা আন্দোলন - ভাষা শহীদগণ	আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি পৃষ্ঠা: ৫৭-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

বলতে পারবে। - মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সংক্ষেপে জানবে। (ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা)। - স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান নায়কদের অবদান সম্পর্কে জানবে।	- পাকিস্তানি শাসনামলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য, পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদি ঘটনাবাহ, ৭০ এর নির্বাচন ও পরবর্তী পরিস্থিতি এবং স্বাধীনতা ঘোষণা। - শেরে বাংলা ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী, প্রবাসী...	স্বাধীনতার মহানায়ক পৃষ্ঠা: ৬৬-৬৮ স্বাধীনতার কয়েকজন অগ্রনায়ক পৃষ্ঠা: ৭১-৮০

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি: ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত আমাদের দেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, ইতিহাস, মাতৃভাষা ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মত্যাগ, অবদান তুলে ধরে এত ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব একথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, কৃতজ্ঞতাবোধ, দায়িত্ববোধ।

স্বাধীনতার মহানায়ক: বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অবদান ইতিহাসের ধারাবাহিকতার আলোকে তুলে ধরা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, মহত্ত্ব।

স্বাধীনতার কয়েকজন অগ্রনায়ক: বাংলাদেশের স্বাধীনতাও মুক্তিযুদ্ধে শের-এ বাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম এ জি ওসমানী ও জিয়াউর রহমান এর অবদান তুলে ধরা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, কৃতজ্ঞতাবোধ।

সারণি: ৪.১.৪-খ.৫ পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে জানবে এবং এ উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে। - বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে।	- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। - আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি	আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য পৃষ্ঠা: ৪৭-৫৪
- নিজ এলাকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ চিহ্নিত করতে পারবে এবং এগুলোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে। - সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করবে এবং অপচয় রোধ করবে।	- এলাকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদসমূহ এবং এসব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্ষয়ক্ষতি রোধ।	আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ পৃষ্ঠা: ১১৩-১১৮
- সমাজের নিয়ম-কানুনগুলো মানবে এবং মিলেমিশে চলবে। - প্রতিবেশীদের সাথে সদাচরণ করবে। - পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজের সকলের প্রতি ন্যায় আচরণ করবে। - দৈনন্দিন জীবনে সময়মত কাজ করার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।	- সমাজের নিয়ম-কানুন মেনে চলা।	সামাজিক গুণাবলি পৃষ্ঠা: ১৩-১৬

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলার ধর্ম, সংস্কৃতি ও লোক ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, নান্দনিকতা।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদঃ আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিভিন্ন সম্পদ বিষয়ে আলোচনা করে সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ, যত্ন করা; অপচয় বা নষ্ট, নোংরা না করা, যেখানে সেখানে না ফেলা আমাদের কর্তব্য একথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মিতব্যয়িতা, কর্তব্য পরায়নতা।

সামাজিক গুণাবলিঃ সমাজের নিয়মগুলো মেনে চলা, ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচার, সময়ানুবর্তিতা, মিলে মিশে বাস করার মানসিকতা ইত্যাদি নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জন করার কথা বলা হয়েছে। পরিবারে বড়দের শ্রদ্ধা, ছোটদের স্নেহ, ছোটবড় সকলের সাথে মিলেমিশে থাকা, তাদের নানা কাজে সাহায্য সহযোগিতা করা, সময়মত সব কাজ করা, নিয়মানুবর্তিতা, খারাপ ব্যবহার বা অন্যায় আচরণ না করা; প্রতিবেশীদের সাহায্য, শ্রদ্ধা, সম্মান করা, ভালোবাসা, মিলেমিশে থাকার মানসিকতা গঠন, তাদের সুখ দুঃখ ভাগাভাগি করে নেওয়া, তাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে; বিদ্যালয়ে শিক্ষক, সহপাঠী কর্মচারী সকলের সাথে ভালো ব্যবহার, সাহায্য সহযোগিতা করা, শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, সময় ও নিয়ম মত মন দিয়ে লেখাপড়া ও অন্যান্য কাজ করার অভ্যাস গঠন করলে জীবনে সফলতা আসবে একথা বলা হয়েছে। বিদ্যালয়ে আমরা অনেক কিছু শিখি যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচার, সহযোগিতা, সহানুভূতি দুঃস্থ ও বিপদগ্রস্তকে সাহায্য, অতিথি সেবা, খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চা ইত্যাদি সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: নিয়মানুবর্তিতা, ন্যায় পরায়নতা, কর্তব্য পরায়নতা, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার, সময়ানুবর্তিতা, একতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা/ছোটদের প্রতি স্নেহ পরায়নতা, অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা, সহযোগিতা, উন্নত আচার-ব্যবহার, সহমর্মিতা/সহানুভূতি, মমতা/ভালোবাসা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, অধ্যবসায়, আতিথেয়তা, স্বাস্থ্য রক্ষা, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা।

সারণি: ৪.১.৪-খ.৬ পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	**বিষয়বস্তু**	
- এশীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। - জাপান ও মালয়েশিয়ার সংস্কৃতি সম্পর্কে জানবে।	- এশীয় সংস্কৃতি। - জাপান ও মালয়েশিয়ার সংস্কৃতি ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ।	এশিয়ার বিভিন্ন সংস্কৃতি পৃষ্ঠা: ১২০-১২৭
- সকল মানুষের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার সম্পর্ক এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে ও অনুশীলনে সচেষ্ট হবে। - প্রতিবেশী দেশসহ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতির গুরুত্ব উপলব্ধি করবে। - সার্ক কী তা জানবে এবং সার্কভুক্ত দেশগুলোর নাম বলতে পারবে ও সার্কের গুরুত্ব বুঝবে।	- সমঝোতা, সহযোগিতা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ। - প্রতিবেশী দেশসহ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা ও সম্প্রীতি। - সার্ক : পটভূমি, গঠন ও কার্যাবলি।	বিশ্বভ্রাতৃত্ব পৃষ্ঠা: ১৩০-১৩১
- বইয়ের শেষে 'গাছ মানুষের পরম বন্ধু' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

এশিয়ার বিভিন্ন সংস্কৃতিঃ জাপান ও মালয়েশিয়ার সংস্কৃতি যথা ভাষা, ধর্ম, খাদ্য, পোষাক, সংগীত ও নৃত্য, খেলাধুলা, রীতিনীতি ও লোকাচার তুলে ধরা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ।

বিশ্বভ্রাতৃত্বঃ পৃথিবীর অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের সাথে আমাদের দেশের সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে হবে, পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করবে, সমব্যথী হবে, সমবেদনা জানাবে, সমঝোতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে -এ প্রসঙ্গে সার্ক গঠন, মূলনীতি, লক্ষ ও উদ্দেশ্য আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সম্প্রীতি, সহযোগিতা, সমবেদনাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম শ্রেণী

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ৪০টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে যা শিক্ষাক্রমের ৪৮টি বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। উক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে পাঠ্যপুস্তকে ১৪টি বিষয় আলোচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রমের **'সামাজিক সমস্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সমাজের সদস্য হিসেবে করণীয় অনুধাবন করবে এবং শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সাধ্যমত সাহায্য সহযোগিতা করবে'**-এই অর্জন উপযোগী যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত বিষয়বস্তু **'ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল সদস্যের সহাবস্থান এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন'** সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত হয়নি। তবে 'এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড (পৃঃ ১-৮)' ও 'মানবাধিকার (পৃঃ ৩১-৩৫)' বিষয়ক আলোচনায় প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে। অপর অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহ, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ।

এছাড়া নৈতিকতা সম্পর্কিত অপর অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহের আলোকে বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়েছে এবং তদনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। নিচের সারণি ৪.১.৪-গ.১ থেকে ৪.১.৪-গ.৫ এবং পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে উক্ত বিষয়গুলি উপস্থাপন করা হয়েছেঃ

সারণিঃ ৪.১.৪-গ.১ পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	**বিষয়বস্তু**	
- বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণের কারণসমূহ চিহ্নিত করবে। - নিকট পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উপায় জানবে ও এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে।	- বাংলাদেশের প্রধান পরিবেশগত সমস্যা, কারণ ও প্রভাব। - পরিবেশের সংরক্ষণ, জাতীয় পরিবেশ নীতি ও বিশ্ব পরিবেশ দিবসের উদ্দেশ্য এবং অনুষ্ঠানাদি, পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা।	পরিবেশ সংরক্ষণ পৃষ্ঠাঃ ৬৬-৭১
- সমাজের উন্নয়নে বিভিন্ন ধর্ম ও জীবন ধারার অনুসারী কয়েকজন বরেণ্য ব্যক্তির (নারী-পুরুষ) জীবনী ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান জানবে ও উপলব্ধি করবে।	- সমাজ সেবায় বরেণ্য ব্যক্তিদের (নারী ও পুরুষ দুই জনের) অবদান।	সামজ সেবায় বরেণ্য ব্যক্তিত্ব পৃষ্ঠাঃ ১২০-১২৩
- বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে। - গারো, খাসীয়া, মুরং এবং মণিপুরিদের জীবনধারা সম্পর্কে জানবে।	- বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির গুরুত্ব। - গারো, খাসীয়া ও মণিপুরীদের জীবনধারা, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্প্রীতি, ও অন্য কয়েকটি আদিবাসী/উপজাতি।	বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা পৃষ্ঠাঃ ১৩৭-১৪৩
- সামাজিক সমস্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সমাজের সদস্য হিসেবে করণীয় অনুধাবন করবে এবং শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সাধ্যমত সাহায্য সহযোগিতা করবে।	- ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল সদস্যের সহাবস্থান এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন।	**- শিক্ষাক্রমের এই বিষয়বস্তু পাঠ্যপুস্তকে আলাদাভাবে আলোচিত হয়নি। তবে 'এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড (পৃঃ ১-৮)' ও 'মানবাধিকার (পৃঃ ৩১-৩৫)' বিষয়ক আলোচনায় প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে।**
- সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে মৌলিক মানবাধিকারের গুরুত্ব অনুধাবন ও অনুশীলন করবে।	- সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মৌলিক মানবাধিকার।	মানবাধিকার পৃষ্ঠাঃ ৩১-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

পরিবেশ সংরক্ষণ: পরিবেশ দূষণের কারণ, প্রভাব, পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়েজনীয়তা এবং উপায়, পরিবেশ রক্ষায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য, পরিবেশনীতিসহ সংশ্লিষ্ট আইন মেনে চলা যেমন অতিথি পাখি ধরা ও শিকার, পাহাড় কাটা ও জলাভূমি ভরাট না করা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, জমিতে কীটনাশক ও কৃত্রিম সার ব্যবহার, গাড়ির হর্ণ, উচ্চ শব্দে মাইক বাজানো, গাড়ির কালো ধোঁয়া, কলকারখানার বর্জ্য নদী ও খোলা জায়গায় ফেলা ইত্যাদি কারণে পরিবেশ দূষিত হয়; বেশি করে গাছ লাগানো, গাছের যত্ন করা, পাহাড় না কাটা, জলাভূমি ভরাট না করা, বর্জ্য ময়লা আবর্জনা যেখানে সেখানে না ফেলে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা, পরিবেশ বান্ধব সার, কীটনাশক, যানবাহন ব্যবহার, বাড়ির আঙ্গিনা, বিদ্যালয়, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখার মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ করা; পরিবেশ দিবস আয়োজন করে আলোচনা সভা, র‍্যালি, বিতর্ক, রচনা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা করা। এছাড়া পরিবেশ উন্নয়নমূলক সকল কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা।

সমাজ সেবায় বরেণ্য ব্যক্তিত্ব:
দুই জন বরেণ্য ব্যক্তির সমাজ সেবায় অবদান আলোচনা করা হয়েছে। যথা:

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর–শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, সমাজ সেবা, নারী মুক্তি, সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি অনেক অবদান রেখেছেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে লেখাপড়ার প্রচলন, বিধবা বিবাহ প্রথা চালু, বাল্য ও বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন, দীন-দুঃখী, দুর্দশাগ্রস্ত, রুগ্ন অক্ষম, বিপদগগ্রস্ত মানুষকে সেবা ও অকাতরে সাহায্য করে আজীবন মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন।

বেগম রোকেয়া–তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন শিক্ষা ছাড়া নারী জাতির দুঃখ দুর্দশা দূর হবে না। নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়েজনীয়তার কথা বুঝিয়ে তিনি বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্রী যোগাড় করেন। লেখনীর মাধ্যমেও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছেন। আমরাও সমাজ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করব ও নিবেদিত থাকব সেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সেবাব্রত, সহানুভূতি, মানবতাবাদ, সহযোগিতা, কুসংস্কারমুক্ততা, দেশপ্রেম, সমতা, কৃতজ্ঞতাবোধ।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা: গারো, খাসীয়া ও মণিপুরিদের জীবনধারা এবং তাদের পরিচিতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, ঐতিহ্য, আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বাঙালি সংস্কৃতির সাথে আদিবাসীদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে তাদের অবদান রয়েছে, তাদের উন্নতিতে সাহায্য ও জীবনধারায় শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

অর্জন উপযোগী যোগ্যতায় মুরংদের কথা থাকলেও শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি।

নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, সম্প্রীতি, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা।

মানবাধিকার: পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রত্যেকেরই দায়িত্ব মানুষের অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা। যেমন, শিশুশ্রম বন্ধ করা, তাদের প্রতি সহানুভূতি, নারী ও শিশু পাচার, এসিড নিক্ষেপ রোধ, সকলকে তার মানবাধিকার ভোগ করার সুযোগ দেওয়া; কোন ধর্ম, ধর্মের লোকদের অবজ্ঞা না করা, তাদের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হওয়া, তাদের ধর্মাচার পালনে যাতে বাধার সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা, যে যার ধর্ম পালন, মিলে মিশে চলা, ধর্মীয় কারণে কাউকে আঘাত বা হেয় না করা, সকল ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সম্মান করা, এভাবে সমাজ ও দেশকে সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত রাখা; যৌতুকের কারণে নারী নির্যাতন রোধ এর আলোচনাসহ সকল মানবাধিকারকে সম্মান করা, অন্যের মানবাধিকার ক্ষুন্ন হয় এমন কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও কয়েকটি প্রধান মানবাধিকার উল্লেখ করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সহানুভূতি, দায়িত্ববোধ, মানবতাবাদ, অপর ধর্মে সহনশীলতা, অপরের প্রতি সম্মান, সম্প্রীতি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণিঃ ৪.১.৪-গ.২ পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- বাড়ি, বিদ্যালয়, পাড়া/মহল্লার পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বড়দের সাথে একযোগে কাজ করবে। - কয়েক ধরনের পেশাজীবীর কাজের বর্ণনা দিতে পারবে। - সমাজের সকল কাজকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে, শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করবে এবং যে কোন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে।	- কায়িক শ্রমের গুরুত্ব - বাড়ি, বিদ্যালয় ও পাড়া/মহল্লা পরিষ্কার। - শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। - শ্রমের মর্যাদা।	শ্রমের গুরুত্ব পৃষ্ঠাঃ ২৪-২৮
- সমাজের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেমন- স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, কৃষি, সমবায়, বনায়ন, রাস্তা, সাঁকো, পুল নির্মাণ ও মেরামত ইত্যাদির গুরুত্ব বুঝবে এবং সামর্থ অনুযায়ী এসব কর্মকাণ্ডে সাধ্যমত অংশগ্রহণ করবে।	- সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং এসবে অংশগ্রহণ। **(উন্নয়নমূলক কাজগুলো সংশ্লিষ্ট অর্জন উপযোগী যোগ্যতায় উল্লিখিত)**	এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পৃষ্ঠাঃ ১-৮
- বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে নিজের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য জানবে ও পালন করবে।	- নাগরিকের ধারণা। - নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য।	নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য পৃষ্ঠাঃ ৪৪-৪৯
- বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষক, সহপাঠী ও অপরের যৌক্তিক বক্তব্য গ্রহণ করবে। - সহপাঠী ও সমবয়সী বন্ধু বান্ধবের বিশেষ গুণ জানবে এবং স্বীকৃতি প্রদান করবে। - বিদ্যালয়ে ও বিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন ও পরিচালনায় পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং অধিকাংশের মতামত গ্রহণ করবে। - শ্রেণীকক্ষে ও শ্রেণীর বাইরে দলনেতা হিসাবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে দলকে নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলি অর্জন করবে এবং নেতৃত্ব দেবে। - বিদ্যালয়ে দলনেতা বা সদস্য হিসেবে দলগত কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। - সামাজিক কর্মকাণ্ডে সামর্থ অনুযায়ী অংশগ্রহণ করতে পারবে।	- পরমত সহিষ্ণুতা। - সম্মিলিত অংশগ্রহণ, পারস্পরিক সহযোগিতা।	পরমতসহিষ্ণুতা পৃষ্ঠাঃ ৩৮-৪২

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

শ্রমের গুরুত্বঃ শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি আমাদের শারীরিক শ্রম প্রয়োজন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আমাদের সুস্থ রাখে, পরিবেশ দূষণ মুক্ত রাখে। ঘরবাড়ি, উঠোন, শৌচাগার, রাস্তা ঘাট, নালা-নর্দমা, মাঠ, পুকুর বা জলাশয়, বিদ্যালয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় সাহায্য করা, অংশ নেওয়া ও নিজের কাজ যথা সম্ভব নিজে গুছিয়ে রাখা ও করা, শারীরিক শ্রমে অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

কয়েক ধরনের পেশাজীবীর কাজের বর্ণনা, কোন কাজকেই ছোট করে না দেখে নারী পুরুষ সকল শ্রমজীবী মানুষের কাজকে গুরুত্ব, প্রয়োজনে সহযোগিতা ও শ্রদ্ধা করার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ পরিশ্রম নির্ভর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ রক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা, সৌন্দর্যবোধ, সহযোগিতা, শ্রদ্ধাশীলতা।

এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডঃ সুস্থ, সুন্দর, উন্নত জীবন যাপনের জন্য নিজ এলাকার উন্নয়ন খুবই প্রয়োজন। এলাকার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করে বড়দের সাথে কাজে অংশ গ্রহণ করা উচিত। যেমনঃ যাতায়াত ব্যবস্থা অর্থাৎ রাস্তাঘাট, সাঁকো, সেতু ইত্যাদি নির্মাণ, সংস্কার, সংরক্ষণ, পরিষ্কারকরণ; বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যা, অথবা গাছের ডালপালা না ভাঙ্গা; নিরাপদ পানি ব্যবহার ও পানি দূষণ রোধে এলাকাবাসীকে সচেতন করা, পানি ফুটিয়ে খাওয়া,

Dhaka University Institutional Repository

পানির উৎস সংরক্ষণ ও আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ ব্যবহার; এলাবাসীকে স্বনির্ভর, স্বাস্থ্যসচেতন হতে সাহায্য করা, সমবায় পদ্ধতিতে মাছ ও হাস-মুরগি চাষ করা, 'কাব ও হলদে পাখির দল'-এর মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: স্বাস্থ্য রক্ষা, কর্মতৎপরতা, পরিবেশ রক্ষা, একতা।

নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য: রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। অধিকারের মধ্যে আছে- জীবন রক্ষা, সম্পত্তি ভোগ, রাষ্ট্রের সর্বত্র অবাধে চলা ফেরা, মতামত প্রকাশ, নিজ ধর্ম পালন, শিক্ষা লাভ, আইনের চোখে সমান অধিকার , সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকার ইত্যাদি। কর্তব্যগুলোর মধ্যে আছে- রাষ্টের প্রতি আনুগত্য, সততার সাথে ভোট দান, আইন মেনে চলা, কর দেওয়া, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, রাষ্ট্রের দেওয়া দায়িত্ব পালন, সন্তানদের শিক্ষা দান ইত্যাদি।

নৈতিক বিষয়: দায়িত্ববোধ, বিনয়, সততা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, অপর ধর্মে সহনশীলতা।

পরমতসহিষ্ণুতা: প্রত্যেক ধর্মই শান্তির শাশ্বত বাণী প্রচার করে। পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে বিভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন মতামত থাকা সত্ত্বেও যৌক্তিক মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন/একে অন্যের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, পারস্পরিক সহনশীলতার মাধ্যমে একমতে পৌঁছানো, এভাবে সকল ক্ষেত্রে অপরের মতামতের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা; গণতান্ত্রিক রীতি নীতি ও মনোভাব, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অধিকাংশের মতামত গ্রহণ; নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুণ বিবেচনা করা যেমন: সবার সাথে মিশতে পারা, স্পষ্ট ও সুন্দর কথা বলা, পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারা, নিজের দোষ স্বীকার, ন্যায় অন্যায় বোধ, দায়িত্ববোধ, সাহসী মনোভাব, সততা, পরোপকারিতা। ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচন করে তাকে সহযোগিতা করা, নেতার নির্দেশনা মেনে চলা, নির্বাচিত নেতার সঠিকভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, সামাজিক কর্মকাণ্ড, খেলা-ধুলায় দলগতভাবে অংশগ্রহণসহ সকল কাজ পারস্পরিক সহযোগিতায় সফল করে তোলার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: অপর ধর্মে/মতবাদে সহনশীলতা, যুক্তিবাদিতা. সহিষ্ণুতা, অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা, বিনয়, ন্যায় পরায়নতা, দায়িত্ববোধ, সাহসিকতা, সততা, পরোপকারিতা, সহযোগিতা, একতা।

সারণি: ৪.১.৪-গ.৩ পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা ও এসবের তাৎপর্য উপলব্ধি করবে। - বীরশ্রেষ্ঠ, বীর উত্তম, বীর বিক্রম ও বীর প্রতীকদের সম্পর্কে জানবে। - মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সেক্টর ও সেক্টর কমাণ্ডার সম্পর্কে জানবে। - মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। - মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় কোন ঘটনা জানবে ও বর্ণনা করতে পারবে। - বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, ঐক্য, সংহতি রক্ষায় উদ্বুদ্ধ হবে।	- মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্যপূর্ণ বিভিন্ন ঘটনা। - পঁচিশ মার্চ রাতের ঘটনাবলি। - স্বাধীনতার ঘোষণা। - প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধ। - মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীদের ও বহির্বিশ্বের ভূমিকা। - দেশের অভ্যন্তরে জনগণের ভূমিকা। - বুদ্ধিজীবী হত্যা। - হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়। - বীরশ্রেষ্ঠ, বীরউত্তম, বীর বিক্রম ও বীর প্রতীক। - মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সেক্টর। - মুক্তিযোদ্ধাদের অনন্য অবদান। - মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় একটি ঘটনা বা যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। - স্বাধীনতার গুরুত্ব, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। - মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশগঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ।	আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পৃষ্ঠা: ১২৬-১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীর ভূমিকা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও পেশার সংগঠন, বহির্বিশ্বের ভূমিকা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শহর ও গ্রামের মুক্তিকামী মানুষের নিঃস্বার্থ সাহায্য সহযোগিতা, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ, মুক্তিযুদ্ধে যারা বিরোধিতা করেছে উল্লেখ করে আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের উদার মনোভাব ও গণতান্ত্রিক চেতনা সর্বদা লালন, স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস উদযাপনে অংশগ্রহণ ও দেশের গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, সহযোগিতা, অপর মতবাদে সহনশীলতা, কর্মতৎপরতা।

সারণি: ৪.১.৪-গ.৪ পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা জানবে। - ঐতিহাসিক নিদর্শনসমৃদ্ধ স্থানসমূহ (পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, সোনারগাঁও, লালবাগের কেল্লা ইত্যাদি) সম্পর্কে জানবে। - শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবদান সম্পর্কে জানবে এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। - বাংলায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষ ও বিকাশ এবং ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্পর্কে জানবে।	- দেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনসমূহ। - বাংলায় ইংরেজ শাসন আমল। - শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবদান।	বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন পৃষ্ঠা: ৮৪-৮৯
- নিজ এলাকায় ও বিদ্যালয়ের আশে-পাশে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের উন্নয়নে এবং প্রয়োজনীয় ছোট খাট সংস্কার কাজে বড়দের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। - সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে যত্নশীল হবে এবং এগুলোর ক্ষতিসাধন রোধে সহায়তা করবে।	- সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার। - এলাকার ও বিদ্যালয়ের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের উন্নয়ন এবং সংস্কার কাজে অংশগ্রহণ। - সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।	সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ পৃষ্ঠা: ১১-১৫

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনঃ ঐতিহাসিক নিদর্শনসমৃদ্ধ স্থান মহাস্থানগড়, ময়নামতি, পাহাড়পুর, সোনারগাঁও ও লালবাগদুর্গ এর বিবরণের মধ্য দিয়ে আমাদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি উঠে এসেছে এবং এগুলির প্রতি শ্রদ্ধাপোষণের কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, নান্দনিকতা, শ্রদ্ধাশীলতা।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদঃ যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা না ফেলে ডাস্টবিন বা নির্ধারিত স্থানে ফেলা, এর ক্ষতিকর প্রভাব ও এসকল বিষয়ে অন্যদের বুঝিয়ে বলা, পাঠাগারের বই পত্রিকা যত্নসহকারে পড়া, ভেতরে না লেখা বা দাগ দেওয়া, বই কাটা ছেঁড়া বা চুরি না করা, উন্নয়নের চেষ্টা করা, রাস্তা ঘাট, সাঁকো ইত্যাদি সংরক্ষণ, নদী, খাল, বিলে ময়লা আবর্জনা না ফেলা ও এব্যাপারে সচেতনতা গড়ে তোলা, হাসপাতালের যেখানে সেখানে থুথু, ময়লা না ফেলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা, রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্ব পালন, গণ সচেতনতা গড়ে তোলার বিষয়ে সচেতনতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা, কর্মতৎপরতা,পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্যবোধ, দায়িত্ববোধ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৪.১.৪-গ.৫ পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তুর শিরোনাম
- ক্লাব, সংঘ, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির নিয়ম-কানুন মেনে চলবে এবং এগুলোর উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। - সামাজিক পরিবেশে সকলের সাথে সদাচরণ করবে। - ভাল মন্দ ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করতে পারবে এবং ন্যায়কে সমর্থন ও অন্যায়কে বর্জন করবে। - সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে এবং সময়মত সকল কাজ সম্পন্ন করবে। - পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে।	- সামাজিক মূল্যবোধ। - সামাজিক মূল্যবোধ ও নিয়ম কানুন মেনে চলা। - সদাচরণ। - ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য। - সময়ানুবর্তিতা। - দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ।	সামাজিক গুণাবলি ও মূল্যবোধ পৃষ্ঠা: ১৮-২১ 465955
- ইউরোপ ও আফ্রিকার সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে। - বিশ্বের সকল সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে।	- ইউরোপ ও আফ্রিকার সংস্কৃতি: মানুষের দৈহিক গঠন, ভাষা, ধর্ম, খাদ্য, পোশাক, খেলাধুলা, নাচ, গান ইত্যাদি। - ফ্রান্স ও কেনিয়ার সংস্কৃতি। - রাষ্ট্র ও মহাদেশ নির্বিশেষে মানুষের জীবনে সংস্কৃতির গুরুত্ব ও প্রভাব।	ইউরোপ ও আফ্রিকার সংস্কৃতি পৃষ্ঠা: ১৪৬-১৫১
- জাতিসংঘ কী এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের অবদান জানবে। - জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনের নাম জানবে এবং তাদের কাজ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। - জাতিসংঘের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার নাম ও কাজ সম্পর্কে জানবে।	- জাতিসংঘের গঠন, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি। - জাতিসংঘের অঙ্গ-সংগঠন ও বিভিন্ন কার্যাবলি। - জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাসমূহ: ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, ইউএনডিপি, ফাও, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক।	বিশ্বশান্তি ও জাতি সংঘ পৃষ্ঠা: ১৫৪-১৫৯
- বইয়ের শেষে 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

সামাজিক গুণাবলি ও মূল্যবোধ: পরিবারে সবাই মিলে মিশে থাকা, নিয়ম কানুন মেনে চলা, সদাচরণ, বড়দের কাজে সাহায্য, বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গাছপালা পশুপাখির যত্ন, বাড়ির কেউ অসুস্থ হলে সেবা করা, বড়দের সম্মান, আদেশ মানা, সালাম/আদাব বিনিময়, ছোটদের স্নেহ, সময়ের কাজ যথা খাওয়া, পড়া, খেলাধুলা সময়মত করা, সদা সত্য কথা বলা, মিথ্যাকে প্রশ্রয় না দেওয়া; বিদ্যালয়ের নিয়ম কানুন মেনে চলা, প্রত্যেকটি জিনিসের যত্ন নেওয়া, খেলার মাঠ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, বাগানের যত্ন , শিক্ষকদের সম্মান, সহপাঠী ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য সবার সাথে সদাচরণ, সময় ও নিয়ম মত বিদ্যালয়ে যাওয়া ও পড়াশুনা ও প্রত্যেকটি কাজ করা; প্রতিবেশীসহ সমাজের সবার সাথে সদ্ভাব রাখা, তাদের বিপদে সাহায্য, বড়দের সম্মান, গরিব দুঃখীদের সাহায্য, ছোট-বড় কাউকে মনে কষ্ট না দেওয়া, ছোটদের ভালোবাসা এসকল ভালো বা ন্যায় কাজ করা, কাউকে কটু কথা না বলা, ঝগড়া বিবাদ না করা; শিক্ষক ও গুরুজনদের অসম্মান করা, গরিব দুঃখীদের হেয় চোখে দেখা ইত্যাদি মন্দ ও অন্যায় কাজ না করা ও কেউ করলে তাকে সমর্থন না করা, নিয়মিত নিজ নিজ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উৎসবে যোগ দেওয়া, অন্যকে যোগ দিতে উৎসাহিত করা, এসব অনুষ্ঠানে কেউ যাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখা, ধার্মিক ব্যক্তিদের সম্মান করা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সংরক্ষণে সচেতন থাকা; ক্লাব, সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়া ও নিয়ম কানুন মেনে চলা, তাদের একতা, সংঘবদ্ধতা, সহযোগিতা করা সহ সত্যবাদিতা, ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচার, সদাচরণ, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, সময়ানুবর্তিতা অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক বিষয়: একতা, নিয়মানুবর্তিতা, শিষ্টাচার/সদাচার, সহযোগিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ রক্ষা, সেবাপরায়নতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা/ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা, সত্যবাদিতা, সামাজিক/ রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা, সময়ানুবর্তিতা, দয়া, অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা, ন্যায়পরায়নতা, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ, কর্তব্যপরায়নতা, শৃঙ্খলা, উন্নত আচার-ব্যবহার, সহমর্মিতা/সহানুভূতি, মমতা/ভালোবাসা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা।

ইউরোপ ও আফ্রিকার সংস্কৃতি: ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ ও তাদের বিভিন্ন তথ্য ও সংস্কৃতির উল্লেখ করে বিস্তারিত ভাবে কেনিয়া রাষ্ট্রের সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ।

বিশ্বশান্তি ও জাতি সংঘ: বিভিন্ন রাষ্ট্রের একে অপরের সহযোগিতার মাধ্যমেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভবিষ্যতে এই শান্তি বজায় রাখা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের পরিবর্তে বন্ধুত্ব সৃষ্টি, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, শিশু, নারী ও পুরুষ সকলের মানবিক ও মৌলিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও কাজ করছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থা নানা ধরনের কল্যাণ ও সেবামূলক কাজ করে আসছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সহযোগিতা, অহিংসা, সম্প্রীতি, মানবতাবাদ, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ।

৪.১.৫ পরিবেশ পরিচিতি-বিজ্ঞান

শিক্ষাক্রমের পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান বিষয়ের নৈতিকতা সম্পর্কিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং তদনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। শিক্ষাক্রমের অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে প্রতিফলিত নৈতিকতা সম্পর্কিত মূল বিষয়সমূহ হল- পরিবেশ রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য রক্ষা, মিতব্যয়িতা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, নিয়মানুবর্তিতা, পরিশ্রম নির্ভরতা এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা। নিচের সারণিসমূহতে পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান বিষয়ের শ্রেণীভিত্তিক নৈতিকতা সম্পর্কিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। উক্ত বিষয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে ভিত্তি করে সারণির নিচে পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণী

পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ৯টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে যা শিক্ষাক্রমের ১২টি বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। উক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে পাঠ্যপুস্তকে ৬টি বিষয় আলোচিত হয়েছে। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। তবে পাঠ্যপুস্তকের আলোচনায় বিষয়বস্তুর আধিক্য ও পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত। নিচের সারণি ৪.১.৫-ক.১ এবং পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি: ৪.১.৫-ক.১ পরিবেশ পরিচিতি-বিজ্ঞান বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- পরিবেশ কীভাবে দূষিত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করবে, পরিবেশ দূষণের কারণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় জানবে।	- পরিবেশ দূষণ: পানি ও বায়ু দূষণ। - পরিবেশ দূষণের কারণ। - দূষিত পরিবেশের ক্ষতিকারক দিক। - পরিবেশ সংরক্ষণ। - পরিবশকে দূষণমুক্ত এবং এর ভারসাম্য রক্ষায় সবুজ উদ্ভিদের ভূমিকা।	আমাদের পরিবেশ পৃষ্ঠা: ১-৫ পানি পৃষ্ঠা: ১৬-২৫ বায়ু পৃষ্ঠা: ২৭-৩৪

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- ঘরবাড়ি, শ্রেণীকক্ষ এবং বিদ্যালয়ের ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গা অথবা পাত্র ব্যবহার করবে। - শৌচাগার সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। - দূষিত খাবার খাওয়া ও দূষিত পানি পানের অপকারিতা বুঝবে এবং সতর্কতার সাথে এগুলো পরিহার করবে। - শরীরের যত্ন নেবে।	- স্বাস্থ্য ও পরিবেশ - শরীরের যত্ন, যেমন চোখ, কান, দাঁত, নখ ইত্যাদির যত্ন।	স্বাস্থ্য বিধি পৃষ্ঠা: ৩৬-৪১
- বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবে।	- বিজ্ঞানীদের কাজ ও তাদের অবদান। - প্রতিদিনের জীবন-যাত্রায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পরিচয়। - রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় (ডায়রিয়া,হাম,সর্দি কাশি ইত্যাদি) - পরিবেশের উপর বিজ্ঞানের (ভাল ও মন্দ) প্রভাব।	উন্নত জীবনের জন্য বিজ্ঞান পৃষ্ঠা: ৪৪-৫০
- জনসংখ্যা ও পরিবেশের প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে। - পরিবারের লোকসংখ্যা ও পরিবেশের প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে। - শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ সম্পর্কে জানবে এবং এ বিষয়ে সচেতন হবে।	- জনসংখ্যা ও পরিবেশ।	জনসংখ্যা ও পরিবেশ পৃষ্ঠা: ৬১-৬৪
- বইয়ের শেষে 'সময় ও স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

আমাদের পরিবেশ: শব্দ, পানি, বায়ু দূষণ কীভাবে হয়, এর ফলে কী কী ক্ষতিহয়, রোগ হয় ও পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জোরে গান বাজানো, শব্দ করা, যেখানে সেখানে ময়লা, কফ, থুথু ফেলা - এসব না করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ময়লা আবর্জনা গর্তেমাটি চাপা দিয়ে রাখা ও গাছ পালা যে পরিবেশকে সুন্দর রাখে, তাদের যত্ন নেওয়া ও বৃক্ষ রোপণ সপ্তাহে গাছ লাগানো উচিত-একথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য রক্ষা।

পানি: আলোচনায় পানি দূষিত হওয়ার কারণ, ফলাফল, দূষণ রোধের উপায়, পানি বিশুদ্ধকরণ ও অপচয় না করার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, মিতব্যয়িতা।

বায়ু: দূষিত বায়ু প্রসঙ্গে যেখানে সেখানে কফ, থুথু, কাশি না ফেলা, ময়লা আবর্জনা যেখানে সেখানে না ফেলে ডাস্টবিনে রেখে তা বন্ধ রাখা, রুমাল ব্যবহার; বায়ু দূষণের প্রতিকার, যে সব রোগ বাতাসে ছড়ায় সে সকল রোগীর সংস্পর্শ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকা ও পরিবেশ যেন দূষিত না হয় সেদিকে সকলের লক্ষ্য রাখা উচিত সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ রক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাস্থ্য বিধি: আমাদের সুস্থ থাকার জন্য পরিবেশ, ঘরবাড়ি, শ্রেণীকক্ষ ও বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন রাখা, আবর্জনা ফেলার পর মাটি চাপা দেওয়া, যেখানে সেখানে কফ, থুথু, মল মুত্র ত্যাগ না করা, যেখানে সেখানে বা ড্রেনে আবর্জনা, ময়লা না ফেলে ডাস্টবিনে ফেলা, প্রতিদিন স্কুলের চকবোর্ড, টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ মোছা, দলবেধে শ্রেণীকক্ষ, ফুলের বাগান ও খেলার মাঠ পরিষ্কার করা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, দূষিত পানি ও খাদ্য গ্রহণের অপকারিতা, অনেক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পানি ও খাদ্য গ্রহণের নিয়ম, শরীর, চোখ, দাঁত, কান, নখ- এর যত্ন ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ রক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা।

উন্নত জীবনের জন্য বিজ্ঞান: বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন রোগের কারণ এবং এসব রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের জন্য ঔষুধ আবিষ্কার করেছেন, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

- এছাড়া পরিবেশের উপর বিজ্ঞানের কল্যাণকর ও ক্ষতিকর প্রভাব এবং পরিবেশের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে বেশি করে গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা।

জনসংখ্যা ও পরিবেশ: জনসংখ্যা ও পরিবেশ সম্পর্কিত অলোচনায় পরিবেশের উপর জনসংখ্যার প্রভাব, ছোট পরিবারের বিভিন্ন সুবিধা ও বড় পরিবারে স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন অসুবিধা, শ্রেণীতে বেশি শিক্ষার্থী হলে অসুবিধা এবং সুন্দরভাবে বাচঁতে হলে পরিবারের লোকসংখ্যা কম রাখার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা।

চতুর্থ শ্রেণী

পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ৯টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে যা শিক্ষাক্রমের ১৪টি বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। উক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে পাঠ্যপুস্তকে ১০টি বিষয় আলোচিত হয়েছে। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। তবে পাঠ্যপুস্তকের আলোচনায় বিষয়বস্তুর আধিক্য ও পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত। নিচের সারণি ৪.১.৫-খ.১ এবং পাঠ্যবিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি: ৪.১.৫-খ.১ পরিবেশ পরিচিতি-বিজ্ঞান বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	**বিষয়বস্তু**	
- পরিবেশের মাটি, পানি ও বায়ু দূষিত হওয়ার কারণ জানতে পারবে। - দূষণ রোধে করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবে এবং এগুলোর দূষণ রোধে সচেষ্ট হবে।	- পরিবেশ দূষণ ও সংরক্ষণ, পানি দূষণ ও দূষণের কারণ, দূষিত পানির ক্ষতিকারক দিক, পানি দূষণ রোধের উপায়। - বায়ু দূষণ ও দূষণের কারণ, দূষিত বায়ুর ক্ষতিকারক দিক, বায়ু দূষণরোধের উপায়, মাটি দূষণ ও দূষণের কারণ, মাটি দূষণরোধের উপায়।	মাটি পৃষ্ঠা: ১৩-২৪ পানি পৃষ্ঠা: ২৮-৩৫ বায়ু পৃষ্ঠা: ৪৩-৪৪
- স্বাস্থ্যের উপর মশা, মাছি, পোকা, মাকড়ের খারাপ প্রভাব সম্পর্কে জানবে। - স্বাস্থ্যবিধি পালনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবে এবং খাদ্য গ্রহণ, খেলাধুলা, কাজ, বিশ্রাম ও ঘুমানোর নিয়ম মেনে চলবে।	- রোগ বিস্তারে কীটপতঙ্গ। - স্বাস্থের উপর পোকা মাকড়ের প্রভাব। - মশার আক্রমণজনিত রোগ (যেমন- ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু)। - স্বাস্থ্যরক্ষায় খাদ্যগ্রহণ খেলাধুলা, কাজ, বিশ্রাম ও ঘুমের প্রয়োজনীয়তা	স্বাস্থ্য বিধি পৃষ্ঠা: ৭৮-৮৫ রোগ বিস্তারে কীট পতঙ্গ পৃষ্ঠা: ৮৮-৯২

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- হাত-পা কাটা, পানিতে ডোবা ও আগুনে পোড়ার প্রথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জানবে এবং প্রয়োজনে তা কাজে লাগাতে পারবে।	- প্রাথমিক চিকিৎসা: হাত-পা কেটে যাওয়া, পানিতে ডোবা, আগুনে পোড়া ইত্যাদি।	প্রাথমিক চিকিৎসা পৃষ্ঠা: ৯৫-৯৯
- এলাকার ডাস্টবিন ও নর্দমার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে এবং এগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করবে।	- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। - ময়লা আবর্জনার পুন:ব্যবহার।	মাটি পৃষ্ঠা: ১৩-২৪
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।	- জনসংখ্যা ও পরিবেশ। - জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবেশের প্রভাব।	জনসংখ্যা ও পরিবেশ পৃষ্ঠা: ১০৯-১১২
- বিভিন্ন প্রকার শক্তি যেমন- বিদ্যুৎ,তাপ,আলো ও শব্দ যে শক্তি সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে। - এ সকল শক্তির ব্যবহার কীভাবে মানুষের জীবনের মানকে উন্নত করে তা পর্যবেক্ষণ করবে। যেমন - ধান ভানার কল, বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র, পানি সেচের পাম্প, বৈদ্যুতিক বাল্ব, বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, রেডিও, টেলিভিশন, রেলগাড়ি, রেফ্রিজারেটর, কম্পিউটার ইত্যাদি।	- শক্তি ও শক্তির বিভিন্ন রূপ: যেমন- বিদ্যুৎ, শব্দ, তাপ ও আলো। - বিদ্যুৎ ও বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার। - শব্দ ও দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন রকম শব্দ সংকেতের ব্যবহার।	বিদ্যুৎ শক্তি পৃষ্ঠা: ৪৭-৫৪ শব্দ পৃষ্ঠা: ৬৯-৭৬
- বইয়ের শেষে 'জ্ঞান বন্ধুর চেয়ে উত্তম' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

মাটি: মাটি দূষণ এর কারণ আলোচনা পূর্বক দূষণ রোধের উপায় হিসেবে বন জঙ্গল ধ্বংস না করে সংরক্ষণ করা, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ যেখানে সেখানে না ফেলার জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া, আবর্জনা ও বর্জ্য মাটিতে পুতে ফেলা, পলিথিনের পরিবর্তে পাটজাত দ্রব্য ব্যবহার, কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ সীমিত রাখা, রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। পরিবেশ রক্ষায় মাটির প্রয়োজনীয়তা এবং মাটি সংরক্ষণের উপায় হিসেবে প্রয়োজন ছাড়া বনজঙ্গল ধ্বংস না করা, বেশি করে গাছ লাগানো, মাটির উপরিভাগ খালি না রেখে ঘাস লাগানোর কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ রক্ষা।

পানি: পানি দূষণের কারণ ও ক্ষতিকারক দিক আলোচনা করে দূষণ রোধের উপায় আলোচনা করা হয়েছে। যেমন: পানিতে ময়লা আর্বজনা না ফেলা, জলাশয়ের পাশে মলমূত্র ত্যাগ না করা, জীবজন্তুর মৃতদেহ পানিতে না মিশে তা লক্ষ রাখা, নলকূপ বা কূয়ার চারদিক উঁচু করে বাধা ইত্যাদি। পরিবেশ রক্ষায় নিরাপদ পানির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে পানি সংরক্ষণে যত্নবান হওয়া, পানির অপচয় না করা, বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি পান ও ব্যবহার জলাশয়ের পানি ফুটিয়ে পান করার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মিতব্যয়িতা ।

বায়ু: বায়ু দূষণের কারণ ও ক্ষতিকারক দিক আলোচনা করে দূষণ রোধের উপায় বলা হয়েছে। যেমন: যেখানে সেখানে কফ, থুতু, কাশি না ফেলা, মলমূত্র ত্যাগ না করা, ময়লা আবর্জনা, মৃত জন্তুর দেহ মাটিতে পুতে রাখা, বেশি করে বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি। বায়ু দূষণ রোধে সচেষ্ট হয়ে বায়ু দূষণ রোধের আইন কানুন মেনে চলার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাস্থ্য বিধিঃ স্বাস্থ্য রক্ষায় খাদ্যের গুরুত্ব, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা, সুস্বাস্থ্যের জন্য ঘুম ও বিশ্রাম এর নিয়ম ও প্রয়োজনীয়তা, আবর্জনার অপকারিতা, আবর্জনা দূরীকরণের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমনঃ পরিবেশ ও শরীরের সব ধরণের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা-নিয়মিত গোসল, দাঁত মাজা, চোখ পরিষ্কার, হাত মুখ ধোয়া, নখ কাটা, চুল আচড়ানো, পরিষ্কার কাপড় পরা, খাওয়ার আগে ও মল ত্যাগের পর হাত সাবান দিয়ে ধোয়া, পরিশ্রম করা, নিয়মিত বিশ্রাম, ঘুম, খাদ্য গ্রহণ, খেলাধুলা, ব্যায়াম, জোরে হাঁটা, দৌড়াঁনো, সাতাঁর কাটা।

নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্তিতা, পরিশ্রম নির্ভর।

রোগ বিস্তারে কীট পতঙ্গঃ কীট পতঙ্গের মাধ্যমে রোগের বিস্তার রোধে বাড়ির আশপাশের ঝোপঝাড় ও বন জঙ্গল পরিষ্কার, শহর এলাকায় ময়লা ডাস্টবিনে ও গ্রামে বাড়ি থেকে দূরে বড় গর্ত করে ফেলে মাটি চাপা দিতে হবে একথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

প্রাথমিক চিকিৎসাঃ বিভিন্ন দূর্ঘটনা ঘটলে যেমন আগুনে পোড়া, হাত পা কাটা, পানিতে ডোবার পর প্রাথমিক চিকিৎসার বর্ণনা, পদ্ধতি, করণীয় ও কীভাবে নিরাময় লাভ করা যায় বা ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: স্বাস্থ্য রক্ষা।

মাটিঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ডাস্টবিন ও নর্দমার ব্যবহার প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত বিভিন্ন অধ্যায়ে পুনঃপুন অলোচনা হয়েছে। মাটি শিরোনামের অধ্যায়ে জৈব সার প্রসঙ্গে ময়লা আবর্জনার পুনঃব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

জনসংখ্যা ও পরিবেশঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে নানা ভাবে পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হয়। আলোচনায় প্রকৃতি ও সমাজসহ বিদ্যালয়ের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, বসার স্থান সংকুলান, পড়ার মান, শিক্ষার্থীদের যত্ন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব সৃষ্টি হয়।

নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

বিদ্যুৎ শক্তিঃ বিদ্যুৎ শক্তির বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা, সাবধানতা আলোচনা করে বিদ্যুৎ শক্তি সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। যেমনঃ প্রয়োজন শেষে পাখা, রেডিও, টেলিভিশন, ইস্ত্রি চালিয়ে না রাখা, যত্ন করা, সম্ভবমত শুধু দিনের বেলা ব্যবহার।

নৈতিক বিষয়: সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা, মিতব্যয়িতা।

শব্দঃ শব্দ দূষণের ক্ষতি আলোচনা করে পরিবেশে যেন শব্দ দূষণ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা, শব্দ ব্যবহারের নিয়ম জানা ও পালন করা এবং হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আবাসিক এলাকায় উচ্চ শব্দে হর্ন বাজানো, মাইক বাজানো গুরুতর অপরাধ একথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা।

পঞ্চম শ্রেণী

পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ৬টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে যা শিক্ষাক্রমের ১৩টি বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। উক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে পাঠ্যপুস্তকে ৫টি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

শিক্ষাক্রমের **'পরিবেশের উপর মানুষের অসচেতন কর্মকাণ্ডের প্রভাব'** বিষয়টির জন্য বায়ু, আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কিত বিভিন্ন অর্জন উপযোগী যোগ্যতার উল্লেখ রয়েছে যা নৈতিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে ভিন্ন অর্জন উপযোগী যোগ্যতায় পরিবেশ দূষণ ও জনসংখ্যা ও পরিবেশ বিষয়ক আলোচনায় বিষয়টি বিস্তারিত উপস্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া অপর অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। তবে পাঠ্যপুস্তকের আলোচনায় বিষয়বস্তুর আধিক্য ও পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত। নিচের সারণি ৪.১.৫-গ.১ এবং পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি: ৪.১.৫-গ.১ পরিবেশ পরিচিতি-বিজ্ঞান বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- পরিবেশ দূষণের উৎসসমূহ জানবে। মানুষের কর্মকাণ্ড কীভাবে পরিবেশকে প্রভাবিত করছে তা বলতে পারবে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে কী করণীয় তা জানবে।	- পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশ দূষণের কারণ। - দূষিত পরিবেশের ক্ষতিকারক দিকসমূহ, (যেমন- আর্সেনিক দূষণ, কীটনাশকের দ্বারা পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকারক দিক ইত্যাদি) পরিবেশ দূষণ ও রোগ-ব্যাধি। - দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায়। - পরিবেশের উপর মানুষের কর্মকাণ্ডের প্রভাব। - পরিবেশ সংরক্ষণ ও সংরক্ষণের উপায়।	পরিবেশ দূষণ পৃষ্ঠা: ১৫২-১৫৯
- **জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন অর্জন উপযোগী যোগ্যতার উল্লেখ রয়েছে যা নৈতিক শিক্ষার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।**	- জনসংখ্যা ও পরিবেশ। - পরিবেশের উপর জনসংখ্যার প্রভাব।	জনসংখ্যা ও পরিবেশ পৃষ্ঠা: ১৬০-১৬৯
- **বায়ু, আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কিত বিভিন্ন অর্জন উপযোগী যোগ্যতার উল্লেখ রয়েছে যা নৈতিক শিক্ষার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।**	- পরিবেশের উপর মানুষের অসচেতন কর্মকাণ্ডের প্রভাব।	বায়ু পৃষ্ঠা:১০১-১০৮
- শরীরের বিশেষ অঙ্গের রোগ, যেমন- নাক, চোখ, দাঁত ও কানের রোগ এবং এসব রোগের প্রতিরোধক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানবে। - পানিবাহিত ও বায়ুবাহিত রোগ এবং অন্যান্য রোগ সম্পর্কে জানবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হবে।	- স্বাস্থ্যবিধি। - বিভিন্ন অঙ্গের রোগ ও এর প্রতিকার (যেমন- চোখ,কান, নাক ও দাঁতের রোগ ও এর প্রতিকার), অঙ্গগুলোর যত্ন। - পানি ও বায়ু বাহিত রোগ। - পানি ও বায়ু বাহিত রোগের ফলাফল এবং এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা।	স্বাস্থ্যবিধি পৃষ্ঠা: ৪২-৫৮
- সুষম খাদ্য সম্পর্কে জানবে এবং স্বল্প মূল্যের খাদ্যগুণ সম্পন্ন খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস করবে।	- সুষম খাদ্য ও স্বল্প মূল্যে সুষম খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস।	খাদ্য ও পুষ্টি পৃষ্ঠা: ৩১-৪০
- হাত-পা ভাঙা, তড়িতাহত হওয়া, সাপে কাটার প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জানতে পারবে এবং প্রয়োজনে তা কাজে লাগাতে পারবে।	- প্রাথমিক চিকিৎসা: তড়িতাহত হওয়া, সাপে কামড়ানো, হাত পা ভাঙা।	প্রাথমিক চিকিৎসা পৃষ্ঠা: ৬১-৬৪
- বইয়ের শেষে 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেক মোরা পরের তরে' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

পরিবেশ দূষণ: পরিবেশ দূষণের কারণ, ক্ষতিকর প্রভাব যেমন, প্রাকৃতিক ও সামাজিক ক্ষতিসহ যে সকল রোগ হয় তার উল্লেখপূর্বক পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় আলোচনা করা হয়েছে। যেমন: কলকারখানার বর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ, জীবজন্তুর ও গাছপালার প্রতি যত্নশীল হওয়া, গাছ লাগানো, প্রতি বছর বৃক্ষরোপণ কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ, জৈব আবর্জনা না পুড়িয়ে মাটিতে গর্ত করে চাপা দেওয়া, প্লাস্টিক, পলিথিন, কাচ, ধাতব জিনিস বা বর্জ্য যেখানে সেখানে না ফেলে নির্দিষ্টস্থানে ফেলার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বসবাস করতে দূষণমুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন, পরিবেশের সম্পদসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ করতে হবে একথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যা ও পরিবেশ: জনসংখ্যা ও পরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনায় পরিবেশ সংরক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- সুস্থভাবে বেঁচে থাকা ও ভবিষ্যতে উন্নততর জীবন যাপনের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ করতে হবে। এই ব্যাপারে সচেতন হওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে সবাই একসাথে কাজ করা, জাতীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগতভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে যাতে নিরাপদ পরিবেশ, সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর জীবন রক্ষিত হবে।

নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য রক্ষা।

বায়ু: উক্ত শিরোনামে পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষাক্রমের এই বিষয়বস্তু আলোচিত হয়নি। তবে পরিবেশ দুষণ (পৃষ্ঠা: ১৫২-১৫৯) ও জনসংখ্যা ও পরিবেশ (পৃষ্ঠা: ১৬০-১৬৯) বিষয়ক আলোচনায় বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

স্বাস্থ্যবিধি: বায়ু ও পানি বাহিত এবং কীটপতঙ্গের মাধ্যমে বিস্তৃত বিভিন্ন রোগ, রোগ বিস্তারের কারণ ও প্রতিকারসহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের রোগ, প্রতিকার ও শরীরের যত্ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যার মধ্যে সচেতনতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, সুষম, পুষ্টকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ, স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম-কানুন মেনে চলা এবং ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণের কথা বলা হযেছে।

নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য রক্ষা।

খাদ্য ও পুষ্টি: সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম থাকার জন্য সুষম খাদ্য গ্রহণ করা জরুরি। সঠিক নিয়মে খাদ্য গ্রহণ না করলে নানা ধরনের অসুস্থতা ও দুর্ভোগ হয়। দামী ও কম দামী সব খাবারেই পুষ্টি থাকে। খাদ্য ও পুষ্টির তালিকা প্রদান এবং খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: স্বাস্থ্য রক্ষা।

প্রাথমিক চিকিৎসা: প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা প্রদানসহ হাড় ভাঙ্গা, সাপে কাটা, তড়িতাহত এর প্রাথমিক চিকিৎসা, করণীয় ও সাবধানতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: স্বাস্থ্য রক্ষা।

৪.১.৬ ধর্মশিক্ষা

বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে ইসলাম শিক্ষা, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও খ্রীষ্ট ধর্ম এই ৪টি ধর্ম পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। উক্ত ধর্ম শিক্ষার বিষয়বস্তুসমূহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত। সাধারণভাবে প্রচলিত সামাজিক ও মানবীয় নৈতিকতার বিষয় কোন না কোন ভাবে ধর্মীয় নৈতিকতার অন্তর্গত। সংশ্লিষ্ট গবেষণায় ৪টি ধর্মশিক্ষা বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত ধর্মীয় নৈতিকতাসমূহকে এই গবেষণার জন্য নির্বাচিত নৈতিকতা সম্পর্কিত ৭০টি বিষয়বস্তুর আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেহেতু প্রচলিত সামাজিক বা মানবীয় নৈতিকতার বিষয়ের সাথে ধর্মীয় নৈতিকতার বিষয়ের মিল আছে সে কারণে ধর্ম শিক্ষায় আলোচিত বেশ কিছু বিষয়বস্তু প্রাথমিক স্তরের অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকেও আলোচিত হয়েছে। ফলে বেশ কিছু বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এক্ষেত্রে অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকের সাথে ধর্মশিক্ষা বিষয়ের বিষয়বস্তু নিরূপণে সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়নি। নিচের সারণিসমূহতে বাংলা বিষয়ের শ্রেণীভিত্তিক নৈতিকতা সম্পর্কিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। উক্ত বিষয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে ভিত্তি করে সারণির নিচে পাঠ্যবই এর নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.১.৬.১ ইসলাম শিক্ষা

ইসলাম ধর্মের নৈতিকতার মৌলিক বিষয়সমূহ যথা আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসূল ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস অনুযায়ী ইবাদত, চরিত্র গঠন, সদাচরণ এবং সেবামূলক কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক স্তরের ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণীত। নিচের সারণিসমূহতে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের শ্রেণীভিত্তিক নৈতিকতা সম্পর্কিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। উক্ত বিষয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে ভিত্তি করে সারণির নিচে পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় শ্রেণী

ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ২১টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে যা শিক্ষাক্রমের ২১টি বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। উক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে পাঠ্যপুস্তকে ১৪টি বিষয় আলোচিত হয়েছে। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত, তবে বিষয়বস্তুর আধিক্য পরিলক্ষিত। পাঠ্যপুস্তকের আলোচনায় পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত। নিচের সারণি ৪.১.৬.১-ক.১ থেকে ৪.১.৬.১-ক.২ এবং পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছেঃ

সারণিঃ ৪.১.৬.১-ক.১ ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- শিক্ষার্থীরা মহান আল্লাহর পরিচয় বলতে পারবে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। - শিক্ষার্থীরা মহান আল্লাহকে স্রষ্টা হিসেবে জানবে ও ঈমান আনবে। - শিক্ষার্থীরা আল্লাহকে পালনকারী হিসেবে জানবে ও বিশ্বাস স্থাপন করবে। - শিক্ষার্থীরা মহান আল্লাহকে রিযকদাতা হিসেবে জানবে এবং ঈমান আনবে। - শিক্ষার্থীরা মহান আল্লাহকে দয়ালু হিসেবে জানবে ও বিশ্বাস স্থাপন করবে। - শিক্ষার্থীরা নবী-রাসুলগণের (আ) পরিচয় জানবে এবং তাঁদের শিক্ষা অনুসরণ করে জীবন গড়বে। - শিক্ষার্থীরা আখিরাত কাকে বলে তা বলতে পারবে এবং আখিরাতের জীবনের প্রতি ঈমান আনবে।	- আল্লাহর পরিচয় - মহান আল্লাহ স্রষ্টা - আলাহ পালনকারী - আল্লাহ রিযকদাতা - আল্লাহ দয়ালু - নবী-রাসুল (আ) - আখিরাত	ঈমান ও আকাইদ পৃষ্ঠাঃ ১-৯
- ইবাদাত কী এবং কেন ইবাদাত করতে হয় শিক্ষার্থীরা তা জানবে এবং ইবাদাত করবে।	- ইবাদাত	ইবাদত পৃষ্ঠাঃ ১৩-১৪
- শিক্ষার্থীরা পাক-পবিত্রতার গুরুত্ব কী এবং এর উপকারিতা বলতে পারবে এবং পাক-পবিত্র থাকবে। - হাত ও পায়ের পরিচ্ছন্নতার নিয়ম শিক্ষার্থীরা জানবে ও হাত-পা পরিচ্ছন্ন রাখবে। - চোখের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপকারিতা জানবে এবং চোখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। - ওযূ কাকে বলে এবং ওযূ করার নিয়ম, ওযূর ফরযসমূহ শিক্ষার্থীরা জানবে এবং সঠিক নিয়মে ওযূ করবে।	- পাক-পবিত্রতা - হাত ও পায়ের পরিচ্ছন্নতা - চোখের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা - ওযূ	- পাক পবিত্রতা - হাত-পায়ের পরিচ্ছন্নতা - চোখের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা - উযূ পৃষ্ঠাঃ ১৫-১৯

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

ঈমান ও আকাইদঃ মহান আল্লাহর পরিচয়, আল্লাহ স্রষ্টা, পালনকারী, রিযকদাতা, পরম দয়ালু। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনব ও একমাত্র তাঁরই ইবাদত করব। আমাদের সুন্দর দেশ, পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহ দয়া করে দান করেছেন। তিনি ক্ষমাশীল, সবাইকে ভালোবাসেন; নবী-রাসূলগণ ছোট-বড়, ধনী-গরিব সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন, ভালো কাজ করার আদেশ, মন্দ কাজে বাধা দিতেন; আখিরাতে ভালো ও মন্দ কাজের বিচার হবে, যারা আল্লাহর হুকুম মানে, মহানবী (স) এর দেখানো পথে চলে, ভালো কাজ করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, তারা দুনিয়াতে সুখি হয়, আখিরাতে শান্তি পায়, জান্নাত লাভ করে –আলোচনায় একথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দয়া, কৃতজ্ঞতাবোধ, নান্দনিকতা, ক্ষমাশীলতা, সমতা, মমতা/ভালোবাসা, উন্নত আচার-ব্যবহার, ন্যায় বিচার।

Dhaka University Institutional Repository

ইবাদতঃ আলোচনায় বলা হয়েছে ঈমান, সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ ছাড়াও ইবাদত হিসেবে গণ্য সালাম দেওয়া, আব্বা-আম্মার কথা শোনা, জীবে দয়া, সৃষ্টির সেবা করা, রোগীর যত্ন নেওয়া, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেওয়া, ইয়াতীম মিসকিনকে সাহায্য করা, সত্য কথা বলা, ভালো কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করা। মহান আল্লাহর হুকুম মানা, তাঁর রাসূলের দেখানো পথে চলা আমাদের কর্তব্য।

নৈতিক বিষয়: উন্নত আচার-ব্যবহার, বিনয়, জীবের প্রতি মমতা, সেবাব্রত, সহযোগিতা, সত্যবাদিতা, কৃতজ্ঞতাবোধ, কর্তব্য পরায়নতা।

পাক পবিত্রতা/হাত-পায়ের পরিচ্ছন্নতা/চোখের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা/উযূঃ পাক পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। শরীর ও কাপড় চোপড় পাক পবিত্র রখা উচিত, না হলে নানা রকম অসুখ বিসুখ হয়। যারা পাক পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে মহান আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। মহানবী (স) সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন। দাঁত, নখ, হাত-পা, চোখ এর পরিচ্ছন্নতা ও যত্নের উপকারিতা, সবুজ শাক-সবজি খাওয়া, উযূ করার নিয়ম ও উযূর ফরয সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য রক্ষা।

সারণি: ৪.১.৬.১-ক.২ ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	**বিষয়বস্তু**	**বিষয়বস্তুর শিরোনাম**
- শিক্ষার্থীরা আব্বা-আম্মার কথা শোনার গুরুত্ব জানবে ও তাঁদের কথা মেনে চলবে।	- আব্বা-আম্মার কথা শোনা	আখলাক-চরিত্র পৃষ্ঠা: ৩১-৩২
- সত্য বলার গুরুত্ব ও উপকারিতা জানবে এবং সব সময় সত্য বলবে।	- সত্য কথা বলা	সত্য কথা বলা পৃষ্ঠা: ৩৩-৩৪
-একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ কালে সালাম আদান-প্রদান শিখবে এবং নিয়মিত সালাম দেবে ও অপরে সালাম দিলে তার জওয়াব দেবে।	- সালাম	সালাম পৃষ্ঠা: ৩৫-৩৬
- মেহমানের সাথে ভাল ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা জানবে এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে।	- মেহমানের সাথে ভাল ব্যবহার	মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার পৃষ্ঠা: ৩৭-৩৮
- সহপাঠীদের সাথে ভাল ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বুঝবে এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে।	- সহপাঠীদের সাথে ভাল ব্যবহার	সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার পৃষ্ঠা: ৩৯-৪০
- মানুষের সেবার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝবে এবং সেবা করবে।	- মানুষের সেবা করা	মানুষের সেবা করা পৃষ্ঠা: ৪১-৪২
- জীবে দয়া করার গুরুত্ব বুঝবে এবং জীবে দয়া করবে।	- জীবে দয়া করা	জীবে দয়া পৃষ্ঠা: ৪৩-৪৪
- মহানবী (স) এর সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী জানবে এবং তাঁকে অনুসরণ করতে আগ্রহী হবে। - মহানবী (স) এর নবুওয়্যাত লাভের ঘটনা জানবে। - মহানবী (স) এর ইসলাম প্রচারের বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবে। - মহানবী (স) এর জীবনাদর্শ থেকে দুঃখী মানুষের প্রতি সুন্দর ব্যবহার জানবে ও তা অনুসরণ করবে। -অত্যাচারের প্রতিবাদ মহানবী(স) কীভাবে সোচ্চার ছিলেন তা শিক্ষার্থীরা জানবে এবং অনুসরণ করতে আগ্রহী হবে।	- মহানবী (স) - মহানবী (স) এর নবুওয়্যাত লাভ ও ইসলাম প্রচার - মহানবী (স) ছিলেন মানব দরদী - অত্যাচারের প্রতিবাদে মহানবী (স)	নবী ও রাসূল মহানবী (স) পৃষ্ঠা: ৭১-৭৭
- বইয়ের শেষে 'তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।		

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

আখলাক-চরিত্র: আলোচনায় আব্বা আম্মার কথা শোনা, ভালো ব্যবহার, সালাম দেওয়া, সম্মান করা, তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, বিনয়ের সাথে কথা বলা, সেবা করা, বেয়াদবি/রাগারাগি/কর্কশভাষায় কথা না বলা, তাদের অমান্য না করা, অবাধ্য না হওয়া, কষ্ট না দেওয়া, তাদের জন্য দোয়া করার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: বিনয়, উন্নত আচার-ব্যবহার/আদব-কায়দা, সেবা পরায়নতা।

সত্য কথা বলা: সত্য কথা বলা একটি মহৎ গুণ, মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ। আলোচনায় মহানবী (স) এর কাহিনী সহযোগে সবসময় সত্য কথা বলা, সৎপথে চলা, মিথ্যা না বলা, পাপের পথে না চলার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সত্যবাদিতা, সততা।

সালাম: আলোচনাটিতে আব্বা, আম্মা, শিক্ষক, খেলার সাথী, ছোট বড়, চেনা, অচেনা সকলকে সালাম দেয়া, মেহমানকে যত্ন করার জন্য কোরান ও হাদীসের আলোকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: উন্নত আচার-ব্যবহার/আদব-কায়দা, আতিথেয়তা।

মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার: মহানবী (স) এর ঘটনার মাধ্যমে মেহমানের যত্ন, সম্মান, ভালো ব্যবহার, সালাম, দেওয়া, হাসিমুখে কথা বলা, সেবা করা, খোঁজ খবর নেওয়া, বিদায় কালে কিছুদূর এগিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: আতিথেয়তা, উন্নত আচার-ব্যবহার/আদব-কায়দা, সেবা পরায়নতা, দায়িত্ববোধ।

সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার: সহপাঠীদের সাহায্য করা, বিপদে এগিয়ে আসা, ভালো ব্যবহার, গরিব হলে সাহায্য করা, অসুখে সেবা করা, সবাই মিলে মিশে থাকা, খেলাধুলা করা, কখনো ঝগড়া/মারামারি/গালাগালি/হিংসা না করার কথা আলোচনায় করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সহযোগিতা, উন্নত আচার-ব্যবহার, সেবা পরায়নতা, একতা, অহিংসা।

মানুষের সেবা করা: আলোচনাটিতে একে অপরকে সাহায্য করা, গরিব-দুঃখী, ফকির, মিসকিন, ইয়াতীম-অনাথদের খাদ্য, পানি, অর্থ, চিকিৎসা দ্বারা সাহায্য করা, তাদেরকে ঘৃণা না করা ও অন্ধ মানুষকে সাহায্য করার বিষয়ে নবী (স) এর উদাহরণ এর আলোকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সহযোগিতা, সেবাপরায়নতা, অহিংসা।

জীবে দয়া: সকল জীবের প্রতি দয়া, ভালোবাসা, আদর যত্ন করা, খাবার পানি দেওয়া, পাখির বাসায় ঢিল না ছোঁড়া, ডিম বা বাচ্চা না ধরা/ ভাঙ্গা, খাচাঁয় আটকে না রাখা, ফড়িংয়ের পাখা না ছেড়া বা পায়ে সুতা না বাধা, হাঁস মুরগিকে কষ্ট না দেওয়ার কথা নবী (স) এর উদাহরণ সহযোগে বোঝানো হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দয়া, জীবের প্রতি মমতা/ভালোবাসা।

নবী ও রাসূল মহানবী (স): আরব দেশের তৎকালীন সমাজ ও মানুষের দুর্দশা থেকে মুক্তি ও সামগ্রিকভাবে মানুষের শান্তি ও কল্যাণে মহনবী (স) এর নবুওয়াৎ লাভ ও ইসলাম প্রচার এর বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও দিক আলোচনা করে তার জীবনাদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। যেমন: ছোটবেলা থেকেই তিনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন, মানুষকে ভালোবাসতেন, কোন দিন মারামারি/গালাগালি করতেন না, দুঃখী মানুষের কষ্ট দূর করতেন, সত্যকথা বলতেন, কথা রাখতেন, পরম বিশ্বস্ত ছিলেন। মহানবী (স) ছিলেন মানব দরদী: গরিব-দুঃখী, অনাথ ইয়াতীমের প্রতি দরদ, বয়োজ্যেষ্ঠের কাজে সাহায্য, কাজের লোকদের কষ্ট না দেওয়া/অসম্মান না করা, কাজে সাহায্য করা, নিজেদের মত খাওয়া পরার ব্যবস্থা করার কথা বলেছেন। অত্যাচারের প্রতিবাদে মহানবী (স): অসৎ কাজে মানুষকে তিনি নিষেধ করেছেন, বাধা দিয়েছেন, তিনি ছিলেন মজলুমের বন্ধু উদাহরণসহ একথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: মহত্ত্ব, মমতা/ভালোবাসা, উন্নত আচার-ব্যবহার, সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, বিশ্বাস যোগ্যতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সহযোগিতা, অপরের প্রতি সম্মান, বৈষম্যহীনতা, সততা, বন্ধুভাবাপন্ন, সাহসিকতা।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ শ্রেণী

ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ৩৮টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে যা শিক্ষাক্রমের ২৬টি বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। উক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে পাঠ্যপুস্তকে ২২টি বিষয় আলোচিত হয়েছে। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত এবং পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। তবে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়ববস্তুতে আধিক্য রয়েছে এবং আলোচনায় পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত। নিচের সারণি ৪.১.৬.১-খ.১ থেকে ৪.১.৬.১-খ.৩ এবং পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি: ৪.১.৬.১-খ.১ ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তুর শিরোনাম
- আল্লাহর পরিচয় বলতে পারবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে। - জানবে ও ঈমান আনবে আল্লাহ সব কিছুর মালিক। - আল্লাহ সর্বশক্তিমান এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা জানবে ও ঈমান আনবে। - মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে উঠবে। - মহান আল্লাহ বিধানদাতা এ কথা জানবে ও ঈমান আনবে। - জানবে ও বিশ্বাস স্থাপন করবে- আল্লাহ শান্তিদাতা।	- আল্লাহর পরিচয় ও তাঁর ইবাদাত - আল্লাহ সব কিছুর মালিক - আল্লাহ সর্বশক্তিমান - আল্লাহ বিধানদাতা - আল্লাহ শান্তিদাতা	- ঈমান ও আকাইদ - মহান আল্লাহর পরিচয় - আল্লাহ খালিক - আল্লাহ মালিক - আল্লাহ সর্বশক্তিমান - আল্লাহ বিধানদাতা - আল্লাহ শান্তিদাতা পৃষ্ঠা: ১-১৯
- ইবাদাত সম্বন্ধে জানবে, ইবাদাত করতে আগ্রহী হবে এবং ইবাদাত করবে। - তাহারাত বা পবিত্রতা জানবে এবং পাক-পবিত্র থাকবে। - ওযু ও ওযুর ফরয সম্বন্ধে জানবে, ওযু করতে আগ্রহী ও অভ্যস্ত হবে এবং যথাযথ নিয়মে ওযু করতে পারবে। - ওযূর সুন্নাতগুলো জানবে এবং সঠিক নিয়মে পালন করবে। - ওযু নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ জানবে এবং ওযু নষ্ট হলে প্রয়োজনে ওযু করতে পারবে। - গোসল সম্পর্কে জানবে এবং গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে শিখবে। - ঈদের পরিচয় বলতে পারবে এবং ঈদুল ফিতরের দিনের কর্তব্য কাজ সম্পর্কে জানবে ও পালন করতে আগ্রহী হবে। - ঈদুল আযহার পরিচয় জানবে। - কুরবানী ও কুরবানীর নিয়ম পালন করার প্রতি আগ্রহী হবে।	- ইবাদাত - তাহারাত বা পবিত্রতা - ওযু ও ওযূর ফরয - ওযুর সুন্নাত - গোসল, গোসলের ফরয ও গোসলের নিয়ম - ঈদ ও ঈদুল ফিতরের সালাত - ঈদুল আযহা	- তাহারাত - উযূ - গোসল - ঈদুল ফিতর - ঈদুল আযহা পৃষ্ঠা: ২৩-৪৫

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

ঈমান ও আকাইদ/মহান আল্লাহর পরিচয়(আল্লাহ খালিক/আল্লাহ মালিক/আল্লাহ সর্বশক্তিমান/আল্লাহ বিধানদাতা/ আল্লাহ শান্তিদাতা): উক্ত আলোচনায় বলা হয়েছে যে আল্লাহ মহান, তিনি দয়ালু, তাঁর দয়ায় আমরা বেচেঁ আছি, তিনি আমাদের লালন-পালন করেন, তিনি আমাদের সবকিছুর ও চিরকালের মালিক; আল্লাহ বিধানদাতা, মানুষের উপকারের জন্যই তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর বিধান মেনে চলা, কারো অধিকার কেড়ে না নেওয়া, কোন কিছু থেকে কাউকে বঞ্চিত না করা, চুরি না করা, কখনো মিথ্যা না বলা, ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি না করা, সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করা, আল্লাহর হুকুম মত চলা, মহান আল্লাহর বিধান মতো ইবাদত বন্দেগী করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ শান্তিদাতা, আল্লাহর হুকুম মেনে চললে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তিনি তাদের

Dhaka University Institutional Repository

শান্তি দেন; নবী-রসূলের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতো সুন্দর জীবন গড়তে চেষ্টা করতে হবে, ভালো কাজের নিয়ত করলে, চেষ্টা করলে আল্লাহ সে কাজে তাকে সফল করেন, দুনিয়াতে ভালো কাজ করলে, মহানবী (স)-এর দেখানো পথে চললে আখিরাতে জান্নাত পাওয়া যাবে।

নৈতিক বিষয়: মহত্ত্ব, দয়া, ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যবাদিতা, ভদ্রতাবোধ, শৃঙ্খলা, বিনয়, শ্রদ্ধাশীলতা।

ইবাদত (তাহারাত, উযূ ,গোসল, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা): উক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে ভালো কাজ করাও ইবাদত। যেমন: রোগীর সেবা করা, সবার সাথে ভালো ব্যবহার করা, সত্য বলা, দান খয়রাত করা ইত্যাদি। তাহারাত বা পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ, যারা পাক-পবিত্র থাকে, পরিষ্কার পোষাক পরে, আল্লাহ ও সকল মানুষ তাদের ভালোবাসে, দেহ মন ভালো থাকে, লেখাপড়ায় মন বসে, উযূ ও গোসল ময়লা ও অপবিত্রতা দূর করার উত্তম উপায়, উযূ ও গোসল এর নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ঈদের নামাযে এলাকার অনেকের সাথে দেখা সাক্ষাত, কুশলাদি বিনিময়, কোলাকুলির মাধ্যমে সব ভেদাভেদ ভুলে সবাই আনন্দ-খুশি ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়। এই দিনে পাড়া-প্রতিবেশী, গরিব-দুঃখীর খোঁজ-খবর নেওয়া, বিধবা, ইয়াতিম সকলের মুখে সাধ্যমতো হাসি ফুটানোর চেষ্টা করা, কুরবানীর গোশত আত্মীয়, গরিব-মিসকিনদের মাঝে বন্টণ করার মাধ্যমে সমাজে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আলোচনায় ঈদের এই মহান শিক্ষা নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করা ও সমাজে ছড়িয়ে দেবার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সেবা পরায়নতা, সত্যবাদিতা, উন্নত আচার-ব্যবহার, দয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মমতা/ ভালোবাসা, শিষ্টাচার, বৈষম্যহীনতা।

সারণি: ৪.১.৬.১-খ.২ ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- আখলাক বা চরিত্রের পরিচয় জানবে এবং আদর্শ চরিত্রের আলোকে শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবন গঠনে আগ্রহী হবে।	- আখলাক	আখলাক পৃষ্ঠা: ৭৩-৭৪
- আব্বা-আম্মাকে সম্মান করার গুরুত্ব জানবে এবং তাঁদের কথা মেনে চলবে।	- আব্বা-আম্মাকে সম্মান করা	আব্বা-আম্মাকে সম্মান করা পৃষ্ঠা: ৭৪-৭৫
- শিক্ষককে সম্মান করবে এবং তাদের কথা মেনে চলবে।	- শিক্ষককে সম্মান করা	শিক্ষককে সম্মান করা পৃষ্ঠা: ৭৬
- বড়দের সম্মান করবে, তাঁদের কথা মেনে চলবে এবং ছোটদের স্নেহ করবে।	- বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা	বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা পৃষ্ঠা: ৭৭
- প্রতিবেশীর পরিচয় জানবে এবং প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করবে।	- প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার	প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার পৃষ্ঠা: ৭৮
- রোগ-শোক ও রোগীর সেবা সম্পর্কে জানবে ও তাদের সেবা করবে।	- রোগীর সেবা করা।	রোগীর সেবা করা পৃষ্ঠা: ৭৯-৮০
- সত্য কথা বলার গুরুত্ব জানবে এবং সত্য কথা বলবে।	- সত্য কথা বলা	সত্য কথা বলা পৃষ্ঠা: ৮১
- ওয়াদা পালনের গুরুত্ব বুঝবে। - ওয়াদা ভঙ্গের কুফল বুঝতে পারবে। - ওয়াদা পালন করবে।	- ওয়াদা পালন করা	ওয়াদা পালন করা পৃষ্ঠা: ৮২
- লোভ-লালসার কুফল সম্পর্কে জানবে। - লোভ না করার আদর্শ নিজেদের জীবনে অনুসরণ করবে। - লোভ-লালসা পরিহার করবে।	- লোভ না করা	লোভ না করা পৃষ্ঠা: ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- অপচয় কাকে বলে তা বলতে পারবে। - অপচয় করার কুফল সম্পর্কে জানতে পারবে। - অপচয় না করার সুফল জানতে পারবে।	- অপচয় না করা	অপচয় না করা পৃষ্ঠা: ৮৩-৮৪
- পরনিন্দা কাকে বলে তা বলতে পারবে। - পরনিন্দার কুফল বলতে পারবে। - পরনিন্দা সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা কী তা জানতে পারবে। - পরনিন্দা থেকে বিরত থাকবে।	- পরনিন্দা না করা	পরনিন্দা না করা পৃষ্ঠা: ৮৪

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

আখলাক: আলোচনায় আখলাকে হামীদা অর্থাৎ প্রশংসনীয় স্বভাব যেমন: নামায পড়া, রোজা রাখা, ভালো কাজ করা, সত্য বলা, রোগীর সেবা, সবার সাথে ভালো ব্যবহার, দেখা সাক্ষাতে সালাম করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, মেহমানদের আপ্যায়ন, বড়দের সম্মান, ছোটদের আদর, গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে। ছেলেমেয়ের আখলাক ভালো হলে আব্বা-আম্মার সুনাম হয়, সুন্দর ব্যবহার করে নম্র ও ভদ্র হয়ে চললে শিক্ষকগণ তাকে ভালোবাসেন। চরিত্র ভালো হলে দুনিয়ার জীবন সুন্দর, সুখের হয়, আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যায়। খাঁটি মুমিন হতে হলে চরিত্র সুন্দর হতে হবে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া আখলাকে যামীমা অর্থাৎ নিন্দনীয় স্বভাব যেমনা: মিথ্যা বলা, গালি দেওয়া, চুরি, ছিনতাই, সন্ত্রাস করা, জুয়া খেলা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সকল কাজ করলে সবাই তাকে ঘৃণা করে, কেউ তাকে ভালোবাসে না একথা বলা হয়েছে।

হযরত মুহম্মদ (স) এর চরিত্র ছিল সবচেয়ে সুন্দর, তাঁর উম্মত হিসেবে তাঁর আদর্শে আমাদের চরিত্র গড়ে তুলতে হবে – এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সত্যবাদিতা, সেবা পরায়নতা, উন্নত আচার-ব্যবহার/আদব-কায়দা, নম্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আতিথেয়তা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা/ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা, দয়া, সহযোগিতা, সততা।

আব্বা-আম্মাকে সম্মান করা: আলোচনায় আব্বা-আম্মার কথা শোনা, ভালো ব্যবহার, সেবা করা, মনে কষ্ট না দেওয়া, তাদের জন্য দোয়া করার কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) এর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: বিনয়, উন্নত আচার-ব্যবহার/আদব-কায়দা, সেব পরায়নতা, মমতা।

শিক্ষককে সম্মান করা: আলোচনা থেকে জানা যায় মহানবী (স) বিদ্বান ও শিক্ষকগণের প্রতি মর্যাদা দিতেন, দিল্লীর বাদশাহ আলমগীর তাঁর পুত্রের শিক্ষককে যেভাবে মর্যাদা দিয়েছেন সেই উদারহণ ও বিবরণের মাধ্যমে শিক্ষককে সম্মান করা, তাঁকে সালাম দেওয়া, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, মন দিয়ে লেখাপড়া করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: অপরের প্রতি সম্মান, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, উন্নত আদব-কায়দা, বিনয়, অধ্যবসায়।

বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা: আব্বা-আম্মা, বয়োজ্যষ্ঠ,বয়সে বড় প্রতিবেশী, শিক্ষক উপরের শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রী, বাড়িতে কাজের লোক সবাইকেই সম্মান করা, ভালো ব্যবহার, যানবাহনে বৃদ্ধ মানুষদের জন্য আসন ছেড়ে দেওয়া এবং ছোটদের আদর ও স্নেহ করা, সবাই মিলেমিশে থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা/ছোটদের প্রতি স্নেহ পরায়নতা, অপরের প্রতি সম্মান, উন্নত আচার-ব্যবহার, একতা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহারঃ আলোচনাটিতে প্রতিবেশীদের সাথে ভালো ব্যবহার করা, মিলেমিশে থাকা, বিপদে-আপদে সাহায্য, অসুখ-বিসুখে সেবা-যত্ন করা, গরিব প্রতিবেশীকে খাবার, জামা কাপড়, টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করা, প্রতিবেশীর কষ্ট হয় এমন কোন কাজই না করা, যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা না ফেলা, তাদের পশুপাখি, গাছপালার ক্ষতি না করা, জোরে রেডিও ক্যাসেট না বাজিয়ে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলার পরার্মশ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানীফা (র) এর উদাহরণ দেয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: উন্নত আচার-ব্যবহার, একতা, সহযোগিতা, সেবা পরায়নতা, দয়া, মমতা/জীবের প্রতি মমতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

রোগীর সেবা করাঃ মহানবী (স) রোগী বিধর্মী বা ভীষণ শত্রু হলেও তার সেবা করতেন তেমন ঘটনার উদাহরণ সহকারে রোগীর সেবাযত্ন, চিকিৎসার ব্যবস্থা, কুশল জিজ্ঞাসা ও খোঁজ খবর নেয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সহযোগিতা, সেবাপরায়নতা।

সত্য কথা বলাঃ সত্য কথা বলা মহৎ গুণ, সত্যবাদীকে সবাই বিশ্বাস করে, ভালোবাসে, সে আল্লাহর কাছেও প্রিয়, সত্য মানুষকে পুণ্যের পথে নিয়ে যায়, মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে, মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করেনা, ভালোবাসে না, আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, মিথ্যা সব পাপের মূল। মহানবী (স) এর উপদেশের উদাহরণ দিয়ে একথা বোঝানো হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সত্যবাদিতা।

ওয়াদা পালন করাঃ ওয়াদা পালন করলে আল্লাহ খুশি হন, সবাই তাকে বিশ্বাস করে, ভালোবাসে, যে ওয়াদা পালন করে না সে ধার্মিক নয়। হযরত উমর (রা) এর ওয়াদা পালনের উদাহরণ দিয়ে ওয়াদা পালন করা ও ওয়াদা ভঙ্গ না করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: প্রতিশ্রুতি রক্ষা।

লোভ না করাঃ লোভ না করা চরিত্রের একটি সুন্দর গুণ। লোভ-লালসা মানুষের অনেক দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তির কারণ হয়, মানুষ সুখী হয়না, শান্তি পায়না, অন্যায় ও পাপকাজে লিপ্ত হয়। হযরত দাউদ (আ) এর ঘটনার মধ্য দিয়ে লোভ-লালসা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: লোভহীনতা।

অপচয় না করাঃ অপচয় করা বড় পাপ, অপচয়কারী শয়তানের ভাই, বিনা প্রয়োজনে গ্যাস/বাতি জ্বালিয়ে রাখা, ফ্যান চালানো, পানির কল খুলে রাখা, বাজি পটকা ফোটানো অপচয়। বিড়ি সিগারেট খাওয়া অপচয় ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ গুলোর জন্য আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। আলোচনায় সব রকম অপচয় থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: মিতব্যয়িতা/অপচয় না করা, স্বাস্থ্য রক্ষা।

পরনিন্দা না করাঃ পরনিন্দা না করা সুন্দর চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। দোষ খুঁজে বেড়ানো একটি মন্দ কাজ, পরনিন্দা শোনাও পাপ, পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না, কারো নিন্দা করা ও শোনা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: অহিংসা, কল্যাণকর ইতিবাচক মনোভাব।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৪.১.৬.১-খ.৩ ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- নবী ও রাসূলের পরিচয় জানবে ও তাঁরা মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত একথা বিশ্বাস করবে। - মহানবী (স) এর হিলফুল ফুযুল গঠন সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে। - মহানবী (স) এর নবুওয়্যাত লাভের ঘটনা ও মক্কায় ইসলাম প্রচার সম্পর্কে জানবে ও বলতে পারবে। - মহানবী (স) এর জীবনাদর্শে শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কিত কাহিনী জানবে ও অনুসরণ করবে। - মহানবী (স) এর জীবনাদর্শে দয়া, ক্ষমা ও মাতৃভক্তির আদর্শ কাহিনী জানবে ও অনুসরণ করবে।	- নবী-রাসুলের পরিচয় - মহানবী (স) এর মাক্কী জীবন - মহানবী (স)- এর নবুওয়্যাত লাভ ও মক্কায় ইসলাম প্রচার - মহানবী (স)- এর জীবনাদর্শে শ্রমের মর্যাদা - মহানবী (স)-এর জীবনাদর্শে দয়া, ক্ষমা ও মাতৃভক্তি	নবী রাসূল: পৃষ্ঠা: ৯১-৯৬
- বইয়ের শেষে 'তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে যা তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

নবী রাসূল:

মহানবী (স)-এর তৎকালীন আরবের অনাচার ও যুলুম বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বন্ধুদের নিয়ে হিলফুল ফুযুল নামে একটি শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা, নবুওয়্যাত লাভ, মক্কায় ইসলাম প্রচার, শ্রমের মর্যাদা, জীবে দয়া, ক্ষমা, মাতৃভক্তি ও নারী জাতির মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বিষয়টিতে মহানবী হযরত মুহম্মদ (স) এর জীবন ও আদর্শের মাধ্যমে তাঁর মত উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি যেমন শান্ত, ভদ্র, নম্র, বিনয়ী, সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বাসী, আমানতদার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র থাকা, ছোট-বড়, ধনী-গরিব, দাস-দাসী সবাইকে ভালোবাসা, তাদের সাথে মধুর ব্যবহার করা, ঘৃণা, গালাগালি, মারধর না করা, নিজেদের মত খাদ্য, পোষাক দেওয়া, তাদের কাজে সাহায্য করা, শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই মজুরি দিয়ে দেওয়া, নিজের কাজ নিজে করা, মায়ের সেবাযত্ন ও সম্মান, নারী জাতির মর্যাদা, দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন, জীবজন্তুর প্রতি দয়া করা, তাদেরকে কষ্ট না দেয়ার গুণাবলিসমূহ অর্জনের জন্য ঘটনা ও উদ্ধৃতিসহযোগে আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: ভদ্রতাবোধ, নম্রতা/বিনয়, সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বাস যোগ্যতা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বৈষম্যহীনতা, মমতা/ভালোবাসা, উন্নত আচার-ব্যবহার, শিষ্টাচার, সমতা, সহযোগিতা, জীবের প্রতি মমতা।

পঞ্চম শ্রেণী

ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ২৮টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে যার অনুরূপ শিক্ষাক্রমের ২৮টি বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত বিষয়বস্তুর অনুরূপ পাঠ্যপুস্তকেও ২৮টি বিষয় আলোচিত হয়েছে। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সুনির্দিষ্টভাবে বিভাজিত এবং পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। তবে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়ববস্তুতে আধিক্য রয়েছে এবং আলোচনায় পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত। নিচের সারণি ৪.১.৬.১-গ.১ থেকে ৪.১.৬.১-গ.৪ এবং পাঠ্যবিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে:

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৪.১.৬.১-গ.১ ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তুর শিরোনাম
- শিক্ষার্থীরা আল্লাহু তা'আলার পরিচয় জানবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। - শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে নিখিল বিশ্বের পালনকারী একমাত্র আল্লাহু তা'আলা।	- মহান আল্লাহর পরিচয় - মহান আল্লাহ সারা বিশ্বের পালনকারী	- আল্লাহু তা'আলার পরিচয় - সারা বিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহ পৃষ্ঠা: ২-১০
- শিক্ষার্থীরা মহান আল্লাহর সিফাতী গুণবাচক নামসমূহ বা আসামাউল হুস্না এর পরিচয় জানবে এবং ঈমান আনবে। - শিক্ষার্থীরা জানবে ও বিশ্বাস করবে আল্লাহ ক্ষমাশীল। - শিক্ষার্থীরা মহান আল্লাহ সহনশীল একথা জানবে ও বিশ্বাস করবে। - শিক্ষার্থীরা মহান আল্লাহ সর্বশ্রোতা তা জানবে ও বিশ্বাস করবে। - মহান আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা শিক্ষার্থীরা তা জানবে ও বিশ্বাস করবে। - শিক্ষার্থীরা মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান একথা জানবে ও বিশ্বাস করবে।	- মহান আল্লাহর সিফাতী নামসমূহ (আসমাউল হুস্না) - মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল - মহান আল্লাহ সহনশীল - মহান আল্লাহ সর্বশ্রোতা - মহান আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা - মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান	মহান আল্লাহর সেফাতী নামসমূহ - আল্লাহ ক্ষমাশীল - আল্লাহ সহনশীল - আল্লাহ সর্বশ্রোতা - আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা - আল্লাহ সর্বশক্তিমান পৃষ্ঠা: ১১-১৭

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

আল্লাহু তা'আলার পরিচয়/সারা বিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহ: আলোচনায় বলা হয়েছে আল্লাহু তা'আলা পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু, তিনি আমাদের স্রষ্টা, তিনি আমাদের রিযিক দিয়ে লালন পালন করেন, আমাদের ভালোবাসেন। যারা মুসলিম তাদের চরিত্র ও আচার ব্যবহার সুন্দর হয়, তারা মিথ্যা কথা বলে না, কাউকে কষ্ট দেয়না, চুরি-ডাকাতি, সন্ত্রাস ও রাহাজানি করে না, পিতামাতা ও শিক্ষকদেরকে সম্মান করে, মহানবী (স)-এর দেখানো পথে চলে, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করে।

আল্লাহর সৃষ্টি ও পালনের বিভিন্ন মহিমা বর্ণনা করে বলা হয়েছে জীবন রক্ষায় মানুষ ও গাছপালা পরস্পরকে সাহায্য করে। যে নলকূপ দিয়ে ক্ষতিকর আর্সেনিক পানি ওঠে সে নলকূপের পানি ব্যবহার না করা, কোন সময় পানি অপচয় না করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দয়া, উন্নত আচার-ব্যবহার, সত্যবাদিতা, মমতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা/ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ, সহযোগিতা, স্বাস্থ্যরক্ষা, মিতব্যয়িতা।

মহান আল্লাহর সেফাতী নামসমূহ: (আল্লাহ ক্ষমাশীল, আল্লাহ সহনশীল, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা, আল্লাহ সর্বশক্তিমান): মহান আল্লাহ সকল গুণের আধার। আলোচনায় তাঁর গুণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তিনি দয়ালু, সবাইকে দয়া করেন, সবাইকে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সব কিছু দেন। ক্ষমা করেন। ব্যক্তি যদি আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হতে পারে তাহলে তার চরিত্র খুবই ভালো হয়, আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারে। এই গুণগুলির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস থাকলে কেউ কোন পাপ কাজ/অন্যায় করতে পারে না, চুরি, মিথ্যা কথা, মারামারি, ঝগড়া বিবাদ, সন্ত্রাস রাহাজানি করতে পারে না।

আল্লাহর ক্ষমাশীলতা, সহনশীলতা, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশক্তিমানতা গুণাবলিসমূহ আলোচনা করে বলা হয়েছে আমরা অপরের দোষ ক্ষমা করব, সহনশীল হব, সহনশীলতায় হৃদ্যতা, বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। ধৈর্যধারণ করব, কখনো অন্যায় কিছু বলব না, কু-পরামর্শ দেব না, মিথ্যা কথা বলব না, নিন্দা করব না, গালাগালি খারাপ ভাষা মুখে আনব না, আমাদের ছোট ভাইবোন, সহপাঠী ও বন্ধুদের ওয়াদা পালন করার পরামর্শ দেব, কোন অন্যায়, অশালীন কাজ, চুরি, সন্ত্রাস, মারামারি করব না, বিড়ি-সিগারেট বা নেশাদার কোন জিনিস ধরব না -এই সকল পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দয়া, ক্ষমাশীলতা, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ, সত্যবাদিতা, শিষ্টাচার, সহনশীলতা, সম্প্রীতি, ধৈর্যশীলতা, ভদ্রতাবোধ, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, শালীনতা, স্বাস্থ্য রক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৪.১.৬.১-গ.২ ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- শিক্ষার্থীরা নবী-রাসূল (আ) এর পরিচয় বলতে পারবে, ঈমান আনবে ও শ্রদ্ধাশীল হবে।	- নবী-রাসূল (আ) এর পরিচয়।	নবী-রাসূলের পরিচয় পৃষ্ঠা: ১৮-১৯
- ইবাদাতের তাৎপর্য বলতে পারবে এবং ইবাদাত করতে আগ্রহী হবে।	- ইবাদাত	ইবাদত পৃষ্ঠা: ৩০-৩১
- মসজিদের আদব জানবে এবং পালন করবে।	- মসজিদের আদব	মসজিদের আদব পৃষ্ঠা: ৪৯-৫২
- সাওমের তাৎপর্য ও নিয়ম বলতে পারবে এবং সাওম পালনে আগ্রহী হবে।	- সাওম	সাওম পৃষ্ঠা: ৫৭-৫৮
- যাকাতের তাৎপর্য, নিয়ম ও নিসাব বলতে পারবে।	- যাকাত	যাকাত পৃষ্ঠা: ৫৯-৬০
- হাজ্জের তাৎপর্য ও নিয়ম বলতে পারবে এবং হাজ্জ পালনের জন্য আগ্রহী হবে।	- হাজ্জ	হাজ্জ পৃষ্ঠা: ৬৩
- পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব জানবে ও পরিচ্ছন্ন থাকবে।	- পরিচ্ছন্নতা	পরিচ্ছন্নতা পৃষ্ঠা: ৬৬-৬৭

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

নবী-রাসূলের পরিচয়: এই আলোচনায় বলা হয়েছে নবী রাসূলগণ নিষ্পাপ, তাঁরা পাপ বা গোনাহের কাজ থেকে সব সময় বিরত থাকতেন। তাদের লক্ষ্য ছিল মানুষের জীবন মঙ্গলময় করা, কল্যাণ সাধন করা।

নৈতিক বিষয়: মহত্ত্ব, সততা।

ইবাদত: মিথ্যা না বলা, পরনিন্দা না করা, সত্য ও ন্যায় কথা বলা, আল্লাহর বিধান মেনে চলা, মহানবী (স) এর দেখানো পথে চললে দুনিয়া ও আখেরাতে আমরা শান্তি লাভ করতে পারব সেকথা আলোচিত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সত্যবাদিতা, ইতিবাচক মনোভাব।

মসজিদের আদব: মসজিদে সালাত আদায় করলে পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে দৈনিক পাচঁবার দেখা হয়, এতে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, প্রয়োজনে একে অন্যকে সাহায্য করতে পারে। তাই মসজিদে সালাত আদায়ের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: বন্ধুভাবাপন্ন, সহযোগিতা।

সাওম: সাওমের তাৎপর্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- ১. আল্লাহ তা'আলার প্রতি গভীর ঈমান ও বিশ্বাস প্রকাশ ২. মহানবী (স) এর প্রতি গভীর আনুগত্য প্রকাশ ৩. আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ৪. অন্যের প্রতি সহানুভূতি ও মমত্ববোধ সৃষ্টি ৫. সংযম, ত্যাগ, দান, ভ্রাতৃত্ববোধ, দয়া সহ অন্যান্য চারিত্রিক গুণের বিকাশ ৬. দৈহিক, মানসিক, আত্মিক প্রশান্তি ৭. সহমর্মিতা, মমত্ববোধ ও কল্যাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হওয়া ৮. অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকা ৯. ধনীদের গবির, মিসকীনদের সাহায্য করার উৎসাহ সৃষ্টি করা। এছাড়াও বলা হয়েছে - রোজার মাধ্যমে আল্লাহর ভয়ে সাবধানতা অবলম্বন করলে সে কোন পাপের কাজ করতে পারেনা, খাবার না পেলে কেমন কষ্ট তা বোঝা যায়, দুঃখী মানুষের প্রতি সাহায্য করার শিক্ষা, পানাহারে নিয়মানুবর্তিতা সৃষ্টি, অনেক রোগ-ব্যাধি দূর, স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

নৈতিক বিষয়: বিনয়, কৃতজ্ঞতাবোধ, সহমর্মিতা/সহানুভূতি, মমতা, সংযম, আত্মত্যাগ, দয়া, ভ্রাতৃত্ববোধ, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ, শালীনতা, সহযোগিতা, নিয়মানুবর্তিতা, স্বাস্থ্যরক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত: যাকাতের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি, কৃপণতা ও সম্পদের প্রতি লালসা দূর, ধনী-গরিবের বৈষম্য দূর, সমাজে শান্তি স্থাপিত হয়। গরিবদের অভাব দূর করতে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ্পাক যাকাতের বিধান দিয়েছেন। হিসাব করে যাকাত দিয়ে সমাজ সেবা করা ও পরকালের আযাব থেকে রক্ষা পাবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: আত্মত্যাগ, লোভহীনতা, বৈষম্যহীনতা, সহযোগিতা।

হাজ্জ: হজ্ব বিশ্ব মুসলিমের মহা সম্মেলন। সকলেই ভাই ভাই, কিছু দিনের জন্য সবাই মিলে মিশে থাকে, একে অন্যের খোঁজ খবর নেয়। ফলে সারা বিশ্বের মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা গড়ে ওঠে।

নৈতিক বিষয়: বিশ্বভ্রাতৃত্ব।

পরিচ্ছন্নতা: এই অলোচনা থেকে জানা যায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ, আল্লাহর ইবাদত। অপরিচ্ছন্ন, নোংরা মানুষকে কেউ ভালোবাসেনা, সবাই ঘৃণা করে, তাদের নানা ধরনের অসুখ-বিসুখ হয়। নিয়মিত শরীর, চোখ, মুখ, নাক, দাঁত, পা, পরিষ্কার রাখা, খাবার আগে হাত ধোয়া, চুলকেটে ছোট রাখা, ঘরবাড়ি আসবাব, পরিবেশ, বিদ্যালয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, রাস্তায় কষ্টদায়ক কিছু পড়ে থাকলে তা সরিয়ে দেয়ার উপদেশ ও এসব ব্যাপারে মহানবী (স) এর নির্দেশের কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যরক্ষা, পরিবেশ রক্ষা, সহযোগিতা।

সারণি: ৪.১.৬.১-গ.৩ ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	**বিষয়বস্তু**	
- আখলাকের তাৎপর্য বলতে পারবে এবং ইসলামী শিক্ষার আলোকে চরিত্র গঠন করবে।	- আখলাক বা চরিত্র	আখলাক বা চরিত্র পৃষ্ঠা: ৭৩-৭৪
- সৃষ্টির সেবা সম্পর্কে বলতে পারবে এবং সৃষ্টির সেবা করবে।	- সৃষ্টির সেবা	সৃষ্টির সেবা ও সাহায্য পৃষ্ঠা: ৭৫-৭৭
- দেশপ্রেম কী তা জানবে। দেশকে ভালবাসবে এবং দেশের সেবা করবে।	- দেশপ্রেম	দেশপ্রেম পৃষ্ঠা: ৭৯-৮০
- ক্ষমা কী তা বলতে পারবে এবং ক্ষমাশীল হবে।	- ক্ষমা	ক্ষমা পৃষ্ঠা: ৭৮
ভাল কাজে সহযোগিতা করার সুফল এবং মন্দ কাজে বাধা দেওয়ার উপকারিতা জানবে, তারা ভাল কাজ করবে, ভাল কাজে সহযোগিতা করবে এবং মন্দ কাজে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।	- ভাল কাজে সহযোগিতা করা ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া	ভালোকাজে সহযোগিতা করা ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া পৃষ্ঠা: ৮১-৮২
- সততা কী তা জানবে এবং সৎ হবে।	- সততা	সততা পৃষ্ঠা: ৮৩-৮৫
- মাতা-পিতার খেদমত কী তা জানবে ও তাদের খেদমত করবে।	- মাতা-পিতার খেদমত	মাতা পিতার খিদমত পৃষ্ঠা: ৮৬-৮৭

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

আখলাক বা চরিত্র: ভালো কাজের মধ্যে রয়েছে- আব্বা আম্মার কথা শোনা, মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার, জীবজন্তুর প্রতি দয়া, মানুষের সেবা, রোগীর সেবা, গরিব, ইয়াতীম, মিসকিন ও অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার, পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে মিলেমিশে বিপদে-আপদে পাশে থাকা, সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার, সত্য কথা বলা, শিক্ষকদের সম্মান, বড়কে শ্রদ্ধা ও ছোটকে স্নেহ, ভালোবাসা, আদর। আর এর বিপরীত কাজগুলি মন্দ কাজ। মাদকাসক্ত না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। চরিত্রের উত্তম গুণগুলো অর্জন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক বিষয়: বিনয়, আতিথেয়তা, মমতা/জীবের প্রতি মমতা/ভালোবাসা, সেবাপরায়নতা, সহযোগিতা, উন্নত আচার-ব্যবহার, একতা, সত্যবাদিতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা/ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ, স্বাস্থ্যরক্ষা, মিতব্যয়িতা, স্বাস্থ্যরক্ষা।

সৃষ্টির সেবা ও সাহায্যঃ অভাবী, বঞ্চিত, গরিব-দুঃখী, দুঃস্থ, রোগীদের সাহায্য, সমবেদনা, সেবা, দান করা, প্রতিবেশীদের প্রতি সৌজন্য/বিভিন্ন দ্রব্য উপহার, সবার প্রতি ভালো ব্যবহার, দয়া, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, আঘাত না করা, মিথ্যা না বলা, নিরক্ষরকে লেখাপড়া শেখানো, জীবজন্তু, পশুপাখিকে কষ্ট না দেওয়া, যত্ন নেওয়া, গাছ লাগিয়ে পরিবেশকে বাস উপযোগী সুন্দর রাখা, নির্বিচারে গাছ না কাটা -এসকল বিষয় ইসলামের বিধান। এগুলি মেনে চললে আল্লাহ আমাদের দয়া করবেন, রহমত দান করবেন সেই আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সহযোগিতা, সমবেদনাবোধ, সেবা পরায়নতা, সৌজন্যতা, উন্নত আচার-ব্যবহার, দয়া, মমতা, সত্যবাদিতা, পরোপকার, জীবের প্রতি মমতা, পরিবেশ রক্ষা।

দেশপ্রেমঃ আলোচনাটিতে বলা হয়েছে আমরা আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। দেশের/সমাজের কোন সম্পদ যাতে নষ্ট না হয়, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন জিনিস পত্র যেন নষ্ট না করে, কাজ শেষে চুলা, বিদ্যুৎ, পানি বন্ধ করা, অপচয় না করা, পাড়া-প্রতিবেশীদেরও অপচয় করতে নিষেধ করার উপদেশ দিয়ে যারা এই ধরনের অন্যায় করে তারা দেশের শত্রু আর এগুলি পালন করলে দেশের উন্নতি হবে।

নৈতিক বিষয়: দেশাত্মবোধ, সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা, মিতব্যয়িতা।

ক্ষমাঃ ক্ষমা মহৎ গুণ। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল। তিনি ক্ষমা পছন্দ করেন। যারা ক্রোধ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন। অন্যায়কারী ভুল স্বীকার করলে তাকে ক্ষমা করা, তার সাথে ভালো ব্যবহার, তাকে ভালো হবার জন্য উপদেশ দেওয়া, তার জন্য দোয়া করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: ক্ষমাশীলতা, ক্রোধ প্রশমন, উন্নত আচার-ব্যবহার।

ভালোকাজে সহযোগিতা করা ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়াঃ আল্লাহ ও নবী-রাসুলের আদেশ-নিষেধ মানতে হলে আমাদের ভলো কাজ করতে হবে, অন্যদের ভালো কাজে সহযোগিতা এবং অন্য কেউ পাপ কাজ বা অন্যায় কাজ করলে বাধা দিতে হবে তাহলে সকল ক্ষেত্রে উন্নতি ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। ভালো কাজে একে অপরের সাহায্য করা যেমন রাস্তা নির্মাণ, বিদ্যালয়ের আশপাশ পরিষ্কার, নিরক্ষরকে লেখাপড়া শেখানো, আল্লাহ ও নবী-রাসূলের আদেশ–নিষেধ মেনে চলার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সহযোগিতা, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ, ন্যায় বিচার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরোপকার।

সততাঃ সততা ও সত্যবাদিতা মানুষের মহৎ গুণ এবং তা পুরস্কৃত হয়। বড়পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র) এবং খলীফা হযরত উমার (রা) এর প্রত্যক্ষিত মদীনার একজন মেয়ের সত্যবাদিতা ও সততার ঘটনা বিবৃত করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সততা, সত্যবাদিতা।

মাতা পিতার খিদমতঃ সর্বদা মাতা-পিতার অনুগত থাকা আমাদের কর্তব্য। তাঁদের সর্বদা সেবা, শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে হবে। তাঁদের অবাধ্য না হওয়া এবং মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য নফল নামায আদায়, সাদকা ও দান খয়রাত করতে হবে। বায়যীদ বুসতামী (র) এর মাতৃসেবার কাহিনীর মাধ্যমে মাতৃসেবার শিক্ষাদান করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সেবাব্রত, বিনয়, বয়েজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৪.১.৬.১-গ.৪ ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- মহানবী (স) এর পরিচয় জানবে এবং তাঁর জীবনাদর্শ অনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়বে।	- মহানবী (স)	মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃষ্ঠা: ১২৯-১৩৮
- হযরত আদম (আ)- এর জীবনী জানবে এবং তাঁর আদর্শ জীবনে বাস্তবায়িত করবে।	- হযরত আদম (আ)	হযরত আদম আলাইহিস সালাম পৃষ্ঠা: ১১৩-১১৫
- হযরত নূহ (আ)- এর জীবনী জানবে এবং তাঁর আদর্শ জীবনে বাস্তবায়িত করবে।	- হযরত নূহ (আ)	হযরত নূহ আলাইহিস সালাম পৃষ্ঠা: ১১৭-১১৯
- হযরত ইবরাহীম (আ) এর জীবনী জানবে এবং তাঁর জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।	- হযরত ইবরাহীম (আ)।	হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পৃষ্ঠা: ১২০-১২৩
- হযরত দাঊদ (আ)-এর জীবন কাহিনী জানবে এবং তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।	- হযরত দাঊদ (আ)।	হযরত দাউদ (আ) পৃষ্ঠা: ১২৪-১২৫
- হযরত ঈসা (আ)- এর জীবন কাহিনী জানবে এবং তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।	- হযরত ঈসা (আ)।	হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পৃষ্ঠা: ১২৬-১২৭
- বইয়ের শেষে 'তোমরা একে অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করো না' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম: আলোচনাটি থেকে জানা যায় তৎকালীন আরব দেশের অনিয়ম, ন্যায়-নীতি বিহীন, 'আইয়ামে জাহেলিয়া' যুগের পরিত্রাণের জন্য আল্লাহ তা'আলা মহানবী (স) প্রেরণ করেন। এখানে সকল গুণের, সচ্চরিত্রের অধিকারী নবী (সা) এর আদর্শে চরিত্র গঠন ও কাজ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। মারামারি, হানাহানি, লুটতরাজ, খুন খারাপি বন্ধ, খারাপ আচরণ/দুর্ব্যবহার না করা, কর্কশ ভাষায় কথা না বলা, ইয়াতীম, বিধবাকে সাহায্য, অভাবী ও অনাহারীকে খাবার দান, মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘব, সকল পাপ ও মিথ্যার পথ পরিহার, সত্যের পথ অনুসরণ, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা না করা, অবৈধভাবে কারো সম্পদ হরণ না করা, সত্য ও সুন্দরের পথে ফিরে আসা, পরস্পর ভাই ভাই সম্পর্ক, আল্লাহ ও নবী-রাসূলকে মানা, মন্দ/অসৎ কাজ না করা, আল্লাহর পথে অবিচল থাকা, ন্যায়ের পথে থাকা, ক্ষমা করা, দয়া, দান, উদারতা, মহত্ত্বের আদর্শ অনুসরণ করে মানুষের মুক্তি ও কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: উন্নত আচার-ব্যবহার, সহযোগিতা, পরোপকার, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়নতা/ন্যায় বিচার, ভ্রাতৃত্ববোধ, বিনয়, ক্ষমাশীলতা, দয়া, ঔদার্য, মহত্ত্ব।

হযরত আদম আলাইহিস সালাম: আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেন না। আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি স্বরূপ আদম ও হাওয়া (আ) এর পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করায় আল্লাহ ক্ষমা করেন। ধর্মের পথে মানুষের প্রতি আল্লাহর আহ্বান তুলে ধরা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: অহংকার বর্জন, ক্ষমাশীলতা।

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম: হযরত নূহ (আ) ছিলেন সত্য ও ন্যায় প্রচারে একনিষ্ঠ। তার কাহিনীর মাধ্যমে অন্যায়কারীর ধ্বংস ও ন্যায়ের সাফল্য তুলে ধরা হয়েছে। সত্য ও ন্যায় প্রচারে আমাদের জীবনেও দুর্ভোগ ও নির্যাতন নেমে আসতে পারে, এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ ও আল্লাহর দীনের ওপর অবিচল থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়নতা, ধৈর্যশীলতা।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম: হযরত ইবরাহীম (আ) যে ধর্ম ও কাজকে সত্য বলে জেনেছেন বহু নির্যাতন ও বাধা সত্ত্বেও তা সাহসিকতার সাথে বাস্তবায়ন করেছেন। তাঁর জীবন আদর্শ গ্রহণ করে আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সাহসিকতা।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত দাউদ (আ): হযরত দাউদ (আ) অত্যন্ত মানবদরদী, দানশীল ছিলেন। তাঁর মত কঠোর পরিশ্রমী হওয়া, সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার গুণাবলি অনুসরণের উপদেশ দেওয়ার আহবান জানানো হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: মানবিকতা, দয়া, পরিশ্রম নির্ভর, ন্যায় বিচার।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম: হযরত ঈসা (আ) ধর্ম প্রচারে অনেক কষ্ট স্বীকার করেন। তাঁর কাজ, বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। শেষ যামানায় তিনি পৃথিবীতে ন্যায় বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত করবেন। হযরত ঈসা (আ) সহ অন্যান্য নবী-রাসূলগণের আদর্শ বাস্তবায়নের উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: কর্মনিষ্ঠা, ন্যায় বিচার।

৪.১.৬.২ হিন্দুধর্ম শিক্ষা

হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ে হিন্দু ধর্মের নীতি ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে স্রষ্টা, সৃষ্টি, সৃষ্টির সেবার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের সেবা, প্রার্থনা, উপাসনা, দেব দেবী ও অবতার, সদাচরণ, নীতি শিক্ষামূলক গল্প কাহিনী ও মহৎ জীবনাদর্শ (তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে দেশপ্রেমসহ) তুলে ধরা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, উল্লিখিত বিষয়সমূহ আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তবে তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের নীতি শিক্ষামূলক গল্প কাহিনীর মধ্যে ২টি গল্প নীতি শিক্ষার পরিপন্থী। এছাড়া দেখা গিয়েছে চতুর্থ শ্রেণীর 'সত্যের জয়' শীর্ষক আলোচনায় কাঠুরিয়ার সত্যবাদিতা গল্পটি পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা বই এর ঈশপের 'জলপরী ও কাঠুরের গল্প' এর অনুরূপ।

নিচের সারণিসমূহতে হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ের শ্রেণীভিত্তিক নৈতিকতা সম্পর্কিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। উক্ত বিষয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে ভিত্তি করে সারণির নিচে পাঠ্যবই এর নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণী

হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ১৫টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে যা শিক্ষাক্রমের ১৫টি বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। উক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে পাঠ্যপুস্তকে ১৫টি বিষয় আলোচিত হয়েছে। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে যথেষ্ট সঙ্গতি রয়েছে। তবে কয়েকটি বিষয়বস্তু বড় পরিসরে লিখিত এবং বিষয়বস্তুর আধিক্যও বেশি। এছাড়া নীতি শিক্ষামূলক গল্প কাহিনী হিসেবে লিখিত তৃতীয় শ্রেণীর **'একতাই বল'** শীর্ষক গল্পটিতে নির্দয়তা, প্রতিশোধ পরায়নতা ও হত্যা করার কর্মে একতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। নিচের সারণি ৪.১.৬.২-ক.১ থেকে ৪.১.৬.২-ক.২ এবং পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি: ৪.১.৬.২-ক.১ হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- ঈশ্বর বায়ু, মেঘ, জল, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারবে।	- স্রষ্টা ও সৃষ্টি	স্রষ্টা ও সৃষ্টি পৃষ্ঠা: ১-২
- সকল জীবই ঈশ্বরের সৃষ্টি, সে কারণে এদের পরিচর্যা করা উচিত তা বলতে পারবে।	- জীবসেবা	জীবসেবা পৃষ্ঠা: ৪-৫
- প্রার্থনার কয়েকটি নিয়ম বলতে পারবে এবং সেই নিয়মানুসারে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন ও সূর্যাস্তের সময় প্রার্থনা করতে পারবে।	- প্রার্থনা	প্রার্থনা পৃষ্ঠা: ৬-৭
- পিতা-মাতা, গুরুজন ও শিক্ষকের উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে।	- গুরুজনে ভক্তি	গুরুজনের ভক্তি পৃষ্ঠা: ৪৫-৪৭
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে দেহ-মন ভাল থাকে তা বলতে পারবে।	- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পৃষ্ঠা: ৩৫-৩৬

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- সত্যের জয়, মিথ্যার পরাজয় একথা বলতে পারবে এবং সর্বদা সত্য অনুশীলন করবে।	- সত্যনিষ্ঠা	সত্যনিষ্ঠা পৃষ্ঠা: ৩৭-৪০
- নম্র ও ভদ্র আচরণ সম্মান ও মর্যাদা বাড়ায় এবং এর দ্বারা আমাদের জীবন সুন্দর হয় তা বলতে পারবে।	- নম্রতা ও ভদ্রতা	নম্রতা ও ভদ্রত পৃষ্ঠা: ৪২-৪৩
- ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেব-দেবীর আকার বর্ণনা করতে পারবে।	- দেব-দেবী	দেব-দেবী পৃষ্ঠা: ১২-১৫
- রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী সংক্ষেপে বলতে পারবে।	- রামায়ণ ও মহা ভারত	রামায়ণ ও মহা ভারত পৃষ্ঠা: ২৩-৩৩

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

স্রষ্টা ও সৃষ্টি: সুন্দর এই পৃথিবী। এই পৃথিবীর অনেক রূপ। ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে ভক্তি করতে হবে। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসাই ঈশ্বরকে ভালোবাসা। ঈশ্বরকে আরাধনা করতে হলে তার সৃষ্টিকে ভলোবাসতে হবে, এতে ঈশ্বর তুষ্ট হবেন, জগতের কল্যাণ হবে আলোচনাটিতে এ কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: নান্দনিকতা, বিনয়, মমতা/ভালোবাসা।

জীবসেবা: সেবা মানুষের একটি গুণ, সেবাই ধর্ম, সেবা করলে মন উদার হয়, পিতা-মাতার, গুরুজনের সেবা যত্ন করতে হয়, পাড়া প্রতিবেশীকে ভালো বাসতে হয়। জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়, পশুপাখির যত্ন নিতে ও এদেরকে ভালোবাসতে হবে। আলোচনায় গাছপালা রোপণ ও সংরক্ষণ করতে হবে বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সেবাব্রত, ঔদার্য, মমতা/জীবের প্রতি মমতা/ভালোবাসা, পরিবেশ রক্ষা।

প্রার্থনা: প্রার্থনা করলে শরীর ও মন ভালো থাকে, পবিত্র হয়, সৎ ও ধার্মিক হতে পারি। ঈশ্বরের কাছে মাথা নত করার মধ্য দিয়ে নম্র ও বিনয়ী হওয়া যায়, মনে কোন অহঙ্কার থাকে না। এ সকল গুণাবলি অর্জনের জন্য প্রার্থনা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রার্থনার কয়েকটি নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: নির্মলতা, সততা, নম্রতা/বিনয়, অহংকার বর্জন।

গুরুজনের ভক্তি: গুরুজন, মাতা-পিতা, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা, তাদের আদেশ, উপদেশ মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গণেশের মাতৃ ভক্তির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: বিনয়, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে দেহ ও মন ভালো থাকে, আমাদের পবিত্র করে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে সবাই ভালোবাসে, প্রতিদিন সকালে উঠে বা রাতে ঘুমোতে যাবার সময় দাঁত মাজা, নিয়মিত হাত মুখ ধোয়া, স্নান করা, চুল আচড়ানোসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্যবোধ।

সত্যনিষ্ঠা: আলোচনাটিতে দেখা যায় সত্যই ধর্ম, সর্বত্র সত্যের জয় হয়, মিথ্যার পরাজয় হয়। যেখানে সত্য, সেখানেই ঈশ্বর, ঈশ্বরের ভক্ত হতে হলে, সকলের প্রিয় হতে হলে সত্য পথে চলতে হবে। সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে। এই উপদেশসহ প্রহলাদের সত্যনিষ্ঠার গল্প বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সত্যনিষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

নম্রতা ও ভদ্রতঃ বিষয়টিতে বলা হয়েছে নম্রতা ধর্মের অঙ্গ। নম্র আচরণ সম্মান, মর্যাদা বাড়ায়, বড় হতে চাইলে আগে ছোট হতে হবে। ভদ্রতা ধার্মিকের গুণ, গুরুজনকে প্রণাম, বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করা, সেবা করা, শিক্ষক মহোদয় ক্লাশে প্রবেশ করলে উঠে দাড়াঁনো, পরিচিত বন্ধুর কুশল জিজ্ঞাসা –এসকল আচরণের মাধ্যমে ভদ্রতা প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের শত্রুপক্ষের প্রতি ভদ্রতা ও বিনয়ের উাদাহরণ দেয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: নম্রতা/বিনয়, ভদ্রতাবোধ/সৌজন্যতা, উন্নত আদব কায়দা, সেবাপরায়নতা।

দেব-দেবীঃ বলা হয়েছে দেব-দেবীর পূজায় মন পবিত্র হয়। কয়েকজন দেব-দেবীর বর্ণনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: নির্মলতা।

রামায়ণ ও মহাভারতঃ রামায়ণ ও মহাভারতের শিক্ষামূলক কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। ভূমিকায় জীবকে সেবা করার কথা বলা হয়েছে। রামায়নে রাম পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষায় অনেক কষ্ট স্বীকার করেন, সুগ্রীবকে সাহায্য করেন, ভরত ভাই রামের পাদুকা সিংহাসনে রেখে তাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। মহাভারতে ভীষ্ম এর প্রতিজ্ঞা রক্ষা, যুধিষ্টির এর গুরুজন ও স্নেহের পাত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তির প্রচেষ্টা উঠে এসেছে।

নৈতিক বিষয়: জীবের প্রতি মমতা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, বিনয়, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা/ছোটদের প্রতি স্নেহ পরায়নতা।

সারণি: ৪.১.৬.২-ক.২ হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	**বিষয়বস্তু**	
- কয়েকটি মন্দির ও তীর্থ ক্ষেত্র সম্পর্কে বলতে পারবে এবং মন্দিরে যেতে ও প্রার্থনা করতে পারবে।	- মন্দির ও তীর্থ ক্ষেত্র	মন্দির ও তীর্থ ক্ষেত্র পৃষ্ঠা: ১৭-১৯
- প্রতিজ্ঞা বা কথা রক্ষার মাধ্যমে নিয়মানুবর্তিতার গুণ অর্জন করা যায় তা বলতে পারবে এবং দেশের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করবে।	- প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশপ্রেম	প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশপ্রেম পৃষ্ঠা: ৪৯-৫৪
- দুইজন মহাপুরুষ এবং একজন মহীয়সী নারীর জীবনচরিত সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।	- মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী	মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী পৃষ্ঠা: ৫৯-৭১
- স্বর্গ-নরক সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।	- স্বর্গ ও নরক	স্বর্গও নরক পৃষ্ঠা: ২১
- সুখ-দুঃখে, বিপদ-আপদে সকল ধর্মাবলম্বী, সহপাঠী ও সমবয়সীদের সহায়তা করতে হয় তা বলতে এবং সেরূপ আচরণ করতে পারবে।	- সহমর্মিতা	- সহমর্মিতা পৃষ্ঠা: ৫৬-৫৭
- পশু-পাখি বিষয়ক গল্প এবং উপাখ্যানে প্রতিফলিত নীতিকথা বুঝাতে পারবে।	- নীতিশিক্ষামূলক গল্প ও উপাখ্যান	নীতি শিক্ষামূলক গল্প পৃষ্ঠা: ৭৩-৮০
- বইয়ের শেষে 'কারো মনে কষ্ট দিও না' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

মন্দির ও তীর্থ ক্ষেত্রঃ কয়েকটি মন্দির ও তীর্থ ক্ষেত্রের বর্ণনার মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে মন্দিরে দেব দর্শনে ভক্তি আসে। তীর্থক্ষেত্র পবিত্র, তীর্থ ক্ষেত্রের জলে স্নান করলে পাপ দূর হয়, মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রে যাবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: বিনয়, নির্মলতা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশ প্রেম:

প্রতিজ্ঞা রক্ষা: প্রতিজ্ঞা রক্ষা ধর্মের অঙ্গ ও মহৎ গুণ, প্রতিজ্ঞা করলে বা কথা দিলে তা রক্ষা করতে হবে, নিয়মানুবর্তিতাও মহৎ গুণ –এ কথা বলা হয়েছে। ধার্মিক রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে বিখ্যাত হওয়ার কাহিনী বিবৃত করা হয়েছে।

দেশপ্রেম: দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। সততা, প্রতিজ্ঞা রক্ষা, দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি ভালোবাসা এই গুণগুলোকে একসাথে মানুষ্যত্ব বলে। দেশপ্রেম সেই মানুষ্যত্ব অর্জনের একটি উপায়। দেশের উন্নতির জন্য, মঙ্গলের জন্য কাজ করতে হবে, দেশ আক্রান্ত হলে রক্ষা করতে হবে –এ কথা বলা হয়েছে। মহাভারতের 'জনা'র দেশপ্রেমের কাহিনী উল্লেখ করে দেশকে ভালোবেসে দেশপ্রেমিক হবার আহ্বান জানানো হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: প্রতিশ্রুতি রক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা, দেশপ্রেম, সততা, মমতা/ভালোবাসা।

মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী: মহামানবরা শুধু নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন না, সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন। পাঠে ৩ জন মহৎ মানুষের জীবন ও কর্ম তুলে ধরা হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ: তাঁর জীবনের ত্যাগ, সত্যবাদিতা, নির্ভীকতা, দরিদ্রের প্রতি ভালোবাসা তুলে ধরে বিভিন্ন উপদেশ ও বাণী তুলে ধরা হয়েছে। যেমন: সত্য, পরোপকার, সৎ হওয়া আর সৎ কর্ম করা; নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথরদের সম্মান/সেবা করা; নিজের ও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, বিবাদ নয় সহায়তা, বিনাশ নয় পরস্পরের ভাবগ্রহণ, মত বিরোধ নয় সমন্বয় ও শান্তি। তাঁর মতে, সমস্ত কুসংস্কারকে ধ্বংস করতে হবে; শক্তি, সাহসিকতা, স্বাধীনতাই ধর্ম; মানুষের সেবা, জীবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা।

স্বামী প্রণবানন্দ: স্বামী প্রণবানন্দের জীবনীর মধ্য দিয়ে সংযম, শৃঙ্খলা, লোভে পড়ে না খাওয়া, ঘুমিয়ে সময় নষ্ট না করা, খারাপ চিন্তা না করা, সুন্দর ও পবিত্র আচরণ করা, দরিদ্রদের সাহায্য করা, রোগে শোকে এগিয়ে যাওয়া, মানুষের সেবা, সাহায্য করা, কল্যাণে কাজ করা, ভালো মানুষ হওয়া, সংকল্পে দৃঢ়/প্রতিজ্ঞা না ভাঙ্গা, আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, আত্মমর্যাদা, উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যবসায়, উন্নত চরিত্র গঠন, লেখাপড়ার সঙ্গে নৈতিক চরিত্র গঠনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

মা আনন্দময়ী: তাঁর মতে সব পথেই সত্যকে পাওয়া যায়, সব ধর্ম, সব মানুষ সমান, পথ ও মত অনেক হলেও মিলের প্রয়োজন। শিশুদের জন্য তাঁর উপদেশের মধ্যে রয়েছে– ভগবানের নাম করা, হাসা, খেলা, ছুটোছুটি করা, গুরুজন আর বাবা-মার কথা শুনা, খুব ভালো করে লেখাপড়া শেখা, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ভগবানকে প্রণাম, অন্তরে ভগবানের প্রতি ভালোবাসা, ভক্তি থাকা।

নৈতিক বিষয়: আত্মত্যাগ, সত্যবাদিতা, সাহসিকতা, মমতা/জীবের প্রতি মমতা/ভালোবাসা, পরোপকার, সততা, অপরের প্রতি সম্মান, সহযোগিতা, সংহতি, কুসংস্কারমুক্ততা, সংযম, শৃঙ্খলা, লোভহীনতা, সময়ের সদ্ব্যবহার, উন্নত আচার-ব্যবহার, সহযোগিতা, সেবা, মহত্ত্ব, প্রতিশ্রুতিরক্ষা, অধ্যবসায়, অপর ধর্ম/মতবাদে সহনশীলতা, বিনয়।

স্বর্গও নরক: ভালোকাজ করাই ধর্ম, আর মন্দ কাজ করাই অধর্ম, ভালো কাজে স্বর্গ আর মন্দ কাজে নরকে যেতে হয়, সবাইকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: মহত্ত্ব।

সহমর্মিতা: সহমর্মিতা মহৎ গুণ, ধর্মের অঙ্গ, অপরের সুখ-দুঃখ, আনন্দ বেদনাকে নিজের বলে মনে করে, বিপদে ও প্রয়োজনে সাহায্য করে, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে, সকল ধর্মের মানুষকে ভালোবেসে সহমর্মী হবার উপদেশ দিয়ে পায়রা চিত্রগ্রীব ও ইদুঁর হিরণ্যক -এর সহমর্মিতার গল্প বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সহমর্মিতা, মমতা, সহযোগিতা।

নীতি শিক্ষামূলক গল্প: নীতি শিক্ষা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, জীবের সেবা করা, সত্য কথা বলা ভালো আর মিথ্যা বলা মন্দ কাজ, সৎ ও ধার্মিকরা উন্নত মানুষ। এখানে ৩টি নীতিশিক্ষা মূলক গল্প উপস্থাপন করা হয়েছে। যথা:

ধর্মের জয়: ধার্মিক ও অধার্মিক বন্ধুর গল্প। এখানে বলা হয়েছে- ধর্ম সত্য, ধর্মের জয় হয় আর অধর্মের পরাজয় হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিপদের বন্ধু: গল্পটি হরিণ, কাক ও ইঁদুরের। এখানে বলা হয়েছে বিপদে বন্ধুকে রক্ষা করাও ধর্ম।

একতাই বল: গল্পে হাতি টুনটুনির গাছের ডাল ভেঙ্গে দেওয়ায় টুনটুনি, কাঠঠোকরা, মৌমাছি ও ব্যাঙ একত্রিত হয়ে নানা কৌশলে হাতিটির চোখ অন্ধ করে তাকে মেরে ফেলে। গল্পে একতা থাকলে বড় শক্তিকেও পরাজিত করা যায় একথা বোঝানো হয়েছে।

গল্পটিতে হাতি অপরাধী হলেও টুনটুনি, কাঠঠোকরা, মৌমাছি ও ব্যাঙ একত্রিত হয়ে ষড়যন্ত্র ও কৌশলের মাধ্যমে নির্দয় প্রক্রিয়ায় তাকে মেরে ফেলে। এখানে শিশু মনে নির্দয়তা, প্রতিশোধ পরায়নতা ও হত্যা করার কর্মে একতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সত্যবাদিতা, জীবের প্রতি মমতা, সহযোগিতা, একতা।

অনৈতিক শিক্ষা: নির্দয়তা, ধৈর্যহীনতা, ক্ষমাহীনতা।

চতুর্থ শ্রেণী

হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ১৫টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে শিক্ষাক্রমে যার অনুরূপ ১৫টি বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত বিষয়বস্তুর অনুরূপ পাঠ্যপুস্তকেও ১৫টি বিষয় আলোচিত হয়েছে। বেশ কয়েকটি বিষয়বস্তু বড় পরিসরে লিখিত এবং বিষয়বস্তুর আধিক্যও বেশি। নিচের সারণি ৪.১.৬.২-খ.১ থেকে ৪.১.৬.২-খ.২ এবং পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি: ৪.১.৬.২-খ.১ হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- বিশ্বের সকল মানুষ, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা সব কিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি সে সম্পর্কে বলতে পারবে।	- স্রষ্টা ও সৃষ্টি	স্রষ্টা ও সৃষ্টি পৃষ্ঠা: ১-২
- প্রত্যেক জীবেরই আত্মা আছে। আত্মারূপেই ঈশ্বর জীবের মধ্যে বিরাজমান, তা বুঝাতে পারবে।	- ঈশ্বর ও আত্মা	ঈশ্বর ও আত্মা পৃষ্ঠা: ৫
- নিত্য উপাসনা এবং প্রার্থনার বিভিন্ন পদ্ধতি ও নিয়ম বর্ণনা করতে পারবে।	- উপাসনা ও প্রার্থনা	উপাসনা ও প্রার্থনা পৃষ্ঠা: ৭
- পিতামাতা, গুরুজন, শিক্ষক ও বড়দের উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হয় তা বলতে পারবে।	- গুরুজনে ভক্তি	গুরুজনে ভক্তি পৃষ্ঠা: ৭৪-৭৬
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে শরীর পবিত্র হয়, দেহ-মন ভাল থাকে, সব কাজে উৎসাহ পাওয়া যায় এবং এসব ধর্মকর্মের সহায়ক তা বলতে পারবে	- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা	- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা পৃষ্ঠা: ৬২-৬৩
- সত্যবাদীকে সবাই আদর ও সম্মান করে এবং মিথ্যাবাদীকে সবাই ঘৃণা করে, তা বলতে পারবে এবং সর্বদা সত্য অনুশীলন করবে।	- সত্যের জয়	সত্যের জয় - পৃষ্ঠা: ৬৫-৬৮
- সকলের সঙ্গে নম্র ও ভদ্র আচরণ এবং উদারতা প্রদর্শন করবে।	- উদারতা	উদারতা পৃষ্ঠা: ৭০-৭১
- বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা কখন হয়, তাদের আকার এবং পূজা পদ্ধতি কিরূপ, তা বর্ণনা করতে পারবে।	- দেব-দেবী ও পূজা	দেব-দেবী ও পূজা - পৃষ্ঠা: ১৬-২২
- রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী সম্পর্কে তৃতীয় শ্রেণী থেকে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে বলতে পারবে।	- রামায়ণ ও মহাভারত	রামায়ন ও মহাভারত পৃষ্ঠা: ৩৮-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

স্রষ্টা ও সৃষ্টি: আমাদের এই পৃথিবীর অনেক রূপ। সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর। ঈশ্বরের সকল জীবকে, সৃষ্টিকে ভালোবাসাই ঈশ্বরকে ভালোবাসা, জীব সেবাই ঈশ্বর সেবা। গাছপালা, জীবজন্তু আমাদের অনেক উপকার করে। আলোচনাটিতে তাদেরকে যত্ন করার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: নান্দনিকতা, মমতা/জীবের প্রতি মমতা/ভালোবাসা, সেবা পরায়নতা, কৃতজ্ঞতাবোধ, পরিবেশ রক্ষা।

ঈশ্বর ও আত্মা: এখানে বলা হয়েছে আত্মারূপে ঈশ্বর জীবের মধ্যে বিরাজমান। জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরকে সেবা করা হয়। সকল মানুষ, জীবকে ভালোবাসা, সেবা করা, পশুপাখি, গাছপালার যত্ন করা, ক্ষুধার্তকে খাদ্য, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেয়া, আর্তের সেবা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: মমতা/জীবের প্রতি মমতা/ভালোবাসা, সেবাপরায়নতা, পরিবেশ রক্ষা, দয়া।

উপাসনা ও প্রার্থনা: উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রশংসা করা, নিজের ও অন্য সকলেরও কল্যাণ কামনা করা হয়। আলোচনায় উপাসনা এবং প্রার্থনার বিভিন্ন পদ্ধতি ও নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: কৃতজ্ঞতাবোধ, মহত্ত্ব।

গুরুজনে ভক্তি: গুরুজনকে শ্রদ্ধা করলে ঈশ্বরকেই শ্রদ্ধা করা হয়, ঈশ্বর খুশি হন, পিতা-মাতা, গুরুজনকে সেবায় পুণ্য হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শিক্ষককে শ্রদ্ধা করা, শিক্ষকের উপদেশ মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। অরুণির গুরুভক্তির কাহিনীর মাধ্যমে সে কথা বোঝানো হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সেবাপরায়নতা, বিনয়।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ধর্মের অঙ্গ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, পরিবেশকেও পরিষ্কার রাখা, যেখানে-সেখানে ময়লা থুথু না ফেলা, শরীরের মত মনকেও পবিত্র রাখার কথা বলা হয়েছে। অন্যকে কষ্ট দেওয়া, অহঙ্কার মনকে নোংরা করে, অপবিত্র করে। অন্যকে কষ্ট না দেওয়া, অহঙ্কার, লোভ না করে দেহ ও মন পবিত্র রাখার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশ রক্ষা, নির্মলতা, অহংকার বর্জন, মমতা, লোভহীনতা।

সত্যের জয়: সর্বত্র সত্যের জয় হয়। সত্যবাদীকে সবাই ভালোবাসে আদর, সম্মান, বিশ্বাস করে। মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না, ঘৃণা করে। কোন অবস্থাতেই সত্য পথ থেকে সরে যেতে নেই। গরিব কাঠুরিয়ার সত্যবাদিতা ও সততায় খুশি হয়ে গঙ্গা দেবী পুরস্কৃত করেন আর অসৎ কাঠুরিয়া মিথ্যা বলায় সব হারায়, গল্পে লোভ না করা, সত্য কথা বলা ও সৎ পথে চলার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সত্যবাদিতা, লোভহীনতা, সততা।

উদারতা: আলোচনায় বলা হয়েছে নম্রতা, ভদ্রতা, উদারতা মানুষের বিশেষ গুণ। উদার ব্যক্তি নম্র, ভদ্র, সরল, ক্ষমাশীল, পরোপকারী হন, সকলের প্রতি তার সমান মমতা, ভালোবাসা থাকে, যুধিষ্ঠিরের উদারতার কাহিনীর মাধ্যমে সেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: নম্রতা, ভদ্রতাবোধ, ঔদার্য, সারল্য, ক্ষমাশীলতা, পরোপকার, সমতা, মমতা/ভালোবাসা।

দেব-দেবী ও পূজা: পূজার সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আসনে বসে পবিত্র মনে দেবতার চিন্তা করতে হয়। পূজা শেষে দেবতাকে প্রণাম করতে হয়। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা কখন হয়, তাদের আকার এবং পূজা পদ্ধতি কিরূপ, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নির্মলতা, বিনয়।

Dhaka University Institutional Repository

রামায়ন ও মহাভারত: রামায়ন ও মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ধর্ম আর ভঙ্গ করা অধর্ম। পঞ্চপাণ্ডবরা মায়ের কথা কখনো অমান্য করতেন না, তারা খুব ভালো, ভদ্র, বিনয়ী ছিলেন বলে সবাই তাদের ভালোবাসত, প্রশংসা করত। যুদ্ধে পিতামহ ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রনাচার্যকে হত্যা করতে হবে বলে শত্রু হওয়া সত্ত্বেও অর্জুন তাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাইলেন না।

তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ বিষয়গুলি এখানে আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: প্রতিশ্রুতি রক্ষা, বিনয়, মানবিকতা।

সারণি: ৪.১.৬.২-খ.২ হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তুর শিরোনাম
- প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা, নিয়মানুবর্তী হওয়া এবং দেশকে ভালবাসা, সৎমানুষ ও ধার্মিকের প্রধান গুণ তা বলতে এবং তদনুরূপ অনুশীলন করতে পারবে।	- প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশপ্রেম	প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশপ্রেম পৃষ্ঠা: ৭৯-৮২
- দুজন অবতার এবং একজন নারীসহ দুজন মুনি-ঋষি সম্পর্কে বলতে পারবে।	- অবতার ও মুনি-ঋষি	অবতার ও মুনি-ঋষি পৃষ্ঠা: ৯২-১০৫
- পরলোক ও জন্মান্তর সম্পর্কে বুঝিয়ে বলতে পারবে।	- পরলোক ও জন্মান্তর	পরলোক ও জম্মান্তর পৃষ্ঠা: ৩৩-৩৫
- পাঠ্যপুস্তকের এই বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমে বিধৃত নয়।	- পাঠ্যপুস্তকের এই বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমে বিধৃত নয়।	দেশপ্রেম পৃষ্ঠা: ৮৫-৮৬
- বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন একটি মানবিক গুণ তা বলতে এবং সেরূপ আচরণ করতে পারবে।	- শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা	শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা পৃষ্ঠা: ৮৮-৯০
- হিতোপদেশমূলক গল্প এবং উপাখ্যানের মাধ্যমে অর্জিত নীতিকথা বুঝিয়ে বলতে পারবে।	- হিতোপদেশমূলক গল্প ও উপাখ্যান	হিতোপদেশ মূলক গল্প পৃষ্ঠা: ১০৭-১১৯
- বই এর শেষে 'কারো মনে কষ্ট দিও না' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশপ্রেম: প্রতিজ্ঞা রক্ষা একটি মহৎ গুণ, ধর্ম। যারা প্রতিজ্ঞা করলে বা কথা দিলে তা রাখতে হবে। ভালো মানুষ বা ধার্মিক তাঁরা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলেন, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলে নিয়মানুবর্তী হওয়া যায়, ধর্মদেব ও সত্যনিষ্ঠ রাজার গল্পের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা রক্ষার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: প্রতিশ্রুতি রক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা।

অবতার ও মুনি-ঋষি: অবতার: পৃথিবীতে মানুষ যখন অনেক অন্যায়, অধর্ম, অহংকার করে তখন ঈশ্বর অবতার রূপে নেমে এসে মানুষের ও জগতের কল্যাণ করেন। বামন ও পরশুরাম অবতার কীভাবে পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনেন সেই কাহিনী বিবৃত করা হয়েছে।

মুনি-ঋষি: মুনিরা পরম জ্ঞানী। তাঁরা তপস্যা দ্বারা লোভ লালসা জয় করেছেন, সব সময় সকলের মঙ্গল কামনা করেন, অপরের মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণও ত্যাগ করতে পারেন –একথা বলা হয়েছে। ঋষি বিশ্বামিত্র ও বিদুষী গার্গী'র কাহিনীর মধ্য দিয়ে মহৎ কাজ করা, অহংকার না করা, জ্ঞানীদের শ্রদ্ধা করার কথা উঠে এসেছে।

নৈতিক বিষয়: অহংকার বর্জন, আত্মত্যাগ, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা।

পরলোক ও জন্মান্তর: ভালো কাজ করলে পুণ্য হয় আর মন্দ কাজ করলে পাপ হয়। পুণ্যের ফলে মানুষ স্বর্গলাভ করে, পরজন্মে সুখ পায় আর পাপের ফলে ভীষণ কষ্ট পায়, পরজন্মে দুঃখ ভোগ করে। ভারতের জন্মান্তরের কাহিনীর মাধ্যমে এ কথা তুলে ধরা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: মহত্ত্ব।

দেশপ্রেম: দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। প্রতিটি সৎ মানুষ, ধার্মিক মানুষ দেশকে ভালোবাসেন, দেশের জন্য জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারেন। রামায়নের কার্তবীর্যের কাহিনীর মাধ্যমে দেশপ্রেমিক হবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ।

শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা: শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা ধর্মের অঙ্গ। প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে ভিন্নতা আছে। ধর্মগ্রন্থ, উপাসনালয় ও অনুষ্ঠান ভিন্ন হলেও সকল ধর্মই সত্য। সকল ধর্মেই সত্য কথা বলা, মিথ্যা না বলা, চুরি না করা, গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা, স্রষ্টার কাছে মাথা নত করা, কাউকে ঘৃণা না করা, সবাইকে ভালোবাসা, সকল জীবকে সেবা করার কথা বলা হয়েছে। সকল ধর্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, মানুষের কল্যাণ। অপরের মত, চিন্তা ও আচরণ, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, অন্যের ধর্মানুষ্ঠানে যোগদান করা, সহনশীল থাকার গুণাবলি অর্জনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সহনশীলতা, অপর ধর্মে/মতবাদে সহনশীলতা, অপরের প্রতি শদ্ধাশীলতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, বিনয়, সম্প্রীতি, সত্যবাদিতা, সততা, মমতা/ভালোবাসা, সেবা পরায়নতা।

হিতোপদেশ মূলক গল্প: এখানে বলা হয়েছে নীতিশিক্ষা ধর্মের অঙ্গ। তিনটি হিতোপদেশমুলক গল্পের মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যথা:

তিন বন্ধু: কচ্ছপ ও ২ রাজহাঁস মিলে তিন বন্ধু। কচ্ছপ হিতৈষী রাজহাঁস বন্ধুদের কথা না শোনায় কীভাবে মারা গেল সেই গল্পের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে হিতৈষী বন্ধুদের কথা না শুনলে বিপদে পড়তে হয়।

অতি লোভীর মাথায় চাকা: গ্রামের চার বন্ধু সন্ন্যাসীর আশীর্বাদের প্রদীপ এর মাধ্যমে ধনসম্পদ লাভকরে। কিন্ত চতুর্থ বন্ধু আরো বেশি সম্পদের লোভ করায় তার মাথায় চাকা বসে গিয়ে সব হারিয়ে দুর্ভোগের শিকার হয় । গল্পটির মধ্যদিয়ে অতি লোভ ভালো নয়, এতে দারুন কষ্ট পেতে হয় একথা বলা হয়েছে।

সেবার মহিমা: দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তার পত্নী, পুত্র ও পুত্র বধুর অতিথি সেবায় খুশি হয়ে ধর্মরাজ স্বয়ং দেখা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। আন্তরিক সেবার এমনি মহিমা, গল্পের মাধ্যমে একথা বোঝানো হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: অপরের প্রতি সম্মান, বিনয়, লোভহীনতা, আতিথেয়তা, সেবা।

পঞ্চম শ্রেণী

হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ১৫টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে যা শিক্ষাক্রমের ১৫টি বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। উক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে পাঠ্যপুস্তকে ১৫টি বিষয় আলোচিত হয়েছে। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে যথেষ্ট সঙ্গতি রয়েছে। তবে কয়েকটি বিষয়বস্তু বড় পরিসরে লিখিত এবং বিষয়বস্তুর আধিক্যও বেশি। এছাড়া **'ছোট মাথায় বড় বুদ্ধি'** শীর্ষক নীতি শিক্ষামূলক গল্প কাহিনীটিতে জয়ী হবার কৌশল হিসেবে মিথ্যাচারিতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। নিচের সারণি ৪.১.৬.২-গ.১ থেকে ৪.১.৬.২-গ.২ এবং পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে:

Dhaka University Institutional Repository

সারণিঃ ৪.১.৬.২-গ.১ হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- অনন্ত আকাশ, বিস্তৃত ভুবন, নিসর্গ সব কিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে,তিনি সর্বশক্তিমান তা বুঝতে পারবে।	- স্রষ্টা ও সৃষ্টি	স্রষ্টা ও সৃষ্টি পৃষ্ঠাঃ ১-২
- প্রত্যেক জীবের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন এবং জীবকে ভালবাসাই ঈশ্বরকে ভালবাসা, তা জানবে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।	- সর্বভূতে ঈশ্বর	সর্বভূতে ঈশ্বর পৃষ্ঠাঃ ৫-৭
- উপাসনা, প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের নাম সংকীর্তন ধর্মের অঙ্গ তা বুঝাতে পারবে।	- উপাসনা ও প্রার্থনা	উপাসনা ও প্রার্থনা পৃষ্ঠাঃ ৯-১২
- পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, গুরুভক্তি এবং বয়োবৃদ্ধের প্রতি ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শিত হয় তা বলতে পারবে।	- ঈশ্বর ও গুরুজন ভক্তি	ঈশ্বর ও গুরুজনে ভক্তি পৃষ্ঠাঃ ৮৭-৯০
- পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ধর্ম-কর্মের পূর্বশর্ত, সে কারণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ধর্মের অঙ্গ তা বুঝাতে পারবে।	- পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা	পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা পৃষ্ঠাঃ ৭৪-৭৭
- সত্য রক্ষা ধর্মের একটি বিশেষ দিক তা বলতে পারবে এবং সর্বদা সত্য অনুশীলন করবে।	- সত্য রক্ষা ও ধর্ম	সত্যরক্ষা ও ধর্ম পৃষ্ঠাঃ ১০০-১০১
- সরলতা, উদারতা ও শিষ্টাচার ধর্মের অঙ্গ তা বলতে পারবে এবং দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলন করবে।	- সরলতা, উদারতা ও শিষ্টাচার	সরলতা,উদারতা ও শিষ্টাচার পৃষ্ঠাঃ ৮০-৮৪
- বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার মাধ্যমে যে এক ঈশ্বরেরই পূজা করা হয় তা বলতে পারবে।	- দেব-দেবী ও পূজা	দেব-দেবী ও পূজা পৃষ্ঠাঃ ২১-৩১

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

স্রষ্টা ও সৃষ্টিঃ আমাদের এই পৃথিবীর দিন ও রাতের সৌন্দর্য বর্ণনা করে এখানে বলা হয়েছে এই পৃথিবীর সবকিছু মহান স্রষ্টার সৃষ্টি। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, সর্ব শক্তিমান, তাঁর থেকে বড় কেউ নেই। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, মানুষের রয়েছে বিবেক-বুদ্ধি। ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ভালোবাসলেই তাঁকে ভালোবাসা হবে।

নৈতিক বিষয়ঃ নান্দনিকতা, কৃতজ্ঞতাবোধ, বিবেকবোধ, মমতা/ভালোবাসা।

সর্বভূতে ঈশ্বরঃ ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। সব কিছুর স্রষ্টা। জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। সকলকে ভালোবাসলে ঈশ্বরকে ভালোবাসা হয়। জীব ও মানুষের সেবা করা, জীব জন্তু, গাছপালার পরিচর্যার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। রাজা রন্তিদেব ব্রত পালনের ঊনপঞ্চাশ দিন পর যে পায়েসান্ন পেয়েছিলেন, তাও অপর এক অভুক্ত মানুষ ও কুকুরকে দান করে অমর হয়ে আছেন, এখানে সেই গল্প বর্ণিত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ সেবা, জীবের প্রতি মমতা, পরিবেশ রক্ষা, দয়া, আত্মত্যাগ।

উপাসনা ও প্রার্থনাঃ অলোচনা থেকে জানা যায় উপাসনা ও প্রার্থনা ধর্মের অঙ্গ। উপাসনা ও প্রার্থনা করলে দেহমন সুস্থ ও শুদ্ধ হয়, পবিত্র হয়, সৎ ও ধর্মপথে থাকা যায়। প্রার্থনার সময় মনে দীনতার ভাব থাকতে হয়। দেহ মন পবিত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে নিজের ও অপরের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করে উপাসনা ও প্রার্থনা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ নির্মলতা, স্বাস্থ্যরক্ষা, সততা, বিনয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

ঈশ্বর ও গুরুজনে ভক্তিঃ পিতা-মাতা, পরিবারের অন্যান্য গুরুজন ও অচার্য বা গুরর আদেশ পালন, তাঁদের ভক্তি শ্রদ্ধা, সেবা, মান্য করা আমাদের একান্ত কাম্য। তাঁদের সেবা করলেই ঈশ্বরকেই সেবা করা হয়, মান্য করা হয়। নচিকেতা ও ধর্মব্যাধ এর পিতামাতার সেবার গল্প বর্ণিত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রাত শ্রদ্ধাশীলতা, বিনয়, সেবা।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা: পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ধর্মের অঙ্গ, ধর্মকর্মের পূর্বশর্ত, ধর্ম আমাদের মনকে পবিত্র ও প্রফুল্ল করে, আমাদের সকলেরই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন। পরিচ্ছার-পরিচ্ছন্ন ছেলে মেয়েকে সবাই পছন্দ করে। অপরিচ্ছন্নদের কেউ পছন্দ করেনা। দেহ-মনকে সুন্দর পরিপাটি রাখাও পরিচ্ছার-পরিচ্ছন্নতা। শরীরের পরিচ্ছন্নতা যেমন নিয়মিত স্নান, হাত, মুখ, দাঁত, চোখ ইত্যাদি পরিষ্কার রাখা, টাটকা ও পরিষ্কার খাবার খাওয়া, পচা বাসি নোংরা খাবার না খাওয়া, খাবারের পূর্বে থালা বাসন, হাতমুখ ধোওয়া, যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা না ফেলা, পোষাক পরিচ্ছদ, বিছানাপত্র, পরিবেশের পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি মনের পরিচ্ছন্নতা যেমন সৎ চিন্তা, অপরকে হিংসা না করা, অশুভ চিন্তা না করা। শিশুকাল থেকেই এই সকল পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, তার উপকারিতা জানতে হবে। এখানে সেই আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নির্মলতা, সৌন্দর্যবোধ, স্বাস্থ্যরক্ষা, অহিংসা, সততা।

সত্যরক্ষা ও ধর্ম: সত্য রক্ষা করা ধর্ম। সত্য বলা পুণ্য আর মিথ্যা বলা পাপ। সত্য কথা বললে সকলে সুখী হয়। সত্য ভঙ্গ করলে কেউ তাকে পছন্দ করে না আর সত্য রক্ষা করলে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করা যায়। মৃত্যুর পরও তাঁরা স্মরণীয় হয়ে থাকেন। মহাভারতের প্রহ্লাদ পুত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে সত্য রক্ষা করে মহত্ত্ব করেন, সেই গল্প বর্ণনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সত্যবাদিতা, বৈষম্যহীনতা, মহত্ত্ব।

সরলতা, উদারতা ও শিষ্টাচার: সরলতা, উদারতা ও শিষ্টাচার এই ৩টি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যথা:

সরলতা: আলোচনাটিতে বলা হয়েছে সরলতা একটি মহৎ গুণ, ধর্মের অঙ্গ। সরল ব্যাক্তি সত্য গোপন করেনা, কাউকে ঠকায় না, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে, গুরুজনের কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে। আমাদেরও সরল হতে, সত্য কথা বলতে, এমনকি নিজের দোষক্রুটি স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত না হতে, আমাদের প্রতিদিনের আচরণে সরলতার অনুশীলন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সরল বালক ও মধুসূদনের গল্পে সরলতার জয় হয় তা বর্ণিত হয়েছে।

উদারতা: সকল মানুষকে সমান মনে করার নাম উদারতা। মানুষের মনুষ্যত্ব গঠনের উপাদানগুলো হচ্ছে সততা, সরলতা, উদারতা, মহত্ত্ব, পরদুঃখ কাতরতা, পরমত সহিষ্ণুতা, শিষ্টাচার প্রভৃতি। উদারতা না থাকলে ধার্মিক হওয়া যায় না, সকলের ভালোবাসা পাওয়া যায় না। উদার হতে, উদারতার অনুশীলন করতে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি আচরণে যেন উদারতা প্রকাশ পায় সেই পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। উদারতা ধর্ম পালন করে দধীচিমুনি অমর হয়ে আছেন, সেই গল্প বর্ণিত হয়েছে।

শিষ্টাচার: শিষ্টাচার গুণটি প্রত্যেক সজ্জন ও ধার্মিক ব্যক্তিরই থাকে। সবসময় শিষ্টাচার সম্মত আচরণ করা, অশিষ্ট বা দুর্বিনীত আচরণ না করা, গুরুজনদের কাছে শিষ্ট হয়ে থাকা, নম্রভাবে তাদের কাছে প্রশ্ন করা/ উত্তর প্রদান, ছোটদের স্নেহ করা, প্রতিনিয়ত শিষ্টাচারের অনুশীলন করার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সারল্য, সত্যবাদিতা, ঔদার্য, মহত্ত্ব, মমতা, অপর মতবাদে সহনশীলতা, শিষ্টাচার, বিনয়, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রাত শ্রদ্ধাশীলতা/ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা।

দেব-দেবী ও পূজা: ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। ঈশ্বরের সাকার রূপ দেবদেবী। ঈশ্বর সকল দেবদেবীর মিলিত শক্তির আধার। মানুষের কল্যাণে দেবদেবীর আবির্ভাব হয়। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার মাধ্যমে মূলত একই ঈশ্বরের পূজা করা হয়। দেবদেবীর পূজার মাধ্যমে মঙ্গল, পবিত্রতা লাভ ও পাপ দূর হয়- আলোচনায় একথা উঠে এসেছে।

নৈতিক বিষয়: দয়া, নির্মলতা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৪.১.৬.২-গ.২ হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী বলতে পারবে এবং প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে।	- ধর্মগ্রন্থ এবং রামায়ণ ও মহাভারত	ধর্মগ্রন্থ এবং রামায়ণ ও মহাভারত পৃষ্ঠা: ৫০-৭০
- মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রের পবিত্রতা ও মাহাত্ম বর্ণনা করতে পারবে।	- মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র	মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র পৃষ্ঠা: ৩৫-৪২
- প্রতিজ্ঞা পালন, নিয়মানুবর্তিতা, অধ্যবসায় এবং দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ তা বুঝবে এবং বাস্তব জীবনে অনুশীলন করতে পারবে।	- প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশপ্রেম	প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশপ্রেম পৃষ্ঠা: ৯৩-৯৭
- অবতার তত্ত্ব ও দশ অবতার সম্পর্কে বলতে পারবে।	- অবতার	অবতার পৃষ্ঠা: ১০৮-১১৯
- পুনর্জন্ম ও কর্মফল সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলতে পারবে।	- পুনর্জন্ম ও কর্মফল	পুণর্জন্ম ও কর্মফল পৃষ্ঠা: ৪৬-৪৮
- সকল ধর্মে বিভিন্ন নামে একই ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে তা বুঝিয়ে বলতে পারবে।	- ঈশ্বরের একত্ব এবং ধমীয় সাম্য	ঈশ্বরের একত্ব ও ধর্মীয় সাম্য, পৃষ্ঠা: ১০৪-১০৫
- বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে নীতিশিক্ষা লাভ করবে ও জীবনে তা অনুশীলন করতে পারবে।	- নীতিশিক্ষামূলক কাহিনী	নীতিশিক্ষা মূলক কাহিনী পৃষ্ঠা: ১২২-১৩৮
- বইয়ের শেষে 'সত্যই ধর্ম। ধর্মকে যে আশ্রয় করে ধর্মই তাকে রক্ষা করে' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

ধর্মগ্রন্থ এবং রামায়ণ ও মহাভারত: প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে উল্লেখ করে রামারণ ও মহাভারত এর বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। কহিনীর ভাবার্থ হল পরোপকার, সত্যের জয় আর অসত্যের পরাজয় হয়, সত্য শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। 'যথা ধর্ম তথা জয়'। সুযোগ পেলেই মহাভারত পড়া ও উপদেশ মেনে চলার মাধ্যমে কল্যাণ নিহিত।

নৈতিক বিষয়: সত্যবাদিতা,পরোপকার।

মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র: মানুষ অনেক সময় ভুল করে, পাপ কাজ করে, তাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটে। মন্দির ও তীর্থ পবিত্র স্থান, সেখানে গেলে মনে ধর্মীয়ভাবের উদয় হয়, মন উদার হয় পবিত্র হয়, সংকীর্ণতা থাকেনা। বিভিন্ন মন্দির ও তীর্থস্থানের বর্ণনার মাধ্যমে সেই আহবান করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: নির্মলতা, ঔদার্য।

প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশপ্রেম: প্রতিজ্ঞা পালন বা রক্ষা মানুষের একটি গুণ। দেশপ্রেমও মানুষের মহৎ গুণ। ধার্মিক হতে হলে প্রতিজ্ঞা রক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা, অধ্যবসায়, দেশপ্রেম প্রভৃতি গুণাবলির অধিকারী হতে হয়, জীবনে এগুলির প্রয়োগও করতে হয়।

কর্ণের প্রতিজ্ঞা রক্ষা: কর্ণ নিজের বিপদ হবে জেনেও শরীরের কবচ ও কুণ্ডল ইন্দ্রকে দান করে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। কর্ণের প্রতিজ্ঞা রক্ষা গল্পে সে কথা বর্ণিত আছে।

বিদুলার দেশপ্রেম: সৌবিররাজ মারা গেলে দেশপ্রেমিক রাণী বিদুলা রাজ্য পুনরুদ্ধারে পুত্রকে মৃত্যুর মুখোমুখি যুদ্ধে পাঠিয়ে বলেন, স্বাধীনতার জন্য মৃত্যু, সে তো বীরের মৃত্যু। যুদ্ধে জয়ী হবার মহাভারতের সেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: প্রতিশ্রুতি রক্ষা, দেশপ্রেম, নিয়মানুবর্তিতা, অধ্যবসায়, সাহসিকতা।

Dhaka University Institutional Repository

অবতারঃ পৃথিবীতে যখন খুবই খারাপ অবস্থা বিরাজ করে, অশুভ শক্তির কাছে পরাজিত হয় শুভশক্তি, মানুষ ধর্মকে ভুলে গিয়ে অধর্মকে আশ্রয় করে, তখন করুণাময় ঈশ্বর এই অবস্থা থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে অবতার রূপে অবতীর্ণ হন। সাধারণ মানুষ অবতারের সংস্পর্শে এসে মুক্তি লাভ করতে পারে। বিভিন্ন অবতারের বর্ণনার মধ্য দিয়ে সেকথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দয়া।

পুণর্জন্ম ও কর্মফলঃ আলোচনাটিতে বলা হয়েছে পুন্যের ফলে স্বর্গ এবং পাপের ফলে মানুষ নরকে যায়। কর্মফলের কারণে বিশেষ বিশেষ রূপে পুনর্জন্ম হয়। একজন্মে না একজন্মে মানুষকে কর্মফল ভোগ করতেই হয়। উন্নত জন্মের জন্য মানুষের সুকর্ম করা উচিত। ভালো কাজ করলে পরবর্তী জন্মে উন্নত জীবন হবে, নিষ্কাম করলে আর জন্ম হবে না।

নৈতিক বিষয়: সততা, মহত্ত্ব।

ঈশ্বরের একত্ব ও ধর্মীয় সাম্যঃ আলোচনায় বলা হয়েছে নিজ ধর্মে অনুগত থাকা শাস্ত্রের নির্দেশ। কিন্তু সকল ধর্মের মূলকথা এক, তাহল ঈশ্বর আছেন। বিভিন্ন ধর্মে মত ও পথের বা উপাসনা পদ্ধতির পার্থক্য থাকলেও নিজের মুক্তি ও জীবের মঙ্গল করা সকল ধর্মেরই সাধারণ উদ্দেশ্য। কোন ধর্মকেই অবহেলা করা উচিত নয়। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সহর্মমী হওয়া, আপদে-বিপদে, আনন্দে-উৎসবে সকলে সকলের পাশে দাড়াঁনো, অন্য ধর্মাবলম্বীদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে এভাবে ধর্মীয় সাম্য রক্ষা করে চললে, পৃথিবীটা খুব সুন্দর হবে, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ জেগে উঠবে, সবাই সবাইকে ভালোবাসবে, কেউ কাউকে হিংসা করবে না, ধর্মীয় সাম্যবোধ জাগ্রত হবে আর ধর্মীয় সাম্যবোধ জাগ্রত হলে বিশ্ব হবে শান্তিময়।

নৈতিক বিষয়: বিনয়, সাম্য, অপর ধর্মে সহনশীলতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, বন্ধুভাবাপন্ন, ভ্রাতৃত্ববোধ, মমতা/ ভালোবাসা, অহিংসা।

নীতিশিক্ষা মূলক কাহিনীঃ নীতিশিক্ষা গ্রহণ করলে এবং সৎ উপদেশ মেনে চললে মানুষের কল্যাণ হয়। নীতিশিক্ষা মূলক ৪টি গল্পের মাধ্যমে নীতিবাক্য গুলি শিখে জীবনে সেগুলি প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছে।

হিংসার ফলঃ হিংসার পরিণাম কখনো ভালো হয় না। হিংসা করলে অন্যের তো ক্ষতি হয়ই, নিজেরও ক্ষতি হয়। দুমুখো ভারণ্ড পাখি'র এক মুখ সুস্বাদু ফল খেয়ে অন্য মুখকে দেয় না বলে অন্যমুখ হিংসা করে বিষাক্ত ফল খায় প্রতিশোধ নিতে, ফলে পাখিটি মারা যায়। গল্পে হিংসা করে অন্যের ও নিজের দুঃখ না ডেকে আনতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

পরোপকারঃ পরোপকার করা ধর্মের অঙ্গ। পরোপকার করলে অন্যের মঙ্গল হয়, যিনি পরোপকার করেন তাঁর পুণ্য হয়। পরোপকার করতে পারলে ভালো লোকের আনন্দ হয়। মহাভারতের কুন্তী মানুষের উপকার করার জন্য পুত্র ভীমকে দিয়ে বক রাক্ষসকে হত্যা করায় -সেই গল্প বর্ণনা করা হয়েছে।

বিশ্বাসঘাতক বণিকের গল্পঃ জীর্ণধন নামক এক বণিক তার বন্ধুর রক্ষিত বস্তু আত্মসাৎ করে বিশ্বাসঘাতকতা করলে শাস্তি পায়, সেই গল্পের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, বিশ্বাসভঙ্গ করা মহাপাপ, খুব খারাপ কাজ, বিশ্বাসঘাতককে কেউ পছন্দ করে না। কখনো বিশ্বাসভঙ্গ না করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

ছোট মাথায় বড় বুদ্ধিঃ খরগোশদের থাকার জায়গা হাতির দল দখল করে নিলে খরগোশ ছোট হলেও বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা জায়গা পুর্নদখল করে। গায়ের জোরের চেয়ে বুদ্ধি বড় গল্পে একথা প্রমাণিত হয়।

গল্পটিতে খরগোশ হাতিকে কৌশল হিসেবে মিথ্যে কথা বলে যে সে চন্দ্রলোকে থাকে, চন্দ্রদেবের দূত, সে বার্তা নিয়ে এসেছে যে হাতিরা নিজের অঞ্চল ছেড়ে অন্যের জায়গা দখল করে বাস করছে বলে চন্দ্রদেব খুব রেগে গেছেন। চন্দ্রদেব ঐ মিষ্টি জলের হ্রদের ভেতর বসে আছেন। চন্দ্রের কম্পমান ছায়া দেখিয়ে বলে ঐ দেখ চন্দ্রদেব রেগে কাঁপছেন, ফুঁসছেন। এখানে জয়ী হবার জন্য খরগোশ কৌশল হিসেবে মিথ্যাচারিতা করেছে যা শিশুদেকে মিথ্যা বলায় উৎসাহিত করতে পারে।

নৈতিক বিষয়: অহিংসা, পরোপকার, বিশ্বাসযোগ্যতা।

অনৈতিক শিক্ষা: মিথ্যাচারিতা।

৪.১.৬.৩ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের জীবন, কর্ম ও বাণীকে ভিত্তি করে অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের মূল তত্ত্বসমূহ যথা ত্রিরত্ন, ত্রিশরণ, বন্দনা, পূজা, কর্ম ও কর্মফল, গাঁথা, শীল, ত্রিপিটক, আর্যসত্য, মার্গ, বিভিন্ন জাতক কাহিনী, বোধী সত্ত্ব ও বুদ্ধের শিষ্য প্রশিষ্যদের জীবন চরিত অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণীত। নিচের সারণিসমূহতে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা বিষয়ের শ্রেণীভিত্তিক নৈতিকতা সম্পর্কিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। উক্ত বিষয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে ভিত্তি করে সারণির নিচে পাঠ্যবই এর নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণী

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ৩৪টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে যা শিক্ষাক্রমের ১২টি বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। উক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে পাঠ্যপুস্তকে ১২টি বিষয় আলোচিত হয়েছে। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত, তবে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সার্বিকভাবে সংক্ষিপ্ত শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ত কের বিষয়বস্তুতে আধিক্য পরিলক্ষিত এবং পাঠ্যপুস্তকের আলোচনায় পরিসর বেশ বড়। নিচের সারণি ৪.১.৬.৩-ক.১ থেকে ৪.১.৬.৩-ক.২ এবং পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণিঃ ৪.১.৬.৩-ক.১ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	**বিষয়বস্তু**	
- সিদ্ধার্থের জন্ম গ্রহণ সম্পর্কে বলতে পারবে। - সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্যকাল সম্বন্ধে বলতে পারবে। - সিদ্ধার্থের জীবের প্রতি করুণা প্রদর্শনের কাহিনী বর্ণনা করতে পারবে।	- সিদ্ধার্থ গৌতম	সিদ্ধার্থ গৌতম পৃষ্ঠাঃ ১-৭
- ত্রিরত্ন কী তা বলতে পারবে। - ত্রিরত্নে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারবে। - ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারবে।	- ত্রিরত্ন	ত্রিরত্ন পৃষ্ঠাঃ ৯-১০
- দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কে বলতে পারবে। - পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে বলতে পারবে। - যথাসময়ে বিদ্যালয়ে যাওয়ার অভ্যাস গঠন করতে পারবে। - নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে পারবে।	- নিত্যকর্ম	নিত্যকর্ম পৃষ্ঠাঃ ১২-১৪
- ত্রিশরণের অর্থ বলতে পারবে। - ত্রিশরণ গ্রহণের নিয়মাবলি বলতে পারবে। - পালি ও বাংলায় ত্রিশরণ বলতে পারবে।	- ত্রিশরণ	ত্রিশরণ পৃষ্ঠাঃ পৃ. ১৬-১৮
- বন্দনা শব্দের অর্থ বলতে পারবে। - বন্দনা করার পদ্ধতি বলতে পারবে। - ত্রিরত্ন বন্দনা পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।	- বন্দনা	বন্দনা পৃষ্ঠাঃ ২০
- পূজার উদ্দেশ্য কী তা বলতে পারবে। - পূজা কীভাবে করতে হয় তা বলতে পারবে। - পুষ্প পূজা পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।	- পুষ্প পূজা	পুষ্প পূজা পৃষ্ঠাঃ ২৪-২৬
- শীল কাকে বলে তা বলতে পারবে। - শীল গ্রহণের নিয়ম অনুসরণ করতে পারবে। - পঞ্চশীল প্রার্থনা করে দেখাতে পারবে। - পঞ্চশীল পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।	- পঞ্চশীল	পঞ্চশীল পৃষ্ঠাঃ ২৮-৩০

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

সিদ্ধার্থ গৌতম: সিদ্ধার্থ গৌতম বাল্যকালে পোকামাকড় এমনকি ক্ষুদ্র প্রাণীর মৃত্যুও সহ্য করতে পারতেন না। শিকারির তীরবিদ্ধ হাস দেখে তার মন বেদনায় ভরে উঠেছে, সেবা করে উড়িয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে সিদ্ধার্থের জন্ম, শৈশবে ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রতি তাঁর মমতা ও সেবাপরায়নতা তুলে ধরা হয়েছে, সর্ব জীবে দয়া ও করুনা প্রদর্শনের উপদেশ দেয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দয়া, জীবের প্রতি মমতা, সেবা পরায়নতা।

ত্রিরত্ন: বুদ্ধের প্রদর্শিত মুক্তির পথ হিসেবে 'বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ' সম্পর্কে আলোচনা করে ত্রিরত্নকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ ও বন্দনা করার কথা বলা হয়েছে যা নির্মলতা, পরিশুদ্ধি, সত্যবাক্য, সততা দান করে।

নৈতিক বিষয়: নির্মলতা, সত্যবাদিতা, সততা।

নিত্যকর্ম: পড়ালেখায় মনোযোগ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। নিচের নিত্য কর্মের তালিকা অনুসরণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে–

১. ভোরে ঘুম থেকে উঠা ২. নিজের বিছানা গুছিয়ে রাখা ৩. হাত-মুখ-পা ধোয়া ৪. ত্রিরত্ন বন্দনা করা ৫. মা-বাবা, গুরুজনদের প্রণাম করা ৬. সকালের খাবার খেয়ে পড়তে বসা ৭. দৈনিক পাঠ সম্পন্ন করা ৮. যথা সময়ে স্নান করা ৯. বইপত্র গুছিয়ে সময় মতো বিদ্যালয়ে যাওয়া ১০. শিক্ষকের উপদেশ অনুসরণ করা।

নৈতিক বিষয়: অধ্যবসায়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, বয়েজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, অপরের প্রতি সম্মান।

ত্রিশরণ: বুদ্ধের সকল প্রাণীর প্রতি দয়া ও করুনা গুণের উল্লেখ করে 'বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ' এই ত্রিশরণ গ্রহণ করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ও শরীর মন পবিত্র রাখার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ত্রিশরণের অর্থ, ত্রিশরণ গ্রহণের নিয়মাবলি আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নির্মলতা।

বন্দনা: বন্দনা শব্দের অর্থ ও পদ্ধতি আলোচনার মধ্য দিয়ে ত্রিরত্নের প্রতি প্রণতি/প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: বিনয়, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

পুষ্প পূজা: পূজায় মন পবিত্র হয়। নিয়ম মেনে ভোরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে, সুন্দরভাবে ফুল সাজিয়ে, পবিত্র মনে, পূজার মাধ্যমে ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: নির্মলতা, নিয়মানুবর্তিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্যবোধ, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা।

পঞ্চশীল: শীল শব্দের অর্থ, শীল গ্রহণের নিয়ম আলোচনা করে বলা হয়েছে চরিত্র গঠন করতে হলে নিয়ম নীতি পালন করতে হবে। নিচের পঞ্চশীল প্রার্থনা ও পালনের মধ্য দিয়ে চরিত্র গঠন করার কথা বলা হয়েছে–

১. প্রাণিহত্যা করা থেকে বিরত থাকা ২. অদত্ত বস্তু গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা ৩. মিথ্যা কামাচার থেকে বিরত থাকা ৪. মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা ৫.নেশাদ্রব্য সেবন করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করা।

নৈতিক বিষয়: নিয়মানুবর্তিতা, জীবের প্রতি মমতা, সততা, সত্যবাদিতা, স্বাস্থ্যরক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৪.১.৬.৩-ক.২ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- ত্রিপিটকের সংক্ষিপ্ত ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে। - ত্রিপিটক পাঠের উপকারিতা বর্ণনা করতে পারবে।	- ত্রিপিটক (বিনয় পিটক)	বিনয় পিটক পৃষ্ঠা: ৩২-৩৩
- ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলতে পারবে।	- ধর্মীয় অনুষ্ঠান	ধর্মীয় অনুষ্ঠান পৃষ্ঠা: ৩৬-৩৮
- কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবে। - কুশল কর্ম ও অকুশল কর্ম কী তা বলতে পারবে। - কর্মফল ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে।	- কর্ম ও কর্মফল	কর্ম ও কর্মফল পৃষ্ঠা: ৪০-৪৩
- জাতক কী তা বলতে পারবে। - চারটি জাতকের কাহিনী - জাতকগুলোর উপদেশ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	- জাতক	জাতক পৃষ্ঠা: ৫৩-৬১
- চারজন শিষ্য-প্রশিষ্যের জীবনচরিত বলতে পারবে। - তাঁদের অবদান সম্পর্কে বলতে পারবে।	- গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য	গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য পৃষ্ঠা: ৬৫-৭০
- বইয়ের শেষে 'প্রাণী হত্যা মহাপাপ' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

বিনয় পিটক: ত্রিপিটক সম্পর্কে আলোচনা করে ত্রিপিটকের বিনয় পিটক আমাদের নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা ও সংযম শিক্ষা দেয় সেকথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, সংযম।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান: বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান আলোচনার মাধ্যমে পূজা ও দান দেওয়া, ধর্ম সভায় যোগদান, বন্ধুত্ব গড়ে তোলা, প্রতিবেশীর সাথে ভাবের আদান প্রদান, সকলের সাথে মেলামেশার সুযোগ, পরিবেশ সুন্দর হওয়া, সৎ মানুষ হওয়া ও অনেক পুণ্য লাভ হয় একথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: বিনয়, সম্প্রীতি, বন্ধুভাবাপন্ন, একতা, পরিবেশ রক্ষা, সততা।

কর্ম ও কর্মফল: বুদ্ধ কর্মকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। মানুষ নিজের কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করে, ভালো কাজ করলে সবাই প্রশংসা করে, খারাপ কাজ করলে নিন্দা করে, কুশল কর্মে সুখ আসে, পুণ্য লাভ হয়, অকুশল কর্মে দুঃখ আসে, পাপ হয়। জীব হত্যা, পরের অনিষ্ট করার শাস্তি এবং গুরুজনকে ভক্তি-শ্রদ্ধা, দান করা, রাগ না করা, অপরের উপকার করার পুরষ্কার উল্লেখ করে গল্পের মাধ্যমে অকুশল কর্ম না করা এবং কুশল কর্ম করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: কর্মনিষ্ঠা, জীবের প্রতি মমতা, সততা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, দয়া, ক্রোধ প্রশমন, পরোপকার।

জাতক: চারটি জাতক কাহিনী আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মোপদেশ দেয়া হয়েছে।

বক জাতক: বেশি চালাকি করা ভালো নয়। বক বেশি চালাকি করে মিথ্যা কথা বলে মাছদের খেয়ে ফেললেও শেষে কাকড়ার হাতে তার মৃত্যু হয়। **উপদেশ: অতি চালাকের গলায় দড়ি।**

সিংহচর্ম জাতক: ছল চাতুরি করা ভালো নয়। প্রভারক বনিক তার গাধাকে সিংহের চামড়া পরিয়ে চাষীদের শষ্য খাওয়াতো। কিন্তু একদিন প্রতারণা ধরা পড়ে গাধাটি মারা পড়লো। **উপদেশ: প্রতারণা করার ফল শুভ নয়।**

তিত্তির জাতক: যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ তারা পূজনীয়। হাতি ও মর্কটের তুলনায় তিত্তির বড় বলে তারা তাকে সম্মান করলো। পশুপাখিরাও বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান করে। **উপদেশ: বয়োজ্যেষ্ঠদের সব সময় সম্মান করা উচিত।**

Dhaka University Institutional Repository

সুবর্ণহংস জাতক: অতি লোভের ফল কখনো ভালো হয়না। বোধিসত্ত্ব সুবর্ণহংস ব্রাহ্মণীকে তাদের অভাব দূর করতে মাঝে মাঝে সোনার পালক দিত। কিন্তু বেশি লোভ করে একবারে সব পালক পেতে চেয়ে সব হারায়। **উপদেশ: অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।**

নৈতিক বিষয়: সারল্য, সততা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, লোভহীনতা।

গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য: গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে আনন্দ, উপালি, থেরী পূর্ণা, অতীশ দীপঙ্কর এর জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় দয়া, গরিব দুঃখীদের সাহায্য করা, বৃদ্ধকে প্রণাম করার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দয়া, সহযোগিতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা।

চতুর্থ শ্রেণী

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ৩৮টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে যা শিক্ষাক্রমের ১১টি বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। উক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে পাঠ্যপুস্তকে ১১টি বিষয় আলোচিত হয়েছে। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত, তবে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সার্বিকভাবে সংক্ষিপ্ত শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বেশ কিছু ক্ষেত্রে আধিক্য পরিলক্ষিত এবং পাঠ্যপুস্তকের আলোচনায় পরিসর বেশ বড়। নিচের সারণি ৪.১.৬.৩-খ.১ থেকে ৪.১.৬.৩-খ.২ এবং পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি: ৪.১.৬.৩-খ.১ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- সিদ্ধার্থ গৌতমের চার নিমিত্ত দর্শন বলতে পারবে। - সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের বিবরণ দিতে পারবে। - সিদ্ধার্থ গৌতমের কঠোর তপস্যা সম্পর্কে বলতে পারবে। - গৌতম কেন মধ্যপথ অবলম্বন করেছিলেন তা বলতে পারবে। - সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ সম্পর্কে বলতে পারবে।	- গৌতম বুদ্ধ	গৌতম বুদ্ধ পৃষ্ঠা: ১-৭
- 'ত্রিরত্ন'-এর অর্থ বলতে পারবে। - বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের গুণাবলি বলতে পারবে। - ত্রিরত্ন প্রশস্তি বাংলা পদ্যাকারে বলতে পারবে।	- ত্রিরত্ন	ত্রিরত্ন পৃষ্ঠা: ১০-১৫
- বন্দনা কীভাবে করতে হয় তা বলতে পারবে। - চৈত্য বন্দনা বাংলা অনুবাদসহ পালিতে বলতে পারবে। - ভিক্ষু বন্দনা পালি ও বাংলায় বলতে পারবে। - মাতা-পিতা বন্দনা পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।	- বন্দনা	বন্দনা পৃষ্ঠা: ১৮-২১
- আহার পূজা ও পানীয় পূজা কীভাবে করতে হয় তা বলতে পারবে। - আহার পূজা ও পানীয় পূজা পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।	- পূজা	পূজা পৃষ্ঠা: ২৪-২৭
- শীল পালনের গুরুত্ব বলতে পারবে। - উপোসথ কী তা বলতে পারবে। - অষ্টশীল প্রার্থনা পালি ও বাংলায় বলতে পারবে। - অষ্টশীল পালি ও বাংলায় বলতে পারবে। - পঞ্চশীল ও অষ্টশীলের পার্থক্য বলতে পারবে।	- অষ্টশীল	অষ্টশীল পৃষ্ঠা: ৩০-৩৫
- গাথা কী তা বলতে পারবে। - নীতিশিক্ষামূলক পালি গাথা বাংলা পদ্যাকারে বলতে পারবে। - গাথাগুলোর উপদেশ অনুসরণ করতে পারবে।	- গাথা	গাথা পৃষ্ঠা: ৩৮-৩৯

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

গৌতম বুদ্ধ: সিদ্ধার্থ গৌতমের চার নিমিত্ত দর্শন, গৃহ ত্যাগ, কঠোর তপস্যা, কঠোর তপস্যায় এই উপলব্ধি হয় যে কৃচ্ছ্র সাধনা ও ভোগ বিলাস কোনটাই মুক্তির পথ নয় বরং মধ্যম পন্থাই শ্রেয়, শৈশব ও কৈশরে সকল প্রাণীর প্রতি গৌতম বুদ্ধের অসীম মমতা বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি জীবনের সকল লোভ লালসা ত্যাগ করে পয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি কীভাবে বুদ্ধত্ব লাভ করেন সেই আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: অধ্যবসায়, যুক্তিবাদিতা, জীবের প্রতি মমতা, মহত্ত্ব।

ত্রিরত্ন: ত্রিরত্নের অর্থ, 'বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ' এই ত্রিরত্নের যথাক্রমে ৯, ৬ ও ৯ গুণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গুণ সমূহের মধ্যে আধ্যাত্মিক গুণাবলির পাশাপাশি দেব মানবের কল্যাণ সাধন, লোভ, দ্বেষ ও মোহ থেকে মুক্ত থাকার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: মানবতাবাদ, সেবাব্রত, লোভহীনতা।

বন্দনা: বন্দনা পুণ্যকর্ম। বন্দনার দ্বারা মন পবিত্র হয়, সৎ চরিত্র গঠিত হয়, সুধীজনের গুণাবলি নিজ জীবনে প্রতিফলিত হয়, ইহলোক ও পরলোকে সুখ ও শান্তি লাভ করা যায়। দেহ মন পরিচ্ছন্ন করে বন্দনা করতে হয়। চৈত্য, ভিক্ষু ও মাতা-পিতা বন্দনা, মাতা-পিতার অবদান আলোচনা করে তাদের বন্দনা করার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: নির্মলতা, সততা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, কৃতজ্ঞতাবোধ, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা।

পূজা: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে পূজা করতে হয়। পূজায় চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়, দান চেতনা জাগ্রত হয়। পূজায় গরিব, অসহায় ও দুঃখী মানুষের প্রতি করুণা প্রদর্শন, অন্নহীনকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দান করার উপদেশ প্রদান করে বলা হয়েছে এ দানের ফলে দুঃখ লাঘব হবে।

নৈতিক বিষয়: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নির্মলতা, দয়া।

অষ্টশীল: চরিত্রকে ভালো করার জন্য শীল পালন করা প্রয়োজন। উপসথ শীল অর্থ 'উপবাস'। মানব কল্যাণে উৎকৃষ্ট জীবনের জন্য বুদ্ধ উপসথ শীল প্রবর্তন করেন উল্লেখ করে বলা হয়েছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাকে, সংযতভাবে শৃঙ্খলার সাথে পথ চলে, দানের উপকরণ নিয়ে, নতজানু হয়ে বসে উপসথ প্রার্থনা করতে হয়। শীলের প্রভাবে কায়-বাক্য-মনের যন্ত্রণা দূর হয়, মন সংযত হয়। পালি ও বাংলায় অষ্টশীল উল্লেখ করা হয়েছে। যথা: ১. প্রাণী হত্যা ২.অদত্ত বস্তু গ্রহণ ৩. অব্রহ্মচর্য ৪. মিথ্যা বলা ৫. সুরা জাতীয় মাদক দ্রব্য সেবন ৬. বিকাল ভোজন ৭. নাচ গান বাদ্য উৎসব দর্শন, সুগন্ধিযুক্ত প্রসাধন দ্রব্য ধারণ, মণ্ডন বিভূষণ ৮. উচ্চ ও মহা শয্যায় শয়ন –এগুলো থেকে বিরত থাকা।

নৈতিক বিষয়: মহত্ত্ব, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সংযম, শৃঙ্খলা, দয়া, বিনয়, জীবের প্রতি মমতা, সততা, সত্যবাদিতা, স্বাস্থ্যরক্ষা।

গাথা: গাথা সম্পর্কে আলোচনা করে বলা হয়েছে গাথা আবৃত্তি ও শ্রবণ করলে পুণ্যলাভ হয়, মাতা-পিতা ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি বাড়ে, সৎ জীবন যাপনের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়, জীবন সুন্দর ও পবিত্র হয়। পদ্যাকারে ৬টি পালি গাথা বাংলায় উল্লেখ করা হয়েছে যার মধ্যে আছে– মূর্খের সেবা না করা, সাধুলোকেরা পুণ্য কাজ করেন, পুণ্যই সকল সুখের মূল, ঘুমিয়ে ও গল্প করে সময় না কাটানো, কখনো রাগ না করা, কাজে উৎসাহ না থাকলে সে উন্নতি করতে পারে না, পরাজিত হয়, অসৎ ব্যক্তির সংসর্গ ত্যাগ করা, সাধু সুজনের ভজনা করা, দিন রাত পুণ্য সঞ্চয় করা, সর্বদা অনিত্যকে স্মরণ, শত্রুতায় নয় মিত্রতায় শত্রুতা উপশম হয়, উত্তমরূপে ধর্ম আচরণ করা, অন্যায় আচরণ না করা, ধার্মিক ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকে সুখে কাল যাপন করেন। মহাপুরুষেরা এই নীতিবাক্য গুলো মেনে চলে জগতে বরণীয় হয়েছেন, এগুলি অনুসরণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সততা, নির্মলতা, কর্মতৎপরতা, ক্রোধ প্রশমন, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, একতা, ন্যায়পরায়নতা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৪.১.৬.৩-খ.২ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তুর শিরোনাম
- পাঁচটি পূর্ণিমার বিবরণ দিতে পারবে। - পূর্ণিমার উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিবৃত করতে পারবে। - বৌদ্ধদের জন্য এই পূর্ণিমাগুলো গুরুত্বপূর্ণ কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	- ধর্মীয় অনুষ্ঠান	ধর্মীয় অনুষ্ঠান পৃষ্ঠা: ৪৬-৪৯
- কুশল কর্ম কী তা বলতে পারবে। - অকুশল কর্ম কোনগুলো তা বর্ণনা করতে পারবে। - কুশল কর্ম ও অকুশলকর্মের ফলাফল বলতে পারবে। - পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে পারবে। - পাপকর্ম পরিত্যাগ কেন করতে হয় তা বলতে পারবে।	- কর্ম ও কর্মফল	কর্ম ও কর্মফল পৃষ্ঠা: ৫২-৫৫
- আর্যসত্য কী তা বলতে পারবে। - চতুরার্য সত্য কী কী জানবে। - চতুরার্য সত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবে।	- চতুরার্য সত্য	চতুরার্য সত্য পৃষ্ঠা: ৫৭-৫৯
- জাতক পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে। - পাঁচটি জাতকের কাহিনী বলতে পারবে। - জাতক কাহিনীগুলোর উপদেশ মেনে চলতে পারবে।	- জাতক	জাতক পৃষ্ঠা: ৭১-৮২
- গৌতম বুদ্ধের পাঁচজন শিষ্য-প্রশিষ্যের জীবন-কাহিনী বলতে পারবে। - তাঁদের অবদান সম্পর্কে বলতে পারবে।	- গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য	গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য পৃষ্ঠা: ৮৪-৯১
- বইয়ের শেষে 'প্রাণী হত্যা মহাপাপ' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে যা তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

ধর্মীয় অনুষ্ঠান: বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিবরণের মাধ্যমে বুদ্ধের উপদেশ ও জীবনের ঘটনার শিক্ষা অনুসরণ ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে। অলোচনায় দানশীলতা, সেবা, জনসাধারণের একসাথে মিলিত হওয়ার উল্লেখ রয়েছে।

নৈতিক বিষয়: শ্রদ্ধাশীলতা, দয়া, সেবাপরায়নতা, একতা।

কর্ম ও কর্মফল: কর্ম দ্বারা জীবগণ শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট হয়। যে যেমন কাজ করে সে তেমন ফল ভোগ করে। অকুশল কর্ম যেমন: প্রাণী হত্যা, প্রাণী নিপীড়ন, মনে হিংসা পোষণ, দান না করার ফলে কী কী ক্ষতি হয় এবং কুশল কর্ম যেমন: প্রাণী হত্যা না করা, দান করা, হিংসা না করা, পূজনীয় ব্যক্তিকে পূজা করা, অহংকার না করা, দান করা, অভিবাদন যোগ্যকে অভিবাদন করার ফলে কী পুরষ্কার লাভ হয় সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। গল্পের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝিয়ে সব সময় ভালো কাজ করা, বড়দের সম্মান করা, গুরুজনের কথা শুনা, দরিদ্রকে দান করা, পশু পাখিকে কষ্ট না দেওয়া, এমন কোন কাজ না করা যাতে মা-বাবা কষ্ট পান, অকুশল কর্ম থেকে সর্বদা দূরে থাকা এবং সর্বদা বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের স্মরণ নেয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: জীবের প্রতি মমতা, অহিংসা, দয়া, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, বিনয়।

চতুরার্য সত্য: চতুরার্য সত্য আলোচনা মধ্য দিয়ে চার প্রকার আর্যসত্য তুলে ধরা হয়েছে। যথা: ১. জগৎ দুঃখময় ২. দুঃখের কারণ আছে ৩. দুঃখ নিরোধ হলে নির্বাণ লাভ হয় এবং ৪. দুঃখ নিরোধের উপায় আছে। সৎ দৃষ্টি, সৎ সংকল্প, সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, সৎ জীবিকা, সৎ প্রচেষ্টা, সৎ স্মৃতি ও সৎ সমাধি –দুঃখ নিরোধের উপায় হিসেবে এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: যুক্তিবাদিতা, সততা।

Dhaka University Institutional Repository

জাতকঃ নৈতিক জীবন গঠনে জাতক কাহিনীগুলি সহায়ক। কাহিনীর উপদেশ অনুসারে নৈতিকতাবোধ, স্বদেশপ্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধ, দয়া প্রদর্শন, পরের দুঃখে মমতা, কর্তব্য সম্পাদনে দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় বলে উল্লেখ করে পাঁচটি জাতক কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। যথাঃ

কাত্যায়নী জাতকঃ মাকে ছেলে ও পুত্রবধূ কষ্ট দিলেও পরে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। মা, ছেলে ও পুত্র বধুর ঘটনার মাধ্যমে মায়ের গুণ অতুলনীয়, মাকে কষ্ট দিতে হয় না, সেবা করতে হয় সেকথা বলা হয়েছে। **উপদেশঃ মায়ের গুণ অতুলনীয়।**

বাবেরু জাতকঃ বাবেরু রাজ্যে পাখি ছিলনা, তাই একটি কাক পেয়ে তাকে খুব যত্ন করা হত। গুণী ময়ূরের আগমনে কাকের আর কদর থাকে না। কাক ও ময়ূরের ঘটনার মধ্য দিয়ে গুণী ব্যক্তিরা সর্বত্র পূজিত একথা বোঝানো হয়েছে। উপদেশঃ **গুণী ব্যক্তিরা সর্বত্র পূজিত হয়।**

কুরঙ্গ মৃগ জাতকঃ হরিণরূপী বোধিসত্তকে ব্যাধ তীর ছুড়ে মারতে চাইলেও ব্যর্থ হয়। বোধিসত্ত ও ব্যাধ এর গল্পের মাধ্যমে দুষ্কর্মের ফল ভোগ করতে হয় বোঝানো হয়েছে। **উপদেশঃ কর্মফল ভোগ করতে হয়।**

শশক জাতকঃ বোধিসত্ত্ব শশক (খরগোশ) নিজেকে আগুনে পুড়িয়ে ইন্দ্রকে দান করতে চইলো। শিয়াল, বানর, উদবিড়াল ও শশকের দানের গল্পের মাধ্যমে শীলবান ব্যক্তিরা সর্বত্র পূজিত হয় একথা বলা হয়েছে। **উপদেশঃ শীলবান ব্যক্তিরা সর্বত্র পূজিত হয়।**

সেরিবানিজ জাতকঃ ধূর্ত ও ঠক ফেরিওয়ালা বেশি লোভ করে মিথ্যা বলে সব হারিয়ে মারা যায় আর সৎ ফেরিওয়ালা তার সততায় পুরস্কৃত হয়। **উপদেশঃ লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।**

নৈতিক বিষয়ঃ বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সেবাপরায়নতা, সততা, দয়া, সত্যবাদিতা, লোভহীনতা।

গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যঃ গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যরা প্রত্যেকেই ন্যায়পরায়ন ও দানশীল ছিলেন। তাঁরা মানুষকে দয়া, সংযম, শৃঙ্খলা ও উদারতা শিক্ষা দিয়েছেন। তাদের জীবনী পাঠ করলে চরিত্রবান, সত্যপথ অনুসরণ, ব্যক্তিজীবন সুন্দর ও সার্থক হয়। এই উদ্দেশ্যে বুদ্ধের পাঁচ জন শিষ্য-প্রশিষ্যের ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যথাঃ

স্থবির অনুরুদ্ধঃ দান দিলে পুণ্য হয়, পুণ্যের প্রভাবে ইহ-পরকালে সুখ পাওয়া যায়, পুণ্যকাজে মঙ্গল সাধিত হয়। অনুরুদ্ধের জীবন সাধনার অবদান থেকে এই শিক্ষা দান করা হয়েছে।

বঙ্গীস স্থবিরঃ বঙ্গীস অনেক গাথা রচনা করে বলেছেন মৈত্রীপূর্ণ বাক্যই উত্তম বাক্য, কাউকে অপ্রিয় বাক্য বলে নিজে অনুতপ্ত হবে না, অপরকেও কষ্ট দেবে না, সব সময় সুভাষিত বাক্য বলবে, সত্য এবং প্রিয় বাক্যই অমৃত বাক্য।

মহাপ্রজাপতি গৌতমীঃ তিনি মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য সর্বদা উপদেশ দিতেন। তিনি নিজে সুতা ও কাপড় তৈরি করে ভিক্ষু সংঘকে দান করেছিলেন। নারী জাতির উন্নতির জন্য তিনি সারা জীবন চেষ্টা করেছেন। প্রবন্ধে তাঁর আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে।

কৃষ গৌতমীঃ কাহিনীর মধ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ স্বাভাবিক ঘটনা, তাকে মেনে নিতে হবে একথা বোঝানো হয়েছে।

সম্রাট অশোকঃ তিনি প্রজাদের নৈতিক জীবন গঠনের জন্য বুদ্ধের অনুশাসন রাজ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সকল ধর্মের প্রতি উদার ছিলেন, সকলকে তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। তাঁর রাজ্যে সকল ধর্মের লোক সুখে বাস করত একথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ ন্যায়পরায়নতা, দয়া, সংযম, শৃঙ্খলা, উদারতা, সততা, উন্নত আচার-ব্যবহার, মমতা, সত্যবাদিতা, পরোপকার, যুক্তিবাদিতা, অপর ধর্মে সহনশীলতা, সম্প্রীতি।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম শ্রেণী

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ৩৫টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে যা শিক্ষাক্রমের ১১টি বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। উক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে পাঠ্যপুস্তকে ১১টি বিষয় আলোচিত হয়েছে। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। অর্জন উপযোগী যোগ্যতাসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সুনির্দিষ্টভাবে বিভক্ত, তবে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সার্বিকভাবে সংক্ষিপ্ত শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে বিষয়ের আধিক্য রয়েছে এবং পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তুর আলোচনার পরিসর ব্যাপক। নিচের সারণি ৪.১.৬.৩-গ.১ থেকে ৪.১.৬.৩-গ.২ এবং পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি: ৪.১.৬.৩-গ.১ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তুর শিরোনাম
- সিদ্ধার্থের বাল্যকাল, গৃহত্যাগ ও বুদ্ধত্বলাভ সংক্ষেপে বলতে পারবে। - গৌতম বুদ্ধের প্রথম ধর্ম প্রচার সম্পর্কে বলতে পারবে। - বুদ্ধের অন্তিম বাণী কী কী তা বলতে পারবে।	- মহাকারুণিক বুদ্ধ	মহাকারুণিক বুদ্ধ পৃষ্ঠা: ১-৬
- বন্দনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে। - ত্রিরত্ন বন্দনার গুণাবলি পালি ও বাংলায় বলতে পারবে। - ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে।	- ত্রিরত্ন বন্দনা	ত্রিরত্ন বন্দনা পৃষ্ঠা: ৮-১০
- প্রদীপ পূজা ও ধূপ পূজা কেন দেওয়া হয় তা বলতে পারবে। - বাংলা অনুবাদসহ প্রদীপ পূজা ও ধূপ পূজা পালিতে বলতে পারবে। - দান কী তা বলতে পারবে। - দানের নিয়ম সম্পর্কে বলতে পারবে। - দানের প্রকারভেদ বলতে পারবে। - সঙ্ঘদান উৎসর্গ পালি ও বাংলায় বলতে পারবে।	- পূজা ও দান	পূজা ও দান পৃষ্ঠা: ১৩-১৭
- দশশীল প্রার্থনা পালি ও বাংলায় বলতে পারবে। - দশশীল পালি ও বাংলায় আবৃত্তি করতে পারবে। - শীল পালনের সুফল বর্ণনা করতে পারবে।	- দশশীল	দশশীল পৃষ্ঠা: ২০-২৪
- গাথার মাধ্যমে ধর্ম ও নীতি- কথা বর্ণনা করতে পারবে। - উপদেশমূলক আটটি পালি গাথা বর্ণনা করতে পারবে। - গাথাগুলো বাংলা পদ্যাকারে বলতে পারবে। - গাথাগুলোর মূল বিষয় বলতে পারবে।	- গাথা	গাথা পৃষ্ঠা: ২৬-৩০

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

মহাকারুণিক বুদ্ধ: গৌতম বুদ্ধের বাল্যকাল, গৃহত্যাগ, বিভিন্ন বাধা বিঘ্ন পার হয়ে ধ্যান সাধনার মাধ্যমে বুদ্ধত্ব লাভ, ধর্মপ্রচার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি বুঝতে পারেন ধ্যান সাধনার জন্যও দেহ সুস্থ-সবল রাখা দরকার। তিনি ভিক্ষুসংঘ গঠন করে কল্যাণকর ধর্ম প্রচার করেন। অন্তিম বাণীতে তাঁর ধর্ম-বিনয়কেই পথপ্রদর্শক রূপে গ্রহণ করার উপদেশ দিয়েছেন। বুদ্ধ শান্তি ও মৈত্রীর মূর্ত প্রতীক, করুণার আধার। তিনি মহাকারুনিক। তাঁর জীবনী বর্ণনায় এসব কথা উঠে এসেছে।

নৈতিক বিষয়: কর্মনিষ্ঠা, অধ্যবসায়, স্বাস্থ্যরক্ষা, মহত্ত্ব।

ত্রিরত্ন বন্দনা: সদ্‌গুণাবলি ধারণ বা অর্জন করাই হল ধর্ম। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ বন্দনা অতি উত্তম কাজ। বন্দনা করলে মঙ্গল হয়, মন পবিত্র থাকে, অশান্তি দূর হয়, মনে হিংসা লোভ দ্বেষ ও মোহ থাকে না, পাপ কাজ থেকে দূরে থেকে পুণ্য কাজে আত্মনিয়োগ করা যায়। সুখ, সমৃদ্ধি ও পুণ্য অর্জনের জন্য বন্দনা করা সকলের নিত্য কর্তব্য। পরিচ্ছন্ন হয়ে, শ্রদ্ধাচিত্তে বন্দনা করতে বলা হয়েছে। পালি ও বাংলায় ত্রিরত্ন বন্দনার গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: বিনয়, নির্মলতা, প্রশান্ত চিত্ততা, অহিংসা, লোভহীনতা, সততা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা।

Dhaka University Institutional Repository

পূজা ও দান

পূজাঃ আলোচনায় বলা হয়েছে পূজা করলে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয়, মনে মৈত্রীভাব জাগে, দানের চেতনা উৎপন্ন, সৎকাজে উৎসাহ বাড়ে। ধূপ পূজায় ধূপের সুবাসের মতো আমাদের কুশল কর্মের ফল যেন সর্বত্র বিরাজ করে। প্রদীপ পূজায় প্রদীপের আলোর মতো পৃথিবীর সবকিছুই অনিত্য। অনিত্য ভাবনা লোভ, দ্বেষ, মোহ, দূর করে। সর্ব প্রকার তৃষ্ণা থেকে মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধের গুণাবলি স্মরণ করা হয়।

দানঃ দানের গুরুত্ব অপরিসীম। দানের দ্বারা মানুষের চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় এবং মোহমুক্তি ঘটে। দানের চেতনা মানুষকে দুস্থ অসহায়দের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে। দানের পূর্বে দাতাকে তিনটি বিষয়ে সচেতন থাকতে বলা হয়েছে। যথা ১. সৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা বস্তু প্রফুল্ল চিত্তে দান ২. লোভ, দ্বেষ ও মোহশূন্য হয়ে দান ৩. উপযুক্ত পাত্রে দান, মানুষের মধ্যে শীলবান ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, শীলবান ব্যক্তিকে দান দিলে বেশি পুণ্য। এছাড়া দানের প্রকারভেদ আলোচনা করে বিহারে গেলে ভিক্ষু সংঘকে দান, গরিব প্রতিবেশীদের সাহায্য, শ্রেণীতে গরিব বন্ধু থাকলে তাকে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে দিয়ে, নিজের খাবার থেকে ক্ষুধার্ত প্রাণীকে দিলে ছোট বেলা থেকেই দানের অভ্যাস গড়ে উঠবে, দানের পুণ্যফলে জীবন সুন্দর ও সুখময় হবে একথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সংহতি, দয়া, সততা, লোভহীনতা, অহিংসা, নির্মলতা, সহানুভূতি, যুক্তিবাদিতা, সহযোগিতা, জীবের প্রতি মমতা।

দশশীলঃ আলোচনায় শীল পালনের দ্বারা সংযম, সত্যবাদিতা, শিষ্টাচার, জীবপ্রেম, বিলাসিতা পরিহার ইত্যাদি সদগুণাবলি অর্জন করা যায়। চুরি, মাদকদ্রব্য সেবন, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন থেকে নিজেকে দূরে রাখা সম্ভব হয়। মানুষ যে কায় (দেহ), বাক্য এবং মন দ্বারা কার্য সম্পাদন করে তাদের প্রতিটিকেই সংযত রাখা প্রয়োজন, তাহলেই সৎ কাজ সাধিত হবে। অসৎ কাজে লিপ্ত হলে মানুষ দুঃশীল বা চরিত্রহীন হয়। চরিত্রহীন মানুষ পশুর সমান। তারা সকলের নিকট নিন্দনীয়। তাদের সঙ্গ থেকে সর্বদা নিজেকে দূরে রাখতে হবে। পৃথিবীতে যারা স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছেন তারা সকলেই সৎ চরিত্রের অধিকারী। সব মানুষ তাদের শ্রদ্ধা করেন। দশশীল পালনের জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যথাঃ ১. প্রাণিহত্যা, ২. অদত্ত বস্তু গ্রহণ (চুরি করা) ৩. অব্রহ্মচর্য ৪. মিথ্যাকথন ৫. সুরাজাতীয় মাদক দ্রব্য সেবন ৬. বিকাল ভোজন ৭. নৃত-গীত-বাদ্য উৎসব প্রভৃতি প্রমত্ত চিত্তে দর্শন ৮. মালাধারণ, সুগন্ধ দ্রব্য লেপন, প্রসাধন দ্রব্য, অলংকার ইত্যাদি ব্যবহার ৯. উচ্চাসন ও মহাশয্যায় শয়ন ১০. সোনারূপা গ্রহণ –এই দশটি বিষয় থেকে বিরত থাকা। শীলবান ব্যক্তিরা প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হন, সুকীর্তি সর্বত্র প্রশংসিত হয়, সর্বদা ভয় বা সংকোচ মুক্ত থাকেন, সজ্ঞানে মৃত্যু বরণ করেন, মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে জন্ম গ্রহণ করেন- বিষয়গুলি এভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সংযম, সত্যবাদিতা, শিষ্টাচার, জীবের প্রতি মমতা, পরিমিতি, সততা, স্বাস্থ্যরক্ষা।

গাথাঃ আলোচনায় গাথায় পূজনীয় ব্যক্তির সেবা ও পূজা করা, যথাযথ ধর্ম পালন, সৎ জীবন যাপন, সকলের মঙ্গল সাধন করার কথা রয়েছে। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় গাথা আবৃত্তি ও মেনে চলার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমনঃ ১. রাগসম অগ্নি নেই, দ্বেষসম গ্রহ নেই, মোহসম জাল নেই, তৃষ্ণাসম প্লাবন নেই ২. মা যেমন নিজের একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েও রক্ষা করে, সকল জীবের প্রতি তেমন অপ্রমেয় মৈত্রী ভাবনা করবে ৩. জন্মের দ্বারা কেউ পতিত হয়না, জন্মের দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয়না, কর্মবশতই পতিত হয়, কর্মবশতই ব্রাহ্মণ হয় ৪.পাপী মিত্রকে বর্জন করে উত্তম ব্যাক্তির সেবা করবে। শাশ্বত নির্বাণ সুখ প্রার্থনা করে তাঁরই উপদেশে কাজ করবে ৫. মূর্খ ব্যক্তি আজীবন পণ্ডিতের সঙ্গে বাস করলেও ধর্মরস গ্রহণ করতে পারেনা, চামচ যেমন ব্যঞ্জনের সাথে থেকেও ঝোলের আস্বাদ অনুভব করতে পারেনা ৬. অর্জন না করা বইয়ের বিদ্যা পরের হাতের ধনের মতো, প্রয়োজন হলে সে বিদ্যা ও ধন কোন উপকারে আসেনা ৭. আরোগ্য পরম লাভ, সন্তুষ্টি পরম ধন, বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি, নির্বাণ পরম সুখ ৮. বিদ্যার সমান বন্ধু নেই, রোগের মতো শত্রু নেই, নিজের মতো আদরের বস্তু নেই, কর্মের মতো বল নেই।

নৈতিক বিষয়: সেবাপরায়নতা, সততা, মহত্ত্ব, নিয়মানুবর্তিতা, ক্রোধ প্রশমন, অহিংসা, লোভহীনতা, জীবের প্রতি মমতা, স্বাস্থ্যরক্ষা, কর্মতৎপরতা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৪.১.৬.৩-গ.২ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- প্রবারণা অনুষ্ঠানের বর্ণনা বলতে পারবে। - কঠিন চীবর কীভাবে দান করতে হয় তা বলতে পারবে। - শ্রামণ্য ধর্মে কীভাবে দীক্ষা নিতে হয় তা বলতে পারবে।	- ধর্মীয় অনুষ্ঠান	বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পৃষ্ঠা: ৩৭-৪২
- বৌদ্ধ কর্মবাদ সম্পর্কে বলতে পারবে। - কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের ফল বিষয়ক কাহিনী বলতে পারবে। - ধর্মত জীবনযাপন করতে পারবে।	- কর্ম ও কর্মফল	কর্ম ও কর্মফল পৃষ্ঠা: ৪৫-৪৯
- দুঃখ মুক্তির উপায় বলতে পারবে। - আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী তা বলতে পারবে। - আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবে।	- আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ	আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ পৃষ্ঠা: ৫২-৫৪
- জাতক পাঠের উদ্দেশ্য বলতে পারবে। - ছয়টি জাতকের কাহিনী বলতে পারবে। - জাতকের মূল উপদেশসমূহ বলতে পারবে।	- জাতক	জাতক পৃষ্ঠা: ৬৭-৭৭
- বোধিসত্ত্ব জীবনের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে।	- বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব	বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব পৃষ্ঠা: ৮০-৮২
- শ্রাবক শিষ্য ও গৃহী শিষ্যদের নাম ও তাদের পার্থক্য বলতে পারবে। - বুদ্ধের ছয়জন শিষ্য-প্রশিষ্যের জীবন চরিত বলতে পারবে। - তাদের অবদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে।	- গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য	গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য পৃষ্ঠা: ৮৬-৯৫
- বইয়র শেষে 'বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান: আলোচনায় তিনট ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বর্ণনা করা হয়েছে যথা:

-প্রবারণা অনুষ্ঠানে আনন্দ উৎসব হয়, ভিক্ষুগণ পরস্পরের দোষ স্বীকার করে।

- কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে আত্মীয় স্বজন পরস্পর মিলিত হয়। সম্মিলিত ভাবে এই দান অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ।

- প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠানের দিন থেকে শ্রামণকে বিনয় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিদিনের প্রার্থনা, চলাফেরা, নিত্যকর্ম পালন বিনয় নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হবে। শ্রামণকে গুরুভন্তে পচাঁত্তরটি শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দেবেন। যেমন: উচ্চ হাস্য না করা, শরীর দুলিয়ে না হাঁটা, বাহু দুলিয়ে গ্রামে না হাঁটা বা গৃহে উপবেশন না করা, শব্দ করে না খাওয়া, কোমরে হাত রেখে গমন বা উপবেশন না করা, খাওয়ার সময় অন্যের পাত্রে নজর না দেওয়া, মুখে শব্দ না করে ছোট ছোট গ্রাস ধরে খাওয়া, যেখানে সেখানে থুথু না ফেলা ইত্যাদি। শ্রামণ সব সময় গুরুর আদেশ মেনে চলবে একথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: বিনয়, সৌহার্দ্য, নিয়মানুবর্তিতা, পরিমিতি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিনয়।

কর্ম ও কর্মফল: সকল জীব কর্মের অধীন, যে যেমন কর্ম করে, সে তেমন ফল পায়। বুদ্ধ তাঁর উপদেশে সকল প্রকার পাপ বর্জন, নিজ চিত্তকে নির্মল করা, সর্বদা কুশল কর্ম করতে বলেছেন। পুণ্যবান ব্যক্তিরা কুশল কর্ম করে আনন্দ লাভ করেন। অপরের কল্যাণ সাধন কুশল কর্মের উদ্দেশ্য। এতে নিজেরও মঙ্গল হয়, সবাই তাকে প্রশংসা করে। অকুশল কর্ম ক্ষতিকর। খারাপ কাজ করলে সবাই তার নিন্দা করে, অপরের ক্ষতি করলে নিজেরও ক্ষতি হয়, মৃত্যুর পর নরকে গমন করতে হয়। মন সুন্দর ও সংযত রাখা, মনে কোন হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ না রাখা, শরীর দ্বারা ভালো কাজ করা, কোন প্রকার অপবিত্র কাজ না করা, সংযত ও সুন্দরভাবে কথা বলা, মন-কায়-বাক্য ভালো রাখার উপায় বারবার কুশল কর্ম করা। ভালো কাজের কথা চিন্তা করলে কুশল চেতনা সঞ্চার হয়, কর্ম ছোট-বড়-হীন উত্তম প্রাণীতে বিভক্ত করে দেয়, জ্ঞানী ব্যক্তিরা সবসময় কুশল কর্ম করেন এবং তাঁরা নির্বাণ লাভ করেন। পুনর্জন্মে কুশল কর্মের পুরস্কার ও অকুশল কর্মের শাস্তির দুটি কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

- বড়দের সম্মান, সময়মত সাহায্য করা, সবসময় ভালো কাজ করা, অপরের সাথে ভালো ব্যবহার, নিজে দান করা ও অন্যকে দানে উৎসাহিত, শীল পালন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: কর্মতৎপরতা, সততা, নির্মলতা, সংযম, অহিংসা, লোভহীনতা, পরিমিতি, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সহযোগিতা, উন্নত আচার-ব্যবহার, দয়া।

আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ: আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ দুঃখ মুক্তির উপায় হিসেবে বুদ্ধ নির্দেশিত 'মধ্যম পথ'। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণে বলা হয়েছে:

১. সম্যক দৃষ্টি: সঠিক বা যথার্থ দৃষ্টি ২. সম্যক সংকল্প: সৎ বা উত্তম সংকল্প, কুশল চিন্তা ৩. সম্যক বাক্য: সৎ বা সুভাষিত বাক্য, সত্য, প্রিয়, অর্থপূর্ণ বাক্য ৪. সম্যক কর্ম: সৎ বা পবিত্র কর্ম, বিনয়সম্মত, আত্মপর হিতকর কর্ম ৫. সম্যক জীবিকা: সৎ বা পবিত্র জীবিকা ৬. সম্যক ব্যায়াম: সৎ উদ্যম বা প্রচেষ্টা, ইন্দ্রিয় সংযম, কুশল উৎপাদন ও বৃদ্ধি ৭. সম্যক স্মৃতি: কুশল কর্ম বারবার স্মরণ করা ৮. সম্যক সমাধি: মন বা চিত্তের একাগ্রতা বা চঞ্চল চিত্ত সংযত রাখা। আর্য-আষ্টাঙ্গিক মার্গ ভালোভাবে বুঝে অনুশীলন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: যুক্তিবাদিতা, সততা, কর্মতৎপরতা, নির্মলতা, উন্নত আচার-ব্যবহার, বিনয়, সংযম, প্রশান্ত চিত্ততা।

জাতক: জাতক পাঠে শিশুমনে সাধুতা ও ধর্মজ্ঞান জাগে, মাতা-পিতা, গুরুজনের প্রতি ভক্তি বিষয়ে শিশু সচেতন হয়, আদর্শ জীবন গড়ায় অনুপ্রাণিত হয়, ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়ে পুণ্য লাভ হয় উল্লেখ করে ছয়টি জাতক কাহিনী বিবৃত করা হয়েছে। যথা:

শুক জাতক: শুকপাখি বাবার উপদেশ না শুনে দূর দ্বীপে আম খেতে গিয়ে পরিণতিতে মারা যায়, একসময় বুড়ো মা-বাবাও মারা যায়। **উপদেশ: মিতাহারী, মিতাচারী চিরদিন সুখে থাকে।**

কাক জাতক: সমুদ্র একটি কাককে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ায় কাকের দল সমুদ্রকে অভিশাপ দিল ও সমুদ্রের জল সেচন করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। **উপদেশ: নির্বুদ্ধিতার পরিণাম ভয়াবহ।**

নক্ষত্র জাতক: বিয়ের দিন নির্ধারিত হওয়ার পর নক্ষত্র লগ্ন শুভ নয় বলে পাত্রপক্ষ ঐ দিন বিয়ে করতে না যাওয়ায় পাত্রীর অন্যাত্র বিয়ে হয়ে যায়। ফলে পরদিন গিয়ে বিয়ে করতে পারেনা। বোধিসত্ত্ব সব শুনে বলেন মূর্খরাই নক্ষত্র লগ্ন শুভ অশুভ চিন্তা করে বসে থাকে। **উপদেশ: শুভ কাজের কালাকাল নেই।**

বন্নুপথ জাতক: বনিকের ঘরে জন্মনিয়ে বোধিসত্ত্ব বানিজ্য করতে গিয়ে দলবলসহ পথ হারিয়ে, খাদ্য পানীয়র অভাবে পড়েন। বোধিসত্তের পরামর্শে এক উদ্যমী, সাহসী ভৃত্য জলরাশি বের করেন। **পরামর্শ: উদ্যমী ব্যক্তিদের জয় অবশ্যম্ভাবী।**

কলায় মুষ্টি জাতক: একটি কলাই দানা মুখ থেকে মাটিতে পড়ে যাওয়ায় মূর্খ বানর তার মুখ, হাতের সকল কলাই ফেলে দিয়ে সেই একটি দানা খুঁজে ব্যর্থ হয়। বোধিসত্ত্ব রাজাকে বললেন- 'মূর্খ বানর একমুঠো কলাই ফেলে একটি খুঁজছে। আমরাও ঘোর বর্ষায় যুদ্ধের আয়োজন করে ভুল করছি। **উপদেশ: বুদ্ধিমানের সকল লাভ, বুদ্ধিহীনের সর্বনাশ।**

ভেরীবাদ জাতক: ভেরী বাজিয়ে বোধিসত্ত্ব ও তাঁর ছেলে বহু ধন লাভ করলেন। গহিন বনের মধ্য দিয়ে ফেরার পথে দস্যুদের থেকে বাঁচার জন্য বোধিসত্ত্ব ছেলেকে বিরতিহীন না বাজিয়ে থেমে থেমে ভেরী বাজাতে বলেন যাতে দস্যুরা রাজা-মহারাজা মনে করে পালিয়ে যায়। কিন্তু ছেলে বাবার কথা না শুনে বিরতিহীনভাবে ভেরী বাজানোয় দস্যুরা বুঝতে পারে তারা রাজা মহারাজা নয়। দস্যুরা তাদের কাছে এসে সব কেড়ে নেয়। বোধিসত্ত্ব বলেন, বাড়াবাড়ি করা ভালো নয়, আমার কথা না শোনাতে আজ এই সর্বনাশ। **উপদেশ: গুরুজনের অবাধ্য হবে না।**

নৈতিক বিষয়: বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, পরিমিতি, যুক্তিবাদিতা, কুসংস্কারমুক্ততা, কর্মতৎপরতা, সাহসিকতা।

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত: এখানে দেখা গিয়েছে যে দীপঙ্কর বুদ্ধের নগরে আগমন উপলক্ষ্যে রাস্তা সংস্কারের কাজে সুমেধ তাপসও অংশ নেয়। কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় সুমেধ তাপস অসমাপ্ত কাদাপূর্ণ রাস্তায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে দীপঙ্কর

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধকে তাঁর দেহের ওপর দিয়ে যেতে অনুরোধ জানান। দীপঙ্কর বুদ্ধ তাপসের দেহের ওপর পা রেখে প্রার্থনা করেন, তাপস যেন ভবিষ্যতে সম্যক সম্বুদ্ধ হতে পারেন। এই সুমেধ তাপস সর্বশেষ জীবনে রাজকুমার সিদ্ধার্থ রূপে জন্ম নিয়ে বোধি লাভ করেন।

নৈতিক বিষয়: বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা।

গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য: গৌতম বুদ্ধের ছয় জন শিষ্য-প্রশিষ্যের কাহিনীর মাধ্যমে নিচের উপদেশ প্রদান করা হয়েছে:

যশ স্থবির–তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও শান্ত স্বভাবের ছিলেন। যশ বুঝতে পারলেন জীবন ও জগৎ দুঃখময়, সুখ ক্ষণস্থায়ী, একমাত্র ধর্ম সাধনা দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায়। প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হয়েও তিনি ত্যাগধর্মের আদর্শ স্থাপন করেন।

সীবলী স্থবির–রাজপুত্র মহালিকুমার ও রাজকন্যা সুপ্রবাসা দুজনেই ধার্মিক ছিলেন। তাদের সন্তান সীবলী কুমার অতীত জন্মে অনেক কুশল কর্ম করায় পুণ্যের ফলে বহু জন্ম পর গৌতম বুদ্ধের সময় লাভীশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। প্রতিদিন সীবলী সূত্র পাঠ করা সকলের কর্তব্য।

ক্ষেমা–তিনি তাঁর রূপলাবণের জন্য খুবই অহংকারী ছিলেন। একদিন ক্ষেমা বৌদ্ধ বিহারে গেলে, বুদ্ধ জানতে পেরে এক অলৌকিক দৃশ্য সৃষ্টি করলেন যে, এক অপূর্ব সুন্দর রমণী বুদ্ধকে সেবা করার সময় তার সৌন্দর্য লোপ পেতে থাকে এবং ধীরে ধীরে সে পৌঢ়া, রুগ্ন শরীর, চামড়া কুঁচকে, চুল পেকে, শেষে দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে মাটিতে বসে পড়ল। ক্ষেমা নিজ জীবনের পরিণতির কথা ভাবতে লাগলেন।

পটাচারা–পিতার অমতে তিনি এক গরিব যুবককে বিয়ে করেন। একসময় স্বামী মারা যাওয়ার পর ২টি বাচ্চাকেও হারায়। বুদ্ধ তাকে সান্তনা দিয়ে শোক করে জীবন নষ্ট না করার উপদেশ দেন। অবশেষে তিনি ধ্যান সাধনা করে অর্হত্ব লাভ করেন। বুদ্ধ ও ভিক্ষু সংঘের সেবায় তিনি আজীবন নিয়োজিত ছিলেন।

বিম্বিসার–রাজা বিম্বিসার সারাজীবন বৌদ্ধধর্ম ও ভিক্ষু সংঘের সহায়তা করে গেছেন। বুদ্ধের প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি ছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের ইতিহাসে রাজা বিম্বিসার নাম অমর হয়ে আছে।

বিশাখা–তিনি রূপে ও গুণে অতুলনীয় ছিলেন। শ্বশুর বাড়ি যাবার সময় পিতা তাঁকে দশটি অমূল্য উপদেশ দেন। যথা: ১. শ্বশুর বাড়িতে কারো দোষ দেখলে তা বাইরে প্রকাশ না করা ২. প্রতিবেশী কেউ শ্বশুর বাড়ির নিন্দা করলে তা তাদের কারো নিকট প্রকাশ না করা ৩. যে ব্যক্তি কোন কিছু নিয়ে যথাসময়ে ফেরত দেয় তাকে দেওয়া ৪. যে ফেরত দেয়না তাকে না দেওয়া ৫. দরিদ্র আত্মীয়ের ফেরত দেবার সার্মথ্য না থাকলেও তাকে দেওয়া ৬. গুরুজনকে দেখলে ব্যস্ত হয়ে উঠে যেতে হয় এমন স্থানে না বসা ৭. গুরুজনের আহার শেষে আহার করা ৮. সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে নিশ্চিত হয়ে শয়ন করা ৯. শ্বশুর-শাশুড়ি, গুরুজনের সেবা করা ১০. ভিক্ষু-শ্রামণদের দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করা।
- মহা উপাসিকা বিশাখা তাঁর পুণ্যময় কাজের জন্য বৌদ্ধদের নিকট স্মরণীয় হয়ে আছেন।

নৈতিক বিষয়: বিনয়, যুক্তিবাদিতা, সততা, অহংকার বর্জন, সহযোগিতা, সংযম, দয়া, শিষ্টাচার, সেবা পরায়নতা, বিনয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৬.৪ খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা

ঈশ্বরের সৃষ্টি, ঈশ্বরের শক্তি, ভালোবাসা, আহবান, আজ্ঞা, মানুষের কর্তব্য, পবিত্র বাইবেল, যীশু খ্রিষ্ট, যীশুর আহ্বান, অবদান, যীশুর শিষ্য, প্রার্থনা, পাপ, পাপের ফল, ক্ষমাশীলতা, পরিবার, খ্রিষ্টীয় অনুষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধ, দেশ ও জাতির সেবায় খ্রিষ্টানদের অবদানসহ বিভিন্ন ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টীয় নীতির আলোকে প্রাথমিক স্তরের খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণীত। নিচের সারণিসমূহতে খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা বিষয়ের শ্রেণীভিত্তিক নৈতিকতা সম্পর্কিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। উক্ত বিষয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে ভিত্তি করে সারণির নিচে পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণী

খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ১৬টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে যা শিক্ষাক্রমের ১৭টি বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। উক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে পাঠ্যপুস্তকে ১৬টি বিষয় আলোচিত হয়েছে। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে আধিক্য পরিলক্ষিত এবং পাঠ্যপুস্তকের আলোচনায় পরিসর বেশ বড় এবং কাঠিন্যের মাত্রা বেশি। নিচের সারণি ৪.১.৬.৪-ক.১ থেকে ৪.১.৬.৪-ক.২ এবং পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি: ৪.১.৬.৪-ক.১ খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- ঈশ্বর প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে বলতে পারবে এবং এই সৃষ্টিগুলোর জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করবে ও সৃষ্টিগুলোর যত্ন করতে শিখবে।	- ঈশ্বরের সৃষ্ট আলো ও আকাশ	ঈশ্বরের সৃষ্ট আলো ও আকাশ পৃষ্ঠা: ১-৪
- ঈশ্বর আদম ও হবা এবং তাঁদের সকল কাজকর্ম দেখেন ও জানেন, সে বিষয়ে ধারণা লাভ করবে এবং তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	- ঈশ্বর সব কিছু দেখেন ও জানেন	ঈশ্বর সর্বশক্তিমান পৃষ্ঠা: ৬-৮
- ঈশ্বরের সৃষ্ট সব কিছুই সকল মানুষের জন্য, কারণ তিনি সকল মানুষকেই সমানভাবে ভালোবাসেন, তা জানবে ও বুঝবে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবে।	- ঈশ্বর সবাইকে ভালোবাসেন	ঈশ্বর সবাইকে ভালোবাসেন পৃষ্ঠা: ১০-১২
- বালক সামুয়েল (শমূয়েল) জানতে পারলেন যে, ঈশ্বর তাঁকে তাঁর কাজ করার জন্য ডাকছেন তা জানবে এবং বলতে পারবে।	- সামুয়েল (শমূয়েল) ও সামুয়েলকে ঈশ্বরের আহ্বান	সামুয়েলের আহ্বান পৃষ্ঠা: ১৪-১৭
- ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন নেওয়ার তাৎপর্য বুঝতে ও বলতে পারবে।	- আমাদের উপকারে ঈশ্বরের সৃষ্টি - ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন	ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন নেওয়া পৃষ্ঠা: ১৯-২২
- পবিত্র বাইবেল কী ও বাইবেলের দুটো ভাগ কী কী বলতে পারবে।	- পবিত্র বাইবেল ও তার দুইটি ভাগ নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোর নাম	পবিত্র বাইবেল পৃষ্ঠা: ২৫
- আদম ও হবার অবাধ্যতা ও তার ফল সম্পর্কে বলতে পারবে। পাপ ও আদিপাপ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে ও পাপ করা থেকে বিরত থাকবে।	- পাপ ও পাপের ফল; আদি পাপ	পাপ ও পাপের ফল পৃষ্ঠা: ২৯-৩২
- মুক্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবে। যীশু সকল মানুষের মুক্তিদাতা, সে বিষয়ে বলতে পারবে।	- মুক্তিদাতা যীশু ও মানুষের মুক্তিলাভের উপায়; পাপ মুক্তি	মুক্তিদাতা যীশু খ্রিষ্ট পৃষ্ঠা: ৩৪-৩৬

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

ঈশ্বরের সৃষ্ট আলো ও আকাশ: আলোচনাটিতে দেখা যায় ঈশ্বর প্রথম দিনে আলো ও দ্বিতীয় দিনে আকাশ সৃষ্টি করেছেন। আলো ও আকাশের নান্দনিক বর্ণনা করা হয়েছে। স্রষ্টার প্রতি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আলোর মতো উজ্জ্বল ও পবিত্র থাকতে পারা, স্রষ্টাকে ভালোবাসতে পারার প্রার্থনা জানানো হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: নান্দনিকতা, কৃতজ্ঞতাবোধ।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান: আদম ও হবা সৃষ্টির প্রথম মানুষ। ঈশ্বর সবকিছু দেখেন ও জানেন। তিনি সর্বশক্তিমান। বিষয়টির আলোচনায় সকল প্রলোভন থেকে রক্ষা পাওয়া ও ঈশ্বরকে ভুলে না যাবার জন্য প্রার্থনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: লোভহীনতা, কৃতজ্ঞতাবোধ।

ঈশ্বর সবাইকে ভালোবাসেন: ঈশ্বর সকল মানুষ, জীবজন্তু, পশু-পাখি, গাছপালা সবকিছুই ভালোবাসেন। ঈশ্বরের সৃষ্টি একজনকে খারাপ বললে তাঁর খারাপ লাগে। আমরা যেন কোন মানুষকে ঘৃণা না করি, সবাইকে ভালোবাসি একথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: মমতা/ভালোবাসা, অহিংসা।

সামুয়েলের আহ্বান: ঈশ্বর সামুয়েলকে তাঁর কাজে আহ্বান করেন। আলোচনায় ঈশ্বরের কাজ করার জন্য আমাদের কেমন হতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। যথা: সকল মানুষকে ভালোবাসা, দুঃখীদের প্রতি দয়া করা, শত্রুকে ক্ষমা করা, নিজের জিনিস অন্যের সঙ্গে সহভাগিতা করা, রোগীর সেবা করা ইত্যাদি গুণ অর্জন করতে হবে। যীশুকে ভালোবাসা, ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসা ও সেবা করার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: মমতা/ভালোবাসা, দয়া, ঔদার্য, সহযোগিতা, সেবাপরায়নতা।

ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন নেওয়া: ঈশ্বরের সৃষ্টি আমাদের ভালোর জন্য, ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর সৃষ্টির যত্ন নেওয়া আমাদের কর্তব্য। কীভাবে সৃষ্টিগুলোকে রক্ষা ও বাড়িয়ে তুলবো সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন: ১.বাড়ির ও প্রতিবেশী ভাইবোনদের সেবা করা ২. কোন মানুষের কোন ক্ষতি না করা ৩. জীবজন্তু ও পশুপাখি মেরে না ফেলা ৪. অযথা গাছপালা কেটে না ফেলা ৫. ময়লা আবর্জনা যেখানে সেখানে না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা ৬. নদী, খাল, বিল ও পুকুরে ময়লা না ফেলা। প্রতিবছর নিজে নতুন গাছ লাগিয়ে অন্যদেরকেও গাছ লাগাতে বলা ও সবকিছুর যত্ন করে সৃষ্টিকে বাড়িয়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: কর্তব্যপরায়নতা, সেবাপরায়নতা, অহিংসা, জীবের প্রতি মমতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

পবিত্র বাইবেল: পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে আলোচনায় বলা হয়েছে, ঈশ্বরের বাণী যারা বিশ্বাস করে ও মেনে চলে তারা পবিত্র মানুষ হতে পারে, পাপের প্রলোভন ত্যাগের কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: নির্মলতা, আত্মত্যাগ।

পাপ ও পাপের ফল: বিষয়টির আলোচনা থেকে জানা যায় ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ায় আদম ও হবা পাপ করলো এবং শাস্তি স্বরূপ ঈশ্বর তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। মিথ্যা বলা, চুরি করা, মারামারি করাও পাপ। কারণ এগুলো ঘৃণার প্রকাশ। পাপ, পাপের ফল, আদি পাপ, পাপ থেকে মুক্তি লাভের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সবসময় ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে সৎপথে চলার জন্য প্রার্থনা উপস্থাপিত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সত্যবাদিতা, সততা, অহিংসা, নির্মলতা।

মুক্তিদাতা যীশু খ্রিষ্ট: যীশুখ্রিষ্ট মানব জাতির মুক্তিদাতা এ সম্পর্কিত আলোচনা করে বলা হয়েছে–আমরাও মানুষের মনোদৈহিক মুক্তির জন্য সাহায্য করতে পারি যেমন, ডাক্তার হয়ে দেহের রোগ মুক্তি, মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করা, আর মুক্তির জন্য মানুষকে যীশুর কথা বলা।

নৈতিক বিষয়: সহযোগিতা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৪.১.৬.৪-ক.২ খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- যীশু কীভাবে পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ালেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	- অলৌকিকভাবে যীশু পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ান	যীশু পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ান পৃষ্ঠা: ৩৮-৪১
- যীশুর আহ্বানে পিতর সাড়া দেন ও যীশুর কাজে জীবন উৎসর্গ করেন, তা বলতে পারবে।	- যীশুর আহ্বানে পিতরের সাড়া দান ও কর্মজীবন	যীশুর শিষ্য পিতর পৃষ্ঠা: ৪৩
- যীশুর শিষ্য হওয়ার অর্থ কী, তা জানবে। যীশুর বার জন প্রেরিত শিষ্যের পরিচয় বলতে পারবে।	- বার জন প্রেরিত শিষ্য	যীশুর বার জন প্রেরিত শিষ্য পৃষ্ঠা: ৪৮-৫০
- রাজা দায়ুদের জীবন ও কাজ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে।	- রাজা দায়ুদের ঘটনাবলি	রাজা দায়ূদ পৃষ্ঠা: ৫২-৫৫
- যীশু খ্রিষ্টের জন্মদিন বা বড় দিনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।	- বড়দিন	বড়দিন পৃষ্ঠা: ৫৭-৬০
- প্রার্থনা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা লাভ করবে এবং ভক্তি ও নম্রতা সহকারে প্রার্থনা করতে শিখবে ও করবে।	- প্রার্থনা	প্রার্থনা পৃষ্ঠা: ৬২-৬৫
- পরিবার কী ও বিভিন্ন ধরনের পরিবার সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে ও পবিত্র পরিবার সম্পর্কে বলতে পারবে।	- বিভিন্ন ধরনের পরিবার ও সেগুলোর বৈশিষ্ট্য	পরিবার ও তার বৈশিষ্ট্য পৃষ্ঠা: ৭২-৭৪
- মুক্তিযুদ্ধে নিহত খ্রিষ্টান শহীদদের বর্ণনা দিতে পারবে ও তাদের সম্পর্কে গর্ববোধ করবে।	- মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টান শহীদদের জীবনী	মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টান শহীদদের জীবনী পৃষ্ঠা: ৭৬-৭৯
- বইয়ের শেষে 'সুন্দর আচরণই পুণ্য' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

যীশু পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ান: আলোচনায় মানুষের প্রতি যীশুর মমতা, রোগ থেকে মুক্ত করা, ছোট একটি ছেলের নিজের রুটি মানুষের জন্য দান করার গল্পের মাধ্যমে ত্যাগ স্বীকার, গরিব মানুষের সাথে সহভাগিতা, নানাভাবে মানুষকে সাহায্য করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। উক্ত আলোচনায় নিচের কাজগুলো করার কথা বলা হয়েছে- যেসকল ছাত্রছাত্রী না খেয়ে স্কুলে আসে তাদের খাবার দেওয়া , কাপড়ের অভাবে কাপড়, বই খাতা কিনে দেওয়া, রাস্তা ঘাটে অন্ধ বা বৃদ্ধদের সাহায্য, অসুস্থ সহপাঠীকে সেবা করা।

নৈতিক বিষয়: মমতা, স্বাস্থ্যরক্ষা, দয়া, আত্মত্যাগ, সহযোগিতা, সেবাপরায়নতা।

যীশুর শিষ্য পিতর: ঈশ্বরের কাজের জন্য যীশু পিতরকে ডাকেন। আলোচনায় যীশুর পৃথিবীতে শুরু করা সুন্দর কাজের মধ্যে ভালোবাসা, দয়া, শান্তি, ক্ষমার কথা বলা হয়েছে। পিতর তাঁর প্রতি যীশুর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন।

নৈতিক বিষয়: ভালোবাসা, দয়া, ক্ষমাশীল মনোভাব, দায়িত্ববোধ।

যীশুর বার জন প্রেরিত শিষ্য: যীশুর বার জন প্রেরিত শিষ্য যীশুকে অনেক ভালোবাসতেন, যীশুও তাঁদেরকে ভালোবাসতেন। যীশুর শিষ্য হতে হলে বিশ্বাস, ভালোবাসা, সেবা করার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হবে। আমরা যেন প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে, রোগীদের সেবা করতে, গরিব সহপাঠী বন্ধুদের সাহায্য করতে পারি এখানে সেই আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: ভালোবাসা, বিশ্বাসযোগ্যতা, সেবাপরায়নতা, সহযোগিতা।

রাজা দায়ূদ: কাহিনীটিতে দেখা যায় রাজা দায়ূদ ঈশ্বরকে, মানুষকে অনেক ভালোবাসতেন, মানুষের সেবা করতেন একথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: ভালোবাসা, সেবাপরায়নতা।

Dhaka University Institutional Repository

বড়দিনঃ উক্ত আলোচনায় দেখা যায় বড়দিনের জন্য অন্তরের প্রস্তুতি প্রায়োজন। যীশুকে অন্তরে পবিত্রভাবে গ্রহণ করতে হবে। যেমনঃ অন্যের সাথে ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে ফেলা, হিংসা, পাপ না করা, গরিবদের সাহায্য করা, ক্ষমা নেওয়া ও দেওয়া, ভক্তি নিয়ে বিশেষ প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: নির্মলতা, অহিংসা, সহযোগিতা, ক্ষমাশীল মনোভাব, বিনয়।

প্রার্থনাঃ আলোচনা থেকে জানা যায় ঈশ্বরের কাছে পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে, ক্ষমা লাভের মাধ্যমে সুন্দর সম্পর্ক গড়তে হয়। ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রদ্ধা, ভক্তি, নম্রতা দিয়ে প্রার্থনা করলে ঈশ্বর প্রার্থনা শোনেন আর গর্ব অহংকার করে প্রার্থনা করলে ঈশ্বর তা শোনেন না –গল্পের মাধ্যমে একথা বোঝানো হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: ধন্যবাদপূর্ণ, নম্রতা, অহংকার বর্জন।

পরিবার ও তার বৈশিষ্ট্যঃ বিশ্বের সকল মানুষ এক ঈশ্বরের সন্তান, আমরা সকলে এক বিশ্ব পরিবারের সদস্য, একে অপরের ভাইবোন। পরস্পরকে ভালো না বাসলে সৃষ্টি হয় ঝগড়া-বিবাদ, প্রতিশোধ নেওয়া সহ নানা সমস্যা। তাই সবার মধ্যে একে অপরের জন্য ভালোবাসা, ক্ষমা, মিলন, একতা, শান্তি, সেবা থাকা উচিত। আলোচনায় মূল পারিবারের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে। যথাঃ ভালোবাসা, ক্ষমা, একতা সেবা, শান্তি, সবাই একত্রে মিলে মিশে থাকা, একে অন্যকে ভালোবাসা, বিপদে এগিয়ে যাওয়া, বড়রা ছোটদের আদর/ছোটরা বড়দের সম্মান করা, কেউ ভুল করলে ক্ষমা করা ও চাওয়া।

নৈতিক বিষয়: একতা, ভালোবাসা, অহিংসা, ক্ষমাশীল মনোভাব, প্রশান্ত চিত্ততা, সেবাপরায়নতা, সহযোগিতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা/ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা।

মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টান শহীদদের জীবনীঃ আলোচনা থেকে জানা যায় এদেশের সকল ধর্মের মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে। অনেক খ্রিষ্টান মানুষও দেশকে ভালোবেসে প্রাণ দিয়েছেন। আমরা তাদের শহীদ বলে ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফাদার ইভান্স ও শহীদ সুভাষ বিশ্বাস এর জীবন উৎসর্গ করার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত বিবরণ থেকে জানা যায়-

শহীদ ফাদার ইভান্স তাঁর জীবনে কঠিন পরিশ্রম করে পড়াশুনা করেছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য, পরামর্শ, সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিতেন। তিনি সকলকে ভালোবাসতেন। তিনি বাংলাদেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিয়েছেন।

শহীদ সুভাষ বিশ্বাস ছোটবেলা থেকেই পড়ালেখার প্রতি মনোযোগী ছিলেন, মা ও বাবার কথামতো চলতেন। বাংলাদেশের মুক্তির জন্য তিনি জীবন দান করেছেন।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, সহযোগিতা, কৃতজ্ঞতাবোধ, অধ্যবসায়, বিনয়, আত্মত্যাগ।

চতুর্থ শ্রেণী

খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ১৪টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে শিক্ষাক্রমে যার অনুরূপ ১৪টি বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে পাঠ্যপুস্তকে ১৫টি বিষয় আলোচিত হয়েছে। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে আধিক্য পরিলক্ষিত এবং পাঠ্যপুস্তকের আলোচনায় পরিসর বেশ বড় এবং কাঠিন্যের মাত্রা বেশি। নিচের সারণি ৪.১.৬.৪-খ.১ থেকে ৪.১.৬.৪-খ.২ এবং পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৪.১.৬.৪-খ.১ খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- ঈশ্বর তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন সে-সম্পর্কে বলতে পারবে এবং এই সৃষ্টিগুলোর জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করবে ও সৃষ্টিগুলোর যত্ন করবে।	- ঈশ্বরের সৃষ্ট জল ও স্থল এবং রাত ও দিন	ঈশ্বরের সৃষ্ট স্থল ও জল, দিন ও রাত পৃষ্ঠা: ১-৬
- ঈশ্বর কায়িন (কয়িন) ও আবেল (হেবল)কে এবং তাঁদের ভালো-মন্দ সব কাজকর্ম দেখতে পান, সে সম্পর্কে বলতে পারবে।	- কায়িন ও আবেলের আচরণ	কায়িন (কয়িন) ও আবেলের (হেবলর) আচরণ পৃষ্ঠা: ১৩-১৬
- ঈশ্বর দয়ালু সামারীয়ের (শমরীয়) মত সকল মানুষকে ভালোবাসেন, তা বুঝতে পারবে ও সেভাবে সেবা-কাজ করবে।	- দয়ালু সামারীয় (শমরীয়)	দয়ালু সামারীয়(শমরীয়া): সুজনের সেবা কাজ পৃষ্ঠা: ১৮-২১
- ঈশ্বর মারীয়াকে (মরিয়ম) কেন এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তা বলতে পারবে। ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে কীভাবে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন সে বিষয়ে অবগত হবে ও ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে চলতে শিখবে।	- ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে মারীয়ার (মরিয়মের) আত্মসমর্পণ	ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে মারীয়ার (মরিয়মের) আত্মসমর্পণ পৃষ্ঠা: ২৩-২৫
- গাছপালা ও জীবজন্তুর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে ও সেগুলোর যত্ন নিতে পারবে।	- গাছপালা ও জীবজন্তুর প্রয়োজনীয়তা ও যত্ন	গাছপালা, জীবজন্তুর প্রয়োজনীয়তা ও যত্ন পৃষ্ঠা: ৮-১১
- ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার প্রথম তিন আজ্ঞা সম্পর্কে বলতে পারবে এবং আজ্ঞাগুলো মেনে চলবে।	- ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার প্রথম তিনটি আজ্ঞা	ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা পৃষ্ঠা: ৩৪-৪০
- যীশু পাপীদেরও ভালোবাসেন, তা বলতে পারবে।	- যীশু পাপীদেরও ভালোবাসেন	যীশু পাপীদেরও ভালোবাসেন পৃষ্ঠা: ৪২-৪৫

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

ঈশ্বরের সৃষ্ট স্থল ও জল, দিন ও রাত: আলোচনাটি থেকে জানা যায় ঈশ্বর আমাদের ভালোবেসে তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে সৃষ্টি করলেন স্থল ও জল, দিন ও রাত। সেগুলির উপকারিতা উল্লেখ করে তার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ জানানোর উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: কৃতজ্ঞতাবোধ/ধন্যবাদপূর্ণ।

কায়িন (কয়িন) ও আবেলের (হেবলর) আচরণ: আদম ও হবার বড় ছেলে কায়িন স্বার্থপর, হিংসুক, ঈশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞ ছিল। আর ছোট ছেলে আবেল ছিল সহজ সরল, ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ। ভালো মনে জমির ফসল উৎসর্গ না করায় কায়িনের দান ঈশ্বর গ্রহণ করেননি আর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হওয়ায় আবিলের দান ঈশ্বর গ্রহণ করেন। কায়িন আবেলকে মেরে ফেলে। কাহিনীটির মধ্য দিয়ে আরো বোঝানো হয়েছে যে ঈশ্বর সবকিছু দেখেন ও জানেন, তাঁর চোখ ফাঁকি দেওয়া যায়না, ঈশ্বর সবাইকে সমান ভাবে ভালোবাসেন, মানুষের পাপের কারণে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়, নম্র, বিনীত, উদার, সরল ও সৎ হলে ঈশ্বর আমাদের দান গ্রহণ করবেন, প্রতিশোধ নেওয়া উচিত নয়, আমরা যেন ধৈর্য ধরি ও পরস্পরকে ক্ষমা করি।

নৈতিক বিষয়: ঔদার্য, অহিংসা, কৃতজ্ঞতাবোধ, সারল্য, সমতা, নির্মলতা, বিনয়, সততা, ধৈর্যশীলতা, ক্ষমাশীল মনোভাব।

দয়ালু সামারীয় (শমরীয়া): ঈশ্বর সকল মানুষের প্রতি দয়াশীল। সবাইকে তিনি সমানভাবে ভালোবাসেন, যত্ন করেন। তিনি চান আমরাও যেন সবাইকে সমানভাবে দেখি, শুধু পরিচিতদের নয়, জাতি ধর্ম বর্ণ ভেদাভেদ না করে সবাইকেই দয়া দেখাই, যে কোন জাতি ধর্মের লোকই আমাদের প্রতিবেশী, প্রতিবেশীকে সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। আহত পথিকের প্রতি সামারীয়র সেবার কাহিনীর মধ্য দিয়ে সেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সুজনের সেবা কাজ

উক্ত আলোচনার শেষে ৯ বছরের বালক সুজনের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সুজন পথে দেখতে পাওয়া পঙ্গু শ্যামলের পায়ের চিকিৎসা করিয়ে সারিয়ে তোলে। সেই সেবার গল্পের মধ্যে দিয়ে শেখানো হয়েছে যে, আমরাও তার মত দয়ার কাজ করতে পারি, অনেক অভাবী, বিপদগ্রস্ত, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের যত্ন নিতে পারি, সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারি, দয়ালু পিতার মতো দয়ালু হতে পরি।

নৈতিক বিষয়: দয়া, বৈষম্যহীনতা/সমতা, ভালোবাসা, সেবাপরায়নতা, সাহায্য।

ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে মারীয়ার (মরিয়মের) আত্মসমর্পণ: ঈশ্বরের প্রতিনিধি কুমারী মারীয়ার কাছে তাঁর গর্ভে ঈশ্বর পুত্র যীশুর জন্মলাভের বার্তা জানান। এতে মারিয়া ভয় পেলেও ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি নিজেকে দান করেন, যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষকে মুক্তি দিতে চান – সে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: আত্মত্যাগ, দয়া।

গাছপালা, জীবজন্তুর প্রয়োজনীয়তা ও যত্ন: ঈশ্বর গাছপালা, জীবজন্তুসহ পৃথিবীব সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরের এসব সৃষ্টি আমাদের নানা উপকার করে থাকে। আমাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি এসব সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের অনেক ভালোবাসেন। সৃষ্টির যত্ন নেওয়া মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য। গাছপালা ও জীবজন্তুর উপকারিতা উল্লেখ করে সেগুলির যত্ন নিতে ও স্রষ্টার প্রতি সেজন্য প্রশংসা করতে, ধন্যবাদ জানাতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দয়া, ভালোবাসা, কর্তব্যপরায়নতা/দায়িত্ববোধ, জীবের প্রতি মমতা, কৃতজ্ঞতাবোধ/ ধন্যবাদপূর্ণ।

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা: আলোচনাটিতে বলা হয়েছে মা বাবা আমাদের অনেক ভালোবাসেন। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠা, প্রস্তুত হয়ে স্কুলে যাওয়া, নিজের সব কিছু গুছিয়ে রাখা, ঠিকমত লেখাপড়া করা, সন্ধ্যার আগে ঘরে ফিরে আসা, কারো সাথে ঝগড়া না করা, খারাপ বন্ধুদের সাথে না মেশা, সব সময় সত্য কথা বলতে মা বাবা উপদেশ দেন, এগুলি পালন করলে তারা খুশি হন, আমরা শান্তি ও আনন্দ পাই। তেমনি ঈশ্বরও ক্যাথলিক ও অন্যান্য মণ্ডলীর জন্য 'দশ আজ্ঞা' দিয়েছেন, যথা:

ক্যাথলিক মণ্ডলী: ১. আপন প্রভু ঈশ্বরকে পূজা করা, কেবল তাঁরই সেবা করা ২. ঈশ্বরের নাম অনর্থক না নেওয়া ৩. রবিবার বিশ্রাম না করে শুদ্ধ ভাবে পালন ৪. পিতামাতাকে সম্মান ৫. নর হত্যা না করা ৬. ব্যাভিচার না করা ৭. চুরি না করা ৮. মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া ৯. পরস্ত্রীতে লোভ না করা ১০. পরের দ্রব্যে লোভ না করা।

অন্যান্য মণ্ডলী: ১.সদা প্রভুই ঈশ্বর ২. প্রতীমা পূজা না করা ৩. ঈশ্বরের নাম অযথা না নেওয়া ৪. বিশ্রামদিন পবিত্র ভাবে পালন, ৫. পিতামাতাকে সম্মান ৬. নরহত্যা না করা ৭. ব্যাভিচার না করা ৮. চুরি না করা ৯. প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া ১০. প্রতিবেশীর কিছুতে লোভ না করা। এই আজ্ঞা গুলো পালন না করা পাপ, ঈশ্বরকে অমান্য করা। কথা গুলো মেনে চলে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ও সব মানুষকে ভালোবাসার প্রার্থনা উপস্থাপিত হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: ভালোবাসা, নিয়মানুবর্তিতা, সৌন্দর্যবোধ, অধ্যবসায়, অহিংসা, সত্যবাদিতা, নম্রতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সততা, বিশ্বাসযোগ্যতা, লোভহীনতা।

যীশু পাপীদেরও ভালোবাসেন: উক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় ঈশ্বর সব মানুষকে সমান ভাবে ভালোবাসেন। যীশু ধণী-গরিব, পাপী-সাধু সবাইকেই কাছে ডাকেন, মন পরিবর্তন করলে সব পাপীকেই তিনি গ্রহণ করেন। জাখেয়র (সক্কেয়র) লোভে পড়ে অনেক পাপ করেছিলো। পাপী হওয়া সত্ত্বেও মন পরিবর্তন করায় যীশু তাকে ক্ষমা করে দয়ার দৃষ্টান্ত দেখান। সক্কেয়র মতো আমাদেরও যীশুর কাছে পাপ স্বীকার ও মন পরিবর্তন করতে হবে।

নৈতিক বিষয়: বৈষম্যহীনতা/সমতা, ভালোবাসা, লোভহীনতা, ক্ষমাশীল মনোভাব, ঔদার্য।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৪.১.৬.৪-খ.২ খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- সাধু সুন্দর সিং কে ছিলেন ও তিনি কীভাবে যীশুর শিষ্য হিসেবে জীবনযাপন করেছিলেন সে বিষয়ে বর্ণনা করতে পারবে ও যীশুকে অনুসরণ করার চেষ্টা করবে।	- যীশুর শিষ্য সুন্দর সিং	যীশুর শিষ্য সাধু সুন্দর সিং পৃষ্ঠা: ৫৭-৬১
- রুথ (রুত) এর জীবন ও কাজ সম্পর্কে বলতে পারবে।	- রুথ এর বিশ্বস্ততা	রুথের (রুতের) বিশ্বস্ততা পৃষ্ঠা: ৬৩-৬৬
- প্রভু যীশুর শেষভোজ, যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের তাৎপর্য সম্পর্কে বলতে পারবে।	- যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান	যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান পৃষ্ঠা: ৬৮-৭৮
- ধৈর্য সহকারে প্রার্থনা করা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে ও ধৈর্য সহকারে প্রার্থনা করবে।	- প্রার্থনা, ধৈর্য	প্রার্থনায় ধৈর্য পৃষ্ঠা: ৭৬-৮০
- প্রভুর ভোজ বা খ্রিষ্ট প্রসাদ সম্পর্কে জানতে পারবে ও ভক্তি সহকারে তা গ্রহণ করবে।	- প্রভুর ভোজ বা খ্রিষ্টপ্রসাদ	প্রভূর ভোজ বা খ্রিষ্টযাগ পৃষ্ঠা: ৮২-৮৭
- খ্রিষ্টীয় পরিবার বা খ্রিষ্টমণ্ডলী সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। খ্রিষ্টীয় পরিবারের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে বলতে পারবে।	- খ্রিষ্টীয় পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য	খ্রিষ্টান পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য পৃষ্ঠা: ৮৯-৯২
- মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অবদান বর্ণনা করতে পারবে।	- মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অবদান	মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অবদান পৃষ্ঠা: ৯৫-৯৯
- বইয়ের শেষে 'সুন্দর আচরণই পুণ্য' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে যা তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

পাঠের এই অংশে ২ জন মহৎ মানুষের জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। যথা: যীশুর শিষ্য সাধু সুন্দর সিং ও রুথের (রুতের) বিশ্বস্ততা-

যীশুর শিষ্য সাধু সুন্দর সিং: যীশুর শিষ্য সাধু সুন্দর সিং তাঁর মায়ের মত নম্র, ধীরস্থির, ধৈর্যশীল ও সৎ ছিলেন, মানুষের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। তার ভিখারীর প্রতি দান ও সত্যবাদীতার গল্প বলা হয়েছে এবং অতীতের মন্দ পথ ত্যাগ করে ভালো পথে আসার জন্য আমাদের আহ্বান জানানো হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: নম্রতা, প্রশান্ত চিত্ততা, ধৈর্যশীলতা, সততা, ভালোবাসা, দয়া, সত্যবাদিতা, আত্মত্যাগ।

রুথের (রুতের) বিশ্বস্ততা: শ্বাশুড়ীর প্রতি রুথের মায়া ও কর্তব্যপরায়নতার কারণে স্বামীর মৃত্যুর পরও সে শ্বাশুড়ীকে ছেড়ে যায় না। একারণে একদিন সে পুরস্কার পায়। সেই কাহিনীর মাধ্যমে রুথের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অর্জনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন: কর্তব্যপরায়নতা, সমাজের নিয়মকানুন পালন, শ্বাশুড়ীর প্রতি মমতা ও গভীর ভালোবাসা, ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস, পবিত্র চরিত্র, কর্মঠ।

নৈতিক বিষয়: কর্তব্য পরায়নতা, নিয়মানুবর্তিতা, মমতা/ভালোবাসা, কর্মতৎপরতা।

যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান: মৃত্যুর পূর্বে শেষ ভোজের সময় যীশু ২টি বড় কাজ করলেন। প্রকৃত সেবা হিসেবে তাঁর প্রেরিত শিষ্যদের পা নিজ হাতে ধুয়ে দিলেন এবং আত্মদানের চিহ্ন হিসেবে রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে তাঁর দেহ ও রক্ত দান করলেন। যীশুর মতে সেবার মাধ্যমেই ভালোবাসার প্রকাশ হয়, যারা সমাজ বা দেশকে ভালোবাসতে চায় তাদেরও মানুষের সেবা করতে হবে। যীশু মৃত্যুর সময় শত্রুদের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি চান আমরা যেন পাপ না করি, পাপ থেকে দূরে থাকার শপথ নেই–এই শিক্ষা দান করা হয়েছে। তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: অহংকার বর্জন, আত্মত্যাগ, সেবা, ভালোবাসা, ক্ষমাশীল মনোভাব, নির্মলতা।

প্রার্থনায় ধৈর্য: বাইবেলের কাহিনীটির মধ্য দিয়ে যীশুর উপদেশ অনুযায়ী ধৈর্য নিয়ে প্রার্থনার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যীশুর উদ্ধৃতি অনুযায়ী জানা যায় একজন বিধবা নিরাশ না হয়ে বারবার বিচারকের কাছে যাওয়ায় দুষ্ট লোকদের

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে বিচার পান। যীশুর উপদেশ অনুযায়ী সাধ্বী মণিকা ঈশ্বরের কাছে বারবার প্রার্থনা করায় একসময় ছেলে অগস্টিন মন্দ পথ থেকে ভালো পথে ফিরে আসে। এছাড়া চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র চঞ্চল ঈশ্বরের কাছে প্রতিদিন প্রার্থনার মাধ্যমে দুষ্টামী ত্যাগকরে ভালো হয়ে যায় এবং পরীক্ষায় প্রথম হয়।

আলোচনাটিতে একজন ভালো মানুষ হতে নিচের কাজ গুলি ধৈর্যের সঙ্গে করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে- ১. ঈশ্বরের শক্তি চেয়ে কাজ শুরু ও শেষে ধন্যবাদ জানানো ২. প্রতিদিন বাইবেল পাঠ ও অনুসরণ ৩. যথা সময়ে প্রতিদিনের পড়াশুনা ৪. কর্তব্য কাজে অবহেলা না করে ঠিকমত করা ৫. গুরুজনের বাধ্য হয়ে চলে তাদের সুপরামর্শ মেনে চলা।

নৈতিক বিষয়: ধৈর্যশীলতা, বিনয়, ধন্যবাদপূর্ণতা, অধ্যবসায়, কর্তব্যপরায়নতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা।

প্রভুর ভোজ বা খ্রিষ্টযাগঃ ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে মানুষের জন্য দান করেছেন, প্রভু যীশু ভালোবেসে আমাদের জন্য নিজেকে দান করেছেন। আমরাও যেন পরস্পরের জন্য নিজেকে দান করতে শিখি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। নিজের পাপ স্বীকার করার উপদেশ প্রদান করেছেন যীশু।

নৈতিক বিষয়: আত্মত্যাগ, ভালোবাসা, ধন্যবাদপূর্ণতা, মহত্ত্ব।

খ্রিষ্টান পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ উক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় সবাই মিলে করলে কাজ সহজ ও তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, যার যার দায়িত্ব তাকেই করতে হয়, কর্তব্যে কেউ অবহেলা করলে সারা পরিবারের কষ্ট হয়, পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে অন্য সদস্যরা তাকে সেবা করে। খ্রিষ্টীয় পরিবার খ্রিষ্টের আদর্শে জীবন যাপন করে, একে অপরকে ক্ষমা করে, সাহায্য করে, তারা আচরণে সহনশীল ও নম্র, পরস্পরকে বিশ্বাস করে, একে অপরের সাথে আলাপ-আলোচনা করে পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তাদের মধ্যে আছে একতা, সততা, সরলতা, ন্যায্যতা ও শান্তি।

আলোচনায় খ্রিষ্টীয় পরিবারে পিতামাতা ও সন্তানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিবৃত করা হয়েছে। যথা:

পিতামাতাঃ সন্তানদের খ্রিষ্টীয় শিক্ষাদান, সেই বিষয়গুলি নিজেদেরও পালন, পরস্পরকে সম্মান ও ভালোবাসা, প্রতিদিন সকলে মিলে পারিবারিক প্রার্থনা, মণ্ডলীর উপাসনায় নিয়মিত অংশগ্রহণ, কাজে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান।

সন্তানঃ মা-বাবাকে সম্মান, সবাই মিলেমিশে থাকা, গুরুজনদের প্রতি বাধ্য ও শ্রদ্ধাশীল থাকা, আদর্শ শিক্ষাগ্রহণ, নিয়মিত প্রার্থনার অভ্যাস, ভালো গুণাবলি অর্জনের চেষ্টা, মন্দ ও বদ-অভ্যাস ত্যাগের আপ্রাণ চেষ্টা, অলসতা বর্জন ও পরিশ্রমী হওয়া।

নৈতিক বিষয়: একতা, কর্তব্যপরায়নতা/দায়িত্ববোধ, সেবাপরায়নতা, ক্ষমাশীল মনোভাব, সহযোগিতা, সহনশীলতা, নম্রতা/বিনয়, বিশ্বাসযোগ্যতা, সততা, সরলতা, ন্যায়পরায়নতা, প্রশান্ত চিত্ততা, অপরের প্রতি সম্মান, ভালোবাসা, নিয়মানুবর্তিতা, কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, আত্মত্যাগ।

মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অবদানঃ আলোচনা থেকে জানা যায় খ্রিষ্টান পরিবারের পুরুষ ও মহিলারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ, তাদেরকে সেবা ও সহায়তা করেছেন, অবদান রেখেছেন। দেশ মায়ের মতো, মায়ের মতো দেশকেও আমরা যেন সেবা করি, বিপদ থেকে রক্ষা করি। মুক্তিযোদ্ধারা দেশের প্রতি খাটি ভালোবাসা দেখিয়েছেন, তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি, সম্মান জানাই- এই আহবান জানানো হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, সেবাপরায়নতা, কৃতজ্ঞতাবোধ।

পঞ্চম শ্রেণী

খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত ১৪টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে যা শিক্ষাক্রমের ১৫টি বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। উক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে পাঠ্যপুস্তকে ১৪টি বিষয় আলোচিত হয়েছে। অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে আধিক্য পরিলক্ষিত এবং পাঠ্যপুস্তকের আলোচনায় পরিসর বেশ বড় এবং কাঠিন্যের মাত্রা বেশি। নিচের সারণি ৪.১.৬.৪-গ.১ থেকে ৪.১.৬.৪-গ.২ এবং পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণে সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৪.১.৬.৪-গ.১ খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- ঈশ্বর পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে বলতে পারবে ও সৃষ্টিগুলোর যত্ন করবে। সপ্তম দিনে ঈশ্বরের বিশ্রাম গ্রহণের অর্থ সম্পর্কে বলতে পারবে।	- ঈশ্বরের সৃষ্টি ও বিশ্রাম গ্রহণ	ঈশ্বরের সৃষ্টি ও বিশ্রাম দিবস পৃষ্ঠা: ১-৬
- ঈশ্বর মানুষের দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে জানেন ও দেখেন, সে বিষয়ে জানবে ও বলতে পারবে।	- ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির কান্না শোনেন	ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির কান্না শোনেন পৃষ্ঠা: ৮-১৫
- ঈশ্বর সব মানুষকে ভালোবাসেন ও তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে চান, সে বিষয়ে বলতে পারবে।	- ঈশ্বর নিনিভে (নীনবী) বাসীদেরকে ভালবাসেন ও রক্ষা করেন	ঈশ্বর নিনিভেবাসীদেরকে ভালোবাসেন ও রক্ষা করেন পৃষ্ঠা: ১৭-২৫
- যীশুর প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে বলতে পারবে।	- পিতার ইচ্ছার কাছে যীশুর আত্মসমর্পণ	পিতার ইচ্ছার কাছে যীশুর আত্মসমর্পণ পৃষ্ঠা: ২৭-৩২
- ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	- মানুষ সৃষ্টির সেরা। - মানুষের প্রতি সম্মান ও সেবা যত্ন	মানুষের প্রতি সম্মান ও সেবা যত্ন পৃষ্ঠা: ৩৪-৩৬
- ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার শেষ সাতটি আজ্ঞা সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারবে এবং আজ্ঞাগুলো মেনে চলবে।	- ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার শেষ সাতটি আজ্ঞা ও এগুলোর অর্থ	ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা পৃষ্ঠা: ৪২-৪৫
- যীশুর পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা আছে, তা বলতে পারবে।	- পাপের ক্ষমাদানকারী যীশু	পাপের ক্ষমাদানকারী যীশু পৃষ্ঠা: ৪৮-৫২

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

ঈশ্বরের সৃষ্টি ও বিশ্রাম দিবস: উক্ত আলোচনাটিতে বলা হয়েছে সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, পবিত্র। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে সৃষ্টির পর ঈশ্বর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেন। তিনি আমাদের পবিত্রভাবে জীবনযাপন করতে বলেছেন। তিনি আমাদের দেহ, মন ও আত্মার বিশ্রাম নিতে বলেছেন। কাজে অলসতা না করে ক্লান্ত হলে বিশ্রামের মাধ্যমে নিজের যত্ন নেওয়া, সুস্থ থেকে অন্যান্য সকল সৃষ্টিকেও দেখাশুনা ও যত্ন করতে পারার প্রার্থনা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: নির্মলতা, কর্মতৎপরতা, স্বাস্থ্যরক্ষা।

ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির কান্না শোনেন: আলোচনায় বলা হয়েছে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্ট আনন্দ সবই জানেন। তিনি মানুষকে সকল দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যা থেকে মুক্ত করতে চান। ঈশ্বর মোশীকে প্রেরণ করে মিশরের রাজা ফারাওর অত্যাচার থেকে ইস্রায়েলের ভালো মানুষদের উদ্ধার করেন।

নৈতিক বিষয়: দয়া।

ঈশ্বর নিনিভেবাসীদেরকে ভালোবাসেন ও রক্ষা করেন: নিনিভের লোকেরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অসংখ্য পাপ করলেও তিনি তাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করলেন। তিনি পাপের অভ্যাসগুলোকে ঘৃণা করেন কিন্তু মন পরিবর্তন করলে সবাইকে ক্ষমা করেন, ভালোবাসেন। নিনিভের লোকেরা দামী পোষাক, খাবার ত্যাগ করে সাধারণ পোষাক পরিধান করল ও উপবাসের মধ্য দিয়ে নিজ নিজ দেহকে নিজেদের আয়ত্তে রাখতে সক্ষম হল। তাদের মন্দ জীবন পরিত্যাগ করে ভালো পথে ফিরে আসায় ঈশ্বর নিনিভেবাসীদের ক্ষমা করলেন। হৃদয় ও মন নম্রতা, সততা ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ করা, সকল কু-অভ্যাস দূর করার শক্তি, নিজেকে একজন সাধারণ সেবকরূপে ব্যবহার ও ঈশ্বরের ভালোবাসা হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পারার জন্য প্রার্থনা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: ভালোবাসা, ক্ষমাশীল মনোভাব, সংযম, নম্রতা, সততা, নির্মলতা, সাহসিকতা, সেবা পরায়নতা।

Dhaka University Institutional Repository

পিতার ইচ্ছার কাছে যীশুর আত্মসমর্পণঃ আলোচনা থেকে জানা যায় পিতা চেয়েছেন যীশু মানব জাতির মুক্তি সাধন করুক। যীশু চান আমরাও যেন তাঁর মত ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করি। যেমন-আমাদের বাবা ও মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য গুরুজনেরা আমাদের মঙ্গল চান, তাঁদের ইচ্ছা পালন করার কথা বলা হয়েছে। স্কুলে কোন বন্ধু না খেয়ে আসলে তাকে নিজের খাবার থেকে দেওয়া, শুভর সাইকেল কেনার জন্য জমানো টাকা দিয়ে সাইকেল না কিনে বন্যার্তদের দান করা, অসুস্থ বাবার জন্য কষ্ট স্বীকার করে ঔষুধ কেনার উদাহরণ দিয়ে আর্ত মানবতার সেবা, ত্যাগ স্বীকার, সেবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, আত্মত্যাগ, সেবা পরায়নতা, মহত্ত্ব।

মানুষের প্রতি সম্মান ও সেবা যত্নঃ আলোচনা থেকে জানা যায় ঈশ্বরের দেওয়া বৈশিষ্ট্য দ্বারা ও পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা মানুষ দিনে দিনে শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে। মানুষ যত বেশি সদগুণ অর্জন করবে তত বেশি শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে। মানুষের সদগুণ হলো সর্বদা অন্যের মঙ্গল করার অভ্যাস ও দৃঢ় মনোভাব। প্রধান ৪টি সদগুণ হলো– সদবিবেচনা, ন্যায়বোধ, মনোবল ও মিতাচার। মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন, একে অন্যের দেখাশুনা করা, সহযোগিতা করা, সেবা-যত্ন করার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করে আমরা অন্য মানুষের প্রতি কী কী দায়িত্ব কীভাবে পালন করতে পারি সে সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমনঃ ১. অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও মর্যাদা দান ২. কারো কিছু পাওনা থাকলে তা ফেরত প্রদান ৩. কোন বন্ধুর মন খারাপ থাকলে তার দুঃখের কথা শোনা ৪. অসুস্থদের সেবাযত্ন ও তাদের জন্য প্রার্থনা ৫. বাবা-মা, শিক্ষক ও সকল গুরুজনদের কাজে সহায়তা ৬. ছোটদের পড়াশুনায় সাহায্য ও সেবাযত্ন করা ৭. গরিব বন্ধুদের বই-খাতা কিনে দেওয়া ও টিফিন ভাগাভাগি করা ৮. বন্ধুর বাড়িতে কেউ মারা গেলে তার জন্য প্রার্থনা করা।

নৈতিক বিষয়ঃ কর্মনিষ্ঠা, অধ্যবসায়, সুবিবেচনা বোধ, ন্যায়পরায়নতা, সদাচার, কর্তব্য পরায়নতা/ দায়িত্ববোধ, সহযোগিতা, সেবাপরায়নতা, অপরের প্রতি সম্মান/শ্রদ্ধাশীলতা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, মমতা, দয়া।

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞাঃ এখানে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার দ্বিতীয় ভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যথাঃ

ক্যাথলিক মন্ডলী– ১. আপন প্রভু ঈশ্বরকে পূজা, কেবল তাঁরই সেবা করা ২. ঈশ্বরের নাম অনর্থক না নেওয়া ৩. রবিবার দিন বিশ্রাম করে তা শুদ্ধভাবে পালন ৪. পিতামাতাকে সম্মান ৫. নরহত্যা না করা ৬. ব্যভিচার না করা ৭. চুরি না করা ৮. মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া ৯. পরস্ত্রীতে লোভ না করা ১০. পরের দ্রব্যে লোভ না করা।

অন্যান্য মন্ডলী– ১. সদা প্রভুই ঈশ্বর ২. প্রতিমা পূজা না করা ৩. ঈশ্বরের নাম অযথা না নেওয়া ৪. বিশ্রাম দিন পবিত্রভাবে পালন ৫. পিতামাতাকে সম্মান করা ৬. নরহত্যা না করা ৭. ব্যভিচার না করা ৮. চুরি না করা ৯. প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া ১০. প্রতিবেশীর কিছুতে লোভ না করা।

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে দশ আজ্ঞা পালন না করার ফলে আমরা নিজেরাও অসুখী হই, অন্যদেরও অসুখী করি, পাপের ফলে আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকেও বঞ্চিত হই। গুরুতর পাপের অবস্থায় মারা গেলে নরকবাসী হয়।

নৈতিক বিষয়ঃ বিনয়, সেবাপরায়নতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, সততা, সত্যবাদিতা, লোভহীনতা।

পাপের ক্ষমাদানকারী যীশুঃ যীশু মানুষের পাপের ক্ষমাদান করতে পারেন। পাপ মানুষকে অসুস্থ করে তোলে, মানুষের আত্মাকে অপবিত্র করে। কিন্তু পাপ শুধু তার আত্মার মধ্যেই বসে থাকে না, দেহেও প্রবেশ করে। আমরা ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে কী ভালো কাজ আর কী মন্দ কাজ করতে পারি আলোচনাটিতে তা বিবৃত করা হয়েছে। যথাঃ

ভালো কাজ– ১. হাত দিয়ে মানুষের সেবা ও যত্ন ২. চোখ দিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখা ৩. কান দিয়ে ভালো কথা ও সুন্দর উপদেশ শোনা ৪. জিভ দিয়ে সহানুভূতি প্রকাশ, উপদেশ, উৎসাহ, প্রশংসা করা, সান্ত্বনা দেওয়া ৫. পা দিয়ে গির্জা সভা সমিতিতে যাওয়া।

মন্দ কাজ– ১. হাত দিয়ে চুরি ও আঘাত করা ২. চোখ দিয়ে লোভ, প্রলোভন জয় করতে না পেরে পাপ ৩. কান দিয়ে মন্দ কথা/সমালোচনা শোনা, তাতে মনে মনে আনন্দ করা ৪. জিভ দিয়ে ঝগড়া, গালাগালি, ক্রোধ প্রকাশ ৫. পা দিয়ে মন্দ পরিবেশ ও মন্দ সমাজে যাওয়া।

সকল প্রলোভন থেকে দূরে ও পবিত্র থাকার জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য প্রার্থনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়ঃ ক্ষমাশীল মনোভাব, নির্মলতা, সেবাপরায়নতা, সহানুভূতি, সততা, লোভহীনতা, অহিংসা।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৪.১.৬.৪-গ.২ খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম		পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বিষয়বস্তু	
- যীশু দশজন কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করে তোলেন, সে সম্পর্কে বলতে পারবে।	- যীশুর দশজন কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করার ঘটনা	যীশু দশ জন কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করেন পৃষ্ঠা: ৫৪-৬০
- মাদার তেরেজার জীবন ও কাজ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।	- সেবার আদর্শ মাদার তেরেজা	যীশুর শিষ্য মাদার তেরেজা পৃষ্ঠা: ৭০-৭৪
- পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মার অবতরণ এবং পবিত্র আত্মার দান ও ফল সম্পর্কে বলতে পারবে।	- পঞ্চাশত্তমী পর্ব	পঞ্চাশত্তমী পর্ব পৃষ্ঠা: ৮৪-৮৯
- প্রভুর প্রার্থনাটির অন্তর্নিহিত অর্থ বলতে পারবে।	- প্রভুর প্রার্থনা	প্রভুর প্রার্থনা পৃষ্ঠা: ৯১-৯৫
- হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত বা পরিপক্ব খ্রিষ্টান হওয়া সম্পর্কে বলতে পারবে।	- হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত বা পরিপক্ব খ্রিষ্টান হওয়া।	হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত পৃষ্ঠা: ৯৭-১০০
- বিশ্ব পরিবার এবং তার সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে জানবে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।	- বিশ্ব-পরিবার	বিশ্ব পরিবার পৃষ্ঠা: ১০২-১০৯
- দেশ ও জাতির সেবায় খ্রিষ্টানদের অবদান বর্ণনা করতে পারবে।	- দেশ ও জাতির সেবায় খ্রিষ্টানদের অবদান	দেশ ও জাতির সেবায় বাংলাদেশের খ্রিষ্টানদের অংশগ্রহণ পৃষ্ঠা: ১১২-১১৮
- বইয়ের শেষে 'জীভের শক্তি দুরন্ত, বাকসংযমী মানুষই যর্থার্থ মানুষ' এই নৈতিক উপদেশ বাক্য বিবৃত হয়েছে।		

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

যীশু দশ জন কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করেন: অলোচনাটিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য শিক্ষা দান করা হয়েছে। যীশু যে দশ জন কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করেন তার মধ্যে একজন ছিল খুব সচেতন ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি যীশুর কাছে ফিরে এসে বারবার কৃতজ্ঞতা জানান। এছাড়া দেহ ও মনের সুস্থতা, পাপপূর্ণ জীবন থেকে নিরাময় লাভের জন্য অনুতপ্ত হওয়া ও ক্ষমা চাওয়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: কৃতজ্ঞতাবোধ, স্বাস্থ্য রক্ষা, ক্ষমাশীল মনোভাব।

যীশুর শিষ্য মাদার তেরেজা: মাদার তেরেজা দরিদ্রদের সেবার জন্য সংঘ স্থাপন করে সংঘের সদস্য হিসেবে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন, ক্ষুধার্ত, বস্ত্রহীন, গৃহহীন, অন্ধ, লুলা, কুষ্ঠ ও অসহায়দের ভালোবাসা, মমতা ও সেবা দেন। মানুষের প্রতি অপার ভালোবাসার কারণে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পান। পুরস্কার প্রাপ্তিতে তাঁর বাণী ছিল 'পৃথিবীর কোটি কোটি দরিদ্র মানুষ আমার ভাইবোন। আমরা সকলেই এক পরিবারভুক্ত'। মাদার তেরেজার জীবনী আলোচনার মাধ্যমে বিষয়গুলি উঠে এসেছে।

নৈতিক বিষয়: সেবাব্রত, মমতা/ভালোবাসা, দয়া, সম্প্রীতি, একতা।

পঞ্চাশত্তমী পর্ব: পঞ্চাশত্তমী পর্বের আলোচনার মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে যে যীশু চান আমরা যেন ভালোবাসা দিয়ে সকল মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি, পবিত্র আত্মার আগুনে আমাদের গর্ব অহংকার যেন পুড়ে ছাই হয়ে যায়, আমরা তখন নম্র নত হতে পারি, ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে ও বুঝতে শিখি, বাইবেলের অর্থ বুঝতে পারি, সত্য বলতে, ন্যায় কাজ করতে, পবিত্র থাকতে, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে, বিশ্বাসী হয়ে ধর্ম পালনে আগ্রহী হই, পাপকে জয় করে আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসা লাভ করি, মা-বাবা ও গুরুজনের কথামতো চলি। এই দানের ফলে ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম, ধৈর্য্য, মৃদুতা ও বিশুদ্ধতা লাভ করা যায়।

নৈতিক বিষয়: মমতা/ভালোবাসা, অহংকার বর্জন, নম্রতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়নতা, নির্মলতা, বিনয়, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, প্রশান্ত চিত্ততা, সহিষ্ণুতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, সংযম, ধৈর্যশীলতা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভুর প্রার্থনা: দেখা যায় যে আমরা যদি অন্যের অপরাধ ক্ষমা করি তবে ঈশ্বরও আমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন। প্রভুর কাছে সকল অপরাধের ক্ষমা চেয়ে প্রলোভনে না পড়া ও মহা অসতের কাছ থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রার্থনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: ক্ষমাশীল মনোভাব, লোভহীনতা, সততা।

হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত: হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে সব সময় পবিত্র আত্মার আলোতে ও বাইবেলের কথামতো চলতে পারার জন্য প্রার্থনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: নির্মলতা, মহত্ত্ব।

বিশ্ব পরিবার: বলা হয়েছে সমগ্র মানব জাতিই একটি পরিবারের সদস্য। পোপ দ্বিতীয় জন পল 'যুদ্ধ নয় শান্তি' এই বাণীর মাধ্যমে বিশ্বশান্তি কামনা করেছেন। তিনি তাঁকে হত্যা চেষ্টাকারী আলী আগ্‌সাকে ক্ষমা করে বোঝাতে চেয়েছেন, বিশ্ব পরিবারের সকলে একত্রে ভালোবাসার মধ্যে বসবাস করতে হলে পরস্পরকে ক্ষমা করা দরকার, সহযোগিতা করা দরকার। আলোচনায় বিশ্ব পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। যথা: ১. মানুষকে বিশ্বাস ও ভালোবাসা ২. মা-বাবা ও নেতা-নেত্রীদের সম্মান ৩. ছোট-বড় সবাই একত্রে মিলেমিশে বাস ৪. পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি বাধ্য, শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত থাকা ৫. মানুষের প্রতি মর্যাদা ও আদর্শ শিক্ষা গ্রহণ ৬. নিয়মিত প্রার্থনার অভ্যাস ৭. ভালো ভালো গুণাবলি অর্জন ৮. মন্দ ও বদ অভ্যাস ত্যাগ ৯. সৎ জীবনযাপন ১০.পরিশ্রমী হওয়া ১১. খ্রিষ্টীয় আদর্শ অনুসারে জীবনযাপন ১২. সমাজের ও ধর্মীয় কাজে অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা করা।

নৈতিক বিষয়: ক্ষমাশীল মনোভাব, একতা, ভালোবাসা, সহযোগিতা, কর্তব্যপরায়নতা/দায়িত্ববোধ, বিশ্বাস যোগ্যতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, অপরের প্রতি সম্মান, নিয়মানুবর্তিতা, মহত্ত্ব, সততা, পরিশ্রমনির্ভর।

দেশ ও জাতির সেবায় বাংলাদেশের খ্রিষ্টানদের অংশগ্রহণ: পৃথিবীর যে-কোন দেশেই খ্রিষ্টান থাকুক না কেন, সেখানেই তারা অপরের সেবায় এগিয়ে আসে। বাংলাদেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও পরিচালনা, স্বাস্থ্য সেবা, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্র বিমোচনে তারা অবদান রেখেছে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নৈতিক বিষয়: সেবাপরায়নতা, স্বাস্থ্য রক্ষা, পরার্থপরতা।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতার প্রতিফলন

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে বিধৃত প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার নৈতিক শিক্ষা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার ১ ও ২ নং উদ্দেশ্যের আলোকে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার মধ্যকার নৈতিকতা সম্পর্কিত উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ থেকে প্রাপ্ত নৈতিক বিষয় সারণির নিচের অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ পাঠ্যপুস্তকের যে সকল বিষয়বস্তুতে প্রতিফলিত হয়েছে সারণির নিচে সেসকল বিষয়বস্তুর শিরোনাম উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫.১ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য

বাংলাদেশের শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধন করা এবং তাদের উন্নত জীবনের স্বপ্ন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শিশুর নৈতিকতার বিকাশ সাধন। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যের অন্তর্গত নৈতিক দিক হল শিশুর নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধন করা এবং তাদের উন্নত জীবনের স্বপ্ন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।

৫.২ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতা: প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে তার প্রতিফলন

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার ২২টি উদ্দেশ্য ও ৫০টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত আছে। প্রাথমিক শিক্ষার উক্ত উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম-কাঠামোর আওতাভুক্ত বিষয়সমূহের জন্য বেশ কিছু বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার যে ২২টি উদ্দেশ্য রয়েছে তার মধ্যে ১৬টি উদ্দেশ্য নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত এবং ৫০টি প্রান্তিক যোগ্যতার মধ্যে ২৭টি প্রান্তিক যোগ্যতা নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত। এই গবেষণায় নৈতিকতা সম্পর্কিত উক্ত উদ্দেশ্যসমূহের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহকে গুচ্ছবদ্ধ করা হয়েছে এবং উক্ত উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতাগুলিকে গুচ্ছবদ্ধ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার উক্ত উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহকে সারণিতে (সারণি: ৫.২.১ থেকে ৫.৩.৬) পাশাপাশি কলামে গুচ্ছবদ্ধ ও ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ থেকে প্রাপ্ত নৈতিক বিষয়কে প্রতিটি সারণির নিচের অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উক্ত উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ পাঠ্যপুস্তকের যে সকল বিষয়বস্তুতে প্রতিফলিত হয়েছে তার শিরোনাম সারণির নিচে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সেখানে বেশ কিছু নৈতিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। তবে কোন উদ্দেশ্যের জন্য কোন কোন প্রান্তিক যোগ্যতা তা সুনির্দিষ্ট বা গুচ্ছবদ্ধ করা নাই। প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহের কোনটি কোন পাঠ্য বিষয়ের জন্য সেটিও সুপরিকল্পিতভাবে নির্ধারণ করা হয় নাই। বেশ কিছু উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা একাধিক বিষয়ের উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে সেভাবেই পাঠ্য পুস্তকের বিষয়বস্তু নির্বাচিত ও উপস্থাপিত হয়েছে। এতে অনেক বেশি মাত্রায় পুনরাবৃত্তির কারণ ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

এটি লক্ষণীয় যে, প্রাথমিক শিক্ষার বেশ কিছু উদ্দেশ্য থেকে প্রান্তিক যোগ্যতা ভাবার্থের দিক থেকে কিছুটা দূরে সরে গিয়েছে। আবার প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতাও বেশ কিছু ক্ষেত্রে ভাবার্থের দিক থেকে দূরে সরে গিয়েছে। এভাবে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর উপস্থাপনাও প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে গিয়েছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে পাঠ্য বিষয়বস্তুর অর্থগত ও পরিধিগত দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার কিছু উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট নয় এবং সার্বিক অর্থে বিধৃত যা বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যেও নির্দিষ্ট করা হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার মধ্যে সমন্বয় এবং ধারাবাহিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি নিচের সারণিসমূহতে (সারণি: ৫.২.১ থেকে ৫.৩.৬) উপস্থাপন করা হয়েছে। সারণিতে উল্লিখিত উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ পাঠ্যপুস্তকের যেসকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়বস্তু/পাঠের শিরোনাম ধারাবাহিকভাবে সারণির নিচে উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত বিষয়বস্তু/পাঠের বিশ্লেষণকৃত বিবরণ গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়ের ৪.১.১-ক.১ থেকে ৪.১.৬.৪-গ.২ নম্বর সারণিসমূহের (স্বতন্ত্রভাবে) প্রতিটির নিচে সন্নিবেশিত রয়েছে।

সারণি: ৫.২.১ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতার প্রতিফলন

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য	প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা
উদ্দেশ্য ১: শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে।	**প্রান্তিক যোগ্যতা ১:** সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'য়ালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা। **প্রান্তিক যোগ্যতা ২:** সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জানা এবং স্রষ্টাকে সকল কাজে স্মরণ করা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।	**ইসলাম শিক্ষা**	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১: শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা যেন এ বিশ্বাস তার চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, মানবিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে। **বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১৩:** কিরাত, হামদ, না'ত, আযান ও পাক-পবিত্রতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে ঈমানী চেতনাবোধ জাগ্রত করা।	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।
		হিন্দু ধর্ম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১: শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করা, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার সকল চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণা পাবে এবং আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ গড়তে সহায়তা পাবে।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১:** ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও সৃষ্টিকর্তা তা জানা এবং ঈশ্বরের প্রতি অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করা। **বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৩:** ঈশ্বরের নাম বলে সকল কাজ শুরু করতে হয় এবং উপাসনা ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে ঈশ্বরের নাম সংকীর্তন করতে হয় তা জানা।
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৩: বিভিন্ন দেব-দেবী একই ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও শক্তির প্রকাশ জেনে শিক্ষার্থী দেব-দেবীর পূজার প্রতি আগ্রহী হবে এবং এর মাধ্যমে পরম নিয়ন্ত্রক এক পরম ঈশ্বরের প্রতি তার শ্রদ্ধা-ভক্তি গভীর হবে।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৮:** দেব-দেবী ও পূজা সম্পর্কে জানা।

Dhaka University Institutional Repository

		খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ক: শিশুর মধ্যে ঐশী বিশ্বাস জাগিয়ে তুলে বিভিন্ন খ্রিষ্টীয় ও মানবীয় মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তার মধ্যে যীশু খ্রিষ্টের আদর্শে প্রকৃত ও খাঁটি খ্রিষ্টানুসারী হওয়ার চেতনা জাগিয়ে তোলা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১:** ঈশ্বর সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান, সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া। **বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৯:** পবিত্র বাইবেলের কয়েকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে যীশু খ্রিষ্টের কাজ সম্পর্কে জানা ও তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। **বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৩:** ঈশ্বর সকলের পিতা ও তিনি সবাইকে ভালোবাসেন ও রক্ষা করেন, তা বুঝতে পারা।
নৈতিক বিষয়: ইসলাম ধর্মের নৈতিক বিষয় 'আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস', আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ, কৃতজ্ঞতাবোধ।		*নৈতিক বিষয়: ইসলাম ধর্মের নৈতিক বিষয় 'আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস', আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ভালোবাসা।*	

সারণি: ৫.২.১ থেকে জানা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষার ১ নং উদ্দেশ্যের জন্য ২টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে যার আলোকে ইসলাম শিক্ষায় ২টি, হিন্দু ধর্ম শিক্ষায় ২টি ও খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে ১টি অর্থাৎ মোট ৫টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে। ইসলাম শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়নি। হিন্দু ধর্ম শিক্ষার ৩টি ও খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষার ৩টি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যের 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তায়ালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন' কথাটি ভাষাগত অর্থে সকল ধর্মের শিক্ষার্থীর জন্য প্রযোজ্য না হয়ে কেবল ইসলাম ধর্মের শিক্ষার্থীর জন্য প্রযোজ্য। তবে এটি নিজস্ব ধর্মীয় আঙ্গিকে হিন্দু ধর্ম ও খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষা বিষয়েও উপস্থাপিত হয়েছে। এটি বাংলা ও ইসলাম শিক্ষা পাঠ্য বইয়েও প্রতিফলিত হয়েছে। উপরের সারণিতে উপস্থাপিত প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা পাঠ্যপুস্তকের যেসকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়বস্তু/পাঠের শিরোনাম নিচে তুলে ধরা হয়েছে:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে উপস্থাপিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ১:

প্রান্তিক যোগ্যতা ১:
-৩য়-৫ম শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষা বইয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়।
-বাংলা: গদ্য- মহানবীর ভালবাসা (প্রথম শ্রেণী); সবাই মিলে করি কাজ (দ্বিতীয় শ্রেণী); বিদায় হজ (পঞ্চম শ্রেণী)।

প্রান্তিক যোগ্যতা ২:
-৩য়-৫ম শ্রেণীর সকল ধর্ম বইয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়।

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা:

ইসলাম শিক্ষা:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১:
-৩য়-৫ম শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষা বইয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়।

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১৩:
- পাক-পবিত্রতা, হাত-পায়ের পরিচ্ছন্নতা, *চোখের পরিচ্ছন্নতা*, উযু, নাতে রাসুল (স) (তৃতীয় শ্রেণী);
- উযু, গোসল, আযান, হামদে ইলাহী, নাতে রাসুল (স) (চতুর্থ শ্রেণী);
- পরিচ্ছন্নতা, হামদ (পঞ্চম শ্রেণী)।

হিন্দু ধর্ম শিক্ষা:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১,৩:
- ৩য়-৫ম শ্রেণীর হিন্দু ধর্ম বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়।

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৩, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৮:
- স্রষ্টা ও সৃষ্টি, প্রার্থনা, মন্ত্র শ্লোক ও প্রার্থনামূলক কবিতা, দেব-দেবী, মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র (তৃতীয় শ্রেণী);
- স্রষ্টা ও সৃষ্টি, ঈশ্বর ও আত্মা, উপাসনা ও প্রার্থনা, মন্ত্র শ্লোক ও প্রার্থনামূলক কবিতা, দেবদেবী ও পূজা, মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র (চতুর্থ শ্রেণী);
- স্রষ্টা ও সৃষ্টি, প্রার্থনা, মন্ত্র শ্লোক ও প্রার্থনামূলক কবিতা (পঞ্চম শ্রেণী)।

খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষা:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য-ক, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১,৯,৩:
- *৩য়-৫ম শ্রেণীর খ্রিষ্ট ধর্ম বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়।*
- ঈশ্বরের সৃষ্ট আলো ও আকাশ, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর সবাইকে ভালোবাসেন (তৃতীয় শ্রেণী);
- ঈশ্বরের সৃষ্ট জল ও স্থল, দিন ও রাত, গাছপালা, জীবজন্তুর প্রয়োজনীয়তা ও যত্ন (চতুর্থ শ্রেণী);
- ঈশ্বরের সৃষ্টি ও বিশ্রাম দিবস, ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির কান্না শোনেন, ঈশ্বর নিনিভেবাসীদেরকে ভালোবাসেন ও রক্ষা করেন (পঞ্চম শ্রেণী)।

সারণি: ৫.২.২ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতার প্রতিফলন

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য	প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা
উদ্দেশ্য ২: স্ব স্ব ধর্মের অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করা।	**প্রান্তিক যোগ্যতা ৪:** স্ব স্ব ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে জানা এবং স্ব স্ব ধর্মের অনুশাসন অনুসরণের মাধ্যমে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করা। **প্রান্তিক যোগ্যতা ৩:** আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স:) এর/স্ব স্ব ধর্ম প্রবর্তকের জীবনচরিত জানা এবং তাঁদের শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করা।	**ইসলাম শিক্ষা** **বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ২:** ইসলামের অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করা। **বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১৮:** ইবাদাত : সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাত, তিলাওয়াত, ব্যবহারিক দু'আ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা এবং মহান আল্লাহর গুণাবলি ও নবী-রাসূলগণের জীবনচরিত জানার প্রতি আগ্রহী করে তোলা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যাগ্যতা ২:** ইবাদাত: পাক-পবিত্রতা, সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাত ও ব্যবহারিক দু'আ জানা এবং অনুশীলন করা। **বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৩:** আখলাক বা চরিত্র: এ সম্পর্কে জানা এবং নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। **বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৫:** নিম্নোক্ত নবীগণের (আ) জীবনচরিত জানা : হযরত মুহাম্মাদ (স), হযরত আদম (আ), হযরত নূহ (আ), হযরত শীস (আ), হযরত ইদরীস (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত দাঊদ (আ), হযরত ঈসা (আ)।

		হিন্দু ধর্ম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৪: অবতার ও মহাপুরুষেরা ঈশ্বরের গুণে-ঐশ্বর্যে গুণান্বিত এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত হন, এটা জেনে শিক্ষার্থী তাঁদের জীবনচরিত ও গুণাবলিকে অনুসরণ করে নিজে মহৎ ও উদার হওয়ার চেষ্টা করবে।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৩:** মহাপুরুষ ও অবতার সম্পর্কে জানা।
		বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১: ভগবান বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্ত জানা এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম সম্পর্কে জানতে উৎসাহিত করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১: ভগবান বুদ্ধ:** বুদ্ধের মহাজীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
		খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য- খ: শিশু যেন খ্রিষ্টধর্মের গুণগুলো চর্চার মাধ্যমে তা নিজের মধ্যে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তুলতে পারে সে বিষয়ে শিশুর অন্তরে আগ্রহ জাগিয়ে তোলা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৬:** পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং পবিত্র বাইবেলের নির্দেশ অনুসারে চলতে পারা।
নৈতিক বিষয়: স্ব স্ব ধর্মীয় নৈতিকতা, হযরত মুহাম্মাদ (স:)/ স্ব স্ব ধর্ম প্রবর্তকদের জীবনাদর্শ।		*নৈতিক বিষয়: স্ব স্ব ধর্মীয় নৈতিকতা, হযরত মুহাম্মাদ (স:)/স্ব স্ব ধর্ম প্রবর্তকদের জীবনাদর্শ, মহত্ত্ব, ঔদার্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।*	

সারণি: ৫.২.২ থেকে জানা যায় প্রাথমিক শিক্ষার ২ নং উদ্দেশ্যের জন্য ২টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে যার আলোকে ইসলাম শিক্ষায় ২টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও ৩টি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, হিন্দু ধর্ম শিক্ষায় ১টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও ১টি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষায় ১টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও ১টি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা এবং খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে ১টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও ১টি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা মোট ৫টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও মোট ৬টি প্রান্তিক যাগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লিখিত উদ্দেশ্য ও তার প্রান্তিক যোগ্যতা খ্রিষ্ট ধর্মের উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা আংশিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। উপরের সারণিতে উপস্থাপিত প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা পাঠ্যপুস্তকের যেসকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়বস্তু/পাঠের শিরোনাম নিচে তুলে ধরা হয়েছে:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে উপস্থাপিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ২:

প্রান্তিক যোগ্যতা ৪:
-৩য়-৫ম শ্রেণীর স্ব স্ব ধর্ম বইয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন বিষয়।

প্রান্তিক যোগ্যতা ৩:
-৩য়-৫ম শ্রেণীর স্ব স্ব ধর্ম বইয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়।

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা:

ইসলাম শিক্ষা:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ২, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ২,৩:
৩য়-৫ম শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষা বইয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন বিষয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১৮, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৫:
- সালাত, পাক-পবিত্রতা, হযরত মুহাম্মাদ (স) এর জীবনের কিছু বিষয় ও ঘটনা (তৃতীয় শ্রেণী);
- সালাতের আহকাম ওয়াক্ত আরকান নিয়ম, দু'আ মাসুরা, হযরত মুহাম্মাদ (স) এর জীবন ও আদর্শ (চতুর্থ শ্রেণী);
- সালাত, সালাতুর বিতর, জানাযার সালাত, ঈদের সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাত, তিলাওয়াত, ব্যবহারিক দু'আ, পরিচ্ছন্নতা, জবিনচরিত: হযরত মুহাম্মাদ (স), হযরত আদম (আ), হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত দাউদ (আ), হযরত ঈসা (আ) (পঞ্চম শ্রেণী)।

হিন্দু ধর্ম শিক্ষা:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৪, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৩:
- বিভিন্ন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীর জীবনী (তৃতীয়);
- অবতার ও মুনি-ঋষি (চতুর্থ);
- অবতার (পঞ্চম)।

বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১:
- সিদ্ধার্থ গৌতম, ত্রিরত্ন (তৃতীয় শ্রেণী);
- গৌতম বুদ্ধ, ত্রিরত্ন (চতুর্থ শ্রেণী);
- মহাকারুণিক বুদ্ধ, ত্রিরত্ন বন্দনা (পঞ্চম শ্রেণী)।

খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষা:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য-খ, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৬:
- খ্রিষ্টান ধর্ম বইয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন বিষয়।
- পবিত্র বাইবেল এর পরিচয় ও তথ্য (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী)।

সারণি: ৫.২.৩ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতার প্রতিফলন

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য	প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা
উদ্দেশ্য ৩: শিক্ষার্থীর মনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সাম্য, সহমর্মিতা ও সহযোগিতাবোধ জাগানো এবং তাকে শান্তিময় পরিবেশের প্রতি আগ্রহী করে তোলা।	**প্রান্তিক যোগ্যতা ৫:** স্রষ্টার সকল সৃষ্টিকে ভালবাসা। **প্রান্তিক যোগ্যতা ৬:** জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সম্মান ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা।	পরিবেশ পরিচিতি	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বর বিহীন): সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা ও সহযোগিতার মনোভাব জাগিয়ে তোলা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৯:** জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং সমাজের সদস্যদের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী, সহমর্মিতা ও সহযোগিতাবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে শান্তিময় সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টিতে আগ্রহী হওয়া।
		ইসলাম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৩: মানবজাতি এক পিতামাতার সন্তান হিসেবে শিশুর মনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সাম্য, সহমর্মিতা ও সহযোগিতাবোধ জাগানো এবং তাকে শান্তিময় পরিবেশের প্রতি আগ্রহী করে তোলা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।**

Dhaka University Institutional Repository

		হিন্দু ধর্ম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ২: ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, সকল মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আছেন, জীবে শিবো হিন্দুধর্মের এই দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে শিক্ষার্থী মানুষসহ সকল জীব, বৃক্ষ ও তৃণলতাদিকে ভালবাসতে উদ্বুদ্ধ হবে।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ২:** ঈশ্বর সর্বজীবে বিরাজমান এবং জীব, বৃক্ষলতা ও তৃণরাজিকে ভালবাসাই ঈশ্বরকে ভালবাসা, তা জানা।
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১১: ধর্মীয় আচার-আচরণে নানাবিধ পার্থক্য থাকলেও সকল ধর্মের মৌল বাণী মূলত এক এবং মনুষ্যত্বেই মানুষের প্রধান পরিচয় এই উপলব্ধি সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীর মনে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষ এবং সকল ধর্মের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৫:** সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সহমর্মী হতে হবে তা জানা।
		বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১০: ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমে পারস্পরিক সুসম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ, সহমর্মিতা, সকলের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা জাগিয়ে তোলা এবং ধর্মীয় রীতিনীতি অনুসরণে সচেতন করে তোলা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১০: ধর্মীয় অনুষ্ঠান:** ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গুরুত্ব অনুধাবন এবং এতে যোগদানের মাধ্যমে পারস্পরিক সুসম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ প্রদর্শন করে আত্মোন্নতি করা।
		খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য-ঙ: শিশুর মনে জাতি-ধর্ম ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৬:** সকল মানুষ ঈশ্বরের সন্তান এবং সকল মানুষ পরস্পরের ভাইবোন, সে সম্পর্কে অবগত হওয়া।
নৈতিক বিষয়: ভালবাসা, অপরের প্রতি সম্মান/শ্রদ্ধাশীলতা, সাম্য, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সম্প্রীতি, সহনশীলতা।		*নৈতিক বিষয়: ভালবাসা, অপরের প্রতি সম্মান/শ্রদ্ধাশীলতা, সাম্য, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সৌহার্দ্য/সম্প্রীতি, সহনশীলতা, মানবিকতা, অপর ধর্মে সহনশীলতা।*	

সারণি: ৫.২.৩ থেকে জানা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষার ৩ নং উদ্দেশ্যের জন্য ২টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে যার আলোকে পরিবেশ পরিচিতি, ইসলাম শিক্ষা, বৌদ্ধ ধর্ম ও খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে ১টি করে এবং হিন্দু ধর্ম বিষয়ে ২টি অর্থাৎ মোট ৬টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে। পরিবেশ পরিচিতি, বৌদ্ধ ধর্ম ও খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে ১টি করে এবং হিন্দু ধর্ম বিষয়ে ২টি অর্থাৎ মোট ৫টি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে। ইসলাম শিক্ষার বিষয় ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়নি। এক্ষেত্রে উল্লিখিত উদ্দেশ্যের আলোকে সংগঠিত পরিবেশ পরিচিতির উদ্দেশ্যের মধ্যে 'জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে' কথাটি বাদ গিয়েছে। উপরের সারণিতে উপস্থাপিত প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা পাঠ্যপুস্তকের যেসকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়বস্তু/পাঠের শিরোনাম নিচে তুলে ধরা হয়েছে:

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে উপস্থাপিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ৩:

প্রান্তিক যোগ্যতা ৫:

ইসলাম শিক্ষা:
- মানুষের সেবা করা, জীবে দয়া, (তৃতীয় শ্রেণী);
- নবী রাসুল (চতুর্থ শ্রেণী);
- সৃষ্টির সেবা ও সাহায্য (পঞ্চম শ্রেণী)।

হিন্দু ধর্ম:
- স্রষ্টা ও সৃষ্টি, জীব সেবা (তৃতীয় শ্রেণী);
- স্রষ্টা ও সৃষ্টি, ঈশ্বর ও আত্মা (চতুর্থ শ্রেণী);
- স্রষ্টা ও সৃষ্টি, সর্বভূতে ঈশ্বর (পঞ্চম শ্রেণী)।

বৌদ্ধ ধর্ম:
- সিদ্ধার্থ গৌতম (তৃতীয় শ্রেণী);
- গৌতম বুদ্ধ (চতুর্থ শ্রেণী)।

খ্রিষ্ট ধর্ম:
- ঈশ্বর সবাইকে ভালবাসেন,সামুয়েলের আহ্বান,ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন নেওয়া (তৃতীয় শ্রেণী);
- গাছপালা, জীবজন্তুর প্রয়োজনীতা ও যত্ন, দয়ালু সামারীয়, যীশু পাপীদেরও ভালোবাসেন (চতুর্থ শ্রেণী);
- ঈশ্বর নিনিভেবাসীদেরকে ভালোবাসেন ও রক্ষা করেন, মানুষের প্রতি সম্মান ও সেবা যত্ন (পঞ্চম শ্রেণী)।

প্রান্তিক যোগ্যতা ৬:

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ:
- আমরা সবাই মানুষ, আমাদের অধিকার ও কর্তব্য, গণতান্ত্রিক মনোভাব (তৃতীয় শ্রেণী);
- আমরা সবাই মানুষ,আদিবাসীদের জীবনধারা, আমাদের মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক মনোভাব,বিশ্বভ্রাতৃত্ব (চতুর্থ শ্রেণী);
- মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য, পরমতসহিষ্ণুতা (পঞ্চম শ্রেণী)।

ইসলাম শিক্ষা:
- মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার, মহানবী (স) (তৃতীয় শ্রেণী);
- নবী রাসূল (চতুর্থ শ্রেণী)।

হিন্দু ধর্ম:
- সহমর্মিতা, মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী: মা আনন্দময়ী(তৃতীয় শ্রেণী);
- শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা (চতুর্থ শ্রেণী);
- উদারতা, ঈশ্বরের একত্ব ও ধর্মীয় সাম্য (পঞ্চম শ্রেণী)।

বৌদ্ধ ধর্ম:
- গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য: সম্রাট অশোক (চতুর্থ শ্রেণী)।

খ্রিষ্ট ধর্ম:
- দয়ালু সামারীয় (চতুর্থ শ্রেণী)।

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা:

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বরবিহীন), বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৯:
- আমরা সবাই মানুষ, আমাদের অধিকার ও কর্তব্য, গণতান্ত্রিক মনোভাব (তৃতীয় শ্রেণী);
- আমরা সবাই মানুষ, আদিবাসীদের জীবনধারা, আমাদের মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক মনোভাব,বিশ্বভ্রাতৃত্ব (চতুর্থ শ্রেণী);
- মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য, পরমতসহিষ্ণুতা (পঞ্চম শ্রেণী)।

ইসলাম শিক্ষা:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৩, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি:
- মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার, মহানবী (স) (তৃতীয় শ্রেণী);
- নবী রাসূল (চতুর্থ শ্রেণী)।

হিন্দু ধর্ম শিক্ষা:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ২, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ২:
- স্রষ্টা ও সৃষ্টি, জীব সেবা (তৃতীয় শ্রেণী);
- স্রষ্টা ও সৃষ্টি, ঈশ্বর ও আত্মা (চতুর্থ শ্রেণী);
- স্রষ্টা ও সৃষ্টি, সর্বভূতে ঈশ্বর (পঞ্চম শ্রেণী)।

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১১, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৫:
- সহমর্মিতা, মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী: মা আনন্দময়ী (তৃতীয় শ্রেণী);
- শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা (চতুর্থ শ্রেণী);
- উদারতা, ঈশ্বর ও গুরুজনে ভক্তি: ঈশ্বরের একত্ব ও ধর্মীয় সাম্য (পঞ্চম শ্রেণী)।

বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১০, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১০:
- ধর্মীয় অনুষ্ঠান (তৃতীয় শ্রেণী); বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠান (পঞ্চম শ্রেণী)।

খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষা:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য-৬, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৬:
- ঈশ্বর সবাইকে ভালবাসেন, সামুয়েলের আহ্বান, ঈশ্বরের সৃষ্টির যত্ন নেওয়া (তৃতীয় শ্রেণী);
- দয়ালু সামারীয়, যীশু পাপীদেরও ভালোবাসেন (চতুর্থ শ্রেণী);
- ঈশ্বর নিনিভেবাসীকে ভালোবাসেন ও রক্ষা করেন, মানুষের প্রতি সম্মান ও সেবা যত্ন (পঞ্চম শ্রেণী)।

সারণি: ৫.২.৪ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতার প্রতিফলন

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য	প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা
উদ্দেশ্য ৪: শিক্ষার্থীর মনে মানবাধিকার, পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব,	প্রান্তিক যোগ্যতা ৯: - নিজের অধিকার এবং অন্যের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। প্রান্তিক যোগ্যতা ১০: - অপরের মতামত প্রকাশের সুযোগদান করা এবং ব্যক্ত মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।	পরিবেশ পরিচিতি	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বর বিহীন): জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১০: মৌলিক মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তার অনুশীলন।

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিকতাবোধ এবং বিশ্বশান্তি ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলা।	**প্রান্তিক যোগ্যতা ১১:** - সকলের প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ এবং বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করা। **প্রান্তিক যোগ্যতা ৭:** - অন্যান্য দেশের মানুষ সম্পর্কে জানা এবং তাঁদের প্রতি ভালবাসা ও মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া। **প্রান্তিক যোগ্যতা ২১:** - বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব এবং বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির প্রতি উদারতাবোধ এবং বিশ্বশান্তি চেতনার প্রতি আগ্রহী হওয়া।	**বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বর বিহীন):** আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা সম্বন্ধে জানতে সহায়তা করা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে অনুপ্রাণিত করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ২১:** মানুষে মানুষে সমঝোতা ও সহযোগিতা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিকতাবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হওয়া। **বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ২০:** বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।
		ইসলাম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৪: শিশুর মনে মানবাধিকার, পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, আন্তর্জাতিকতাবোধ এবং বিশ্বশান্তি, সর্বক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।**
নৈতিক বিষয়: মানবতাবাদ, সংহতি, সহযোগিতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, অপর মতবাদে সহনশীলতা, মমতা/ভালোবাসা, বন্ধুভাবাপন্ন, ঔদার্য।		*নৈতিক বিষয়: মানবতাবাদ, সংহতি, সহযোগিতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, অপর মতবাদে সহনশীলতা, মমতা/ভালোবাসা, বন্ধুভাবাপন্ন, ঔদার্য, ন্যায়পরায়নতা।*	

সারণি: ৫.২.৪ থেকে জানা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষার ৪ নং উদ্দেশ্যের জন্য ৫টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে যার আলোকে পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ে ২টি ও ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে ১টি মোট ৩টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে। ইসলাম শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়নি। পরিবেশ পরিচিতির ৩টি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে। ৪নং উদ্দেশ্যের প্রথম অংশের সাথে ৩নং উদ্দেশ্যের মিল থাকায় পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ৪নং উদ্দেশ্যে '.....এবং বিশ্বশান্তি ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলা'র কথা বলা হয়েছে এবং এই মূল ভাব অনুসারে প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা সংগঠিত হলেও পাঠ্য পুস্তকের বিষয়বস্তুতে গিয়ে সেটি কঠিন ও বিস্তারিত তথ্যে ভারাক্রান্ত হয়েছে। উপরের সারণিতে উপস্থাপিত প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা পাঠ্যপুস্তকের যেসকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়বস্তু/পাঠের শিরোনাম নিচে তুলে ধরা হয়েছে:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে উপস্থাপিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ৪:

প্রান্তিক যোগ্যতা ৯,১০:

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ:

- আমরা সবাই মানুষ, আমাদের অধিকার ও কর্তব্য, গণতান্ত্রিক মনোভাব (তৃতীয় শ্রেণী);
- আমরা সবাই মানুষ, আমাদের মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক মনোভাব (চতুর্থ শ্রেণী);
- মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য, পরমতসহিষ্ণুতা (পঞ্চম শ্রেণী)।

Dhaka University Institutional Repository

প্রান্তিক যোগ্যতা ১১:
ইংরেজি:
That is What friends are for (তৃতীয় শ্রেণী); Bashir's Friends (পঞ্চম শ্রেণী)।

ইসলাম শিক্ষা:
- ইবাদত, সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার, মানুষের সেবা করা,নবী ও রাসুল মহানবী (স) (তৃতীয় শ্রেণী);
- প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার, রোগীর সেবা করা, নবী রাসুল (চতুর্থ শ্রেণী);
- মসজিদের আদব, সাওম, যাকাত, আখলাক বা চরিত্র, সৃষ্টির সেবা ও সাহায্য, ভালোকাজে-সহযোগিতা করা ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পঞ্চম শ্রেণী)।

হিন্দু ধর্ম:
- সহমর্মিতা, মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী (তৃতীয় শ্রেণী);
- শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা (চতুর্থ শ্রেণী);
- ঈশ্বরের একত্ব ও ধর্মীয় সাম্য (পঞ্চম শ্রেণী)।

বৌদ্ধ ধর্ম:
-ধর্মীয় অনুষ্ঠান, গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য (তৃতীয় শ্রেণী);
- ত্রিরত্ন (চতুর্থ শ্রেণী);
-পূজা ও দান, বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান (পঞ্চম শ্রেণী)।

খ্রিষ্ট ধর্ম:
- সামুয়েলের আহ্বান, মুক্তিদাতাযীশু, যীশু পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ান, যীশুর বার জন প্রেরিত শিষ্য, বড় দিন, পরিবার ও তার বৈশিষ্ট্য (তৃতীয় শ্রেণী);
- দয়ালু সামারীয়, যীশু পাপীদেরও ভালোবাসেন (চতুর্থ শ্রেণী);
- মানুষের প্রতি সম্মান ও সেবা যত্ন, যীশুর শিষ্য মাদার তেরেজা (পঞ্চম শ্রেণী)।

প্রান্তিক যোগ্যতা ৭, ২১:
পরিবেশ পরিচিতি সমাজ:
- আমরা সবাই মানুষ, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতি (তৃতীয় শ্রেণী);
- এশিয়ার বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব (চতুর্থ শ্রেণী);
- ইউরোপ ও আফ্রিকার সংস্কৃতি, বিশ্বশান্তি ও জাতিসংঘ (পঞ্চম শ্রেণী)।

ইসলাম শিক্ষা:
- হাজ্জ (পঞ্চম শ্রেণী)।

খ্রিষ্ট ধর্ম:
- পরিবার ও তার বৈশিষ্ট্য (তৃতীয় শ্রেণী); - বিশ্ব পরিবার (পঞ্চম শ্রেণী)।

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা:

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বরবিহীন), **বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১০:**
- আমরা সবাই মানুষ, আমাদের অধিকার ও কর্তব্য, গণতান্ত্রিক মনোভাব (তৃতীয় শ্রেণী);
- আমরা সবাই মানুষ, আমাদের মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক মনোভাব (চতুর্থ শ্রেণী);
- মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য, পরমতসহিষ্ণুতা (পঞ্চম শ্রেণী)।

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বরবিহীন), **বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ২১,২০:**
- আমরা সবাই মানুষ, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতি (তৃতীয় শ্রেণী);
- এশিয়ার বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব (চতুর্থ শ্রেণী);
- ইউরোপ ও আফ্রিকার সংস্কৃতি, বিশ্বশান্তি ও জাতিসংঘ (পঞ্চম শ্রেণী)।

ইসলাম শিক্ষা:

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৪, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি:

- ইবাদত, সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার, মানুষের সেবা করা, নবী ও রাসূল মহানবী (স)(তৃতীয় শ্রেণী);
- প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার, রোগীর সেবা করা, নবী রাসূল (চতুর্থ শ্রেণী);
- মসজিদের আদব, সাওম, যাকাত, আখলাক বা চরিত্র, সৃষ্টির সেবা ও সাহায্য, ভালোকাজে সহযোগিতা করা ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাজ্জ (পঞ্চম শ্রেণী)।

সারণি: ৫.২.৫ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতার প্রতিফলন

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য	প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা
উদ্দেশ্য ৫: শিক্ষার্থীকে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহী করা, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব গঠন করা এবং অর্থপূর্ণ শ্রমের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মনোন্নয়ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করা।	প্রান্তিক যোগ্যতা ১২: কায়িক শ্রমযুক্ত কাজে আগ্রহী হওয়া ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।	**পরিবেশ পরিচিতি**	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বর বিহীন): সকল পেশা ও বৃত্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে এবং অর্থপূর্ণ শ্রমে আগ্রহী করে তোলা।	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১১: কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহী হওয়া এবং শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ।
		ইসলাম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৫: শিক্ষার্থীর মনে কায়িক-শ্রমের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগানো এবং তাকে অর্থকরি শ্রমের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করা।	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।
নৈতিক বিষয়: পরিশ্রম নির্ভরতা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা।		*নৈতিক বিষয়: পরিশ্রম নির্ভরতা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা।*	

সারণি: ৫.২.৫ থেকে জানা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষার ৫ নং উদ্দেশ্যের জন্য ১টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে যার আলোকে পরিবেশ পরিচিতি ও ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে ১টি করে মোট ২টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে। পরিবেশ পরিচিতির ১টি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে। ইসলাম শিক্ষার বিষয় ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়নি। উপরের সারণিতে উপস্থাপিত প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা পাঠ্যপুস্তকের যেসকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়বস্তু/পাঠের শিরোনাম নিচে তুলে ধরা হয়েছে:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে উপস্থাপিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ৫:

প্রান্তিক যোগ্যতা ১২:

বাংলা:

- কবিতা: কাজের লোক (তৃতীয় শ্রেণী)।

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ:

- শ্রমের মর্যাদা, পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ (তৃতীয় শ্রেণী);
- পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ, শ্রমের মর্যাদা (চতুর্থ শ্রেণী);
- শ্রমের গুরুত্ব, এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড (পঞ্চম শ্রেণী)।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান:
- স্বাস্থ্য বিধি (চতুর্থ শ্রেণী)।

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা:

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বরবিহীন), **বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১১:**
- শ্রমের মর্যাদা, পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ (তৃতীয় শ্রেণী);
- পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ, শ্রমের মর্যাদা (চতুর্থ শ্রেণী);
- শ্রমের গুরুত্ব, এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড (পঞ্চম শ্রেণী)।

পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বরবিহীন), **বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১১:**
- স্বাস্থ্য বিধি (চতুর্থ শ্রেণী)।

ইসলাম শিক্ষা:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৫, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি:
- হযরত দাউদ (আ), হযরত ঈসা (আ) (পঞ্চম শ্রেণী)।

সারণি: ৫.২.৬ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতার প্রতিফলন

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য	প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা
উদ্দেশ্য ৬: পারিবারিক, সামাজিক ও বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুকে তার নিজের ও অপরের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।	**প্রান্তিক যোগ্যতা ১৩:** - পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে জানা এবং গৃহকর্মে অংশগ্রহণ করা।	**পরিবেশ পরিচিতি**	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বর বিহীন): পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিভিন্ন ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তোলা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১২:** পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের গুরুত্ব উপলব্ধি এবং এ সব কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ।
		ইসলাম শিক্ষা	
	প্রান্তিক যোগ্যতা ১৪: - সামাজিক ও বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের ও অপরের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া।	**বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৬:** পারিবারিক, সামাজিক ও বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তার নিজের ও অপরের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।**
		হিন্দু ধর্ম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৭: পূজা-পার্বণ, পারিবারিক, সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে নিজের ও অপরের অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।**

		খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়নি।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৫:** ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা ইত্যাদি সব কিছুর প্রতি মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া ও সেসব পালন করা।
নৈতিক বিষয়: কর্মতৎপরতা, কর্তব্য পরায়নতা/দায়িত্ববোধ।		*নৈতিক বিষয়: কর্মতৎপরতা, কর্তব্য পরায়নতা/দায়িত্ববোধ, সম্প্রীতি।*	

সারণি: ৫.২.৬ থেকে জানা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষার ৬ নং উদ্দেশ্যের জন্য ২টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে যার আলোকে পরিবেশ পরিচিতি, ইসলাম শিক্ষা ও হিন্দু ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে ১টি করে মোট ৩টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে। খ্রিষ্ট ধর্ম বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়নি। খ্রিষ্ট ধর্ম ও পরিবেশ পরিচিতির ১টি করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে। ইসলাম শিক্ষা ও হিন্দু ধর্মের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়নি। ৬নং উদ্দেশ্যের '.......অধিকার, কর্তব্য, দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা'র সাথে ৭নং উদ্দেশ্যের '.....গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি অনুশীলনে সহায়তা করার মিল থাকায় পরিবেশ পরিচিতির বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ ও পাঠ্য পুস্তকের বিষয়বস্তুতে জটিলতা ও পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। উপরের সারণিতে উপস্থাপিত প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা পাঠ্যপুস্তকের যেসকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়বস্তু/পাঠের শিরোনাম নিচে তুলে ধরা হয়েছে:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে উপস্থাপিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ৬:

প্রান্তিক যোগ্যতা ১৩:

ইংরেজি:
- Mahbub's Mother (তৃতীয় শ্রেণী)।

খ্রিষ্ট ধর্ম:
- পরিবার ও তার বৈশিষ্ট্য (তৃতীয় শ্রেণী); - খ্রিষ্টান পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য (চতুর্থ শ্রেণী)।

প্রান্তিক যোগ্যতা ১৩, ১৪:

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ:
- শ্রমের মর্যাদা, পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ, আমাদের অধিকার ও কর্তব্য, পরিবার ও বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা (তৃতীয় শ্রেণী);
- সামাজিক গুণাবলি, আমাদের মৌলিক অধিকার, পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ, শ্রমের মর্যাদা, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য (চতুর্থ শ্রেণী);
- সামাজিক গুণাবলি ও মূল্যবোধ, মানবাধিকার, শ্রমের গুরুত্ব, এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড (পঞ্চম শ্রেণী)।

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা:

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বরবিহীন), **বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১২:**
- শ্রমের মর্যাদা, পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ, আমাদের অধিকার ও কর্তব্য, পরিবার ও বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা (তৃতীয় শ্রেণী);
- পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ, শ্রমের মর্যাদা (চতুর্থ শ্রেণী);
- সামাজিক গুণাবলি ও মূল্যবোধ, শ্রমের গুরুত্ব, এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড (পঞ্চম শ্রেণী)।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম শিক্ষা:

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৬, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি:

- উক্ত বিষয় পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত হয়নি।

হিন্দু ধর্ম শিক্ষা:

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৭, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি:

- উক্ত বিষয় পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত হয়নি।

খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষা:

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়নি, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৫:

- ঈশ্বরের সৃষ্ট আলো ও আকাশ (তৃতীয় শ্রেণী);
- ঈশ্বরের সৃষ্ট জল ও স্থল, দিন ও রাত গাছপালা, জীবজন্তুর প্রয়োজনীয়তা ও যত্ন (চতুর্থ শ্রেণী);
- ঈশ্বরের সৃষ্টি ও বিশ্রাম দিবস (পঞ্চম শ্রেণী)।

সারণি: ৫.২.৭ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতার প্রতিফলন

<table>
<tr><th>প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য</th><th>প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা</th><th>বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য</th><th>বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা</th></tr>
<tr><td rowspan="6">**উদ্দেশ্য ৭:** শিক্ষার্থীকে পরমতসহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলনে সহায়তা করা।</td><td rowspan="6">**প্রান্তিক যোগ্যতা ৯:** নিজের অধিকার এবং অন্যের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া।

প্রান্তিক যোগ্যতা ১০: অপরের মতামত প্রকাশের সুযোগদান করা এবং ব্যক্ত মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

প্রান্তিক যোগ্যতা ১৫: গণতান্ত্রিক রীতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সুনাগরিক হিসেবে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হওয়া।</td><td colspan="2">**পরিবেশ পরিচিতি**</td></tr>
<tr><td>**বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বর বিহীন):** সুনাগরিকের গুণাবলি অর্জন ও দেশপ্রেম জাগ্রত করা।</td><td>**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৩:** নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানা এবং তা পালনে সচেষ্ট হওয়া।
বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৪: সমাজ জীবনে পরমত সহিষ্ণুতা প্রদর্শন এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতির অনুশীলন।</td></tr>
<tr><td colspan="2">**ইসলাম শিক্ষা**</td></tr>
<tr><td>**বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৭:** শিক্ষার্থীকে পরমত সহিষ্ণুতা অনুশীলনের অভ্যাস গঠনে সহায়তা করা।</td><td>**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।**</td></tr>
<tr><td colspan="2">**বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা**</td></tr>
<tr><td>**বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৮:** বুদ্ধবাণীর আলোকে ন্যায়নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণ, পারস্পরিক সহঅবস্থান, পরমত সহিষ্ণুতা ও মানবতাবোধ জাগিয়ে তোলা।</td><td>**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৮:** গাথা: গাথা আবৃত্তির মাধ্যমে বুদ্ধের ধর্ম ও নীতিশিক্ষায় আগ্রহ সৃষ্টি করা।</td></tr>
<tr><td colspan="2">*নৈতিক বিষয়: অপর মতবাদে সহনশীলতা, নিয়মনিষ্ঠ, কর্তব্য পরায়নতা/দায়িত্ববোধ।*</td><td colspan="2">*নৈতিক বিষয়: অপর মতবাদে সহনশীলতা, নিয়মনিষ্ঠ, দেশপ্রেম, কর্তব্যপরায়নতা/দায়িত্ববোধ, ন্যায়পরায়নতা, অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা, মানবতাবাদ।*</td></tr>
</table>

সারণি: ৫.২.৭ থেকে জানা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষার ৭ নং উদ্দেশ্যের জন্য ৩টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে যার আলোকে পরিবেশ পরিচিতি, ইসলাম শিক্ষা, ও বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে ১টি করে মোট ৩টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে। ইসলাম শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়নি। পরিবেশ পরিচিতির ২টি ও

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার ১টি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে। উপরের সারণিতে উপস্থাপিত প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা পাঠ্যপুস্তকের যেসকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়বস্তু/পাঠের শিরোনাম নিচে তুলে ধরা হয়েছে:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে উপস্থাপিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ৭:

প্রান্তিক যোগ্যতা ৯, ১০, ১৫:
পরিবেশ পরিচিতি সমাজ:
- আমরা সবাই মানুষ, আমাদের অধিকার ও কর্তব্য, গণতান্ত্রিক মনোভাব (তৃতীয় শ্রেণী);
- আমরা সবাই মানুষ, সামাজিক গুণাবলি, আমাদের মৌলিক অধিকার, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য, গণতান্ত্রিক মনোভাব (চতুর্থ শ্রেণী);
- নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য, পরমতসহিষ্ণুতা, সামাজিক গুণাবলি ও মূল্যবোধ (পঞ্চম শ্রেণী)।

প্রান্তিক যোগ্যতা ১০:
হিন্দু ধর্ম:
- মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী: মা আনন্দময়ী (তৃতীয় শ্রেণী);
- শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা (চতুর্থ শ্রেণী);
- ঈশ্বর ও গুরুজনে ভক্তি: ঈশ্বরের একত্ব ও ধর্মীয় সাম্য (পঞ্চম শ্রেণী)।

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা:

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বরবিহীন), বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৩,১৪:
- আমরা সবাই মানুষ, আমাদের অধিকার ও কর্তব্য, গণতান্ত্রিক মনোভাব (তৃতীয় শ্রেণী);
- আমরা সবাই মানুষ, সামাজিক গুণাবলি, আমাদের মৌলিক অধিকার, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য, গণতান্ত্রিক মনোভাব (চতুর্থ শ্রেণী);
- নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য, পরমতসহিষ্ণুতা, সামাজিক গুণাবলি ও মূল্যবোধ (পঞ্চম শ্রেণী)।

ইসলাম শিক্ষা:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৭, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি:
- *উক্ত বিষয় পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত হয়নি।*

বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৮, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৮:
- চতুর্থ ও পঞ্চম শেণীতে 'গাথা' বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে বিচ্ছিন্নভাবে বুদ্ধের বিভিন্ন নীতি উপদেশ থাকলেও সরাসরি উপর্যুক্ত বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয়নি।

সারণি: ৫.২.৮ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতার প্রতিফলন

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য	প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা	বিবয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা
উদ্দেশ্য ৮: মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের	প্রান্তিক যোগ্যতা ১৬: - স্বার্থত্যাগের মনোভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশগঠনমূলক	পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়নি।	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৫: মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া এবং ত্যাগের মনোভাব অর্জন ও দেশগঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

উন্মেষ ঘটানো, ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি করা এবং দেশগঠনমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করা।	কাজে অংশগ্রহণ করা। **প্রান্তিক যোগ্যতা ১৮:** - মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া।	**ইসলাম শিক্ষা**	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৮: শিক্ষার্থীর মনে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানো, ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি করা এবং দেশগঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।**
		হিন্দু ধর্ম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৮: 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'- এই সুপ্রাচীন ধর্মবাণীকে স্মরণে রেখে শিক্ষার্থীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং দেশকে সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১২:** প্রতিজ্ঞা রক্ষা এবং দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ ও মনুষ্যত্ব অর্জনের উপায় তা জানা।
		খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য-চ: শিক্ষার্থীকে নিজের দেশ ও জাতির ইতিহাস জানতে সহায়তা করা এবং দেশ ও জাতির প্রতি ভালোবাসা ও সেবার মনোভাব সৃষ্টি করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৭:** দেশপ্রেম, স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, দেশ ও মানুষের সেবা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং দেশ ও মানুষের সেবা করতে পারা।
নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, কর্মতৎপরতা।		*নৈতিক বিষয়: দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ,কর্মতৎপরতা, সেবাপরায়নতা।*	

সারণি: ৫.২.৮ থেকে জানা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষার ৮ নং উদ্দেশ্যের জন্য ২টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে যার আলোকে ইসলাম শিক্ষা, হিন্দু ধর্ম ও খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে ১টি করে মোট ৩টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে। ইসলাম শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়নি। পরিবেশ পরিচিতির বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে তবে বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়নি। ৮নং উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের উল্লেখ রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পাশাপাশি সার্বিক অর্থে দেশপ্রেম বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি। হিন্দু ধর্ম বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতায় প্রতিজ্ঞা রক্ষা এবং দেশপ্রেমকে একত্রিত করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে। উপরের সারণিতে উপস্থাপিত প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা পাঠ্যপুস্তকের যেসকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়বস্তু/পাঠের শিরোনাম নিচে তুলে ধরা হয়েছে:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে উপস্থাপিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ৮:

প্রান্তিক যোগ্যতা ১৬:

বাংলা:
- গদ্য: শহীদ তিতুমীর (পঞ্চম শ্রেণী)।

হিন্দু ধর্ম শিক্ষা:
- প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশপ্রেম: দেশপ্রেম (তৃতীয় শ্রেণী);
- প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশপ্রেম: দেশপ্রেম (চতুর্থ শ্রেণী);
- প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশপ্রেম: বিদুলার দেশপ্রেম (পঞ্চম শ্রেণী)।

খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষাঃ
- দেশ ও জাতির সেবায় বাংলাদেশের খ্রিষ্টানদের অংশগ্রহণ (পঞ্চম শ্রেণী)।

প্রান্তিক যোগ্যতা ১৮ঃ

বাংলাঃ
- গদ্যঃ আমাদের মক্তিযুদ্ধ, বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর (প্রথম শ্রেণী শ্রেণী);
- একুশে ফেব্রুয়ারি, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ (দ্বিতীয় শ্রেণী শ্রেণী);
- গদ্যঃ বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, বিজয় দিবস, কবিতাঃ মুক্তিসেনা (তৃতীয় শ্রেণী);
- বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর, বাংলার খোকা, কবিতাঃ মুক্তির ছড়া (চতুর্থ শ্রেণী);
- গদ্যঃ বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মোস্তফা কামাল, অপেক্ষা, আমরা তাদের ভুলব না, মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (পঞ্চম শ্রেণী)।

পরিবেশ পরিচিতি সমাজঃ
- আমাদের দেশ (তৃতীয় শ্রেণী);
- আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, স্বাধীনতার মহানায়ক, স্বাধীনতার কয়েকজন অগ্রনায়ক(চতুর্থ শ্রেণী);
- আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস (পঞ্চম শ্রেণী)।

খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষাঃ
- মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টান শহীদদের জীবনী (তৃতীয় শ্রেণী);
মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অবদান (চতুর্থ শ্রেণী)।

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতাঃ

পরিবেশ পরিচিতি সমাজঃ
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়নি, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৫ঃ
- আমাদের দেশ (তৃতীয় শ্রেণী);
- আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, স্বাধীনতার মহানায়ক, স্বাধীনতার কয়েকজন অগ্রনায়ক (চতুর্থ শ্রেণী);
- আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস (পঞ্চম শ্রেণী)।

ইসলাম শিক্ষাঃ
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৮, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নিঃ
- উক্ত বিষয় পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত হয়নি।

হিন্দু ধর্ম শিক্ষাঃ
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৮, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১২ঃ
- প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশপ্রেমঃ দেশপ্রেম (তৃতীয় শ্রেণী);
- প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশপ্রেমঃ দেশপ্রেম (চতুর্থ শ্রেণী);
- প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশপ্রেমঃ বিদুলার দেশপ্রেম (পঞ্চম শ্রেণী)।

খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষাঃ
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য-চ, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৭ঃ
- মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টান শহীদদের জীবনী (তৃতীয় শ্রেণী);
- মুক্তিযুদ্ধে খ্রিষ্টানদের অবদান (চতুর্থ শ্রেণী)।
- দেশ ও জাতির সেবায় বাংলাদেশের খ্রিষ্টানদের অংশগ্রহণ (পঞ্চম শ্রেণী)।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৫.২.৩ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতার প্রতিফলন

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য	প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা
উদ্দেশ্য ৯: জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি লাভে সহায়তা করা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা।	**প্রান্তিক যোগ্যতা ১৯:** জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে জানা এবং এ বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।	**পরিবেশ পরিচিতি**	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বর বিহীন): বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানতে সহায়তা করা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৬:** জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা এবং এ সবে গৌরববোধ করা ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
		ইসলাম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৯): জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, ইসলামী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে জ্ঞানলাভে সহায়তা করা এবং তার মনে এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।**
নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা।		*নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, দেশপ্রেম।*	

সারণি: ৫.২.৯ থেকে জানা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষার ৯ নং উদ্দেশ্যের জন্য ১টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে যার আলোকে পরিবেশ পরিচিতি ও ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে ১টি করে মোট ২টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে। ইসলাম শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়নি। পরিবেশ পরিচিতির ১টি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে। ৯নং উদ্দেশ্য ও তার প্রান্তিক যোগ্যতার 'জাতীয় ইতিহাস ...' প্রসঙ্গে বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতাতেও জাতীয় ইতিহাসের পরিধি নির্ধারণ করা হয়নি। পাঠ্য পুস্তকে এ বিষয়ে কেবল চতুর্থ শ্রেণীতে এবং পরপর ৩টি অধ্যায়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে যা উক্ত শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন। এছাড়া ......ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সাংস্কৃতি প্রসঙ্গে বাংলা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে 'মামার বাড়ির পিঠা ' এবং চতুর্থ শ্রেণীতে 'শিতের পিঠেপুলি' গল্প দু'টি সমার্থক। উপরের সারণিতে উপস্থাপিত প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা পাঠ্যপুস্তকের যেসকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়বস্তু/পাঠের শিরোনাম নিচে তুলে ধরা হয়েছে:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে উপস্থাপিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ৯:

প্রান্তিক যোগ্যতা ১৯:

বাংলা:
- গদ্য: বৈশাখী মেলা (দ্বিতীয় শ্রেণী);
-দেশ বিদেশের শিশু, মামার বাড়ির পিঠা, জাতীয় খেলা হা-ডু-ডু (তৃতীয় শ্রেণী);
- শিতের পিঠেপুলি (চতুর্থ শ্রেণী);
- শখের মৃৎশিল্প, মহাস্থানগড়ে একদিন (পঞ্চম শ্রেণী)।

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ:
- আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, স্বাধীনতার মহানায়ক, স্বাধীনতার কয়েকজন অগ্রনায়ক, আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য আদিবাসীদের জীবনধারা (চতুর্থ শ্রেণী);
-বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন (পঞ্চম শ্রেণী)।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা:

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ:

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বরবিহীন), বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৬:

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, স্বাধীনতার মহানায়ক, স্বাধীনতার কয়েকজন অগ্রনায়ক, আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য আদিবাসীদের জীবনধারা (চতুর্থ শ্রেণী);

- বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন (পঞ্চম শ্রেণী)।

ইসলাম শিক্ষা:

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৯, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি:

- উক্ত বিষয় পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত হয়নি।

সারণি: ৫.২.১০ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতার প্রতিফলন

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য	প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা
উদ্দেশ্য ১০: শরীরচর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক বিকাশে সহায়তা করা এবং স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের অভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়তা করা।	**প্রান্তিক যোগ্যতা ৪৮:** খেলাধুলা এবং শরীরচর্চায় আগ্রহী হওয়া। **প্রান্তিক যোগ্যতা ৪৯:** সুস্থ জীবন যাপনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি জানা ও পালন করা।	**পরিবেশ পরিচিতি**	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বর বিহীন): স্বাস্থ্যবিধি জানা ও মেনে চলার অভ্যাস গঠন করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপনে সচেষ্ট হওয়া।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৮:** স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অভ্যাস গঠন করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপনে সচেষ্ট হওয়া।
		ইসলাম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১৭: পাক-পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনে এবং তা অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।**
		হিন্দু ধর্ম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৫: সুস্থ শরীর ধর্ম-কর্মের সহায়ক জেনে শিক্ষার্থী খেলাধুলা-যোগব্যায়ামাদির মাধ্যমে শরীরকে সুস্থ রাখবে।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।**
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৬: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ধর্মের অঙ্গ জেনে শিক্ষার্থী নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সচেষ্ট হবে।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৫:** পবিত্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শরীরকে সুস্থ রাখা ধর্মের অঙ্গ তা জানা।
নৈতিক বিষয়: স্বাস্থ্য রক্ষা।		*নৈতিক বিষয়: স্বাস্থ্য রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।*	

সারণি: ৫.২.১০ থেকে জানা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষার ১০ নং উদ্দেশ্যের জন্য ২টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে যার আলোকে পরিবেশ পরিচিতি, ইসলাম শিক্ষা ও হিন্দু ধর্ম বিষয়ে ১টি করে মোট ৪টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে। ইসলাম শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়নি। হিন্দু ধর্মের ২টি উদ্দেশ্যের ১টি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে। ১০নং উদ্দেশ্য ও তার প্রান্তিক যোগ্যতায় 'শরীর চর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক বিকাশ' প্রসঙ্গটি পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ের উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় 'স্বাস্থ্য বিধি জানা ও মেনে চলা'য় রূপান্তরিত হয়েছে। এতে স্বাস্থ্য বিধির পরিসর নির্ধারণ করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে কিছু বিষয় বাদ গিয়েছে এবং কিছু বিষয়ে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। উপরের সারণিতে উপস্থাপিত প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা পাঠ্যপুস্তকের যেসকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়বস্তু/পাঠের শিরোনাম নিচে তুলে ধরা হয়েছে:

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে উপস্থাপিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য-১০:

প্রান্তিক যোগ্যতা ৪৮:
বাংলা:
- গদ্য: জাতীয় খেলা হা-ডু-ডু (তৃতীয় শ্রেণী), একটি মজার ফুটবল খেলা (চতুর্থ শ্রেণী)।

প্রান্তিক যোগ্যতা ৪৯:

পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান:
- আমাদের পরিবেশ, পানি, বায়ু, স্বাস্থ্য বিধি, উন্নত জীবনের জন্য বিজ্ঞান, জনসংখ্যা ও পরিবেশ (তৃতীয় শ্রেণী);
- মাটি, পানি, বায়ু, স্বাস্থ্য বিধি, রোগ বিস্তারে কীট পতঙ্গ, প্রাথমিক চিকিৎসা, মাটি (চতুর্থ শ্রেণী);
- পরিবেশ দূষণ, জনসংখ্যা ও পরিবেশ, স্বাস্থ্য বিধি, খাদ্য ও পুষ্টি, প্রাথমিক চিকিৎসা (পঞ্চম শ্রেণী)।

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ:
- পরিবেশ দূষণ, বাংলাদেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও সমস্যা (তৃতীয় শ্রেণী);
- বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ (চতুর্থ শ্রেণী);
- পরিবেশ দূষণ (পঞ্চম শ্রেণী)।

ইসলাম শিক্ষা:
- পাক পবিত্রতা, হাত-পায়ের পরিচ্ছন্নতা, চোখের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (তৃতীয় শ্রেণী);
- অপচয় না করা (চতুর্থ);
- সারা বিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহ, আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা, সাওম, আখলাক বা চরিত্র (পঞ্চম শ্রেণী)।

হিন্দু ধর্ম শিক্ষা:
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (তৃতীয় শ্রেণী);
- উপাসনা ও প্রার্থনা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা (পঞ্চম শ্রেণী)।

বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা:
- পঞ্চশীল (তৃতীয় শ্রেণী); অষ্টশীল (চতুর্থ শ্রেণী);
- মহাকারুণিক বুদ্ধ, দশশীল, গাথা (পঞ্চম শ্রেণী)।

খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষা:
- ঈশ্বরের সৃষ্টি ও বিশ্রাম দিবস, যীশু দশজন কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করেন (পঞ্চম শ্রেণী)।

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা:

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বরবিহীন), বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৮:
- পরিবেশ দূষণ, বাংলাদেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও সমস্যা (তৃতীয় শ্রেণী);
- বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ (চতুর্থ শ্রেণী);
- পরিবেশ দূষণ (পঞ্চম শ্রেণী)।

পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বরবিহীন), বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা-৮:
- আমাদের পরিবেশ, পানি, বায়ু, স্বাস্থ্য বিধি, উন্নত জীবনের জন্য বিজ্ঞান, জনসংখ্যা ও পরিবেশ (তৃতীয় শ্রেণী);
- মাটি, পানি, বায়ু, স্বাস্থ্য বিধি, রোগ বিস্তারে কীট পতঙ্গ, প্রাথমিক চিকিৎসা, মাটি (চতুর্থ শ্রেণী);
- পরিবেশ দূষণ, জনসংখ্যা ও পরিবেশ, স্বাস্থ্য বিধি, খাদ্য ও পুষ্টি, প্রাথমিক চিকিৎসা (পঞ্চম শ্রেণী)।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম শিক্ষা:

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১৭, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি:

- পাক পবিত্রতা, হাত-পায়ের পরিচ্ছন্নতা, চোখের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, উযু (তৃতীয় শ্রেণী);
- ইবাদত: তাহারাত, উযু, গোসল, আখলাক , প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার, নবী রাসূল(চতুর্থ শ্রেণী);
- পরিচ্ছন্নতা, ভালোকাজে সহযোগিতা করা ও মন্দকাজে বাধা দেওয়া (পঞ্চম শ্রেণী)।

হিন্দু ধর্ম শিক্ষা:

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য-৫, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৬:

- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (তৃতীয় শ্রেণী);
- দেব-দেবী ও পূজা (চতুর্থ শ্রেণী);

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৬, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৫:

- উপাসনা ও প্রার্থনা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা (পঞ্চম শ্রেণী)।

সারণি: ৫.২.১১ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতার প্রতিফলন

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য	প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা
উদ্দেশ্য ১২: গাণিতিক ধারণা ও দক্ষতা এবং যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।	প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।	গণিত	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১: শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা, বিশেষত যৌক্তিক চিন্তা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধনে সহায়তা করা।	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।
নৈতিক বিষয়: যুক্তিবাদিতা।		*নৈতিক বিষয়: যুক্তিবাদিতা।*	

সারণি: ৫.২.১১ থেকে জানা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষার ১২ নং উদ্দেশ্যের জন্য প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়নি। গণিত বিষয়ে ১টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে তবে তার আলোকে কোন বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়নি। উদ্দেশ্যটি সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট নয়।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে উপস্থাপিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ১২:

প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা:

গণিত

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি:

- গাণিতিক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে যৌক্তিক চিন্তা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে আলাদাভাবে কোন উপস্থাপনা নাই।

সারণি: ৫.২.১২ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতার প্রতিফলন

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য	প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা
উদ্দেশ্য ১৫: . . . .বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে সমস্যা সমাধানের অভ্যাস গঠন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়তা করা।	**প্রান্তিক যোগ্যতা ৪৩:** বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে সমস্যা সমাধানের অভ্যাস গঠন করা। **প্রান্তিক যোগ্যতা ৪৪:** বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।	**পরিবেশ পরিচিতি**	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বর বিহীন): বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে সমস্যা সমাধানে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা। **বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বর বিহীন):** বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।
		ইসলাম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১১: শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলতে সহায়তা করা।	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।
নৈতিক বিষয়: কুসংস্কার মুক্ততা, যুক্তিবাদিতা।		*নৈতিক বিষয়: কুসংস্কার মুক্ততা, যুক্তিবাদিতা।*	

সারণি: ৫.২.১২ থেকে জানা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষার ১৫ নং উদ্দেশ্যের জন্য ২টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে যার আলোকে পরিবেশ পরিচিতিতে ২টি ও ইসলাম শিক্ষায় ১টি মোট ৩টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে। তবে উক্ত বিষয়ের কোন বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়নি। বিষয়টি সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। উপরের সারণিতে উপস্থাপিত প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য পাঠ্যপুস্তকের যেসকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়বস্তু/পাঠের শিরোনাম নিচে তুলে ধরা হয়েছে:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে উপস্থাপিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ১৫:

প্রান্তিক যোগ্যতা ৪৩, ৪৪:

ইংরেজি:

- The Night to Remember (পঞ্চম শ্রেণী)।

- সকল শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান বইয়ের বিষয়সমূহ।

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা:

পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বরবিহীন), বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি:
- সকল শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান বইয়ের বিষয়সমূহ।

ইসলাম শিক্ষা:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১১, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি:
- *উপর্যুক্ত বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকে পরিলক্ষিত নয়।*

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৫.২.১৩ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতার প্রতিফলন

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য	প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা
উদ্দেশ্য ১৭: পরিবেশ সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে সহায়তা করা এবং পরিবেশের দূষণরোধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এর উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।	প্রান্তিক যোগ্যতা ২০: পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সক্রিয় হওয়া।	পরিবেশ পরিচিতি	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বর বিহীন): পরিবেশ দূষণ ও এর কারণ সম্পর্কে জানা এবং পরিবেশ উন্নয়ন ও এর ভারসাম্য সংরক্ষণে সচেষ্ট হওয়া।	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৩: পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশ দূষণের কারণগুলো জানা এবং পরিবেশ উন্নয়ন ও এর ভারসাম্য সংরক্ষণে সচেষ্ট হওয়া।
		ইসলাম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১২: শিক্ষার্থীকে পরিবেশ সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে সহায়তা করা এবং পরিবেশের দূষণরোধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এর উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।
নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, কর্মতৎপরতা।		*নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, কর্মতৎপরতা।*	

সারণি: ৫.২.১৩ থেকে জানা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষার ১৭ নং উদ্দেশ্যের জন্য ১টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে যার আলোকে পরিবেশ পরিচিতি ও ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে ১টি করে মোট ২টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে। ইসলাম শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়নি। পরিবেশ পরিচিতির ১টি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে বেশ পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ে 'কুমড়ো ও পাখির কথা' গল্পটি অনেক দীর্ঘ এবং 'মানুষের বন্ধু গাছপালা' প্রবন্ধটি কিছুটা দীর্ঘ হয়েছে। উপরের সারণিতে উপস্থাপিত প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা পাঠ্যপুস্তকের যেসকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়বস্তু/পাঠের শিরোনাম নিচে তুলে ধরা হয়েছে:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে উপস্থাপিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য-১৭:

প্রান্তিক যোগ্যতা ২০:

বাংলা:
কুমড়ো ও পাখির কথা, মানুষের বন্ধু গাছপালা (পঞ্চম শ্রেণী)।

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ:
- পরিবেশ দূষণ, বাংলাদেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও সমস্যা (তৃতীয় শ্রেণী);
- বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ (চতুর্থ শ্রেণী);
- পরিবেশ দূষণ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ (পঞ্চম শ্রেণী)।

পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান:
- আমাদের পরিবেশ, পানি, বায়ু, স্বাস্থ্য বিধি, উন্নত জীবনের জন্য বিজ্ঞান, জনসংখ্যা ও পরিবেশ (তৃতীয় শ্রেণী);
- মাটি, পানি, বায়ু, স্বাস্থ্য বিধি, রোগ বিস্তারে কীট পতঙ্গ, জনসংখ্যা ও পরিবেশ, শব্দ (চতুর্থ শ্রেণী);
- পরিবেশ দূষণ, জনসংখ্যা ও পরিবেশ, স্বাস্থ্য বিধি (পঞ্চম শ্রেণী)।

ইসলাম শিক্ষা:
- পরিচ্ছন্নতা, সৃষ্টির সেবা ও সাহায্য (পঞ্চম শ্রেণী)।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু ধর্ম শিক্ষা:
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা (চতুর্থ শ্রেণী)।

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা:

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বরবিহীন), বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৩:
- পরিবেশ দূষণ, বাংলাদেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও সমস্যা (তৃতীয় শ্রেণী);
- বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ (চতুর্থ শ্রেণী);
- পরিবেশ দূষণ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ (পঞ্চম শ্রেণী)।

পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বরবিহীন), বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৩:
- আমাদের পরিবেশ, পানি, বায়ু, স্বাস্থ্য বিধি, উন্নত জীবনের জন্য বিজ্ঞান, জনসংখ্যা ও পরিবেশ (তৃতীয় শ্রেণী);
- মাটি, পানি, বায়ু, স্বাস্থ্য বিধি, রোগ বিস্তারে কীট পতঙ্গ, জনসংখ্যা ও পরিবেশ, শব্দ (চতুর্থ শ্রেণী);
- পরিবেশ দূষণ, জনসংখ্যা ও পরিবেশ, স্বাস্থ্য বিধি (পঞ্চম শ্রেণী)।

ইসলাম শিক্ষা:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১২, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি:
-পরিচ্ছন্নতা, সৃষ্টির সেবা ও সাহায্য (পঞ্চম শ্রেণী)।

সারণি: ৫.২.১৪ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতার প্রতিফলন

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য	প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা
উদ্দেশ্য ১৮: সংগীত, চারু ও কারুকলা ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যচেতনা, নান্দনিকবোধ ও বুদ্ধির বিকাশ এবং সৃজনশীলতার আনন্দ ও সৌন্দর্য উপভোগে সহায়তা করা।	**প্রান্তিক যোগ্যতা ৪৭:** - সংগীত, নৃত্য এবং নাট্যের মাধ্যমে নিজের সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যচেতনা, নান্দনিকবোধ ও বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করা। **প্রান্তিক যোগ্যতা ৪৬:** - চারু ও কারুকলা চর্চার (যেমন: নকশা অঙ্কন, চিত্রাঙ্কন, মাটি, কাঠ, কাপড় ও কাগজের কাজ) মাধ্যমে সৃষ্টির বৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং নিজের সৃজনশীলতা বিকাশ ও সৌন্দর্য উপভোগের ক্ষেত্র প্রসার করা।	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়নি।	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।
নৈতিক বিষয়: নান্দনিকতা সৌন্দর্যবোধ।			

সারণি: ৫.২.১৪ থেকে জানা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষার ১৮ নং উদ্দেশ্যের জন্য ২টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে যার আলোকে কোন বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়নি। উক্ত উদ্দেশ্যের 'বুদ্ধির বিকাশ' প্রসঙ্গটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়। এ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক না থাকায় বিষয়টি গবেষণায় আনা হয়নি। উপরের সারণিতে উপস্থাপিত প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা পাঠ্যপুস্তকের যেসকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়বস্তু/পাঠের শিরোনাম নিচে তুলে ধরা হয়েছে:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে উপস্থাপিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ১৮:
প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় উল্লিখিত উক্ত বিষয় সম্পর্কিত আলাদা পাঠ্যপুস্তক নাই। বিষয়গুলি বিদ্যালয়ে অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত। পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত সংশ্লিষ্ট দুটি বিষয় নিচে উল্লেখ করা হয়েছে:

Dhaka University Institutional Repository

প্রান্তিক যোগ্যতা ৪৭:
- বাংলা: গানের দেশে প্রাণের উল্লাস শিরোনামে বাংলাদেশের বিভিন্ন লোক সংগীত সংশ্লিষ্ট আলোচনা (পঞ্চম শ্রেণী)।

প্রান্তিক যোগ্যতা ৪৬:
- বাংলা: গদ্য: চিত্র শিল্পী জয়নুল আবেদিন এর জীবনীর মধ্য দিয়ে তার শিল্প সম্পর্কিত আলোচনা (তৃতীয় শ্রেণী)।

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা:

- বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।

- পাঠ্যপুস্তক না থাকায় বিষয়টি গবেষণায় আনা হয়নি।

সারণি: ৫.২.১৫ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতার প্রতিফলন

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য	প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা
উদ্দেশ্য ১৯: সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সহায়তা করা।	**প্রান্তিক যোগ্যতা ২২:** ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করা।	**পরিবেশ পরিচিতি** বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়নি।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৮:** সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, অপচয় রোধ ও সংরক্ষণে যত্নশীল হওয়া।
নৈতিক বিষয়: সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা।		*নৈতিক বিষয়: সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা।*	

সারণি: ৫.২.১৫ থেকে জানা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষার ১৯ নং উদ্দেশ্যের জন্য ১টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে যার আলোকে পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ে ১টি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে। তবে বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়নি। উপরের সারণিতে উপস্থাপিত প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং প্রান্তিক যোগ্যতা পাঠ্যপুস্তকের যেসকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়বস্তু/পাঠের শিরোনাম নিচে তুলে ধরা হয়েছে:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে উপস্থাপিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ১৯:

প্রান্তিক যোগ্যত ২২:

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ:
- আমাদের সম্পদ (তৃতীয় শ্রেণী);
- আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ (চতুর্থ শ্রেণী);
- সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ (পঞ্চম শ্রেণী)।

পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান:
- পানি (তৃতীয় শ্রেণী);
- বিদ্যুৎ শক্তি (চতুর্থ শ্রেণী);
- পরিবেশ দূষণ (পঞ্চম শ্রেণী)।

ইসলাম শিক্ষা:
- দেশপ্রেম (পঞ্চম শ্রেণী)।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা:

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ:
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়নি, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৮:
- আমাদের সম্পদ (তৃতীয় শ্রেণী);
- আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ (চতুর্থ শ্রেণী);
- সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ (পঞ্চম শ্রেণী)।

পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান:
- পানি (তৃতীয় শ্রেণী);
- বিদ্যুৎ শক্তি (চতুর্থ শ্রেণী);
- পরিবেশ দূষণ (পঞ্চম শ্রেণী)।

সারণি: ৫.২.১৬ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতার প্রতিফলন

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য	প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা
উদ্দেশ্য ২০: ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচার, মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা ইত্যাদি বাঞ্ছিত নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করা।	প্রান্তিক যোগ্যতা ৫০: সততা, ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ ও শিষ্টাচারসহ সকলের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা অর্জন এবং অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হওয়া।	**পরিবেশ পরিচিতি**	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বর বিহীন): সামাজিক, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৯:** ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচার, সময়ানুবর্তিতা, মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা ইত্যাদি নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জন।
		ইসলাম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১৪: শিক্ষার্থীর মধ্যে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচার, মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা ইত্যাদি নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।**
		হিন্দু ধর্ম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৯: নৈতিকতা-মানবিকতাবোধ ধর্মের অঙ্গ এবং মানুষের কল্যাণকর জেনে শিক্ষার্থীকে নীতিবান হতে এবং মানুষকে ভালবাসতে উদ্বুদ্ধ করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৬:** বিভিন্ন গল্প-উপাখ্যানের মাধ্যমে ধর্ম ও নীতিশিক্ষা লাভ করা। **বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যত ৭:** সরলতা, উদারতা এবং শিষ্টাচার সজ্জন ও ধার্মিকের গুণ তা জানা।
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১২: মানুষের প্রধান পরিচয় তার মনুষ্যত্বে এবং এই মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানো একটি অন্তঃহীন সাধনা, এটা জেনে শিক্ষার্থী তার জীবনচর্চায় সব সময় মনুষ্যত্ব অর্জনে সচেষ্ট থাকবে।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১২:** প্রতিজ্ঞা রক্ষা এবং দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ ও মনুষ্যত্ব অর্জনের উপায় তা জানা। **বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৬:** সব সময় সত্য কথা বলতে হয় তা জানা।

Dhaka University Institutional Repository

		বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা	
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৭: শিশুর নৈতিক চরিত্র গঠনে উদ্বুদ্ধ করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৭:** **শীল:** শীল পালন দ্বারা আত্মসংযম, সত্যবাদিতা, শিষ্টাচার, সর্বজীবে দয়া, মাদকদ্রব্য বর্জন ইত্যাদি নৈতিক জীবনের গুণাবলি অর্জন করা।
		বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৮: বুদ্ধবাণীর আলোকে ন্যায়নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণ, পারস্পরিক সহঅবস্থান, পরমত সহিষ্ণুতা ও মানবতাবোধ জাগিয়ে তোলা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৮:** **গাথা:** গাথা আবৃত্তির মাধ্যমে বুদ্ধের ধর্ম ও নীতিশিক্ষায় আগ্রহ সৃষ্টি করা।
নৈতিক বিষয়: ন্যায় পরায়নতা, কর্তবপরায়নতা/দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার, অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা, সততা।		*নৈতিক বিষয়: ন্যায় পরায়নতা, কর্তব্য পরায়নতা/দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার, অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা, সততা, মানবতাবাদ, ভালোবাসা, সারল্য, ঔদার্য, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, দেশপ্রেম, সত্যবাদিতা, সংযম, জীবের প্রতি মমতা, ।*	

সারণি: ৫.২.১৬ থেকে জানা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষার ২০ নং উদ্দেশ্যের জন্য ১টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে যার আলোকে পরিবেশ পরিচিতি ও ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের ১টি করে এবং হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা বিষয়ের ২টি করে বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ মোট ৬টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে। ইসলাম শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়নি। পরিবেশ পরিচিতির ১টি, হিন্দু ধর্মের ২টি করে মোট ৪টি ও বৌদ্ধ ধর্মের ১টি করে মোট ২টি অর্থাৎ মোট ৭টি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে। ২০নং উদ্দেশ্যের '...ইত্যাদি বাঞ্ছিত নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি...' বিষয়টি সুনির্দিষ্ট নয়। পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতাতেও একইভাবে 'ইত্যাদি' শব্দটি আছে। হিন্দু ধর্ম বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতায় প্রতিজ্ঞা রক্ষা এবং দেশপ্রেম একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যা পাঠ্যপুস্তকের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর বিষয়বস্তুতে অনুরূপভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। উপরের সারণিতে উপস্থাপিত প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা পাঠ্যপুস্তকের যেসকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়বস্তু/পাঠের শিরোনাম নিচে তুলে ধরা হয়েছে:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে উপস্থাপিত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম:

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ২০:

প্রান্তিক যোগ্যতা ৫০:

বাংলা:
- ছবিতে কথা (দ্বিতীয় শ্রেণী);
- ছবিতে কথা- দেখি, পড়ি ও শিখি, ছবি দেখে পড়ি ও শিখি (তৃতীয় শ্রেণী);
- কবিতা: শিক্ষাগুরুর মর্যাদা (পঞ্চম শ্রেণী)।

ইংরেজি:
- Commands, Request and Instructions-2, Making Requests (চতুর্থ);
- Bashir's Friends, Commands, Instructions and Requests, Requests (পঞ্চম)।

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ:
- আমরা সবাই মানুষ, পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ, আমাদের অধিকার ও কর্তব্য, পরিবার ও বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা (তৃতীয় শ্রেণী);
- আমরা সবাই মানুষ, আমাদের মৌলিক অধিকার, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য, গণতান্ত্রিক মনোভাব, সামাজিক গুণাবলি (চতুর্থ শ্রেণী);
- মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য, পরমতসহিষ্ণুতা, সামাজিক গুণাবলি ও মূল্যবোধ (পঞ্চম শ্রেণী)।

**সকল ধর্ম বইয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়।*

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা:

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ:

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বরবিহীন), **বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৯:**

- আমরা সবাই মানুষ, পরিবার ও বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ, আমাদের অধিকার ও কর্তব্য, পরিবার ও বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা (তৃতীয় শ্রেণী);
- আমরা সবাই মানুষ, আমাদের মৌলিক অধিকার, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য, গণতান্ত্রিক মনোভাব, সামাজিক গুণাবলি (চতুর্থ শ্রেণী);
- মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য, পরমতসহিষ্ণুতা, সামাজিক গুণাবলি ও মূল্যবোধ (পঞ্চম শ্রেণী)।

ইসলাম শিক্ষা:

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১৪, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি:

বিষয়গুলি সকল ধর্ম বইয়ের বিভিন্ন বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত।

হিন্দু ধর্ম শিক্ষা:

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৯, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৬,৭:

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১২, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১২,৬:

- সত্যনিষ্ঠা, প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশপ্রেম (তৃতীয় শ্রেণী);
- সত্যের জয়, প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশপ্রেম: দেশপ্রেম (চতুর্থ শ্রেণী);
- সত্য রক্ষা ও ধর্ম, সরলতা, উদারতা ও শিষ্টাচার, প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশপ্রেম (পঞ্চম শ্রেণী)।

বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা:

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৭, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৭:

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৮, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৮:

- পঞ্চশীল (তৃতীয় শ্রেণী);
- অষ্টশীল, গাথা (চতুর্থ শ্রেণী);
- দশশীল, গাথা (পঞ্চম শ্রেণী)।

৫.৩ প্রাথমিক শিক্ষার নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা ব্যতিত নৈতিকতা সম্পর্কিত কিছু অতিরিক্ত বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা

প্রাথমিক শিক্ষার উপরিউক্ত উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে নির্ধারিত বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা ছাড়াও বাংলা বিষয়ে ১টি, গণিতে ২টি, পরিবেশ পরিচিতিতে ১টি, হিন্দু ধর্মে ১টি, বৌদ্ধ ধর্মে ১০টি ও খ্রিষ্ট ধর্মে ২টি উদ্দেশ্য রয়েছে। উক্ত বিষয়গুলির মধ্যে গণিত ও পরিবেশ পরিচিতি'র উদ্দেশ্য বা প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকে কোন বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়নি।

সারণি: ৫.৩.১ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা ব্যতিত অতিরিক্ত কিছু বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতা (বাংলা)

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা
বাংলা	
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৫: নিজের মনোভাব সুন্দরভাবে ও পরিচ্ছন্নভাবে লিখে প্রকাশ করতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা।	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।
নৈতিক বিষয়: নান্দনিকতা/সৌন্দর্যবোধ।	

সারণি: ৫.৩.১ থেকে জানা যায় যে বাংলা বিষয়ের নৈতিকতা সম্পর্কিত ১টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য রয়েছে যা প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বা প্রান্তিক যোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত নয়। উদ্দেশ্যটির বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত নাই।

Dhaka University Institutional Repository

পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলন

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৫, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি:
১. বাংলা: বিষয়টি বাংলা বিষয়ের একটি সার্বিক উদ্দেশ্য।

সারণি: ৫.৩.২ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা ব্যতিত অতিরিক্ত কিছু বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতা (গণিত)

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা
গণিত	
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১১: জাতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে গণিতের অবস্থান ও গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভে সহায়তা করা। **বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১২:** সৌন্দর্যবোধ উন্মেষে গণিতের প্রভাব উপলব্ধিতে সহায়তা করা।	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।
নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, নান্দনিকতা/সৌন্দর্যবোধ।	

সারণি: ৫.৩.২ থেকে জানা যায় যে গণিত বিষয়ের নৈতিকতা সম্পর্কিত ২টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য রয়েছে যা প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বা প্রান্তিক যোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত নয়। উদ্দেশ্যটির বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত নাই।

পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলন
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১১,১২, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি:

গণিত: *উপর্যুক্ত বিষয় পাঠ্যপুস্তকে পরিলক্ষিত নয়।*

সারণি: ৫.৩.৩ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা ব্যতিত অতিরিক্ত কিছু বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতা (পরিবেশ পরিচিতি)

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা
পরিবেশ পরিচিতি	
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বর বিহীন): প্রেরণা, অনুসন্ধিৎসা, বিস্ময়ানুভূতি ও কার্যকারণ সম্পর্ক উপলব্ধি করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৭:** প্রেরণা, অনুসন্ধিৎসা, বিস্ময়ানুভূতি ও কার্যকারণ সম্পর্ক উপলব্ধি করা।
নৈতিক বিষয়: যুক্তিবাদিতা।	

সারণি: ৫.৩.৩ থেকে জানা যায় যে পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ের নৈতিকতা সম্পর্কিত ১টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য রয়েছে যা প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বা প্রান্তিক যোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত নয়। উদ্দেশ্যটির ১টি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত রয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলন

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য (নম্বরবিহীন), **বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৭:**
পরিবেশ পরিচিতি: উপর্যুক্ত বিষয় পাঠ্যপুস্তকে পরিলক্ষিত নয়।

সারণি: ৫.৩.৪ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা ব্যতিত অতিরিক্ত কিছু বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতা (হিন্দুধর্ম শিক্ষা)

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা
হিন্দুধর্ম শিক্ষা	
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১০: পিতা-মাতা-গুরুজনকে শ্রদ্ধার মাধ্যমে ঈশ্বরকেই ভক্তি-শ্রদ্ধা করা হয়, শিক্ষার্থীর মনে এই বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে পিতা-মাতা-গুরুজনদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে উদ্বুদ্ধ করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৪:** পিতামাতা এবং ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা।
নৈতিক বিষয়: ধর্মীয় নৈতিকতা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, বিনয়, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা।	

সারণি: ৫.৩.৪ থেকে জানা যায় হিন্দু ধর্ম শিক্ষার ১টি বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য রয়েছে যার আলোকে ১টি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার আছে। এটি প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বা প্রান্তিক যোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত নয়। উপরের সারণিতে উপস্থাপিত প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা পাঠ্যপুস্তকের যেসকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়বস্তু/পাঠের শিরোনাম নিচে তুলে ধরা হয়েছে:

পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলন

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১০, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৪:
- জীবসেবা, গুরুজনে ভক্তি (তৃতীয় শ্রেণী);
- গুরুজনে ভক্তি (চতুর্থ শ্রেণী);
- ঈশ্বর ও গুরুজনে ভক্তি (পঞ্চম শ্রেণী)।

সারণি: ৫.৩.৫ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা ব্যতিত অতিরিক্ত কিছু বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতা (বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা)

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা
বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা	
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ২: ত্রিরত্নের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ২: ত্রিরত্ন:** ত্রিরত্নের প্রতি পূর্ণ আস্থা, অটল বিশ্বাস ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা।
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৩: দৈনন্দিন কর্ম সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং ধর্মীয় জীবনযাপনে সহায়তা করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৩: নিত্যকর্ম:** দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৪: ত্রিশরণ গ্রহণের দ্বারা সদ্ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৪: ত্রিশরণ:** ত্রিশরণ গ্রহণের মাধ্যমে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতি সর্বদা শরণাপন্ন হওয়া।
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৫: ত্রিরত্ন, মাতাপিতা ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনে সচেতন করে তোলা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৫: বন্দনা:** বন্দনার মাধ্যমে ত্রিরত্ন ও গুরুজনের গুণাবলি স্মরণ করে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করা।
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ৬: পুণ্যার্জনে সহায়তা করা ও ত্যাগের মনোভাব গড়ে তোলা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৬: পূজা ও দান:** পূজার মাধ্যমে ধর্মীয় গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং দানের দ্বারা ত্যাগের মনোভাব গড়ে তোলা।
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১১: কর্ম ও কর্মফলে বিশ্বাসী হয়ে কুশল কর্ম সম্পাদনে আগ্রহী হওয়া।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১১: কর্ম ও কর্মফল:** কুশল কর্মের সুফল ও অকুশল কর্মের কুফল সম্পর্কে অবগত হওয়া।
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১৩: তীর্থ দর্শনে উৎসাহিত করা এবং বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৩: তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান:** তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থানের পরিচিতি, গুরুত্ব, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা।
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১৪: আত্ম-পরহিত ব্রতে নিয়োজিত হওয়ার জন্য সচেতন করে তোলা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৪:** জাতক: জাতক পাঠের মাধ্যমে ধর্মীয় আদর্শ, সদাচরণ, পরোপকার, ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা।
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১৫: বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব সম্পর্কে জানতে সহায়তা করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৫:** বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব: বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা।
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ১৬: বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যদের জীবন ও অবদান সম্পর্কে জানা ও তাঁদের আদর্শ অনুসরণে আগ্রহী করে তোলা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৬: বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য:** বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যের জীবনচরিত ও তাঁদের অবদান সম্পর্কে জানা।
নৈতিক বিষয়: ধর্মীয় নৈতিকতা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, বিনয়, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, আত্মত্যাগ, কর্মতৎপরতা, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, সদাচার, পরোপকার, ন্যায়পরায়নতা।	

সারণি: ৫.৩.৫ থেকে জানা যায় বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার ১০টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য রয়েছে যার আলোকে ১০টি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার আছে। এগুলি প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বা প্রান্তিক যোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত নয়। উপরের সারণিতে উপস্থাপিত প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা পাঠ্যপুস্তকের যেসকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়বস্তু/পাঠের শিরোনাম নিচে তুলে ধরা হয়েছে:

পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলন

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা:

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ২,৩,৪,৫,৬,১১,১৩-১৬):

- ত্রিরত্ন, নিত্যকর্ম, ত্রিশরণ, বন্দনা, পুষ্প পূজা, কর্ম ও কর্মফল, তীর্থস্থান, জাতক, গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য (তৃতীয় শ্রেণী);
- ত্রিরত্ন, বন্দনা, পূজা, কর্ম ও কর্মফল, তীর্থস্থান, জাতক, গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য (চতুর্থ শ্রেণী);
- ত্রিরত্ন বন্দনা, পূজা ও দান, কর্ম ও কর্মফল, ঐতিহাসিক স্থান, জাতক, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব, গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য (পঞ্চম শ্রেণী)।

সারণি: ৫.৩.৬ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা ব্যতিত অতিরিক্ত কিছু বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিকতা (খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা)

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য	বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা
খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা	
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য-গ: শিশু যেন পবিত্র বাইবেলকে প্রার্থনাপূর্ণভাবে পাঠ, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতে শেখে সে বিষয়ে তাকে উদ্বুদ্ধ করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৪:** প্রার্থনা ও উপাসনার অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং নিয়মিত প্রার্থনা ও উপাসনায় অংশগ্রহণ করা।
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য-ঘ: শিশুর মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞান পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করার চেতনা ও আগ্রহ বৃদ্ধি করা।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়নি।**
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়নি।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ৭:** পাপ ও তার ফল সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং পাপ করা থেকে বিরত থাকা।
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়নি।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১০:** প্রেরিত শিষ্যদের আহ্বান ও কার্যাবলি সম্পর্কে অবগত হওয়া।
বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়নি।	**বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১২:** পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে অবগত হওয়া।
নৈতিক বিষয়: ধর্মীয় নৈতিকতা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, বিনয়।	

সারণি: ৫.৩.৬ থেকে জানা যায় যে খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষার ২টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও ৪টি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা রয়েছে যা প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বা প্রান্তিক যোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত নয়। উক্ত উদ্দেশ্য ২টির ১টির প্রান্তিক যোগ্যতা আছে কিন্তু অপরটির নাই। অন্য ৩টি প্রান্তিক যোগ্যতা উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে নয়। উপরের সারণিতে উপস্থাপিত প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা পাঠ্যপুস্তকের যেসকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে প্রতিফলিত হয়েছে সেই বিষয়বস্তু/পাঠের শিরোনাম নিচে তুলে ধরা হয়েছে:

পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলন

খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা:

বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য-গ,ঘ, বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা ১৪,৭,১০,১২:

- পবিত্র বাইবেল, প্রার্থনা, পরিবার ও তার বৈশিষ্ট্য, পাপ ও পাপের ফল, সামুয়েলের আহবান, যীশুর শিষ্য পিতর, যীশুর বার জন প্রেরিতশিষ্য, রাজা দায়ূদ (তৃতীয় শ্রেণী);
- পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম, প্রার্থনার ধৈর্য, খ্রিষ্টীয় পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য, মথির আহবান, যীশুর শিষ্য সুন্দর সিং, রুথের বিশ্বস্ততা (চতুর্থ শ্রেণী);
- পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের প্রধান ভাগগুলো ও প্রবক্তাদের পরিচয়, প্রভুর প্রার্থনা, পলের আহবান ও কাজ, যীশুর শিষ্য মাদার তেরেজা, এস্তারের জীবনী (পঞ্চম শ্রেণী)।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার সাংখ্যিক বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয়সমূহকে সংখ্যাগতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে (গবেষণার চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের বিশ্লেষণকৃত তথ্যের আলোকে)। প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণীর সকল পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে যে সকল নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলিকে গণনা করে স্বতন্ত্র এবং সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় যে সকল নৈতিক বিষয়ের উল্লেখ আছে সেগুলিকেও সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় যতটি নৈতিক বিষয় আছে এবং প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে যে সকল নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত আছে সমন্বিতভাবে তার সর্বমোট সংখ্যার উল্লম্ব (Vertical) ও আনুভূমিক (Horizontal) বিন্যাস দেখানো হয়েছে। নিচের সারণিসমূহে (সারণি: ৬.১–৬.১৮) সেগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে। (*সারণির প্রথম কলামে নৈতিক বিষয়সমূহ এবং তার পাশের কলামগুলির 'রো'তে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের যেসকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে উক্ত নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত আছে সেই বিষয়বস্তুর/পাঠের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। 'x' চিহ্ন দ্বারা উক্ত নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়নি বোঝানো হয়েছে)।

৬.১ প্রাথমিক স্তরে প্রতি শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা: আনুভূমিক (Horizontal) বিন্যাস

সারণি: ৬.১ প্রথম শ্রেণীর বিষয়সমূহের বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা

নৈতিক বিষয়	বিষয়			মোট পাঠের সংখ্যা
	বাংলা (পাঠ সংখ্যা)	ইংরেজি (পাঠ সংখ্যা)	গণিত (পাঠ সংখ্যা)	
আত্মত্যাগ	২	x	৩	৫
একতা/ঐক্য	x	১	x	১
কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রমনির্ভরতা	১	x	x	১
কৃতজ্ঞতাবোধ/ধন্যবাদপূর্ণ	১	x	x	১
জীব/প্রাণীর প্রতি মমতা	১	x	x	১
দেশপ্রেম	৪	x	১	৫
নম্রতা/বিনয়	১	x	x	১
নান্দনিকতা/সৌন্দর্যবোধ	১	x	১	২
বৈষম্যহীনতা/সাম্য/সমতা	১	x	১	২
সত্যবাদিতা/সত্যনিষ্ঠা/সত্যানুসরণ	x	x	১	১
সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা	১	x	x	১
সাহসিকতা	২	x	x	২
মোট নৈতিক বিষয়ের সংখ্যা = ১২টি	নৈতিক বিষয় ১০টি	নৈতিক বিষয় ১টি	নৈতিক বিষয় ৫টি	

সারণি: ৬.১ এ দেখা যায় যে প্রথম শ্রেণীতে বাংলা বিষয়ে মোট ১০টি, ইংরেজি বিষয়ে ১টি এবং গণিতে ৫টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর ৩টি বিষয়ের মধ্যে মোট ১২টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। সারণিতে উল্লিখিত নৈতিক বিষয়সমূহ প্রথম শ্রেণীর বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের কতটি বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত হয়েছে তার সংখ্যা উক্ত সারণির 'রো'গুলিতে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৬.২ দ্বিতীয় শ্রেণীর বিষয়সমূহের বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা

নৈতিক বিষয়	বিষয়			মোট পাঠের সংখ্যা
	বাংলা (পাঠ সংখ্যা)	ইংরেজি (পাঠ সংখ্যা)	গণিত (পাঠ সংখ্যা)	
অহম বর্জন/অহংকার বর্জন	১	x	x	১
অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ	২	x	x	২
অপরের প্রতি সম্মান/শ্রদ্ধাশীলতা	২	x	x	২
আত্মত্যাগ	৩	x	২	৫
ঈর্ষা মুক্ততা	১	x	x	১
একতা/ঐক্য	৫	x	x	৫
কর্তব্যপরায়নতা/দায়িত্ববোধ	২	x	x	২
কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রমনির্ভরতা	৪	x	x	৪
কৃতজ্ঞতাবোধ/ধন্যবাদপূর্ণ	৩	x	x	৩
জীব/প্রাণীর প্রতি মমতা	১	x	x	১
দয়ার্দ্রতা	১	১	x	২
দেশপ্রেম	৮	x	x	৮
নম্রতা/বিনয়	৩	x	x	৩
নান্দনিকতা/সৌন্দর্যবোধ	৪	x	১	৫
পরার্থপরতা/পরোপকার	১	x	x	১
বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	১	x	x	১
বৈষম্যহীনতা/সাম্য/সমতা	১	x	১	২
ভ্রাতৃত্ববোধ	১	x	x	১
মমতা/ভালোবাসা	৩	x	x	৩
মহত্ত্ব	১	x	x	১
মানবিকতা/মানবতাবাদ	২	x	x	২
লোভহীনতা	২	x	x	২
শিষ্টাচার/সদাচার/উন্নত আচার-ব্যবহার/ আদব-কায়দা/ভদ্রতাবোধ/সৌজন্যতা	১২	x	x	১২
শৃঙ্খলা	১	x	x	১
সততা	২	x	x	২
সত্যবাদিতা/সত্যনিষ্ঠা/সত্যানুসরণ	২	x	x	২
সমবেদনাবোধ/সহমর্মিতা/সহানুভূতি	১	x	x	১
সময়ানুবর্তিতা/সময়ের সদ্ব্যবহার	১	x	x	১
সহযোগিতা	৩	x	x	৩
সাহসিকতা	৩	x	x	৩
সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা	১	x	x	১
সৌহার্দ্য/সম্প্রীতি/সংহতি	১	x	x	১
স্বাস্থ্য রক্ষা	x	x	১	১
মোট নৈতিক বিষয়ের সংখ্যা = ৩৩টি	নৈতিক বিষয় ৩২টি	নৈতিক বিষয় ১টি	নৈতিক বিষয় ৪টি	

সারণি: ৬.২ এ দেখা যায় যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাংলা বিষয়ে মোট ৩২টি, ইংরেজি বিষয়ে ১টি এবং গণিতে ৪টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ৩টি বিষয়ের মধ্যে মোট ৩৩টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। সারণিতে উল্লিখিত নৈতিক বিষয়সমূহ দ্বিতীয় শ্রেণীর বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের কতটি বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত হয়েছে তার সংখ্যা উক্ত সারণির 'রো'গুলিতে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৬.৩ তৃতীয় শ্রেণীর বিষয়সমূহের বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা

নৈতিক বিষয়	বিষয়									মোট পাঠের সংখ্যা
	বাংলা (পাঠ সংখ্যা)	ইংরেজি (পাঠ সংখ্যা)	গণিত (পাঠ সংখ্যা)	পরিবেশ পরিচিতি সমাজ (পাঠ সংখ্যা)	পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান (পাঠ সংখ্যা)	ধর্ম (পাঠ সংখ্যা)				
						ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	
অহিংসা	x	x	x	x	x	১	x	x	৫	৬
অহম বর্জন/অহংকার বর্জন	x	x	x	x	x	x	১	x	১	২
অধ্যবসায়	১	১	x	১	x	x	১	১	১	৬
অপরের প্রতি সম্মান/শ্রদ্ধাশীলতা	x	x	x	৪	x	১	১	২	x	৮
অপর ধর্মে/মতবাদে সহনশীলতা	x	x	x	৩	x	x	১	x	x	৪
অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা	x	x	x	২	x	x	x	x	x	২
আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	১	x	x	১	x	x	x	x	x	২
আতিথেয়তা	২	x	x	১	x	২	x	x	x	৫
আত্মত্যাগ	৩	x	১	১	x	x	১	x	৩	৯
আত্মসম্মানবোধ	১	x	x	x	x	x	x	x	x	১
একতা/ঐক্য	x	x	x	৪	x	১	১	১	১	৮
ঔদার্য	x	x	x	x	x	x	১	x	১	২
কর্তব্যপরায়নতা/দায়িত্ববোধ	২	x	x	২	x	৩	x	x	২	৯
কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রমনির্ভরতা	৩	১	x	২	x	x	x	১	x	৭
কুসংস্কারমুক্ততা	x	x	x	x	x	x	১	x	x	১
কৃতজ্ঞতাবোধ/ধন্যবাদপূর্ণ	২	x	x	x	x	২	x	x	৪	৮
ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা	১	x	x	১	x	x	১	x	১	৪
জীব/প্রাণীর প্রতি মমতা	১	x	x	x	x	২	৪	৩	১	১১
দয়ার্দ্রতা	২	x	x	২	x	২	x	৪	৩	১৩
দেশপ্রেম	৮	x	x	২	x	x	১	x	১	১২

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক বিষয়	বিষয়									মোট পাঠের সংখ্যা
	বাংলা (পাঠ সংখ্যা)	ইংরেজি (পাঠ সংখ্যা)	গণিত (পাঠ সংখ্যা)	পরিবেশ পরিচিতি সমাজ (পাঠ সংখ্যা)	পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান (পাঠ সংখ্যা)	ধর্ম (পাঠ সংখ্যা)				
						ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	
নম্রতা/বিনয়	x	x	x	x	x	২	৭	১	৩	১৩
নান্দনিকতা/সৌন্দর্যবোধ	৭	x	x	৩	x	১	২	১	১	১৫
নিয়মানুবর্তিতা/নিয়মনিষ্ঠ	x	x	x	২	x	x	১	৪	x	৭
নির্মলতা/সারল্য	x	x	x	x	x	x	৩	৩	৩	৯
ন্যায়পরায়নতা/ন্যায়বিচারনিষ্ঠ	x	x	x	x	x	১	x	x	x	১
পরার্থপরতা/পরোপকার	x	x	x	x	x	x	১	১	x	২
পরিমিতিবোধ	x	x	x	১	x	x	x	x	x	১
পরিবেশ রক্ষা/সংরক্ষণ	x	x	x	৪	x	x	১	১	x	৬
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	x	x	x	৫	x	১	১	৩	১	১১
প্রতিশ্রুতি রক্ষা	x	x	x	x	x	১	৩	x	x	৪
প্রশান্তচিত্ততা	১	x	x	x	x	x	x	x	১	২
বয়োজ্যেষ্ঠদেও প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	৩	x	x	৩	x	১	২	৪	১	১৪
বন্ধুভাবাপন্ন	x	x	x	x	x	১	x	১	x	২
বিশ্বাসযোগ্যতা	x	x	x	x	x	১	x	x	x	১
বৈষম্যহীনতা/সাম্য/সমতা	x	x	১	২	x	২	x	x	x	৫
মমতা/ভালোবাসা	৩	x	x	৩	x	২	৫	x	৬	১৯
মহত্ত্ব	১	x	x	x	x	১	২	১	x	৫
মানবিকতা/মানবতাবাদ	x	x	x	১	x	x	x	x	x	১
মিতব্যয়িতা	x	x	১	১	১	x	x	x	x	৩
রাগ নিয়ন্ত্রণ/ক্রোধ প্রশমন	x	x	x	x	x	x	x	১	x	১
লোভহীনতা	x	x	x	x	x	x	১	১	১	৩

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক বিষয়	বিষয়									মোট পাঠের সংখ্যা
	বাংলা (পাঠ সংখ্যা)	ইংরেজি (পাঠ সংখ্যা)	গণিত (পাঠ সংখ্যা)	পরিবেশ পরিচিতি সমাজ (পাঠ সংখ্যা)	পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান (পাঠ সংখ্যা)	ধর্ম (পাঠ সংখ্যা)				
						ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	
শিষ্টাচার/সদাচার/উন্নত আচার-ব্যবহার/ আদব-কায়দা/ভদ্রতাবোধ/সৌজন্যতা	৪	x	x	৩	x	৮	৩	x	x	১৮
শৃঙ্খলা	১	x	x	৩	x	x	১	২	x	৭
সততা	২	x	x	x	x	২	৩	৫	১	১৩
সত্যবাদিতা/সত্যনিষ্ঠা/সত্যানুসরণ	x	x	x	x	x	৩	৩	২	১	৯
সমবেদনাবোধ/সহমর্মিতা/সহানুভূতি	x	x	x	x	x	x	১	x	x	১
সময়ানুবর্তিতা/সময়ের সদ্ব্যবহার	x	১	x	১	x	x	১	১	x	৪
সহযোগিতা	২	x	x	৬	x	৪	৪	১	৬	২৩
সঞ্চয়	১	x	x	x	x	x	x	x	x	১
সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা	x	x	x	২	x	x	x	x	x	২
সাহসিকতা	৫	x	x	x	x	১	১	x	x	৭
সেবাব্রত/সেবাপরায়নতা	১	x	x	২	x	৫	৩	১	৫	১৭
সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা	৭	x	x	৩	x	x	x	x	x	১০
সৌহার্দ্য/সম্প্রীতি/সংহতি	২	x	x	২	x	x	১	১	x	৬
স্বাস্থ্য রক্ষা	১	x	x	৫	৫	১	x	১	১	১৪
ক্ষমাশীল মনোভাব	x	x	x	x	x	১	x	x	৩	৪
মোট নৈতিক বিষয়ের সংখ্যা = ৫৬টি	নৈতিক বিষয় ২৭টি	নৈতিক বিষয় ৩টি	নৈতিক বিষয় ৩টি	নৈতিক বিষয় ৩২টি	নৈতিক বিষয় ২টি	নৈতিক বিষয় ২৬টি	নৈতিক বিষয় ৩৩টি	নৈতিক বিষয় ২৬টি	নৈতিক বিষয় ২৬টি	

সারণি: ৬.৩ এ দেখা যায় যে তৃতীয় শ্রেণীতে বাংলা বিষয়ে মোট ২৭টি, ইংরেজি বিষয়ে ৩টি, গণিতে ৩টি, পরিবেশ পরিচিতি সমাজে ৩২টি, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞানে ২টি, ইসলাম শিক্ষায় ২৬টি, হিন্দু ধর্মে ৩৩টি, বৌদ্ধ ধর্মে ২৬টি এবং খ্রিষ্ট ধর্ম বিষয়ে ২৬টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর ৯টি বিষয়ের মধ্যে মোট ৫৬টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। সারণিতে উল্লিখিত নৈতিক বিষয়সমূহ তৃতীয় শ্রেণীর বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের কতটি বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত হয়েছে তার সংখ্যা উক্ত সারণির 'রো'গুলিতে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়েছে।

সারণি: ৬.৪ চতুর্থ শ্রেণীর বিষয়সমূহের বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা

নৈতিক বিষয়	বিষয়									মোট পাঠের সংখ্যা
	বাংলা (পাঠ সংখ্যা)	ইংরেজি (পাঠ সংখ্যা)	গণিত (পাঠ সংখ্যা)	পরিবেশ পরিচিতি সমাজ (পাঠ সংখ্যা)	পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান (পাঠ সংখ্যা)	ধর্ম (পাঠ সংখ্যা)				
						ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	
অহিংসা	x	x	x	x	x	১	x	১	২	৪
অহম বর্জন/অহংকার বর্জন	x	x	x	x	x	x	২	x	১	৩
অধ্যবসায়	২	x	x	১	x	১	x	১	২	৭
অপরের প্রতি সম্মান/শ্রদ্ধাশীলতা	১	x	x	৬	x	৩	৩	৫	১	১৯
অপর ধর্মে/মতবাদে সহনশীলতা	x	x	x	১	x	x	১	১	x	৩
অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা	x	x	x	৪	x	x	x	x	x	৪
আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	x	x	x	x	১	x	x	x	x	১
আতিথেয়তা	১	x	x	১	x	১	১	x	x	৪
আত্মত্যাগ	১	x	১	৪	x	x	২	x	৫	১৩
ইতিবাচক মনোভাব	x	x	x	x	x	১	x	x	x	১
একতা/ঐক্য	১	x	x	৪	x	২	x	২	১	১০
ঔদার্য	x	x	x	x	x	x	১	১	২	৪
কর্তব্যপরায়নতা/দায়িত্ববোধ	x	x	x	৪	x	x	x	x	৪	৮
কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রমনির্ভরতা	৪	১	x	৩	x	x	x	১	২	১১
কৃতজ্ঞতাবোধ/ধন্যবাদপূর্ণ	১	১	x	২	x	x	২	১	৬	১৩
ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা	২	x	x	১	x	২	x	x	x	৫
জীব/প্রাণীর প্রতি মমতা	x	x	x	x	x	১	২	৩	১	৭
দয়ার্দ্রতা	১	১	x	x	x	৪	১	৬	৪	১৭
দেশপ্রেম	১০	১	১	৩	x	x	১	x	১	১৭
ধৈর্যশীলতা	x	x	x	x	x	x	x	x	৩	৩
নম্রতা/বিনয়	১	x	x	১	x	৫	৬	২	৫	২০
নান্দনিকতা/সৌন্দর্যবোধ	৭	x	x	৩	x	x	১	x	১	১২

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক বিষয়	বিষয়									মোট পাঠের সংখ্যা
	বাংলা (পাঠ সংখ্যা)	ইংরেজি (পাঠ সংখ্যা)	গণিত (পাঠ সংখ্যা)	পরিবেশ পরিচিতি সমাজ (পাঠ সংখ্যা)	পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান (পাঠ সংখ্যা)	ধর্ম (পাঠ সংখ্যা)				
						ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	
নিয়মানুবর্তিতা/নিয়মনিষ্ঠ	x	১	x	২	x	x	১	x	৩	৭
নির্মলতা/সারল্য	x	x	x	x	x	x	৩	৩	৪	১০
ন্যায়পরায়নতা/ন্যায়বিচারনিষ্ঠ	২	x	x	২	x	১	x	২	১	৮
পরার্থপরতা/পরোপকার	১	x	x	x	x	x	১	১	x	৩
পরিবেশ রক্ষা/সংরক্ষণ	x	x	x	৩	৬	x	৩	x	x	১২
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	x	x	x	৪	৫	৪	২	৩	x	১৮
প্রতিশ্রুতি রক্ষা	x	x	x	x	x	২	২	x	x	৪
প্রশান্ত চিত্ততা	x	x	x	x	x	x	x	x	২	২
বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	১	x	x	১	x	৩	২	৩	৩	১৩
বিশ্বাস যোগ্যতা	x	x	x	x	x	১	x	x	২	৩
বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ	x	x	x	২	x	x	x	x	x	২
বৈষম্যহীনতা/সাম্য/সমতা	২	x	x	৩	x	৩	১	x	২	১১
মমতা/ভালোবাসা	৫	x	x	২	x	৪	৫	১	৯	২৬
মহত্ত্ব	১	x	x	১	x	১	২	১	১	৭
মানবিকতা/মানবতাবাদ	x	x	x	১	x	x	১	১	x	৩
মিতব্যয়িতা	১	x	x	১	১	১	x	x	x	৪
যুক্তিবাদিতা	x	x	x	x	x	x	x	৩	x	৩
রাগ নিয়ন্ত্রণ/ক্রোধ প্রশমন	x	x	x	x	x	x	x	১	x	১
লোভহীনতা	x	১	x	x	x	১	৩	২	২	৯
শালীনতা/মার্জিতবোধ	১	x	x	x	x	x	x	x	x	১
শিষ্টাচার/সদাচার/উন্নত আচার-ব্যবহার/ আদব-কায়দা/ভদ্রতাবোধ/সৌজন্যতা	২	৪	x	২	x	১১	১	১	x	২১
শৃঙ্খলা	x	x	x	২	x	১	x	২	x	৫
সততা	২	১	x	x	x	২	২	৬	৫	১৮

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক বিষয়	বিষয়									মোট পাঠের সংখ্যা
	বাংলা (পাঠ সংখ্যা)	ইংরেজি (পাঠ সংখ্যা)	গণিত (পাঠ সংখ্যা)	পরিবেশ পরিচিতি সমাজ (পাঠ সংখ্যা)	পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান (পাঠ সংখ্যা)	ধর্ম (পাঠ সংখ্যা)				
						ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	
সত্যবাদিতা/সত্যনিষ্ঠা/সত্যানুসরণ	১	x	x	x	x	৫	২	৩	২	১৩
সমবেদনাবোধ/সহমর্মিতা/সহানুভূতি	১	x	x	৪	x	x	x	x	x	৫
সময়ানুবর্তিতা/সময়ের সদ্ব্যবহার	১	১	x	১	x	x	x	x	x	৩
সহযোগিতা	x	x	x	৭	x	৪	x	x	২	১৩
সহিষ্ণুতা/সহনশীলতা	x	x	x	x	x	x	১	x	১	২
সংযম/আত্ম নিয়ন্ত্রণ	x	x	x	x	x	x	x	২	x	২
সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা	x	x	x	১	১	x	x	x	x	২
সাহসিকতা	২	x	x	x	x	x	x	x	x	২
সেবাব্রত/সেবা পরায়নতা	১	x	x	x	x	৫	৫	৩	৪	১৮
সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা	২	x	x	৪	x	x	x	x	x	৬
সৌহার্দ্য/সম্প্রীতি/সংহতি	১	x	x	৩	x	x	১	১	x	৬
স্বাস্থ্য রক্ষা	১	x	x	৩	৩	১	১	১	x	১০
ক্ষমাশীল মনোভাব	x	x	x	x	x	x	১	x	৪	৫
মোট নৈতিক বিষয়ের (নৈ.বি.) সংখ্যা = ৫৮টি	নৈ.বি. ৩০টি	নৈ.বি. ৯টি	নৈ.বি. ২টি	নৈ.বি. ৩৪টি	নৈ.বি. ৬টি	নৈ.বি. ২৭টি	নৈ.বি. ৩২টি	নৈ.বি. ৩০টি	নৈ.বি. ৩২টি	

সারণি: ৬.৪ এ দেখা যায় যে চতুর্থ শ্রেণীতে বাংলা বিষয়ে মোট ৩০টি, ইংরেজি বিষয়ে ৯টি, গণিতে ২টি, পরিবেশ পরিচিতি সমাজে ৩৪টি, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞানে ৬টি, ইসলাম শিক্ষায় ২৭টি, হিন্দু ধর্মে ৩২ট, বৌদ্ধ ধর্মে ৩০টি এবং খ্রিষ্ট ধর্ম বিষয়ে ৩২টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণীর ৯টি বিষয়ের মধ্যে মোট ৫৮টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। সারণিতে উল্লিখিত নৈতিক বিষয়সমূহ চতুর্থ শ্রেণীর বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের কতটি বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত হয়েছে তার সংখ্যা উক্ত সারণির 'রো'গুলিতে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৬.৫ পঞ্চম শ্রেণীর বিষয়সমূহের বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা

নৈতিক বিষয়	বিষয়: বাংলা (পাঠ সংখ্যা)	ইংরেজি (পাঠ সংখ্যা)	গণিত (পাঠ সংখ্যা)	পরিবেশ পরিচিতি সমাজ (পাঠ সংখ্যা)	পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান (পাঠ সংখ্যা)	ধর্ম (পাঠ সংখ্যা): ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	মোট পাঠের সংখ্যা
অহিংসা	১	x	x	১	x	x	৩	৪	১	১০
অহম বর্জন/অহংকার বর্জন	৫	x	x	x	x	১	x	১	১	৮
অধ্যবসায়	x	১	x	x	x	x	১	১	১	৪
অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ	১	x	x	১	x	৫	x	x	x	৭
অপরের প্রতি সম্মান/শ্রদ্ধাশীলতা	১	x	x	৫	x	x	x	x	৩	৯
অপর ধর্মে/মতবাদে সহনশীলতা	১	x	x	৪	x	x	২	x	x	৭
অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা	x	x	x	২	x	x	x	x	x	২
আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	x	x	x	২	x	x	x	x	x	২
আতিথেয়তা	x	x	x	১	x	১	x	x	x	২
আত্মত্যাগ	৫	x	৩	১	x	৩	১	x	১	১৪
আত্মসম্মানবোধ	১	x	x	x	x	x	x	x	x	১
ইতিবাচক মনোভাব	x	x	x	x	x	১	x	x	x	১
ঈর্ষামুক্ততা	১	x	x	x	x	x	x	x	x	১
একতা/ঐক্য	x	x	x	৩	x	১	x	x	২	৬
ঔদার্য	১	x	x	x	x	১	২	x	x	৪
কর্তব্যপরায়নতা/দায়িত্ববোধ	x	১	x	৫	x	x	x	x	২	৮
কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রমনির্ভরতা	৪	x	x	৪	x	২	x	৫	৩	১৮
কুসংস্কারমুক্ততা	x	১	x	১	x	x	x	১	x	৩
কৃতজ্ঞতাবোধ/ধন্যবাদপূর্ণ	৭	x	x	১	x	১	১	x	১	১১
ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা	x	x	x	১	x	২	১	x	x	৪
জীব/প্রাণীর প্রতি মমতা	৩	১	x	x	x	১	১	৩	x	৯
দয়ার্দ্রতা	২	x	x	১	x	৬	৩	২	৩	১৭
দেশপ্রেম	১০	১	১	২	x	১	১	x	x	১৬
ধৈর্যশীলতা	২	x	x	x	x	২	x	x	১	৫

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক বিষয়	বিষয়									মোট পাঠের সংখ্যা
	বাংলা (পাঠ সংখ্যা)	ইংরেজি (পাঠ সংখ্যা)	গণিত (পাঠ সংখ্যা)	পরিবেশ পরিচিতি সমাজ (পাঠ সংখ্যা)	পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান (পাঠ সংখ্যা)	ধর্ম (পাঠ সংখ্যা)				
						ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	
নম্রতা/বিনয়	২	x	x	২	x	৪	৪	৭	৪	২৩
নান্দনিকতা/সৌন্দর্যবোধ	৬	১	x	৩	x	১	২	x	x	১৩
নিয়মানুবর্তিতা/নিয়মনিষ্ঠ	x	১	x	১	x	১	১	২	১	৭
নির্মলতা/সারল্য	১	x	x	x	x	x	৫	৪	৫	১৫
ন্যায়পরায়নতা/ন্যায়বিচারনিষ্ঠ	৩	x	x	২	x	৫	x	x	২	১২
পরার্থপরতা/পরোপকার	৫	x	x	১	x	৩	২	x	১	১২
পরিমিতিবোধ	১	x	১	x	x	x	x	৪	x	৬
পরিবেশ রক্ষা/সংরক্ষণ	৪	x	x	৫	৩	২	২	১	x	১৭
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	x	x	x	৫	৩	২	২	২	১	১৫
প্রতিশ্রুতি রক্ষা	x	x	x	x	x	১	১	x	১	৩
প্রশান্তচিত্ততা	x	x	x	x	x	x	x	২	১	৩
বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	২	x	x	১	x	৩	২	৩	৩	১৪
বন্ধুভাবাপন্ন	x	১	x	x	x	১	১	x	x	৩
বিবেকবোধ	১	x	x	x	x	x	১	x	x	২
বিশ্বাসযোগ্যতা	x	x	x	x	x	x	১	x	২	৩
বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ	x	x	x	২	x	১	x	x	x	৩
বৈষম্যহীনতা/সাম্য/সমতা	১	x	২	১	x	১	২	x	x	৭
ভ্রাতৃত্ববোধ	১	x	x	x	x	২	১	x	x	৪
মমতা/ভালোবাসা	৩	x	x	১	x	৪	৩	x	৫	১৬
মহত্ত্ব	২	x	x	x	x	৩	৩	২	৩	১৩
মানবিকতা/মানবতাবাদ	১	x	x	৩	x	১	x	x	x	৫
মিতব্যয়িতা	x	x	x	x	x	৩	x	x	x	৩
যুক্তিবাদিতা	x	x	x	১	x	x	x	৪	x	৫
রাগ নিয়ন্ত্রণ/ক্রোধ প্রশমন	x	x	x	x	x	১	x	১	x	২
লোভহীনতা	৩	x	x	x	x	১	x	৩	৩	১০
শালীনতা/মার্জিতবোধ	x	x	x	x	x	২	x	x	x	২

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক বিষয়	বিষয়									মোট পাঠের সংখ্যা
	বাংলা (পাঠ সংখ্যা)	ইংরেজি (পাঠ সংখ্যা)	গণিত (পাঠ সংখ্যা)	পরিবেশ পরিচিতি সমাজ (পাঠ সংখ্যা)	পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান (পাঠ সংখ্যা)	ধর্ম (পাঠ সংখ্যা)				
						ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	
শিষ্টাচার/সদাচার/উন্নত আচার-ব্যবহার/ আদব-কায়দা/ভদ্রতাবোধ/সৌজন্যতা	৩	৫	১	২	x	৮	১	৪	১	২৫
শৃঙ্খলা	x	x	x	১	x	x	x	x	x	১
সততা	২	x	x	২	x	২	৩	৬	৫	২০
সত্যবাদিতা/সত্যনিষ্ঠা/সত্যানুসরণ	২	x	x	১	x	৮	৩	১	২	১৭
সমবেদনাবোধ/সহমর্মিতা/সহানুভূতি	x	x	x	৪	x	২	১	১	১	৯
সময়ানুবর্তিতা/সময়ের সদ্ব্যবহার	x	১	x	১	x	x	x	x	x	২
সহযোগিতা	১	১	x	৬	x	৯	১	৩	২	২৩
সহিষ্ণুতা/সহনশীলতা	১	x	x	২	x	১	x	x	১	৫
সংযম/আত্মনিয়ন্ত্রণ	x	x	x	x	x	১	x	৪	২	৭
সঞ্চয়	x	x	২	x	x	x	x	x	x	২
সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা	১	x	x	৩	১	১	x	x	x	৬
সাহসিকতা	৭	x	x	১	x	১	১	১	১	১২
সেবাব্রত/সেবাপরায়নতা	১	২	x	২	x	৩	২	২	৭	১৯
সুবিবেচনা বোধ	x	x	x	x	x	x	x	x	১	১
সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা	২	x	x	৪	x	x	x	x	x	৬
সৌহার্দ্য/সম্প্রীতি/সংহতি	২	১	x	৩	x	১	x	১	১	৯
স্বাস্থ্য রক্ষা	১	x	x	২	৫	৫	২	৩	৩	২১
ক্ষমাশীল মনোভাব	x	x	x	x	x	৪	x	x	৫	৯
মোট নৈতিক বিষয়ের (নৈ.বি.) সংখ্যা = ৬৮টি	নৈ.বি.৪১টি	নৈ.বি. ১৩টি	নৈ.বি. ৬টি	নৈ.বি. ৪৩টি	নৈ.বি. ৪টি	নৈ.বি. ৪৭টি	নৈ.বি. ৩৪টি	নৈ.বি. ২৯টি	নৈ.বি. ৩৬টি	

সারণিঃ ৬.৫ এ দেখা যায় যে পঞ্চম শ্রেণীতে বাংলা বিষয়ে মোট ৪১টি, ইংরেজি বিষয়ে ১৩টি, গণিতে ৬টি, পরিবেশ পরিচিতি সমাজে ৪৩টি, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞানে ৪টি, ইসলাম শিক্ষায় ৪৭টি, হিন্দু ধর্মে ৩৪টি, বৌদ্ধ ধর্মে ২৯টি এবং খ্রিষ্ট ধর্ম বিষয়ে ৩৬টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণীর ৯টি বিষয়ের মধ্যে মোট ৬৮টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। সারণিতে উল্লিখিত নৈতিক বিষয়সমূহ পঞ্চম শ্রেণীর বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের কতটি বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত হয়েছে তার সংখ্যা উক্ত সারণির 'রো'গুলিতে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২ প্রাথমিক স্তরের প্রতি বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা: উল্লম্ব (Vertical) বিন্যাস

সারণি: ৬.৬ প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা

নৈতিক বিষয়	প্রথম শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	দ্বিতীয় শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	তৃতীয় শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	চতুর্থ শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	পঞ্চম শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	মোট পাঠের সংখ্যা
অহিংসা	x	x	x	x	১	১
অহম বর্জন/ অহংকার বর্জন	x	১	x	x	৫	৬
অধ্যবসায়	x	x	১	২	x	৩
অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ	x	২	x	x	১	৩
অপরের প্রতি সম্মান/ শ্রদ্ধাশীলতা	x	২	x	১	১	৪
অপর ধর্মে/মতবাদে সহনশীলতা	x	x	x	x	১	১
আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	x	x	১	x	x	১
আতিথেয়তা	x	x	২	১	x	৩
আত্মত্যাগ	২	৩	৩	১	৫	১৪
আত্মসম্মানবোধ	x	x	১	x	১	২
ঈর্ষা মুক্ততা	x	১	x	x	১	২
একতা/ঐক্য	x	৫	x	১	x	৬
ঔদার্য	x	x	x	x	১	১
কর্তব্য পরায়নতা/দায়িত্বৃবোধ	১	২	২	x	x	৫
কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/ পরিশ্রমনির্ভরতা	x	৪	৩	৪	৪	১৫
কৃতজ্ঞতাবোধ/ ধন্যবাদপূর্ণ	১	৩	২	১	৭	১৪
ছোটদের প্রতি স্নেহ পরায়নতা	x	x	১	২	x	৩
জীব/প্রাণীর প্রতি মমতা	১	১	১	x	৩	৬
দয়ার্দ্রতা	x	১	২	১	২	৬
দেশপ্রেম	৪	৮	৮	১০	১০	৪০
ধৈর্যশীলতা	x	x	x	x	২	২
নম্রতা/বিনয়	১	৩	x	১	২	৭
নান্দনিকতা/সৌন্দর্যবোধ	১	৪	৭	৭	৬	২৫
নির্মলতা/সারল্য	x	x	x	x	১	১
ন্যায়পরায়নতা/ ন্যায়বিচারনিষ্ঠ	x	x	x	২	৩	৫
পরার্থপরতা/পরোপকার	x	১	x	১	৫	৭
পরিমিতিবোধ	x	x	x	x	১	১
পরিবেশ রক্ষা/সংরক্ষণ	x	x	x	x	৪	৪
প্রশান্ত চিত্ততা	x	x	১	x	x	১
বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	x	১	৩	১	২	৭
বিবেক বোধ	x	x	x	x	১	১
বৈষম্যহীনতা/সাম্য/সমতা	১	১	x	২	১	৫
ভ্রাতৃত্ববোধ	x	১	x	x	১	২
মমতা/ভালোবাসা	x	৩	৩	৫	৩	১৪
মহত্ত্ব	x	১	১	১	২	৫

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক বিষয়	প্রথম শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	দ্বিতীয় শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	তৃতীয় শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	চতুর্থ শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	পঞ্চম শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	মোট পাঠের সংখ্যা
মানবিকতা/মানবতাবাদ	x	২	x	x	১	৩
মিতব্যয়িতা	x	x	x	১	x	১
লোভহীনতা	x	২	x	x	৩	৫
শালীনতা/মার্জিতবোধ	x	x	x	১	x	১
শিষ্টাচার/সদাচার/ উন্নত আচার-ব্যবহার/ আদব- কায়দা/ ভদ্রতাবোধ/সৌজন্যতা	x	১২	৪	২	৩	২১
শৃঙ্খলা	x	১	১	x	x	২
সততা	x	২	২	২	২	৮
সত্যবাদিতা/সত্যনিষ্ঠা/ সত্যানুসরণ	x	২	x	১	২	৫
সমবেদনাবোধ/সহমর্মিতা/ সহানুভূতি	x	১	x	১	x	২
সময়ানুবর্তিতা/ সময়ের সদ্ব্যবহার	x	১	x	১	x	২
সহযোগিতা	x	৩	২	x	১	৬
সহিষ্ণুতা/সহনশীলতা	x	x	x	x	১	১
সঞ্চয়	x	x	১	x	x	১
সামাজিক/ রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা	১	x	x	x	১	২
সাহসিকতা	২	৩	৫	২	৭	১৯
সেবাব্রত/ সেবাপরায়নতা	x	x	১	১	১	৩
সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা	x	১	৭	২	২	১২
সৌহার্দ্য/সম্প্রীতি/ সংহতি	x	১	২	১	২	৬
স্বাস্থ্য রক্ষা	x	x	১	১	১	৩
মোট নৈতিক বিষয়ের (নৈ.বি.) সংখ্যা = ৫৪টি	নৈ.বি. ১০টি	নৈ.বি. ৩২টি	নৈ.বি. ২৭টি	নৈ.বি. ৩০টি	নৈ.বি. ৪১টি	

সারণি: ৬.৬ এ দেখা যায় যে বাংলা বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে মোট ১০টি, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৩২টি, তৃতীয় শ্রেণীতে ২৭টি, চতুর্থ শ্রেণীতে ৩০টি এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ৪১টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলা বিষয়ে পাঁচটি শ্রেণীতে মোট ৫৪টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। সারণিতে উল্লিখিত নৈতিক বিষয়সমূহ বিভিন্ন শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের কতটি বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত হয়েছে তার সংখ্যা উক্ত সারণির 'রো'গুলিতে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়েছে।

সারণি: ৬.৭ প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণীর ইংরেজি বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা

নৈতিক বিষয়	প্রথম শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	দ্বিতীয় শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	তৃতীয় শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	চতুর্থ শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	পঞ্চম শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	মোট পাঠের সংখ্যা
অধ্যবসায়	x	x	১	x	১	২
একতা/ঐক্য	১	x	x	x	x	১
কর্তব্যপরায়নতা/ দায়িত্ববোধ	x	x	x	x	১	১
কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/ পরিশ্রমনির্ভরতা	x	x	১	১	x	২
কুসংস্কারমুক্ততা	x	x	x	x	১	১
কৃতজ্ঞতাবোধ/ ধন্যবাদপূর্ণ	x	x	x	১	x	১
জীব/প্রাণীর প্রতি মমতা	x	x	x	১	১	২
দয়ার্দ্রতা	x	১	x	১	x	২
দেশপ্রেম	x	x	x	১	১	২
নান্দনিকতা/সৌন্দর্যবোধ	x	x	x	x	১	১
নিয়মানুবর্তিতা/নিয়মনিষ্ঠ	x	x	x	১	১	২
বন্ধুভাবাপন্ন	x	x	x	x	১	১
লোভহীনতা	x	x	x	১	x	১
শিষ্টাচার/সদাচার/ উন্নত আচার-ব্যবহার/ আদব-কায়দা/ ভদ্রতাবোধ/সৌজন্যতা	x	x	x	৪	৫	৯
সততা	x	x	x	১	x	১
সময়ানুবর্তিতা/ সময়ের সদ্ব্যবহার	x	x	১	১	১	৩
সহযোগিতা	x	x	x	x	১	১
সেবাব্রত/ সেবাপরায়নতা	x	x	x	x	২	২
সৌহার্দ্য/সম্প্রীতি/ সংহতি	x	x	x	x	১	১
মোট নৈতিক বিষয়ের (নৈ.বি.) সংখ্যা = ১৯টি	নৈ.বি. ১টি	নৈ.বি. ১টি	নৈ.বি. ৩টি	নৈ.বি. ৯টি	নৈ.বি. ১৩টি	

সারণি: ৬.৭ এ দেখা যায় যে ইংরেজি বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে মোট ১টি, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১টি, তৃতীয় শ্রেণীতে ৩টি, চতুর্থ শ্রেণীতে ৯টি এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ১৩টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। ইংরেজি বিষয়ে পাঁচটি শ্রেণীতে মোট ১৯টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। সারণিতে উল্লিখিত নৈতিক বিষয়সমূহ বিভিন্ন শ্রেণীর ইংরেজি বিষয়ের কতটি বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত হয়েছে তার সংখ্যা উক্ত সারণির 'রো'গুলিতে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৬.৮ প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণীর গণিত বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা

নৈতিক বিষয়	প্রথম শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	দ্বিতীয় শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	তৃতীয় শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	চতুর্থ শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	পঞ্চম শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	মোট পাঠের সংখ্যা
আত্মত্যাগ	৩	২	১	১	৩	১০
দেশপ্রেম	১	x	x	১	১	৩
নান্দনিকতা/সৌন্দর্যবোধ	১	১	x	x	x	২
পরিমিতিবোধ	x	x	x	x	১	১
বৈষম্যহীনতা/সাম্য/সমতা	১	১	১	x	২	৫
মিতব্যয়িতা	x	x	১	x	x	১
শিষ্টাচার/সদাচার/ উন্নত আচার-ব্যবহার/ আদব-কায়দা/ ভদ্রতাবোধ/ সৌজন্যতা	x	x	x	x	১	১
সত্যবাদিতা/সত্যনিষ্ঠা/ সত্যানুসরণ	১	x	x	x	x	১
সঞ্চয়	x	x	x	x	২	২
স্বাস্থ্য রক্ষা	x	১	x	x	x	১
মোট নৈতিক বিষয়ের (নৈ.বি.) সংখ্যা = ১০টি	নৈ.বি. ৫টি	নৈ.বি. ৪টি	নৈ.বি. ৩টি	নৈ.বি. ২টি	নৈ.বি. ৬টি	

সারণি: ৬.৮ এ দেখা যায় যে গণিত বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে মোট ৫টি, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৪টি, তৃতীয় শ্রেণীতে ৩টি, চতুর্থ শ্রেণীতে ২টি এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ৬টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। গণিত বিষয়ে পাঁচটি শ্রেণীতে মোট ১০টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। সারণিতে উল্লিখিত নৈতিক বিষয়সমূহ বিভিন্ন শ্রেণীর গণিত বিষয়ের কতটি বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত হয়েছে তার সংখ্যা উক্ত সারণির 'রো'গুলিতে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়েছে।

সারণি: ৬.৯ প্রাথমিক স্তরের তৃতীয়–পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি–সমাজ বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা

নৈতিক বিষয়	তৃতীয় শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	চতুর্থ শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	পঞ্চম শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	মোট পাঠের সংখ্যা
অহিংসা	x	x	১	১
অধ্যবসায়	১	১	x	২
অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ	x	x	১	১
অপরের প্রতি সম্মান/ শ্রদ্ধাশীলতা	৪	৬	৫	১৫
অপর ধর্মে/মতবাদে সহনশীলতা	৩	১	৪	৮
অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা	২	৪	২	৮
আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	১	x	২	৩
আতিথেয়তা	১	১	১	৩
আত্মত্যাগ	১	৪	১	৬
একতা/ঐক্য	৪	৪	৩	১১
কর্তব্যপরায়নতা/দায়িত্ববোধ	২	৪	৫	১১
কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/ পরিশ্রমনির্ভরতা	২	৩	৪	৯
কুসংস্কারমুক্ততা	x	x	১	১
কৃতজ্ঞতাবোধ/ধন্যবাদপূর্ণ	x	২	১	৩
ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা	১	১	১	৩
দয়ার্দ্রতা	২	x	১	৩

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক বিষয়	তৃতীয় শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	চতুর্থ শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	পঞ্চম শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	মোট পাঠের সংখ্যা
দেশপ্রেম	২	৩	২	৭
নম্রতা/বিনয়	x	১	২	৩
নান্দনিকতা/সৌন্দর্যবোধ	৩	৩	৩	৯
নিয়মানুবর্তিতা/নিয়মনিষ্ঠ	২	২	১	৫
ন্যায়পরায়নতা/ন্যায়বিচারনিষ্ঠ	x	২	২	৪
পরার্থপরতা/পরোপকার	x	x	১	১
পরিমিতিবোধ	১	x	x	১
পরিবেশ রক্ষা/সংরক্ষণ	৪	৩	৫	১২
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	৫	৪	৫	১৪
বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	৩	১	১	৫
বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ	x	২	২	৪
বৈষম্যহীনতা/সাম্য/সমতা	২	৩	১	৬
মমতা/ভালোবাসা	৩	২	১	৬
মহত্ত্ব	x	১	x	১
মানবিকতা/মানবতাবাদ	১	১	৩	৫
মিতব্যয়িতা	১	১	x	২
যুক্তিবাদিতা	x	x	১	১
শিষ্টাচার/সদাচার/ উন্নত আচার-ব্যবহার/ আদব-কায়দা/ ভদ্রতাবোধ/সৌজন্যতা	৩	২	২	৭
শৃঙ্খলা	৩	২	১	৬
সততা	x	x	২	২
সত্যবাদিতা/সত্যনিষ্ঠা/ সত্যানুসরণ	x	x	১	১
সমবেদনাবোধ/সহমর্মিতা/ সহানুভূতি	x	৪	৪	৮
সময়ানুবর্তিতা/ সময়ের সদ্ব্যবহার	১	১	১	৩
সহযোগিতা	৬	৭	৬	১৯
সহিষ্ণুতা/সহনশীলতা	x	x	২	২
সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা	২	১	৩	৬
সাহসিকতা	x	x	১	১
সেবাব্রত/সেবাপরায়নতা	২	x	২	৪
সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা	৩	৪	৪	১১
সৌহার্দ্য/সম্প্রীতি/সংহতি	২	৩	৩	৮
স্বাস্থ্য রক্ষা	৫	৩	২	১০
মোট নৈতিক বিষয়ের (নৈ.বি.) সংখ্যা = ৪৭টি	নৈ.বি. ৩২টি	নৈ.বি. ৩৪টি	নৈ.বি. ৪৩টি	

সারণি: ৬.৯ এ দেখা যায় যে পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ৩২টি, চতুর্থ শ্রেণীতে ৩৪টি এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ৪৩টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বিষয়ে তিনটি শ্রেণীতে মোট ৪৭টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। সারণিতে উল্লিখিত নৈতিক বিষয়সমূহ বিভিন্ন শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বিষয়ের কতটি বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত হয়েছে তার সংখ্যা উক্ত সারণির 'রো'গুলিতে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৬.১০ প্রাথমিক স্তরের তৃতীয়–পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি–বিজ্ঞান বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা

নৈতিকতার বিষয়	তৃতীয় শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	চতুর্থ শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	পঞ্চম শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)	মোট পাঠের সংখ্যা
আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	x	১	x	১
পরিবেশ রক্ষা/সংরক্ষণ	x	৬	৩	৯
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	x	৫	৩	৮
মিতব্যয়িতা	১	১	x	২
সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা	x	১	১	২
স্বাস্থ্য রক্ষা	৫	৩	৫	১৩
মোট নৈতিক বিষয়ের (নৈ.বি.) সংখ্যা = ৬টি	নৈ.বি. ২টি	নৈ.বি. ৬টি	নৈ.বি. ৪টি	

সারণি: ৬.১০ এ দেখা যায় যে পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ২টি, চতুর্থ শ্রেণীতে ৬টি এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ৪টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান বিষয়ে তিনটি শ্রেণীতে মোট ৬টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। সারণিতে উল্লিখিত নৈতিক বিষয়সমূহ বিভিন্ন শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান বিষয়ের কতটি বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত হয়েছে তার সংখ্যা উক্ত সারণির 'রো'গুলিতে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণিঃ ৬.১১ প্রাথমিক স্তরের তৃতীয়–পঞ্চম শ্রেণীর ধর্ম বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা

নৈতিক বিষয়	ক- ইসলাম শিক্ষা (পাঠ সংখ্যা)				খ- হিন্দু ধর্ম (পাঠ সংখ্যা)				গ- বৌদ্ধ ধর্ম (পাঠ সংখ্যা)				ঘ- খ্রিষ্ট ধর্ম (পাঠ সংখ্যা)			
	শ্রেণী				শ্রেণী				শ্রেণী				শ্রেণী			
	৩য়	৪র্থ	৫ম	মোট	৩য়	৪র্থ	৫ম	মোট	৩য়	৪র্থ	৫ম	মোট	৩য়	৪র্থ	৫ম	মোট
অহিংসা	x	১	x	১	x	x	৩	৩	x	১	৪	৫	৫	২	১	৮
অহম বর্জন/অহংকার বর্জন	x	x	১	১	১	২	x	৩	x	x	১	১	১	১	১	৩
অধ্যবসায়	x	১	x	১	১	x	১	২	১	১	১	৩	১	২	১	৪
অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ	x	x	৫	৫	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
অপরের প্রতি সম্মান/শ্রদ্ধাশীলতা	১	৩	x	৪	১	৩	x	৪	২	৫	x	৭	x	১	৩	৪
অপর ধর্মে/মতবাদে সহনশীলতা	x	x	x	x	১	১	২	৪	x	১	x	১	x	x	x	x
আতিথেয়তা	২	১	১	৪	x	১	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x
আত্মত্যাগ	x	x	৩	৩	১	২	১	৪	x	x	x	x	৩	৫	১	৯
ইতিবাচক মনোভাব	x	১	১	২	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
একতা/ঐক্য	১	২	১	৪	১	x	x	১	১	২	x	৩	১	১	২	৪
ঔদার্য	x	x	১	১	১	১	২	৪	x	১	x	১	১	২	x	৩
কর্তব্যপরায়নতা/দায়িত্ববোধ	৩	x	x	৩	x	x	x	x	x	x	x	x	২	৪	২	৮
কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রমনির্ভরতা	x	x	২	২	x	x	x	x	১	১	৫	৭	x	২	৩	৫
কুসংস্কারমুক্ততা	x	x	x	x	১	x	x	১	x	x	১	১	x	x	x	x
কৃতজ্ঞতাবোধ/ধন্যবাদপূর্ণ	২	x	১	৩	x	২	১	৩	x	১	x	১	৪	৬	১	১১
ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা	x	২	২	৪	১	x	১	২	x	x	x	x	১	x	x	১
জীব/প্রাণীর প্রতি মমতা	২	১	১	৪	৪	২	১	৭	৩	৩	৩	৯	১	১	x	২
দয়ার্দ্রতা	২	৪	৬	১২	x	১	৩	৪	৪	৬	২	১২	৩	৪	৩	১০
দেশপ্রেম	x	x	১	১	১	১	১	৩	x	x	x	x	১	১	x	২
ধৈর্যশীলতা	x	x	২	২	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৩	১	৪
নম্রতা/বিনয়	২	৫	৪	১১	৭	৬	৪	১৭	১	২	৭	১০	৩	৫	৪	১২
নান্দনিকতা/সৌন্দর্যবোধ	১	x	১	২	২	১	২	৫	১	x	x	১	১	১	x	২
নিয়মানুবর্তিতা/নিয়মনিষ্ঠ	x	x	১	১	১	১	১	৩	৪	x	২	৬	x	৩	১	৪

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক বিষয়	ক- ইসলাম শিক্ষা (পাঠ সংখ্যা)				খ- হিন্দু ধর্ম (পাঠ সংখ্যা)				গ- বৌদ্ধ ধর্ম (পাঠ সংখ্যা)				ঘ- খ্রিষ্ট ধর্ম (পাঠ সংখ্যা)			
	শ্রেণী				শ্রেণী				শ্রেণী				শ্রেণী			
	৩য়	৪র্থ	৫ম	মোট	৩য়	৪র্থ	৫ম	মোট	৩য়	৪র্থ	৫ম	মোট	৩য়	৪র্থ	৫ম	মোট
নির্মলতা/সারল্য	x	x	৫	৫	৩	৩	৫	১১	৩	৩	৪	১০	৩	৪	৫	১২
ন্যায়পরায়নতা/ন্যায়বিচারনিষ্ঠ	১	১	৫	৭	x	x	x	x	x	২	x	২	x	১	২	৩
পরার্থপরতা/পরোপকার	x	x	৩	৩	১	১	২	৪	১	১	x	২	x	x	১	১
পরিমিতিবোধ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৪	৪	x	x	x	x
পরিবেশ রক্ষা/সংরক্ষণ	x	x	২	২	১	৩	২	৬	১	x	১	২	x	x	x	x
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	১	৪	২	৭	১	২	২	৫	৩	৩	২	৮	১	x	১	২
প্রতিশ্রুতি রক্ষা	১	২	১	৪	৩	২	১	৬	x	x	x	x	x	x	১	১
প্রশান্তচিত্ততা	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২	২	১	২	১	৪
বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	১	৩	৩	৭	২	২	২	৬	৪	৩	৩	১০	১	৩	৩	৭
বন্ধুভাবাপন্ন	১	x	১	২	x	x	১	১	১	x	x	১	x	x	x	x
বিবেকবোধ	x	x	x	x	x	x	১	১	x	x	x	x	x	x	x	x
বিশ্বাসযোগ্যতা	১	১	x	২	x	x	১	১	x	x	x	x	x	২	২	৪
বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ	x	x	১	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
বৈষম্যহীনতা/সাম্য/সমতা	২	৩	১	৬	x	১	২	৩	x	x	x	x	x	২	x	২
ভ্রাতৃত্ববোধ	x	x	২	২	x	x	১	১	x	x	x	x	x	x	x	x
মমতা/ভালোবাসা	২	৪	৪	১০	৫	৫	৩	১৩	x	১	x	১	৬	৯	৫	২০
মহত্ত্ব	১	১	৩	৫	২	২	৩	৭	১	১	২	৪	x	১	৩	৪
মানবিকতা/মানবতাবাদ	x	x	১	১	x	১	x	১	x	১	x	১	x	x	x	x
মিতব্যয়িতা	x	১	৩	৪	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
যুক্তিবাদিতা	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৩	৪	৭	x	x	x	x
রাগ নিয়ন্ত্রণ/ক্রোধ প্রশমন	x	x	১	১	x	x	x	x	১	১	১	৩	x	x	x	x
লোভহীনতা	x	১	১	২	১	৩	x	৪	১	২	৩	৬	১	২	৩	৬
শালীনতা/মার্জিতবোধ	x	x	২	২	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
শিষ্টাচার/সদাচার/উন্নত আচার-ব্যবহার/ আদব-কায়দা/ভদ্রতাবোধ/সৌজন্যতা	৮	১১	৮	২৭	৩	১	১	৫	x	১	৪	৫	x	x	১	১

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক বিষয়	ক- ইসলাম শিক্ষা (পাঠ সংখ্যা)				খ- হিন্দু ধর্ম (পাঠ সংখ্যা)				গ- বৌদ্ধ ধর্ম (পাঠ সংখ্যা)				ঘ- খ্রিষ্ট ধর্ম (পাঠ সংখ্যা)			
	শ্রেণী				শ্রেণী				শ্রেণী				শ্রেণী			
	৩য়	৪র্থ	৫ম	মোট	৩য়	৪র্থ	৫ম	মোট	৩য়	৪র্থ	৫ম	মোট	৩য়	৪র্থ	৫ম	মোট
শৃঙ্খলা	x	১	x	১	১	x	x	১	২	২	x	৪	x	x	x	x
সততা	২	২	২	৬	৩	২	৩	৮	৫	৬	৬	১৭	১	৫	৫	১১
সত্যবাদিতা/সত্যনিষ্ঠা/সত্যানুসরণ	৩	৫	৮	১৬	৩	২	৩	৮	২	৩	১	৬	১	২	২	৫
সমবেদনাবোধ/সহমর্মিতা/সহানুভূতি	x	x	২	২	১	x	১	২	x	x	১	১	x	x	১	১
সময়ানুবর্তিতা/সময়ের সদ্ব্যবহার	x	x	x	x	১	x	x	১	১	x	x	১	x	x	x	x
সহযোগিতা	৪	৪	৯	১৭	৪	x	১	৫	১	x	৩	৪	৬	২	২	১০
সহিষ্ণুতা/সহনশীলতা	x	x	১	১	x	১	x	১	x	x	x	x	x	১	১	২
সংযম/আত্মনিয়ন্ত্রণ	x	x	১	১	x	x	x	x	x	২	৪	৬	x	x	২	২
সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা	x	x	১	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
সাহসিকতা	১	x	১	২	১	x	১	২	x	x	১	১	x	x	১	১
সেবাব্রত/সেবাপরায়নতা	৫	৫	৩	১৩	৩	৫	২	১০	১	৩	২	৬	৫	৪	৭	১৬
সুবিবেচনা বোধ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	১
সৌহার্দ্য/সম্প্রীতি/সংহতি	x	x	১	১	১	১	x	২	১	১	১	৩	x	x	১	১
স্বাস্থ্য রক্ষা	১	১	৫	৭	x	১	২	৩	১	১	৩	৫	১	x	৩	৪
ক্ষমাশীল মনোভাব	১	x	৪	৫	x	১	x	১	x	x	x	x	৩	৪	৫	১২
মোট নৈতিক বিষয়ের (নৈ.বি.) সংখ্যা = ৬২টি	নৈ.বি. ২৬ টি	নৈ.বি. ২৭ টি	নৈ.বি. ৪৭ টি	নৈ.বি.৫ ৪টি	নৈ.বি. ৩৩ টি	নৈ.বি. ৩২ টি	নৈ.বি. ৩৪ টি	নৈ.বি. ৪৬টি	নৈ.বি. ২৬ টি	নৈ.বি. ৩০ টি	নৈ.বি. ২৯ টি	নৈ.বি. ৪২টি	নৈ.বি. ২৬ টি	নৈ.বি. ৩২ টি	নৈ.বি. ৩৬ টি	নৈ.বি. ৪৩টি

সারণি: ৬.১১ **কলাম** ক-তে দেখা যায় যে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ২৬টি, চতুর্থ শ্রেণীতে ২৭টি এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ৪৭ট নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে তিনটি শ্রেণীতে মোট ৫৪টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। সারণিতে উল্লিখিত নৈতিক বিষয়সমূহ বিভিন্ন শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের কতটি বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত হয়েছে তার সংখ্যা উক্ত সারণির 'রো'গুলিতে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়েছে।

সারণি: ৬.১১ **কলাম** খ-তে দেখা যায় যে হিন্দু ধর্ম বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ৩৩টি, চতুর্থ শ্রেণীতে ৩২টি এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ৩৪টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। হিন্দু ধর্ম বিষয়ে তিনটি শ্রেণীতে মোট ৪৬টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। সারণিতে উল্লিখিত নৈতিক বিষয়সমূহ বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দু ধর্ম বিষয়ের কতটি বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত হয়েছে তার সংখ্যা উক্ত সারণির 'রো'গুলিতে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়েছে।

সারণি: ৬.১১ **কলাম** গ-তে দেখা যায় যে বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ২৬টি, চতুর্থ শ্রেণীতে ৩০টি এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ২৯টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে তিনটি শ্রেণীতে মোট ৪২টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। সারণিতে উল্লিখিত নৈতিক বিষয়সমূহ বিভিন্ন শ্রেণীর বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ের কতটি বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত হয়েছে তার সংখ্যা উক্ত সারণির 'রো'গুলিতে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়েছে।

সারণি: ৬.১১ **কলাম** ঘ-তে দেখা যায় যে খ্রিষ্ট ধর্ম বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ২৬টি, চতুর্থ শ্রেণীতে ৩২টি এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ৩৬টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। খ্রিষ্ট ধর্ম বিষয়ে তিনটি শ্রেণীতে মোট ৪৩টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। সারণিতে উল্লিখিত নৈতিক বিষয়সমূহ বিভিন্ন শ্রেণীর খ্রিষ্ট ধর্ম বিষয়ের কতটি বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত হয়েছে তার সংখ্যা উক্ত সারণির 'রো'গুলিতে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩ প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণীর সকল বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা: আনুভূমিক (Horizontal) বিন্যাস

সারণি: ৬.১২ প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণী ও পাঠ্যপুস্তকে নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা: আনুভূমিক (Horizontal) বিন্যাস

নৈতিক বিষয়	প্রথম শ্রেণী বিষয় (পাঠ সংখ্যা)			দ্বিতীয় শ্রেণী বিষয় (পাঠ সংখ্যা)			তৃতীয় শ্রেণী বিষয় (পাঠ সংখ্যা)									চতুর্থ শ্রেণী বিষয় (পাঠ সংখ্যা)									পঞ্চম শ্রেণী বিষয় (পাঠ সংখ্যা)									মোট পাঠের সংখ্যা
	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	সমাজ	বিজ্ঞান	ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিঃ	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	সমাজ	বিজ্ঞান	ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিঃ	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	সমাজ	বিজ্ঞান	ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিঃ	
আহিংসা	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	৫	x	x	x	x	x	১	x	১	২	১	x	x	১	x	x	৩	৪	১	২০
অহম বর্জন/ অহংকার বর্জন	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	১	x	x	x	x	x	x	২	x	১	৫	x	x	x	x	১	x	১	১	১৪
অধ্যবসায়	x	x	x	x	x	x	১	১	x	১	x	x	১	১	১	২	x	x	১	x	১	x	১	২	x	১	x	x	x	x	১	১	১	১৭
অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ	x	x	x	২	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	১	x	৫	x	x	x	৯
অপরের প্রতি সম্মান/ শ্রদ্ধাশীলতা	x	x	x	২	x	x	x	x	x	৪	x	১	১	২	x	১	x	x	৬	x	৩	৩	৫	১	১	x	x	৫	x	x	x	x	৩	৩৮
অপর ধর্মে/ মতবাদে সহনশীলতা	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৩	x	x	১	x	x	x	x	x	১	x	x	১	১	x	১	x	x	৪	x	x	২	x	x	১৪
অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২	x	x	x	x	x	x	x	x	৪	x	x	x	x	x	x	x	x	২	x	x	x	x	x	৮
আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	x	x	x	x	x	x	১	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	২	x	x	x	x	x	৫
আতিথেয়তা	x	x	x	x	x	x	২	x	x	১	x	২	x	x	x	১	x	x	১	x	১	১	x	x	x	x	x	১	x	১	x	x	x	১১
আত্মত্যাগ	২	x	৩	৩	x	২	৩	x	১	১	x	x	১	x	৩	১	x	১	৪	x	x	২	x	৫	৫	x	৩	১	x	৩	১	x	১	৪৬
আত্মমূল্যায়ন	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
আত্মসম্মানবোধ	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	২
ইতিবাচক মনোভাব	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	২
ঈর্ষা মুক্ততা	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	২
উন্নত ব্যক্তিত্ববোধ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
একতা/ঐক্য	x	১	x	৫	x	x	x	x	x	৪	x	১	১	১	১	১	x	x	৪	x	২	x	২	১	x	x	x	৩	x	১	x	x	২	৩০
ঔদার্য	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	১	x	x	x	x	x	x	১	১	২	১	x	x	x	x	১	২	x	x	১০
কর্তব্যপরায়নতা/ দায়িত্ববোধ	x	x	x	২	x	x	২	x	x	২	x	৩	x	x	২	x	x	x	৪	x	x	x	x	৪	x	১	x	৫	x	x	x	x	২	২৭

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক বিষয়	প্রথম শ্রেণী বিষয় (পাঠ সংখ্যা)			দ্বিতীয় শ্রেণী বিষয় (পাঠ সংখ্যা)			তৃতীয় শ্রেণী বিষয় (পাঠ সংখ্যা)									চতুর্থ শ্রেণী বিষয় (পাঠ সংখ্যা)									পঞ্চম শ্রেণী বিষয় (পাঠ সংখ্যা)									মোট পাঠের সংখ্যা
	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	সমাজ	বিজ্ঞান	ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	সমাজ	বিজ্ঞান	ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	সমাজ	বিজ্ঞান	ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	
কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা /পরিশ্রমনির্ভরতা	১	x	x	৪	x	x	৩	১	x	২	x	x	x	১	x	৪	১	x	৩	x	x	x	১	২	৪	x	x	৪	x	২	x	৫	৩	৪১
কুসংস্কারমুক্ততা	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	১	x	x	x	১	x	৪
কৃতজ্ঞতাবোধ/ ধন্যবাদপূর্ণ	১	x	x	৩	x	x	২	x	x	x	x	২	x	x	৪	১	১	x	২	x	x	২	১	৬	৭	x	x	১	x	১	১	x	১	৩৬
ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা	x	x	x	x	x	x	১	x	x	১	x	x	১	x	১	২	x	x	১	x	২	x	x	x	x	x	x	১	x	২	১	x	x	১৩
জীব/প্রাণীর প্রতি মমতা	১	x	x	১	x	x	১	x	x	x	x	২	৪	৩	১	x	x	x	x	x	১	২	৩	১	৩	১	x	x	x	১	১	৩	x	২৯
দয়ার্দ্রতা	x	x	x	১	১	x	২	x	x	২	x	২	x	৪	৩	১	১	x	x	x	৪	১	৬	৪	২	x	x	১	x	৬	৩	২	৩	৪৯
দেশপ্রেম	৪	x	১	৮	x	x	৮	x	x	২	x	x	১	x	১	১০	১	১	৩	x	x	১	x	১	১০	১	১	২	x	১	১	x	x	৫৮
ধৈর্যশীলতা	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৩	২	x	x	x	x	২	x	x	১	৯
নম্রতা/বিনয়	১	x	x	৩	x	x	x	x	x	x	x	২	৭	১	৩	১	x	x	১	x	৫	৬	২	৫	২	x	x	২	x	৪	৪	৭	৪	৬০
নান্দনিকতা/ সৌন্দর্যবোধ	১	x	১	৪	x	১	৭	x	x	৩	x	১	২	১	১	৭	x	x	৩	x	x	১	x	১	৬	১	x	৩	x	১	২	x	x	৪৭
নিয়মানুবর্তিতা/ নিয়মনিষ্ঠ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২	x	x	১	৪	x	x	১	x	২	x	x	১	x	৩	x	১	x	১	x	১	১	২	১	২১
নির্মলতা/সারল্য	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৩	৩	৩	x	x	x	x	x	x	৩	৩	৪	১	x	x	x	x	x	৫	৪	৫	৩৪
ন্যায়পরায়নতা/ ন্যায়বিচারনিষ্ঠ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	২	x	x	২	x	১	x	২	১	৩	x	x	২	x	৫	x	x	২	২১
পরার্থপরতা/ পরোপকার	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	১	১	x	১	x	x	x	x	x	১	১	x	৫	x	x	১	x	৩	২	x	১	১৮
পরিমিতিবোধ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	১	x	x	x	x	৪	x	৭
পরিবেশ রক্ষা/ সংরক্ষণ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৪	x	x	১	১	x	x	x	x	৩	৬	x	৩	x	x	৪	x	x	৫	৩	২	২	১	x	৩৫
পারষ্কার-পারচ্ছন্নতা	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৫	x	১	১	৩	১	x	x	x	৪	৫	৪	২	৩	x	x	x	x	৫	৩	২	২	২	১	৪৪
প্রতিশ্রুতি রক্ষা	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	৩	x	x	x	x	x	x	x	২	২	x	x	x	x	x	x	x	১	১	x	১	১১
প্রশান্ত চিত্ততা	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	২	x	x	x	x	x	x	x	২	১	৭
বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	x	x	x	১	x	x	৩	x	x	৩	x	১	২	৪	১	১	x	x	১	x	৩	২	৩	৩	২	x	x	১	x	৩	২	৩	৩	৪২

নৈতিক বিষয়	প্রথম শ্রেণী বিষয় (পাঠ সংখ্যা)			দ্বিতীয় শ্রেণী বিষয় (পাঠ সংখ্যা)			তৃতীয় শ্রেণী বিষয় (পাঠ সংখ্যা)									চতুর্থ শ্রেণী বিষয় (পাঠ সংখ্যা)									পঞ্চম শ্রেণী বিষয় (পাঠ সংখ্যা)									মোট পাঠের সংখ্যা
	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	সমাজ	বিজ্ঞান	ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	সমাজ	বিজ্ঞান	ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	সমাজ	বিজ্ঞান	ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	
বন্ধুভাবাপন্ন	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	১	১	x	x	৫
বিবেকবোধ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	১	x	x	২
বিশ্বাসযোগ্যতা	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	২	x	x	x	x	x	x	১	x	২	৭
বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২	x	x	x	x	x	x	x	x	২	x	১	x	x	x	৫
বৈষম্যহীনতা/ সাম্য/সমতা	১	x	১	১	x	১	x	x	১	২	x	২	x	x	x	২	x	x	৩	x	৩	১	x	২	১	x	২	১	x	১	২	x	x	২৭
ভ্রাতৃত্ববোধ	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	২	১	x	x	৫
মমতা/ভালোবাসা	x	x	x	৩	x	x	৩	x	x	৩	x	২	৫	x	৬	৫	x	x	২	x	৪	৫	১	৯	৩	x	x	১	x	৪	৩	x	৫	৬৩
মহত্ত্ব	x	x	x	১	x	x	১	x	x	x	x	১	২	১	x	১	x	x	১	x	১	২	১	১	২	x	x	x	x	৩	৩	২	৩	২৬
মানবিকতা/ মানবতাবাদ	x	x	x	২	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	১	১	x	১	x	x	৩	x	১	x	x	x	১১
মিতব্যয়িতা	x	x	x	x	x	x	x	x	১	১	১	x	x	x	x	১	x	x	১	১	১	x	x	x	x	x	x	x	x	৩	x	x	x	১০
যুক্তিবাদিতা	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৩	x	x	x	x	১	x	X	x	৪	x	৮
রাগ নিয়ন্ত্রণ/ ক্রোধ প্রশমন	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	১	x	১	x	৪
লোভহীনতা	x	x	x	২	x	x	x	x	x	x	x	x	১	১	১	x	১	x	x	x	১	৩	২	২	৩	x	x	x	x	১	x	৩	৩	২৪
শালীনতা/ মার্জিতবোধ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২	x	x	x	৩
শিষ্টাচার/সদাচার/ উন্নত আচার-ব্যবহার/ আদব কায়দা/ ভদ্রতাবোধ/সৌজন্যতা	x	x	x	১২	x	x	৪	x	x	৩	x	৮	৩	x	x	২	৪	x	২	x	১১	১	১	x	৩	৫	১	২	x	৮	১	৪	১	৭৬
শৃঙ্খলা	x	x	x	১	x	x	১	x	x	৩	x	x	১	২	x	x	x	x	২	x	১	x	২	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	১৪
সততা	x	x	x	২	x	x	২	x	x	x	x	২	৩	৫	১	২	১	x	x	x	২	২	৬	৫	২	x	x	২	x	২	৩	৬	৫	৫৩
সত্যবাদিতা/ সত্যনিষ্ঠা/সত্যানুসরণ	x	x	১	২	x	x	x	x	x	x	x	৩	৩	২	১	১	x	x	x	x	৫	২	৩	২	২	x	x	১	x	৮	৩	১	২	৪২
সমবেদনাবোধ/ সহমর্মিতা/সহানুভূতি	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	১	x	x	৪	x	x	x	x	x	x	x	x	৪	x	২	১	১	১	১৬
সময়ানুবর্তিতা/ সময়ের সদ্ব্যবহার	x	x	x	১	x	x	x	১	x	১	x	x	১	১	x	১	১	x	১	x	x	x	x	x	x	১	x	১	x	x	x	x	x	১০

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক বিষয়	প্রথম শ্রেণী বিষয় (পাঠ সংখ্যা)			দ্বিতীয় শ্রেণী বিষয় (পাঠ সংখ্যা)			তৃতীয় শ্রেণী বিষয় (পাঠ সংখ্যা)									চতুর্থ শ্রেণী বিষয় (পাঠ সংখ্যা)									পঞ্চম শ্রেণী বিষয় (পাঠ সংখ্যা)									মোট পাঠের সংখ্যা
	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	সমাজ	বিজ্ঞান	ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	সমাজ	বিজ্ঞান	ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	সমাজ	বিজ্ঞান	ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	
সহযোগিতা	x	x	x	৩	x	x	২	x	x	৬	x	৪	৪	১	৬	x	x	x	৭	x	৪	x	x	২	১	১	x	৬	x	৯	১	৩	২	৬২
সহিষ্ণুতা/সহনশীলতা	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	১	১	x	x	২	x	১	x	x	১	৭
সংযম/আত্ম নিয়ন্ত্রণ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২	x	x	x	x	x	x	১	x	৪	২	১১
সঞ্চয়	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২	x	x	x	x	x	x	৩
সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা	১	x	x	x	x	x	x	x	x	২	x	x	x	x	x	x	x	x	১	১	x	x	x	x	১	x	x	৩	১	১	x	x	x	১১
সাহসিকতা	২	x	x	৩	x	x	৫	x	x	x	x	১	১	x	x	২	x	x	x	x	x	x	x	x	৭	x	x	১	x	১	১	১	১	২৬
সেবাব্রত/ সেবাপরায়নতা	x	x	x	x	x	x	১	x	x	২	x	৫	৩	১	৫	১	x	x	x	x	৫	৫	৩	৪	১	২	x	২	x	৩	২	২	৭	৫৫
সুবিবেচনা বোধ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	১
সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা	x	x	x	১	x	x	৭	x	x	৩	x	x	x	x	x	২	x	x	৪	x	x	x	x	x	২	x	x	৪	x	x	x	x	x	২৩
সৌহার্দ্য/সম্প্রীতি/ সংহতি	x	x	x	১	x	x	২	x	x	২	x	x	১	১	x	১	x	x	৩	x	x	১	১	x	২	১	x	৩	x	১	x	১	১	২২
স্বাস্থ্য রক্ষা	x	x	x	x	x	১	১	x	x	৫	৫	১	x	১	১	১	x	x	৩	৩	১	১	১	x	১	x	x	২	৫	৫	২	৩	৩	৪৫
ক্ষমাশীল মনোভাব	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	৩	x	x	x	x	x	x	১	x	৪	x	x	x	x	x	৪	x	x	৫	১৮
সর্বমোট নৈতিক বিষয়ের সংখ্যা = ৬৮টি	১০	১	৫	৩২	১	৪	২৭	৩	৩	৩২	২	২৬	৩৩	২৬	২৬	৩০	৯	২	৩৪	৬	২৭	৩২	৩৫	৩২	৪১	১৫	৬	৪৩	৪	৪৭	৩৪	২৯	৩৬	
	প্রথম শ্রেণীতে সর্বমোট নৈতিক বিষয় = ১২টি			দ্বিতীয়শ্রেণীতে সর্বমোট নৈতিক বিষয় = ৩৩টি			তৃতীয় শ্রেণীতে সর্বমোট নৈতিক বিষয় = ৫৬টি									চতুর্থ শ্রেণীতে সর্বমোট নৈতিক বিষয় = ৫৮টি									পঞ্চম শ্রেণীতে সর্বমোট নৈতিক বিষয় = ৬৮টি									

সারণি: ৬.১২ তে সমন্বিতভাবে প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক ও শ্রেণীতে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয়ের আনুভূমিক (Horizontal) বিন্যাস দেখানো হয়েছে। সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রথম শ্রেণীর সকল বিষয়ে মোট ১২টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল বিষয়ে মোট ৩৩টি, তৃতীয় শ্রেণীর সকল বিষয়ে মোট ৫৬টি, চতুর্থ শ্রেণীর সকল বিষয়ে মোট ৫৮টি এবং পঞ্চম শ্রেণীর সকল বিষয়ে মোট ৬৮টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। সকল পাঠ্যপুস্তক ও শ্রেণীতে কোন নৈতিক বিষয় কোন পাঠ্যবিষয়ের কতটি বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত হয়েছে তার সংখ্যা উক্ত সারণির 'রো'গুলিতে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

৬.৪ প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণীর সকল বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা: উল্লম্ব (Vertical) বিন্যাস

সারণি: ৬.১৩ প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক ও শ্রেণীতে নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা: উল্লম্ব (Vertical) বিন্যাস

নৈতিক বিষয়	বাংলা (পাঠ সংখ্যা)					ইংরেজি (পাঠ সংখ্যা)					গণিত (পাঠ সংখ্যা)					প.প.সমাজ (পাঠ সংখ্যা)			প.প.বিজ্ঞান (পাঠ সংখ্যা)			ধর্ম শিক্ষা (পাঠ সংখ্যা)												মোট পাঠের সংখ্যা
																						ইসলাম			হিন্দু			বৌদ্ধ			খ্রিষ্ট			
	শ্রেণী					শ্রেণী					শ্রেণী					শ্রেণী			শ্রেণী			শ্রেণী			শ্রেণী			শ্রেণী			শ্রেণী			
	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	
অহিংসা	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	১	x	x	x	৩	x	১	৪	৫	২	১	২০
অহম বর্জন/ অহংকার বর্জন	x	১	x	x	৫	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	১	২	x	x	x	১	১	১	১	১৪
অধ্যবসায়	x	x	১	২	x	x	x	১	x	১	x	x	x	x	x	১	১	x	x	x	x	x	১	x	১	x	১	১	১	১	১	২	১	১৭
অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ	x	২	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	৫	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৯
অপরের প্রতি সম্মান/শ্রদ্ধাশীলতা	x	২	x	১	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৪	৬	৫	x	x	x	১	৩	x	১	৩	x	২	৫	x	x	১	৩	৩৮
অপর ধর্মে/মতবাদে সহনশীলতা	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৩	১	৪	x	x	x	x	x	x	১	১	২	x	১	x	x	x	x	১৪
অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২	৪	২	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৮
আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	২	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৫
আতিথেয়তা	x	x	২	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	১	১	x	x	x	২	১	১	x	১	x	x	x	x	x	x	x	১১
আত্মত্যাগ	২	৩	৩	১	৫	x	x	x	x	x	৩	২	১	১	৩	১	৪	১	x	x	x	x	x	৩	১	২	১	x	x	x	৩	৫	১	৪৬
আত্মমূল্যায়ন	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
আত্মসম্মানবোধ	x	x	১	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২
ইতিবাচক মনোভাব	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২
ঈর্ষা মুক্ততা	x	১	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২
উন্নত ব্যক্তিত্ববোধ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
একতা/ঐক্য	x	৫	x	১	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৪	৪	৩	x	x	x	১	২	১	১	x	x	১	২	x	১	১	২	৩০
ঔদার্য	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	১	১	২	x	১	x	১	২	x	১০
কর্তব্যপরায়নতা/ দায়িত্ববোধ	১	২	২	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	২	৪	৫	x	x	x	৩	x	x	x	x	x	x	x	x	২	৪	২	২৭
কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা / পরিশ্রমনির্ভরতা	x	৪	৩	৪	৪	x	x	১	১	x	x	x	x	x	x	২	৩	৪	x	x	x	x	x	২	x	x	x	১	১	৫	x	২	৩	৪১

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক বিষয়	বাংলা (পাঠ সংখ্যা)					ইংরেজি (পাঠ সংখ্যা)					গণিত (পাঠ সংখ্যা)					প.প.সমাজ (পাঠ সংখ্যা)			প.প.বিজ্ঞান (পাঠ সংখ্যা)			ধর্ম শিক্ষা (পাঠ সংখ্যা)												মোট পাঠের সংখ্যা
																						ইসলাম			হিন্দু			বৌদ্ধ			খ্রিষ্ট			
	শ্রেণী					শ্রেণী					শ্রেণী					শ্রেণী			শ্রেণী			শ্রেণী			শ্রেণী			শ্রেণী			শ্রেণী			
	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	
কুসংস্কারমুক্ততা	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	১	x	x	x	৪
কৃতজ্ঞতাবোধ/ ধন্যবাদপূর্ণ	১	৩	২	১	৭	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	২	১	x	x	x	২	x	১	x	২	১	x	১	x	৪	৬	১	৩৬
ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা	x	x	১	২	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	১	১	x	x	x	x	২	২	১	x	১	x	x	x	১	x	x	১৩
জীব/প্রাণীর প্রতি মমতা	১	১	১	x	৩	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২	১	১	৪	২	১	৩	৩	৩	১	১	x	২৯
দয়ার্দ্রতা	x	১	২	১	২	x	১	x	১	x	x	x	x	x	x	২	x	১	x	x	x	২	৪	৬	x	১	৩	৪	৬	২	৩	৪	৩	৪৯
দেশপ্রেম	৪	৮	৮	১০	১০	x	x	x	১	১	১	x	x	১	১	২	৩	২	x	x	x	x	x	১	১	১	১	x	x	x	১	১	x	৫৮
ধৈর্যশীলতা	x	x	x	x	২	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২	x	x	x	x	x	x	x	৩	১	৯
নম্রতা/বিনয়	১	৩	x	১	২	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	২	x	x	x	২	৫	৪	৭	৬	৪	১	২	৭	৩	৫	৪	৬০
নান্দনিকতা/ সৌন্দর্যবোধ	১	৪	৭	৭	৬	x	x	x	x	১	১	১	x	x	x	৩	৩	৩	x	x	x	১	x	১	২	১	২	১	x	x	১	১	x	৪৭
নিয়মানুবর্তিতা/ নিয়মনিষ্ঠ	x	x	x	x	x	x	x	x	১	১	x	x	x	x	x	২	২	১	x	x	x	x	x	১	১	১	১	৪	x	২	x	৩	১	২১
নির্মলতা/সারল্য	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৫	৩	৩	৫	৩	৩	৪	৩	৪	৫	৩৪
ন্যায়পরায়নতা/ ন্যায়বিচারনিষ্ঠ	x	x	x	২	৩	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২	২	x	x	x	১	১	৫	x	x	x	x	২	x	x	১	২	২১
পরার্থপরতা/ পরোপকার	x	১	x	১	৫	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	৩	১	১	২	১	১	x	x	x	১	১৮
পরিমিতিবোধ	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৪	x	x	x	৭
পরিবেশ রক্ষা/ সংরক্ষণ	x	x	x	x	৪	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৪	৩	৫	x	৬	৩	x	x	২	১	৩	২	১	x	১	x	x	x	৩৫
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৫	৪	৫	x	৫	৩	১	৪	২	১	২	২	৩	৩	২	১	x	১	৪৪
প্রতিশ্রুতি রক্ষা	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	২	১	৩	২	১	x	x	x	x	x	১	১১
প্রশান্ত চিত্ততা	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২	১	২	১	৭
বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	x	১	৩	১	২	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৩	১	১	x	x	x	১	৩	৩	২	২	২	৪	৩	৩	১	৩	৩	৪২
বন্ধুভাবাপন্ন	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	১	x	x	১	১	x	x	x	x	x	৫
বিবেকবোধ	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	২

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক বিষয়	বাংলা (পাঠ সংখ্যা) শ্রেণী					ইংরেজি (পাঠ সংখ্যা) শ্রেণী					গণিত (পাঠ সংখ্যা) শ্রেণী					প.প.সমাজ (পাঠ সংখ্যা) শ্রেণী			প.প.বিজ্ঞান (পাঠ সংখ্যা) শ্রেণী			ধর্ম শিক্ষা (পাঠ সংখ্যা) ইসলাম শ্রেণী			ধর্ম শিক্ষা হিন্দু শ্রেণী			ধর্ম শিক্ষা বৌদ্ধ শ্রেণী			ধর্ম শিক্ষা খ্রিষ্ট শ্রেণী			মোট পাঠের সংখ্যা
	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	
বিশ্বাসযোগ্যতা	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	১	x	x	x	১	x	x	x	x	২	২	৭
বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২	২	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৫
বৈষম্যহীনতা/ সাম্য/সমতা	১	১	x	২	১	x	x	x	x	x	১	১	১	x	২	২	৩	১	x	x	x	২	৩	১	x	১	২	x	x	x	x	২	x	২৭
ভ্রাতৃত্ববোধ	x	১	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২	x	x	১	x	x	x	x	x	x	৫
মমতা/ভালোবাসা	x	৩	৩	৫	৩	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৩	২	১	x	x	x	২	৪	৪	৫	৫	৩	x	১	x	৬	৯	৫	৬৩
মহত্ত্ব	x	১	১	১	২	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	১	১	৩	২	২	৩	১	১	২	x	১	৩	২৬
মানবিকতা/ মানবতাবাদ	x	২	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	১	৩	x	x	x	x	x	১	x	১	x	x	১	x	x	x	x	১১
মিতব্যয়িতা	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	১	১	x	১	১	x	x	১	৩	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১০
যুক্তিবাদিতা	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৩	৪	x	x	x	৮
রাগ নিয়ন্ত্রণ/ ক্রোধ প্রশমন	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	১	১	১	x	x	x	৪
লোভহীনতা	x	২	x	x	৩	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	১	১	৩	x	১	২	৩	১	২	৩	২৪
শালীনতা/ মার্জিতবোধ	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৩
শিষ্টাচার/সদাচার/ উন্নত আচার ব্যবহার/ আদব-কায়দা/ ভদ্রতাবোধ/সৌজন্যতা	x	১২	৪	২	৩	x	x	x	৪	৫	x	x	x	x	১	৩	২	২	x	x	x	৮	১১	৮	৩	১	১	x	১	৪	x	x	১	৭৬
শৃঙ্খলা	x	১	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৩	২	১	x	x	x	x	১	x	১	x	x	২	২	x	x	x	x	১৪
সততা	x	২	২	২	২	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	২	x	x	x	২	২	২	৩	২	৩	৫	৬	৬	১	৫	৫	৫৩
সত্যবাদিতা/ সত্যনিষ্ঠা/ সত্যানুসরণ	x	২	x	১	২	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	৩	৫	৮	৩	২	৩	২	৩	১	১	২	২	৪২
সমবেদনাবোধ/ সহমর্মিতা/ সহানুভূতি	x	১	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৪	৪	x	x	x	x	x	২	১	x	১	x	x	১	x	x	১	১৬
সময়ানুবর্তিতা/ সময়ের সদ্ব্যবহার	x	১	x	১	x	x	x	১	১	১	x	x	x	x	x	১	১	১	x	x	x	x	x	x	১	x	x	১	x	x	x	x	x	১০

নৈতিক বিষয়	বাংলা (পাঠ সংখ্যা)					ইংরেজি (পাঠ সংখ্যা)					গণিত (পাঠ সংখ্যা)					প.প.সমাজ (পাঠ সংখ্যা)			প.প.বিজ্ঞান (পাঠ সংখ্যা)			ধর্ম শিক্ষা (পাঠ সংখ্যা) ইসলাম			হিন্দু			বৌদ্ধ			খ্রিষ্ট			মোট পাঠের সংখ্যা
	শ্রেণী					শ্রেণী					শ্রেণী					শ্রেণী			শ্রেণী			শ্রেণী			শ্রেণী			শ্রেণী			শ্রেণী			
	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	৩য়	৪র্থ	৫ম	
সহযোগিতা	x	৩	২	x	১	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	৬	৭	৬	x	x	x	৪	৪	৯	৪	x	১	১	x	৩	৬	২	২	৬২
সহিষ্ণুতা/ সহনশীলতা	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২	x	x	x	x	x	১	x	১	x	x	x	x	x	১	১	৭
সংযম/আত্ম নিয়ন্ত্রণ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	২	৪	x	x	২	১১
সঞ্চয়	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৩
সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা	১	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২	১	৩	x	১	১	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১১
সাহসিকতা	২	৩	৫	২	৭	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	১	x	১	১	x	১	x	x	১	x	x	১	২৬
সেবাব্রত/ সেবাপরায়নতা	x	x	১	১	১	x	x	x	x	২	x	x	x	x	x	২	x	২	x	x	x	৫	৫	৩	৩	৫	২	১	৩	২	৫	৪	৭	৫৫
সুবিবেচনা বোধ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	১
সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা	x	১	৭	২	২	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	৩	৪	৪	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	২৩
সৌহার্দ্য/সম্প্রীতি/ সংহতি	x	১	২	১	২	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	২	৩	৩	x	x	x	x	x	১	১	১	x	১	১	১	x	x	১	২২
স্বাস্থ্য রক্ষা	x	x	১	১	১	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	৫	৩	২	৫	৩	৫	১	১	৫	x	১	২	১	১	৩	১	x	৩	৪৫
ক্ষমাশীল মনোভাব	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	৪	x	১	x	x	x	x	৩	৪	৫	১৮
	১০	৩২	২৭	৩০	৪১	১	১	৩	৯	১৩	৫	৪	৩	২	৬	৩২	৩৪	৪৩	২	৬	৪	২৬	২৭	৪৭	৩৩	৩২	৩৪	২৬	৩০	২৯	২৬	৩২	৩৬	
সর্বমোট নৈতিক বিষয়ের সংখ্যা = ৬৮টি	বাংলা বিষয়ে সর্বমোট নৈতিক বিষয় = ৫৪টি					ইংরেজি বিষয়ে সর্বমোট নৈতিক বিষয় = ১৯টি					গণিত বিষয়ে সর্বমোট নৈতিক বিষয় = ১০টি					প.প.সমাজ বিষয়ে সর্বমোট নৈতিক বিষয় = ৪৭টি			প.প.বিজ্ঞান বিষয়ে সর্বমোট নৈতিক বিষয় = ৬টি			ইসলাম ধর্ম বিষয়ে সর্বমোট নৈতিক বিষয় = ৫৪টি			হিন্দু ধর্ম বিষয়ে সর্বমোট নৈতিক বিষয় = ৪৬টি			বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে সর্বমোট নৈতিক বিষয় = ৪২টি			খ্রিষ্ট ধর্ম বিষয়ে সর্বমোট নৈতিক বিষয় = ৪৩টি			

সারণি: ৬.১৩ তে সমন্বিতভাবে প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক ও শ্রেণীতে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয়ের উল্লম্ব (Vertical) বিন্যাস দেখানো হয়েছে। সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বাংলা বিষয়ে সকল শ্রেণীতে মোট ৫৪টি; ইংরেজি বিষয়ে সকল শ্রেণীতে মোট ১৯টি; গণিত বিষয়ে সকল শ্রেণীতে মোট ১০টি; পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বিষয়ে সকল শ্রেণীতে মোট ৪৭টি; পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান বিষয়ে সকল শ্রেণীতে মোট ৬টি; ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে সকল শ্রেণীতে মোট ৫৪টি; হিন্দু ধর্ম বিষয়ে সকল শ্রেণীতে মোট ৪৬টি; বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে সকল শ্রেণীতে মোট ৪২টি; খ্রিষ্ট ধর্ম বিষয়ে সকল শ্রেণীতে মোট ৪৩ট নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। সকল পাঠ্যপুস্তক ও শ্রেণীতে কোন নৈতিক বিষয় কোন পাঠ্য বিষয়ের কতটি বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত হয়েছে তার সংখ্যা উক্ত সারণির 'রো' গুলিতে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

৬.৫ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিক বিষয়সমূহ

সারণি: ৬.১৪ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিক বিষয়সমূহ

	নৈতিক বিষয়	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা
১	অপরের প্রতি সম্মান/শ্রদ্ধাশীলতা	২ বার	১২ বার
২	অপর ধর্মে/মতবাদে সহনশীলতা	২ বার	৬ বার
৩	অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা	১ বার	৪ বার
৪	আত্মত্যাগ	১ বার	৪ বার
৫	ঔদার্য	১ বার	২ বার
৬	কর্তব্যপরায়নতা/দায়িত্ববোধ	৩ বার	৮ বার
৭	কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রমনির্ভরতা	৪ বার	১২ বার
৮	কুসংস্কারমুক্ততা	১ বার	২ বার
৯	কৃতজ্ঞতাবোধ	১ বার	x
১০	জীব/প্রাণীর প্রতি মমতা	১ বার	৩ বার
১১	দেশপ্রেম	১ বার	৭ বার
১২	নম্রতা/বিনয়	x	৬ বার
১৩	নান্দনিকতা/সৌন্দর্যবোধ	১ বার	৩ বার
১৪	নিয়মানুবর্তিতা/নিয়মনিষ্ঠ	১ বার	১ বার
১৫	নির্মলতা/সারল্য	x	১ বার
১৬	ন্যায়পরায়নতা/ন্যায়বিচারনিষ্ঠ	১ বার	৬ বার
১৭	পরার্থপরতা/পরোপকার	x	২ বার
১৮	পরিবেশ রক্ষা	১ বার	২ বার
১৯	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	x	৪ বার
২০	প্রতিশ্রুতি রক্ষা	x	১ বার
২১	বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	x	৪ বার
২২	বন্ধুভাবাপন্ন	১ বার	১ বার
২৩	বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ	১ বার	২বার
২৪	বৈষম্যহীনতা/সাম্য/সমতা	১ বার	২ বার
২৫	ভ্রাতৃত্ববোধ	x	২ বার
২৬	মমতা/ভালোবাসা	২ বার	৮ বার
২৭	মহত্ত্ব	x	২ বার
২৮	মানবিকতা/মানবতাবাদ	১ বার	৫ বার
২৯	যুক্তিবাদিতা	২ বার	৪ বার
৩০	শিষ্টাচার/সদাচার	১ বার	৬ বার
৩১	শৃঙ্খলা	১ বার	২ বার
৩২	সততা	১ বার	x
৩৩	সংযম	x	১ বার
৩৪	সত্যবাদিতা	x	১ বার
৩৫	সমবেদনাবোধ/সহমর্মিতা/সহানুভূতি	১ বার	৪ বার
৩৬	সহনশীলতা	১ বার	১ বার
৩৭	সহযোগিতা	২ বার	৪ বার
৩৮	সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা	১ বার	১ বার
৩৯	সেবাপরায়নতা	x	১ বার
৪০	সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা	২ বার	৭ বার
৪১	সৌহার্দ্য/সম্প্রীতি/সংহতি	২ বার	৬ বার
৪২	স্বাস্থ্য রক্ষা	১ বার	৩ বার
		মোট নৈতিক বিষয় = ৩১টি	মোট নৈতিক বিষয় = ৪০টি

এছাড়া সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'য়ালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা, স্রষ্টাকে সকল কাজে স্মরণ ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স:) এর/স্ব স্ব ধর্ম প্রবর্তকের শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করা এবং স্ব স্ব ধর্মের অনুশাসন অনুসরণের মাধ্যমে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করার বিষয়গুলি সন্নিবেশিত রয়েছে।

সারণি: ৬.১৪ তে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় মোট কতটি নৈতিক বিষয় রয়েছে এবং সেগুলি মোট কতবার করে আছে তা দেখানো হয়েছে। সারণি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় মোট ৩১টি এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় মোট ৪০টি নৈতিক বিষয় আছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৬ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় প্রতিফলিত নৈতিক বিষয়ের সংখ্যা

সারণি: ৬.১৫ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিক বিষয়সমূহের কোনটি কতবার প্রতিফলিত হয়েছে তার সংখ্যা

	নৈতিক বিষয়	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	পরিবেশ পরিচিতি	ধর্ম			
								ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট
১	অপরের প্রতি সম্মান/শ্রদ্ধাশীলতা	২	১২	x	x	x	২	২	৩	২	৩
২	অপর ধর্মে/মতবাদে সহনশীলতা	২	৬	x	x	x	১	১	১	২	১
৩	অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা	১	৪	x	x	x	১	১	x	২	x
৪	আত্মত্যাগ	১	৪	x	x	x	১	১	১	১	x
৫	ঔদার্য	১	২	x	x	x	x	x	২	x	x
৬	কর্তব্যপরায়নতা/দায়িত্ববোধ	৩	৮	x	x	x	২	২	১	১	২
৭	কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রমনির্ভরতা	৪	১২	x	x	x	৪	৪	২	১	১
৮	কুসংস্কারমুক্ততা	১	২	x	x	x	১	১	x	x	x
৯	কৃতজ্ঞতাবোধ	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x
১০	জীব/প্রাণীর প্রতি মমতা	১	৩	x	x	x	x	x	১	১	১
১১	দেশপ্রেম	১	৭	x	x	x	৩	১	২	x	১
১২	নম্রতা/বিনয়	x	৬	x	x	x	x	x	৩	১	২
১৩	নান্দনিকতা/সৌন্দর্যবোধ	১	৩	১	x	১	১	x	x	x	x
১৪	নিয়মানুবর্তিতা/নিয়মনিষ্ঠ	১	১	x	x	x	১	x	x	x	x
১৫	নির্মলতা/সারল্য	x	১	x	x	x	x	x	১	x	x
১৬	ন্যায়পরায়নতা/ন্যায়বিচারনিষ্ঠ	১	৬	x	x	x	১	২	১	২	x
১৭	পরার্থপরতা/পরোপকার	x	২	x	x	x	x	x	১	১	x
১৮	পরিবেশ রক্ষা	১	২	x	x	x	১	১	x	x	x
১৯	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	x	৪	x	x	x	x	৩	১	x	x
২০	প্রতিশ্রুতি রক্ষা	x	১	x	x	x	x	x	১	x	x
২১	বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	x	৪	x	x	x	x	x	৩	১	x
২২	বন্ধুভাবাপন্ন	১	১	x	x	x	x	১	x	x	x

Dhaka University Institutional Repository

	নৈতিক বিষয়	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	পরিবেশ পরিচিতি	ধর্ম			
								ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট
২৩	বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ	১	২	x	x	x	১	১	x	x	x
২৪	বৈষম্যহীনতা/ সাম্য/সমতা	১	২	x	x	x	১	১	x	x	x
২৫	ভ্রাতৃত্ববোধ	x	২	x	x	x	x	x	x	১	১
২৬	মমতা/ভালোবাসা	২	৮	x	x	x	২	১	৩	১	১
২৭	মহত্ত্ব	x	২	x	x	x	x	x	১	১	x
২৮	মানবিকতা/মানবতাবাদ	১	৫	x	x	x	১	১	২	১	x
২৯	যুক্তিবাদিতা	২	৪	x	x	১	২	১	x	x	x
৩০	শিষ্টাচার/সদাচার	১	৬	x	x	x	১	১	২	২	x
৩১	শৃঙ্খলা	১	২	x	x	x	১	১	x	x	x
৩২	সততা	১	x	x	x	x	x	x	x	x	x
৩৩	সংযম	x	১	x	x	x	x	x	x	১	x
৩৪	সত্যবাদিতা	x	১	x	x	x	x	x	x	১	x
৩৫	সমবেদনাবোধ/সহমর্মিতা/সহানুভূতি	১	৪	x	x	x	১	১	১	১	x
৩৬	সহনশীলতা	১	১	x	x	x	১	x	x	x	x
৩৭	সহযোগিতা	২	৪	x	x	x	২	২	x	x	x
৩৮	সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা	১	১	x	x	x	১	x	x	x	x
৩৯	সেবাপরায়নতা	x	১	x	x	x	x	x	x	x	১
৪০	সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা	২	৭	x	x	১	২	২	১	১	x
৪১	সৌহার্দ্য/সম্প্রীতি/সংহতি	২	৬	x	x	x	১	১	২	১	১
৪২	স্বাস্থ্য রক্ষা	১	৩	x	x	x	১	x	১	১	x
	মোট নৈতিক বিষয়ের (নৈ.বি.) সংখ্যা = ৪২টি	নৈ.বি. ৩১টি	নৈ.বি. ৪০টি	নৈ.বি. ১টি	x	নৈ.বি. ৩টি	নৈ.বি. ২৬টি	নৈ.বি. ২৩টি	নৈ.বি. ২৩টি	নৈ.বি. ২২টি	নৈ.বি. ১১টি

সারণি: ৬.১৫ তে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় নৈতিক বিষয়ের সংখ্যা দেখানো হয়েছে। সারণি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় মোট ৩১টি এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় মোট ৪০টি নৈতিক বিষয় রয়েছে। সারণির অপর কলামগুলিতে বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার নৈতিক বিষয়সমূহের বিষয়ভিত্তিক বিভাজন দেখানো হয়েছে। সারণি অনুযায়ী ৪০টি বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার মধ্যে বাংলা বিষয়ে ১টি, গণিতে ৩টি, পরিবেশ পরিচিতিতে ২৬টি, ইসলাম শিক্ষায় ২৩টি, হিন্দু ধর্মে ২৩টি, বৌদ্ধ ধর্মে ২২টি এবং খ্রিষ্ট ধর্মে ১১টি নৈতিক বিষয়ের উল্লেখ আছে। ইংরেজি বিষয়ে কোন নৈতিক বিষয়ের উল্লেখ নাই। উক্ত নৈতিক বিষয়সমূহ কতবার করে উপস্থাপিত আছে তা সারণির 'রো'গুলিতে দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৭ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণীর সকল বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা

(*সারণিতে উল্লিখিত নৈতিক বিষয়সমূহ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় যতবার উল্লেখ আছে এবং প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণীর সকল পাঠ্যপুস্তকের যে সকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত আছে সেই বিষয়বস্তুর/পাঠের সর্বমোট সংখ্যা)

সারণি: ৬.১৬ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণীর সকল বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয় ও পাঠের সংখ্যা

নৈতিক বিষয়	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা	সকল শ্রেণী ও পাঠ্য পুস্তকে নৈতিকতা (পাঠসংখ্যা)	বিষয় (পাঠ সংখ্যা) (সকল শ্রেণীর)									শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)				
									ধর্ম				১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম
				বাংলা	ইংরেজি	গণিত	প.প. সমাজ	প.প. বিজ্ঞান	ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	বাংলা, ইংরেজি, গণিত		সকল বিষয়	সকল বিষয়	সকল বিষয়
অহিংসা	x	x	২০	১	x	x	১	x	২	৩	৫	৮	x	x	৬	৪	[illegible]
অহম বর্জন/অহংকার বর্জন	x	x	১৪	৬	x	x	x	x	১	৩	১	৩	x	১	২	৩	৮
অধ্যবসায়	x	x	১৭	৩	২	x	২	x	১	২	৩	৪	x	x	৬	৭	৪
অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ	x	x	৯	৩	x	x	১	x	৫	x	x	x	x	২	x	x	[illegible]
অপরের প্রতি সম্মান/শ্রদ্ধাশীলতা	২	১২	৩৮	৪	x	x	১৫	x	৪	৪	৭	৪	x	২	৮	১৯	[illegible]
অপর ধর্মে/মতবাদে সহনশীলতা	২	৬	১৪	১	x	x	৮	x	x	৪	১	x	x	x	৪	৩	৭
অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা	১	৪	৮	x	x	x	৮	x	x	x	x	x	x	x	২	৪	২
আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	x	x	৫	১	x	x	৩	১	x	x	x	x	x	x	২	১	২
আতিথেয়তা	x	x	১১	৩	x	x	৩	x	৪	১	x	x	x	x	৫	৪	২
আত্মত্যাগ	১	৪	৪৬	১৪	x	১০	৬	x	৩	৪	x	৯	৫	৫	৯	১৩	১৪
আত্মমূল্যায়ন	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
আত্মসম্মানবোধ	x	x	২	২	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	১
ইতিবাচক মনোভাব	x	x	২	x	x	x	x	x	২	x	x	x	x	x	x	১	১
ঈর্ষামুক্ততা	x	x	২	২	x	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	১
উন্নত ব্যক্তিত্ববোধ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক বিষয়	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা	সকল শ্রেণী ও পাঠ্য পুস্তকে নৈতিকতা (পাঠসংখ্যা)	বিষয় (পাঠ সংখ্যা) (সকল শ্রেণীর)									শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)				
									ধর্ম				১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম
				বাংলা	ইংরেজি	গণিত	প.প. সমাজ	প.প. বিজ্ঞান	ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	বাংলা, ইংরেজি, গণিত		সকল বিষয়	সকল বিষয়	সকল বিষয়
একতা/ঐক্য	x	x	৩০	৬	১	x	১১	x	৪	১	৩	৪	১	৫	৮	১০	৬
ঔদার্য	১	২	১০	১	x	x	x	x	১	৪	১	৩	x	x	২	৪	৪
কর্তব্যপরায়নতা/দায়িত্ববোধ	৩	৮	২৭	৪	১	x	১১	x	৩	x	x	৮	x	২	৯	৮	৮
কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রমনির্ভরতা	৪	১২	৪১	১৬	২	x	৯	x	২	x	৭	৫	১	৪	৭	১১	১৮
কুসংস্কারমুক্ততা	১	২	৪	x	১	x	১	x	x	১	১	x	x	x	১	x	৬
কৃতজ্ঞতাবোধ/ধন্যবাদপূর্ণ	১	x	৩৬	১৪	১	x	৩	x	৩	৩	১	১১	১	৩	৮	১৩	১১
ছোটদের প্রতি স্নেহ পরায়নতা	x	x	১৩	৩	x	x	৩	x	৪	২	x	১	x	x	৪	৫	৪
জীব/প্রাণীর প্রতি মমতা	১	৩	২৯	৬	২	x	x	x	৪	৬	৯	২	১	১	১১	৭	৯
দয়ার্দ্রতা	x	x	৪৯	৬	২	x	৩	x	১২	৪	১২	১০	x	২	১৩	১৭	১৭
দেশপ্রেম	১	৭	৫৮	৪০	২	৩	৭	x	১	৩	x	২	৫	৯	১২	১৬	১৬
ধৈর্যশীলতা	x	x	৮	২	x	x	x	x	২	x	x	৪	x	x	x	৩	৫
নম্রতা/বিনয়	x	৬	৬০	৭	x	x	৩	x	১১	১৭	১০	১২	১	৩	১৩	২০	২৩
নান্দানকতা/সৌন্দর্যবোধ	১	৩	৪৭	২৫	১	২	৯	x	২	৫	১	২	২	৫	১৫	১২	১৩
নিয়মানুবার্তিতা/নিয়মনিষ্ঠ	১	১	২১	x	২	x	৫	x	১	৩	৬	৪	x	x	৭	৭	৭
নির্মলতা/সারল্য	x	১	৩৪	১	x	x	x	x	x	১১	১০	১২	x	x	৯	১০	১৫
ন্যায়পরায়নতা/ন্যায়বিচারনিষ্ঠ	১	৬	২১	৫	x	x	৪	x	৭	x	২	৩	x	x	১	৮	১২
পরার্থপরতা/পরোপকার	x	২	১৮	৭	x	x	১	x	৩	৪	২	১	x	১	২	৩	১২
পরিমিতিবোধ	x	x	৭	১	x	১	১	x	x	x	৪	x	x	x	১	x	৬
পরিবেশ রক্ষা/সংরক্ষণ	১	২	৩৫	৪	x	x	১২	৯	২	৬	২	x	x	x	৬	১২	১৭
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	x	৪	৪৪	x	x	x	১৪	৮	৭	৫	৮	২	x	x	১১	১৮	১৫
প্রতিশ্রুতি রক্ষা	x	১	১১	x	x	x	x	x	৪	৬	x	১	x	x	৪	৪	৩
প্রশান্ত চিত্ততা	x	x	৭	১	x	x	x	x	x	x	২	৪	x	x	২	২	৩

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক বিষয়	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা	সকল শ্রেণী ও পাঠ্য পুস্তকে নৈতিকতা (পাঠসংখ্যা)	বিষয় (পাঠ সংখ্যা) (সকল শ্রেণীর)									শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)				
				বাংলা	ইংরেজি	গণিত	প.প. সমাজ	প.প. বিজ্ঞান	ধর্ম				১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম
									ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	বাংলা, ইংরেজি, গণিত		সকল বিষয়	সকল বিষয়	সকল বিষয়
বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	x	৪	৪২	৭	x	x	৫	x	৭	৬	১০	৭	x	১	১৪	১৩	১৪
বন্ধুভাবাপন্ন	১	১	৫	x	১	x	x	x	২	১	১	x	x	x	২	x	৩
বিবেক বোধ	x	x	২	১	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	x	x	২
বিশ্বাসযোগ্যতা	x	x	৭	x	x	x	x	x	২	১	x	৪	x	x	১	৩	৩
বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ	১	২	৫	x	x	x	৪	x	১	x	x	x	x	x	x	২	৩
বৈষম্যহীনতা/সাম্য/সমতা	১	২	২৭	৫	x	৫	৬	x	৬	৩	x	২	২	২	৫	১১	৭
ভ্রাতৃত্ববোধ	x	২	৫	২	x	x	x	x	২	১	x	x	x	১	x	x	৪
মমতা/ভালোবাসা	২	৮	৬৪	১৪	x	x	৬	x	১০	১৩	১	২০	x	৩	১৯	২৬	১৬
মহত্ত্ব	x	২	২৬	৫	x	x	১	x	৫	৭	৪	৪	x	১	৫	৭	১৬
মানবিকতা/মানবতাবাদ	১	৫	১১	৩	x	x	৫	x	১	১	১	x	x	২	১	৩	৫
মিতব্যয়িতা	x	x	১০	১	x	১	২	২	৪	x	x	x	x	x	৩	৪	৩
যুক্তিবাদিতা	২	৪	৮	x	x	x	১	x	x	x	৭	x	x	x	x	৩	৫
রাগ নিয়ন্ত্রণ/ক্রোধ প্রশমন	x	x	৪	x	x	x	x	x	১	x	৩	x	x	x	১	১	২
লোভহীনতা	x	x	২৪	৫	১	x	x	x	২	৪	৬	৬	x	২	৩	৯	১০
শালীনতা/মার্জিতবোধ	x	x	৩	১	x	x	x	x	২	x	x	x	x	x	x	১	২
শিষ্টাচার/সদাচার/ উন্নত আচার-ব্যবহার/আদব-কায়দা/ভদ্রতাবোধ/ সৌজন্যতা	১	৬	৭৬	২১	৯	১	৭	x	২৭	৫	৫	১	x	১২	১৮	২১	২৫
শৃঙ্খলা	১	২	১৪	২	x	x	৬	x	১	১	৪	x	x	১	৭	৫	১
সততা	১	x	৫৩	৮	১	x	২	x	৬	৮	১৭	১১	x	২	১৩	১৮	২০
সত্যবাদিতা/সত্যনিষ্ঠা/ সত্যানুসরণ	x	১	৪২	৫	x	১	১	x	১৬	৮	৬	৫	১	২	৯	১৩	১৭
সমবেদনাবোধ/সহমর্মিতা/ সহানুভূতি	১	৪	১৬	২	x	x	৮	x	২	২	১	১	x	১	১	৫	৯
সময়ানুবর্তিতা/ সময়ের সদ্ব্যবহার	x	x	১০	২	৩	x	৩	x	x	১	১	x	x	১	৪	৩	২

নৈতিক বিষয়	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয় ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা	সকল শ্রেণী ও পাঠ্য পুস্তকে নৈতিকতা (পাঠসংখ্যা)	বিষয় (পাঠ সংখ্যা) (সকল শ্রেণীর)									শ্রেণী (পাঠ সংখ্যা)				
				বাংলা	ইংরেজি	গণিত	প.প. সমাজ	প.প. বিজ্ঞান	ধর্ম				১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম
									ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	বাংলা, ইংরেজি, গণিত		সকল বিষয়	সকল বিষয়	সকল বিষয়
সহযোগিতা	২	৪	৬২	৬	১	x	১৯	x	১৭	৫	৪	১০	x	৩	২৩	১৩	২৩
সহিষ্ণুতা/সহনশীলতা	১	১	৭	১	x	x	২	x	১	১	x	২	x	x	x	২	৫
সংযম/আত্ম নিয়ন্ত্রণ	x	১	৯	x	x	x	x	x	১	x	৬	২	x	x	x	২	৭
সঞ্চয়	x	x	৩	১	x	২	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	২
সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা	১	১	১১	২	x	x	৬	২	১	x	x	x	১	x	২	২	৬
সাহসিকতা	x	x	২৬	১৯	x	x	১	x	২	২	১	১	২	৩	৭	২	১২
সেবাব্রত/সেবাপরায়নতা	x	১	৫৫	৪	২	x	৪	x	১৩	১০	৬	১৬	x	১	১৭	২০	১[illegible]
সুবিবেচনা বোধ	x	x	১	x	x	x	x	x	x	x	x	১	x	x	x	x	১
সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা	২	৭	২৩	১২	x	x	১১	x	x	x	x	x	x	১	১০	৬	৬
সৌহার্দ্য/সম্প্রীতি/সংহতি	২	৬	২২	৬	১	x	৮	x	১	২	৩	১	x	১	৬	৬	৯
স্বাস্থ্য রক্ষা	১	৩	৪৫	৩	x	১	১০	১৩	৭	২	৫	৪	x	১	১৪	৯	২[illegible]
ক্ষমাশীল মনোভাব	x	x	১৮	x	x	x	x	x	৫	১	x	১২	x	x	৪	৫	৯
মোট নৈতিক বিষয়ের (নৈ.বি.) সংখ্যা = ৬৮	নৈ.বি. ৩১টি	নৈ.বি. ৪০টি	নৈ.বি. ৬৮টি	নৈ.বি. ৫৪টি	নৈ.বি. ১৯টি	নৈ.বি. ১০টি	নৈ.বি. ৪৭টি	নৈ.বি. ৬টি	নৈ.বি. ৫৪টি	নৈ.বি. ৪৬টি	নৈ.বি. ৪২টি	নৈ.বি. ৪৩টি	নৈ.বি. ১২টি	নৈ.বি. ৩৩টি	নৈ.বি. ৫৬ টি	নৈ.বি. ৫৮টি	নৈ.বি. ৬৮টি

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৬.১৬ তে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা এবং প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণী ও পাঠ্য পুস্তকে নৈতিক বিষয়ের সংখ্যা দেখানো হয়েছে। সারণিতে দেখা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় মোট ৩১টি এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় মোট ৪০টি এবং সকল শ্রেণী ও পাঠ্যপুস্তকে সম্মিলিতভাবে মোট ৬৮টি নৈতিক বিষয় রয়েছে। সারণির অপর কলামগুলিতে প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণী ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে নৈতিক বিষয়ের সংখ্যা দেখানো হয়েছে। সারণি অনুযায়ী সকল শ্রেণীর বাংলা বিষয়ে মোট ৫৪টি, ইংরেজি বিষয়ে মোট ১৯টি, গণিতে মোট ১০টি, পরিবেশ পরিচিতি সমাজে মোট ৪৭টি, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞানে মোট ৬টি, ইসলাম শিক্ষায় মোট ৫৪টি, হিন্দু ধর্মে মোট ৪৬টি, বৌদ্ধ ধর্মে মোট ৪২টি এবং খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষায় মোট ৪৩টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া সারণি অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর সকল বিষয়ে ১২টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল বিষয়ে ৩৩টি, তৃতীয় শ্রেণীর সকল বিষয়ে ৫৬টি, চতুর্থ শ্রেণীর সকল বিষয়ে ৫৮টি ও পঞ্চম শ্রেণীর সকল বিষয়ে ৬৮টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। উক্ত নৈতিক বিষয়সমূহ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় কতবার করে উপস্থাপিত আছে এবং প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণী ও পাঠ্যপুস্তকের কতটি বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত আছে তা সারণির 'রো'গুলিতে দেখানো হয়েছে।

৬.৮ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় যতটি নৈতিক বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকে যতটি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তার সর্বমোট সংখ্যা: আনুভূমিক (Horizontal) বিন্যাস

সারণি: ৬.১৭ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় যতটি নৈতিক বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকে যতটি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তার সর্বমোট সংখ্যা: আনুভূমিক (Horizontal) বিন্যাস

শ্রেণী	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা	বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা	বাংলা	ইংরেজি	গণিত	প. প. সমাজ	প. প. বিজ্ঞান	ধর্ম				মোট
								ইসলাম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিষ্ট	
প্রথম	-----	-----	১০	১	৫	x	x	x	x	x	x	১২টি
দ্বিতীয়	-----	-----	৩২	১	৪	x	x	x	x	x	x	৩৩টি
তৃতীয়	-----	-----	২৭	৩	৩	৩২	২	২৬	৩৩	২৬	২৬	৫৬টি
চতুর্থ	-----	-----	৩০	৯	২	৩৪	৬	২৭	৩২	৩০	৩২	৫৮টি
পঞ্চম	-----	-----	৪১	১৩	৬	৪৩	৪	৪৭	৩৪	২৯	৩৬	৬৮টি
মোট	৩১টি	৪০টি	৫৪টি	১৯টি	১০টি	৪৭টি	৬টি	৫৪টি	৪৬টি	৪২টি	৪৩টি	
সকল শ্রেণীর সকল বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয়ের সর্বমোট সংখ্যা = ৬৮টি												

সারণি: ৬.১৭ তে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় যতটি নৈতিক বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্য পুস্তকের সকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে যতটি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তার সর্বমোট সংখ্যার আনুভূমিক (Horizontal) বিন্যাস দেখানো হয়েছে। সারণিতে দেখা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় মোট ৩১টি এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় মোট ৪০টি নৈতিক বিষয় রয়েছে। সারণির অপর কলামগুলিতে প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক মোট সংখ্যা দেখানো হয়েছে। সারণি অনুযায়ী সকল শ্রেণীর বাংলা বিষয়ে মোট ৫৪টি, ইংরেজি বিষয়ে মোট ১৯টি, গণিতে মোট ১০টি, পরিবেশ পরিচিতি সমাজে মোট ৪৭টি, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞানে মোট ৬টি, ইসলাম শিক্ষায় মোট ৫৪টি, হিন্দু ধর্মে মোট ৪৬টি, বৌদ্ধ ধর্মে মোট ৪২টি এবং খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষায় মোট ৪৩টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। সকল শ্রেণী ও পাঠ্যপুস্তকে সম্মিলিতভাবে মোট ৬৮টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণী ও বিষয়ের মোট নৈতিক বিষয়ের সংখ্যা সারণির 'রো'গুলিতে দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

লেখচিত্র: ৬.১ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় যতটি নৈতিক বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকে যতটি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তার সর্বমোট সংখ্যার লেখচিত্র: আনুভূমিক (Horizontal) বিন্যাস

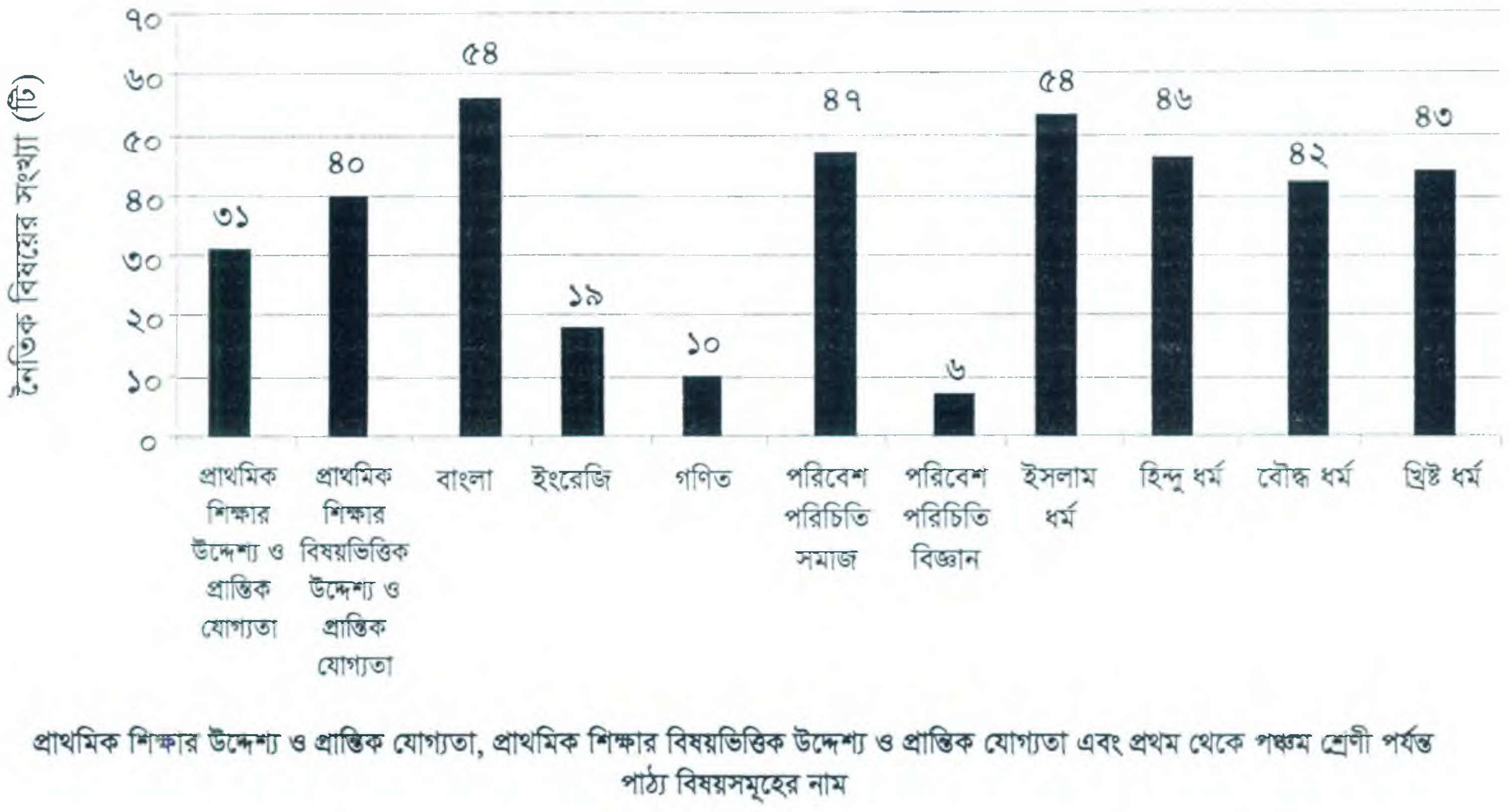

Dhaka University Institutional Repository

৬.৯ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় যতটি নৈতিক বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকে যতটি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তার সর্বমোট সংখ্যা: উল্লম্ব (Vertical) বিন্যাস

সারণি: ৬.১৮ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় যতটি নৈতিক বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকে যতটি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তার সর্বমোট সংখ্যা: উল্লম্ব (Vertical) বিন্যাস

বিষয়	প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা	প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থশ্রেণী	পঞ্চম শ্রেণী	মোট
বাংলা	১	১	১০	৩২	২৭	৩০	৪১	৫৪টি
ইংরেজি	x	x	১	১	৩	৯	১৩	১৯টি
গণিত	২	৩	৫	৪	৩	২	৬	১০টি
পরিবেশ পরিচিতি সমাজ	পরিবেশ পরিচিতি ২	পরিবেশ পরিচিতি ২৬	x	x	৩২	৩৪	৪৩	৪৭টি
পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান			x	x	২	৬	৪	৬টি
ইসলাম ধর্ম	২১	২৩	x	x	২৬	২৭	৪৭	৫৪টি
হিন্দু ধর্ম	২৪	২৩	x	x	৩৩	৩২	৩৪	৪৬টি
বৌদ্ধ ধর্ম	১৭	২২	x	x	২৬	৩০	২৯	৪২টি
খ্রিষ্ট ধর্ম	৯	১১	x	x	২৬	৩২	৩৬	৪৩টি
মোট	৩১টি	৪০টি	১২টি	৩৩টি	৫৬টি	৫৮টি	৬৮টি	
সকল শ্রেণীর সকল বিষয়ের বিষয়বস্তুতে/পাঠে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয়ের সর্বমোট সংখ্যা = ৬৮টি								

সারণি: ৬.১৮ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় যতটি নৈতিক বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্য পুস্তকের সকল বিষয়বস্তুতে/পাঠে যতটি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তার সর্বমোট সংখ্যার উল্লম্ব (Vertical) বিন্যাস দেখানো হয়েছে। সারণিতে দেখা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় মোট ৩১টি এবং বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় মোট ৪০টি নৈতিক বিষয় রয়েছে। সারণির অপর কলামগুলিতে প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয়ের শ্রেণীভিত্তিক মোট সংখ্যা দেখানো হয়েছে। সারণি অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর সকল বিষয়ে ১২টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল বিষয়ে ৩৩টি, তৃতীয় শ্রেণীর সকল বিষয়ে ৫৬টি, চতুর্থ শ্রেণীর সকল বিষয়ে ৫৮টি ও পঞ্চম শ্রেণীর সকল বিষয়ে ৬৮টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে । সকল শ্রেণী ও পাঠ্যপুস্তকে সম্মিলিতভাবে মোট ৬৮টি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণী ও বিষয়ের মোট নৈতিক বিষয়ের সংখ্যা সারণির 'রো'গুলিতে দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

লেখচিত্রঃ ৬.২ প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় যতটি নৈতিক বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং প্রাথমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকে যতটি নৈতিক বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তার সর্বমোট সংখ্যার লেখচিত্রঃ উল্লম্ব (Vertical) বিন্যাস

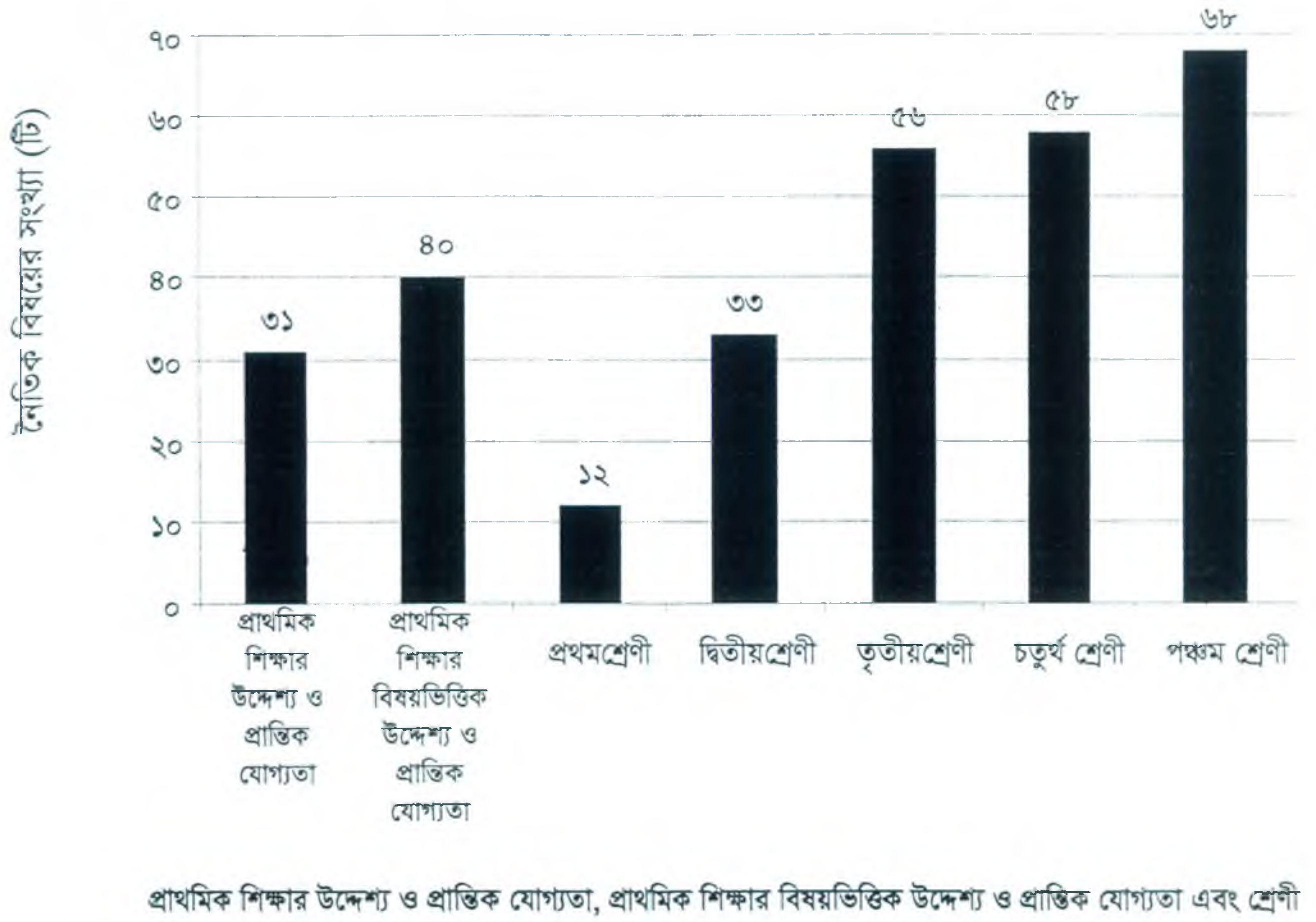

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ
উত্তরদাতা প্রদত্ত এবং বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণকৃত

এই গবেষণার নির্বাচিত উত্তরদাতা যথা: শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্রে স্ব স্ব ক্ষেত্র ও সংশ্লিষ্টতার যৌক্তিকতা বিবেচনা করে তথ্য ও মতামত জানতে চাওয়া হয়। পাশাপাশি বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। উক্ত মতামত, তথ্য ও উপাত্তসমূহ গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রশ্নাবলির আলোকে এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উদ্দেশ্যসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের আলোকে গবেষণার প্রশ্নাবলির উত্তর অনুসন্ধানের জন্য উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামতসমূহ কিছু বিষয়ভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে বিন্যাস, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৭.১ প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষার বিদ্যমান অবস্থা ও গুরুত্ব অনুসন্ধান

৭.১.১ প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষার বিদ্যমান অবস্থা অনুসন্ধান

এই গবেষণার ১ নম্বর উদ্দেশ্যের আলোকে নির্মিত ১ নম্বর গবেষণা প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছ থেকে মতামত পাওয়া যায়। উক্ত মতামতসমূহকে বিভিন্ন শিরোনামে বিন্যস্ত করে নিচে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩০ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণের কাছে **বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষার বিদ্যমান অবস্থাটিকে তাঁরা কীভাবে মূল্যায়ন করবেন** তা জানতে চাইলে (প্রশ্ন নং-৬) নিচের অভিমতসমূহ পাওয়া যায়:

সারণি: ৭.১ **প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষার বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদদের মূল্যায়ন**

	শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণের অভিমত	গণসংখ্যা (৩০ জন)	শতকরা হার
১	নৈতিক শিক্ষা যথাযথভাবে এবং সঠিক মাত্রায় প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্ব পায়নি।	১৪	৪৬.৬৭
২	নৈতিক শিক্ষা তত্ত্ব, পুঁথি ও মুখস্ত নির্ভর, কার্যক্রমভিত্তিক ও প্রয়োগশীল নয়।	১০	৩৩.৩৩
৩	বিদ্যমান সামাজিক নৈতিকতা বিবর্জিত বিষয়ের প্রভাব পরিবার, শিক্ষা প্রশাসন, বিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষকের উপর পড়েছে। ফলে শিশু তার শেখা নৈতিক জ্ঞান নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে।	৭	২৩.৩৩
৪	শিক্ষকদের আচরণ, কার্যাবলি, শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ ও দক্ষতায় অনেক ক্ষেত্রে অভাব আছে এবং মডেল শিক্ষকের সংখ্যা সীমিত।	৪	১৩.৩৩
৫	পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়নের ব্যবস্থা নাই।	২	৬.৬৭
৬	শিক্ষক সংকট, জনবল সংকট, সুযোগ সুবিধা কম বিধায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন।	২	৬.৬৭
৭	সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক বা বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যর্থতা বা নৈতিকতা বিবর্জিত বিষয় সমাধানের সরল উপায় হিসেবে শিশুর শিক্ষায় সেই সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে সমাধানের পথ খোঁজা হচ্ছে। এতে শিশুকে বরং নৈতিকতার বিপরীত ধারণাই দেওয়া হচ্ছে এবং তার স্বাভাবিক জ্ঞানের বিষয়ের অনুশীলন বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে।	১	৩.৩৩

সারণি: ৭.১ এ দেখা যাচ্ছে যে **বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষার বিদ্যমান অবস্থাকে** শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণ **কীভাবে মূল্যায়ন করবেন** এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁদের ৪৬.৬৭ শতাংশ জানিয়েছেন নৈতিক শিক্ষা যথাযথভাবে এবং সঠিক মাত্রায় প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্ব পায়নি। ৩৩.৩৩ শতাংশ জানিয়েছেন নৈতিক শিক্ষা তত্ত্ব, পুঁথি ও মুখস্ত নির্ভর, কার্যক্রমভিত্তিক ও প্রয়োগশীল নয়। ২৩.৩৩ শতাংশ মনে করেন সমাজে বিদ্যমান নৈতিকতার বিপরীত বিষয়ের প্রভাব পরিবার, শিক্ষা প্রশাসন, বিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষকের উপর পড়েছে। ফলে শিশু তার শেখা নৈতিক জ্ঞান

নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে। ১৩.৩৩ শতাংশ এর মতে শিক্ষকদের আচরণ, কার্যাবলি, শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ ও দক্ষতায় অনেক ক্ষেত্রে অভাব আছে এবং মডেল শিক্ষকের সংখ্যা সীমিত। ৬.৬৭ শতাংশ বলেছেন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়নের ব্যবস্থা নাই। ৬.৬৭ শতাংশ এর মতে শিক্ষক সংকট, জনবল সংকট, সুযোগ সুবিধা কম বলে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন। ৩.৩৩ শতাংশ জানান-সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক বা বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যর্থতা বা নৈতিকতা বিবর্জিত বিষয় সমাধানের সরল উপায় হিসেবে শিশুর শিক্ষায় সেই সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে সমাধানের পথ খোঁজা হচ্ছে। এতে শিশুকে বরং নৈতিকতার বিপরীত বিষয়ের ধারণাই দেওয়া হচ্ছে এবং তার স্বাভাবিক জ্ঞানের বিষয়ের অনুশীলন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

৭.১.১.১ শিক্ষার্থীর আচরণ মুল্যায়ন

১৬টি বিদ্যালয়ের ৮০ জন শিক্ষকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল **বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আচরণ মূল্যায়ন করা হয় কি না** (প্রশ্ন নং-৭) যার উত্তরে শতভাগ শিক্ষকই মূল্যায়ন করা হয় বলে জানিয়েছেন। অর্থাৎ সকল বিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীদের আচরণ মূল্যায়ন করা হয়। অপর পক্ষে ৬.৬৭ শতাংশ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণ বলেছেন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আচরণ মূল্যায়নের ব্যবস্থা নাই।

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে শতভাগ শিক্ষকই বলেছেন শিক্ষকের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আচরণ মূল্যায়ন হয়। এর মধ্যে ১টি বিদ্যালয়ে প্রগতিপত্রে তার উল্লেখ থাকে।

মূল্যায়নের জন্য কোন নম্বর নির্ধারণ আছে কি না প্রসঙ্গে ৯৩.৭৫ শতাংশ বিদ্যালয়ে নির্ধারণ করা নাই এবং ৬.২৫ শতাংশ বিদ্যালয়ে শতকরা ৫ নম্বর নির্ধারণ করা আছে বলে জানানো হয়েছে যা সাময়িক/বার্ষিক পরীক্ষায় যুক্ত হয়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আচরণ মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে বলে শিক্ষকগণ মনে করেন কি না-সেই প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৯৭.৫০ জন শিক্ষক তার প্রয়োজন আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। শতকরা ২.৫০ জন শিক্ষক বলেছেন তার প্রয়োজন নাই।

শতকরা ৫২.৫০ জন শিক্ষক মনে করেন **শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য পুরস্কার বা অবনতিতে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন আছে।** শতকরা ৪৭.৫০ জন শিক্ষক মনে করেন প্রয়োজন নাই।

৭.১.১.২ শিক্ষকগণের আচরণে নৈতিকতার প্রতিফলন

শিক্ষার্থীদের যে সকল নৈতিক শিক্ষা/হিতোপদেশ প্রদান করা হয় শিক্ষকগণের আচরণে তার প্রতিফলন প্রস্ফুটিত হয় কি না (প্রশ্ন নং-৮) সেই প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ১১.২৫ জন শিক্ষক বলেছেন সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয়। শতকরা ৫২.৫০ জন শিক্ষক বলেছেন বহুলাংশে প্রস্ফুটিত হয়। শতকরা ৩৬.২৫ জন শিক্ষক বলেছেন মোটামুটি প্রস্ফুটিত হয়।

৭.১.১.৩ বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষা প্রদান প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা

নৈতিক শিক্ষা প্রদান প্রক্রিয়া বা শিক্ষকের নৈতিক কাজে (যেমন, পরীক্ষায় নম্বর প্রদানে সততা, বিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া ইত্যাদি) উৎসাহ ব্যঞ্জক বিষয়/বাধাবিঘ্ন আছে কি না (প্রশ্ন নং-৯) এই প্রশ্নের উত্তরে ৩১.২৫ শতাংশ (৫টি বিদ্যালয়) শিক্ষক বলেছেন বাধাবিঘ্ন আছে। অপর ৬৮.৭৫ শতাংশ (১১টি বিদ্যালয়) শিক্ষক বলেছেন বাধাবিঘ্ন নাই। **বাধাবিঘ্নগুলি কী কী**-এই প্রশ্নের উত্তরে নিচের তথ্যসমূহ পাওয়া যায়:

সারণি: ৭.২ নৈতিক শিক্ষা প্রদান প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতাসমূহ

	নৈতিক শিক্ষা প্রদান প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতাসমূহ	গণসংখ্যা (৮০ জন)	শতকরা হার
১	ভর্তির সময় স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চাপ প্রয়োগ ও স্বজন-প্রীতি।	১৪	১৭.৫
২	উত্তীর্ণ না হলেও প্রমোশনের চেষ্টা।	৫	৬.২৫
৩	প্রাইভেট পড়লে সেই শিক্ষক তাকে বেশি নম্বর দেন আর প্রাইভেট না পড়লে কম নম্বর দেন।	৪	৬.২৫
৪	কোন কোন শিক্ষক পাঠদানে উদাসীন ও দায়িত্বহীন।	২	২.৫০

Dhaka University Institutional Repository

	নৈতিক শিক্ষা প্রদান প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতাসমূহ	গণসংখ্যা (৮০ জন)	শতকরা হার
৫	পরীক্ষায় উপস্থিত না হয়েও পরবর্তীতে পূর্বের প্রশ্ন পত্রেই পরীক্ষাগ্রহণে চাপ প্রয়োগ।	১	১.২৫
৬	সন্তানদেরকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর প্রতি গরিব অভিভাবকদের অনীহা।	১	১.২৫
৭	অভিভাবকদের অসহযোগিতা।	১	১.২৫

সারণি: ৭.২ এ দেখা যাচ্ছে যে **বাধাবিঘ্নগুলি কী কী** জানতে চাইলে ১৭.৫০ শতাংশ শিক্ষক জানান ভর্তির সময় স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চাপ প্রয়োগ এবং স্বজন-প্রীতির বিষয়টি, ৬.২৫ শতাংশ শিক্ষক বলেন উত্তীর্ণ না হলেও প্রমোশনের চেষ্টা করা হয়, ৫ শতাংশ শিক্ষক জানান প্রাইভেট পড়লে সেই শিক্ষক তাকে বেশি নম্বর দেন আর প্রাইভেট না পড়লে কম নম্বর দেন, ২.৫০ শতাংশ শিক্ষক জানান কোন কোন শিক্ষক পাঠদানে উদাসীন ও দায়িত্বহীন। ১.২৫ শতাংশ শিক্ষক সন্তানদেরকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর প্রতি গরিব অভিভাবকদের অনীহা, পরীক্ষায় উপস্থিত না হয়েও পরবর্তীতে পূর্বের প্রশ্নপত্রেই পরীক্ষাগ্রহণে চাপ প্রয়োগ ও অভিভাবকদের অসহযোগিতার কথা বলেন।

৭.১.১.৪ বিদ্যালয়ে লাইব্রেরির ব্যবস্থাপনা

বিদ্যালয়ে লাইব্রেরির ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে (প্রশ্ন নং-১১) ৯টি বিদ্যালয়ের শতকরা ৬৫.২৫ জন শিক্ষক জানান, লাইব্রেরির জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ বরাদ্দ নাই। তবে শিক্ষকদের কক্ষে আলমারীতে সংরক্ষিত সম্পুরক পঠন সামগ্রী আছে (এস আর এম) যা বাড়িতে নিয়ে পড়ার জন্য কখনো কখনো শিক্ষার্থীদেরকে ধার দেওয়া হয় বা শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পড়ে শোনান। ৬টি বিদ্যালয়ের শতকরা ৩৭.৫০ জন শিক্ষক বলেন লাইব্রেরির ব্যবস্থাপনা নাই। তবে ১টি বিদ্যালয়ের শতকরা ৬.২৫ জন শিক্ষক সেখানে স্বতন্ত্র লাইব্রেরি কক্ষ রয়েছে বলে জানিয়েছেন।

অপর দিকে **বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি আছে কি না** এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্ন করলে (প্রশ্ন নং-৫) ১৬০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯৩.৮০ শতাংশ শিক্ষার্থী বলেছে আছে (১৫টি বিদ্যালয়) এবং ৬.২০ শতাংশ শিক্ষার্থী বলেছে নাই (১টি বিদ্যালয়)।

বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণে শিক্ষকদের প্রদত্ত তথ্যের অনুরূপ তথ্য পাওয়া যায়। দেখা গিয়েছে যে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের কক্ষে আলমারিতে সংরক্ষিত বইগুলিকেই লাইব্রেরি মনে করে।

৭.১.১.৪.১ শিক্ষার্থীর চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনে সহায়ক সম্পূরক পঠনসামগ্রী

যে সকল বিদ্যালয়ে লাইব্রেরির ব্যবস্থাপনা আছে সেখানে **শিক্ষার্থীর চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনে সহায়ক সম্পূরক পঠনসামগ্রী আছে কি না** প্রসঙ্গে শিক্ষকরা শতকরা ৬২.৫০ জন আছে বলেছেন। এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরও মতামত নেওয়া হয় যার উত্তরে শতকরা ৮৭.৫০ জন শিক্ষার্থী বলেছে আছে।

উক্ত বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনে সহায়ক যে সকল বই রয়েছে শিক্ষকগণ তার বিষয়ভিত্তিক কিছু নাম উল্লেখ করেছেন। যথাঃ

সারণি: ৭.৩ বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনে সহায়ক সম্পূরক পঠনসামগ্রী

চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনে সহায়ক সম্পূরক পঠনসামগ্রী	বিদ্যালয় ১৬টি	গণসংখ্যা (৮০ জন)	শতকরা হার
মনীষীদের জীবনী	১০টি (৬২.৫%)	৫০	৬২.২৫
নৈতিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের গল্প সংকলন	১০টি (৬২.৫%)	৫০	৬২.২৫
ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি	৫টি (৩১.২৫%)	২৫	৩১.২৫

সারণি: ৭.৩ এ দেখা যাচ্ছে ৬২.২৫ শতাংশ শিক্ষকের মত অনুযায়ী (১০টি বিদ্যালয়ে) মনীষীদের জীবনী, ৩১.২৫ শতাংশ শিক্ষকের মত অনুযায়ী (৫টি বিদ্যালয়ে) ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ৬২.২৫ শতাংশ শিক্ষকের মত অনুযায়ী (১০টি বিদ্যালয়ে) গল্প সংকলন যার মধ্যে নৈতিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের গল্প রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৭.১.১.৪.২ চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনে শিক্ষার্থীর সম্পূরক পঠনসামগ্রী পাঠ

শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাওয়া হয় তারা সেই সকল পঠন সামগ্রী পাঠ করে কি না। এ প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীরা নিচের তথ্য জানিয়েছে:

সারণি: ৭.৪ শিক্ষার্থীদের সম্পূরক পঠনসামগ্রী পাঠের হার

চলক	গণসংখ্যা (১৬০ জন)	শতকরা হার
নিয়মিত	৪৪	২৭.৫
মাঝেমধ্যে	৭৬	৪৭.৫
খুব কম	৮	৫
পাঠ করি না	২২	১৩.৮

সারণি: ৭.৪ থেকে দেখা যাচ্ছে ১৬০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৭.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী নিয়মিত পাঠ করে, ৪৭.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী মাঝেমধ্যে পাঠ করে, ৫ শতাংশ খুব কম এবং ১৩.৮ শতাংশ শিক্ষার্থী পাঠ করে না। এখানে দেখা যায় যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পুরক পঠন সামগ্রী পড়ার অভ্যাস মোটামুটি।

৭.১.১.৫ বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে অভিভাবকদের মতামত

১৬টি বিদ্যালয়ের ৮০ জন অভিভাবকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল উক্ত বিদ্যালয়ে যে সকল নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম অনুশীলন করা হয় সেগুলিকে সন্তোষজনক মনে হয় কি না (প্রশ্ন নং-১১) যার উত্তরে শতকরা ৮৮.৭৫ জন সন্তোষজনক মনে হয় বলেছেন। শতকরা ১.২৫ জন অভিভাবক মোটামুটি সন্তোষজনক বলেছেন। শতকরা ৫ জন বলেছেন সন্তোষজনক নয় এবং শতকরা ৫ জন অবহিত নন।

সন্তোষজনক মনে হওয়ার ক্ষেত্রে সেগুলি কী কী সে সম্পর্কে অভিভাবকরা নিচের তথ্যগুলি তুলে ধরেন:

সারণি: ৭.৫ বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম অনুশীলনের সন্তোষজনক ক্ষেত্র

	সন্তোষজনক ক্ষেত্রসমূহ	গণসংখ্যা ৮০ জন	শতকরা হার
১	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৭২	৯০
২	উন্নত আচার ব্যবহার/আদব-কায়দা	৬৭	৮৩.৭৫
৩	বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা/ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা	৫৫	৬৮.৭৫
৪	নিয়মানুবর্তিতা/নিয়মনিষ্ঠা	৪০	৫০
৫	সত্যবাদিতা	২৮	৩৫
৬	বিভিন্ন সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (যেমন শরীর চর্চা, জাতীয় দিবস পালন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শপথবাক্য পাঠ, ক্রীড়া, কাব কার্যক্রম, ছবি আঁকা)	১৯	২৩.৭৫
৭	দেশপ্রেম	১৪	১৭.৫০
৮	একতা	১০	১২.৫০
৯	স্বাস্থ্যরক্ষা	৬	৭.৫০
১০	কর্তব্যপরায়নতা/দায়িত্ববোধ	১	১.২৫
১১	ঈর্ষা মুক্ততা	১	১.২৫‘৫

সারণি: ৭.৫ এ দেখা যাচ্ছে সন্তোষজনক মনে হওয়ার ক্ষেত্রে সেগুলি কী কী এই প্রশ্নের উত্তরে অভিভাবকদের মধ্যে ৯০ শতাংশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ৮৩.৭৫ শতাংশ উন্নত আচার ব্যবহার/আদব-কায়দা, ৬৮.৭৫ শতাংশ বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা/ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা, ৫০ শতাংশ নিয়মানুবর্তিতা/নিয়মনিষ্ঠা, ৩৫ শতাংশ সত্যবাদিতা, ২৩.৭৫ শতাংশ বিভিন্ন সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (যেমন শরীর চর্চা, জাতীয় দিবস পালন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শপথবাক্য পাঠ, ক্রীড়া, কাব কার্যক্রম, ছবি আঁকা), ১৭.৫০ শতাংশ দেশপ্রেম, ১২.৫০ শতাংশ একতা, ৭.৫০ শতাংশ স্বাস্থ্যরক্ষা ও ১.২৫ শতাংশ কর্তব্যপরায়নতা/দায়িত্ববোধ, ঈর্ষা মুক্ততা শিখতে পারার কথা বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সন্তোষজনক না হলে এক্ষেত্রে আর কী কী করণীয় আছে সে বিষয়ে শতকরা ৩.৭৫ জন অভিভাবকের অভিমত হল শিশুদের আরো ভালো আদব-কায়দা শেখানো উচিত। শতকরা ২.৫০ জন বলেছেন শিশুদের প্রতি আরো যত্নবান হওয়া উচিত।

বিদ্যালয় থেকে শিখে আসা এমন কোন নৈতিক বিষয় কি আছে যা তাদের সন্তানরা বাড়িতে চর্চা করতে চায় (প্রশ্ন নং-৫) এই প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৯৬.২৫ জন বলেছেন আছে এবং শতকরা ৩.৭৫ জন বলেছেন নাই।

থাকলে কী কী ? এ বিষয়ে শতকরা ৯৬.২৫ জন জানিয়েছেন উন্নত আচার ব্যবহার/আদব কায়দার কথা। শতকরা ৮৩.৭৫ জন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, শতকরা ৬১.২৫ জন বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা/ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা, শতকরা ২৬.২৫ জন একতা/ঐক্য, শতকরা ২১.২৫ জন নিয়মানুবর্তিতা, শতকরা ১৭.৫০ জন শরীরচর্চা, শতকরা ৬.২৫ জন স্বাস্থ্য রক্ষা ও শতকরা ২.৫০ জন সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার কথা বলেছেন।

বিষয়গুলি কীভাবে শিখতে পেরেছে প্রসঙ্গে শতকরা ৯৬ জন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপদেশ ও পাঠ আলোচনা, শতকরা ৮৩.৭৫ জন পাঠ্যপুস্তকের পাঠ, শতকরা ১২.৫০ জন ভালো সহপাঠীদের আচরণ দেখে ও কথোপকথন, শতকরা ৬.২৫ জন বিদ্যালয়ের কার্যক্রম যেমন, সমাবেশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিশেষ দিবসের আলোচনার কথা উল্লেখ করেছেন।

বিদ্যালয় থেকে শিখেছে নৈতিকার বিপরীত এমন কোন আচরণ আছে কি না যা তাদের সন্তানরা বাড়িতে প্রয়োগ করে থাকে (প্রশ্ন নং-৬) এই প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৯৭.৫০ জন বলেছেন নাই এবং শতকরা ২.৫০ জন বলেছেন আছে।

করে থাকলে কী কী সে প্রসঙ্গে শতকরা ১.২৫ জন মাঝেমধ্যে অশালীন ভাষা প্রয়োগ, ঝগড়া ও মারামারি এবং শতকরা ১.২৫ জন মিথ্যা বলা ও হিংসাত্মক মনোভাব পোষণের কথা উল্লেখ করেছেন।

বিষয়গুলি কীভাবে শিখেছে প্রসঙ্গে শতকরা ২.৫০ জনই বলেছেন কোন কোন সহপাঠীর কাছ থেকে শিখেছে।

৭.১.১.৬ শিক্ষার্থীর নৈতিক শিক্ষার উৎস

সত্য কথা বলা, লোভ না করা, কর্তব্য পালন, সুন্দর ব্যবহার, আদব-কায়দা, রাগ নিয়ন্ত্রণ, অসহায়কে সেবা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান, ছোটদের প্রতি স্নেহ, জীবের প্রতি মমতা ইত্যাদি ভালো কাজ করা আর মন্দ কাজ না করা অর্থাৎ নৈতিক বিষয়গুলো শিক্ষার্থীরা কোন উৎস থেকে শিখেছে (প্রশ্ন নং-১) এই প্রশ্নের উত্তরে নিচের তথ্যগুলি পাওয়া যায়:

সারণি: ৭.৬ শিক্ষার্থীর নৈতিক শিক্ষার উৎস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত

	চলক	গণ সংখ্যা (১৬০ জন)	শতকরা হার
ক.	বিদ্যালয়	১৬০	১০০
খ.	পরিবার	১৫৮	৯৮.৭৫
গ.	বিদ্যালয় ও পরিবার	১৫৮	৯৮.৭৫
ঘ.	বন্ধুবান্ধব	৪	২.৫
ঙ.	বিদ্যালয়, পরিবার ও বন্ধুবান্ধব	৪	২.৫
চ.	আত্মীয়-স্বজন	৩৪	২১.২৫
ছ.	বিদ্যালয়, পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন	৩	১.৮৭৫
জ.	প্রতিবেশী	১২	৭.৫
ঝ.	বিদ্যালয়, পরিবার, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী	২	১.২৫
ঞ.	খবরের কাগজ	০	০
ট.	টেলিভিশন	৬	৩.৭৫
ঠ.	অন্যান্য (বড়দের কাছ থেকে)	১	০.৬২৫

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৭.৬ থেকে দেখা যাচ্ছে শতভাগ শিক্ষার্থীই বিদ্যালয় থেকে নৈতিক শিক্ষা পেয়ে থাকে বলে মতামত দিয়েছে। ৯৮.৭৫ ভাগ শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের পাশাপাশি পরিবারকে তাদের নৈতিক শিক্ষার উৎস বলে চিহ্নিত করেছে। তাছাড়া ২১.২৫ ভাগ শিক্ষার্থী আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে নৈতিকতার বিষয়গুলো শিখেছে।

বিদ্যালয় থেকে শিখে থাকলে কীভাবে শিখেছে প্রসঙ্গে তারা নিচের তথ্যগুলি জানিয়েছে:

সারণি: ৭.৭ বিদ্যালয় থেকে শেখা নৈতিকতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত

	চলক	গণ সংখ্যা (১৬০ জন)	শতকরা হার
ক.	পাঠ্যপুস্তকের পাঠ থেকে	১৬০	১০০
খ.	শিক্ষকের কাছ থেকেকে	১৬০	১০০
গ.	পাঠ্যপুস্তকের পাঠ ও শিক্ষকের কাছ থেকে	১৬০	১০০
ঘ.	সহপাঠীদের কাছ থেকে	০	০
ঙ.	অন্যান্য	০	০

সারণি: ৭.৭ এ দেখা যাচ্ছে বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষকই তাদের নৈতিক শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম।

৭.১.১.৭ পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অভিমত

পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক বিষয় পড়তে বা আলোচনা শুনতে শিক্ষার্থীদের কেমন লাগে (প্রশ্ন নং-২) এই প্রশ্নের উত্তরে নিচের তথ্যগুলি পাওয়া যায়:

সারণি: ৭.৮ পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক বিষয় পড়া বা আলোচনা শ্রবণে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

	চলক	গণ সংখ্যা (১৬০ জন)	শতকরা হার
ক.	খুব ভালো	১৫৩	৯৫.৬
খ.	ভালো	৭	৪.৪
গ.	মোটামুটি	০	০
ঘ.	বিরক্তিকর	০	০
ঙ.	কোন অনুভূতি হয় না	০	০

সারণি: ৭.৮ থেকে দেখা যাচ্ছে প্রায় শতভাগ শিক্ষার্থীরই পাঠ্যপুস্তকের ঐ সকল নৈতিক বিষয় পড়তে বা আলোচনা শুনতে খুব ভালো লাগে।

পাঠ্যবই থেকে শেখা নৈতিক উপদেশ তাদের দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার বা সুন্দর জীবন যাপনে কোনরূপ সাহায্য করে কি না (প্রশ্ন নং-৩) এই প্রশ্নের উত্তরে শতভাগ শিক্ষার্থীই হ্যাঁ সুচক মতামত জানিয়েছে।

৭.১.১.৮ নৈতিকতার প্রশ্নে শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থান যাচাই

বর্তমান সমাজে ঘটে থাকে এমন পাঁচটি নৈতিক প্রশ্ন সম্পর্কিত ঘটনা শিক্ষার্থীর কল্পনার জগতে তুলে ধরে ঐ পরিস্থিতিতে তারা কী করত তা জানতে চেয়ে নৈতিকতার প্রশ্নে তাদের মানসিক অবস্থান যাচাই করা হয় (প্রশ্ন নং-৭)। নিচে সেই প্রশ্নসমূহ উপস্থাপন করে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

(ক) শিক্ষক অনেকগুলি বাড়ির কাজ দিয়েছেন। বই না দেখে নিজে নিজে লিখতে হবে। বাড়িতে একটি অনুষ্ঠান বলে তুমি পড়া সম্পন্ন করতে পারছ না । বইয়ে উত্তর লেখা । এখন তুমি কী করবে?

-এই প্রশ্নের উত্তরে ১৬০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৪৬ জন (৯১.২৫%) বলেছে তারা কাজগুলি করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। ১০ জন (৬.২৫%) পড়া তৈরি করতে না পারায় শিক্ষকের কাছে ক্ষমা চাইবে। ৪ (২.৫%) জন বই দেখে লিখে নিয়ে যাবে বলে জানিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) বাড়িতে তোমার দাদু তাঁর ছাতাটি খুঁজে না পেয়ে তোমার সাহায্য চাইলেন, তুমি টেলিভিশনে খুব প্রিয় অনুষ্ঠান দেখছ। তুমি কী করবে?

-এই প্রশ্নের উত্তরে ১৬০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৫৬ জন (৯৭.৫%) বলেছে তারা খুব দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ছাতা খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। ৩ জন (১.৮৭৫%) টিভি অনুষ্ঠানটি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানাবে। ১ জন (.৬২৫%) আমি টিভি দেখছি, এখন পারব না বলবে।

(গ) একজন অন্ধ মানুষ আইসক্রীম বিক্রি করছে। তোমাদের দুই বন্ধুর কাছে যে টাকা আছে তাতে একটি অইসক্রীম কেনা যায়। বন্ধু না বলে দুইটি আইসক্রীম নিয়ে নিতে বলেছে। তুমি কী করবে?

-এই প্রশ্নের উত্তরে ১৬০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৫৯ জনই (৯৯.৩৭%) বলেছে তারা একটি আইসক্রীম কিনে দু'জন ভাগ করে খাবে। ১ জন (.৬২৫%) একটি আইসক্রীমের টাকা তাকে দিয়ে আর একটি আইসক্রীম তার কাছে ফ্রি চাইবে। কেউই না বলে দুইটি আইসক্রীম নিয়ে নেবে না।

(ঘ) অনেক দিন কষ্ট করে বেশ কিছু টাকা জমিয়েছ। খুব শখ, একটি দামি খেলনা কিনবে। তোমার বাড়িতে কাজ করে যে মেয়েটি, তার মায়ের খুব অসুখ বলে সে তোমার কাছে টাকাগুলি চাইল। এখন তুমি কী করবে?

-এই প্রশ্নের উত্তরে ১৬০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৫৩ জন (৯৫.৬২%) বলেছে তারা খেলনা না কিনে মেয়েটিকে টাকা গুলি দিয়ে দেবে। ৬ জন (৩.৭৫%) নিজে না দিয়ে বরং মা/বাবাকে অনুরোধ করবে মেয়েটিকে কিছু টাকা দিতে। ১ জন বলেছে (.৬২৫%) মেয়েটিকে যতটুকু সম্ভব অর্ধেক দিয়ে সাহায্য করবে। কেউই টাকা দেওয়া সম্ভব নয় বলেনি।

(ঙ) তোমার বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছে। কিন্তু টাকার অভাবে বিয়েটা ভেঙ্গে যাচ্ছে। ঘরে খারার নাই, অসুস্থ মায়ের চিকিৎসা খরচও নাই। তুমি মন খারাপ করে স্কুল থেকে ফিরছিলে। রাস্তায় শুধু তুমি একা। হঠাৎ দেখতে পেলে অনেক টাকা ভর্তি একটি ব্যাগ পথে পড়ে আছে। কী করবে তুমি?

-এই প্রশ্নের উত্তরে ১৬০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় সব শিক্ষার্থীই (৯৯.৩৭%) ব্যাগটি তুলে নিয়ে শিক্ষকদের সাহায্যে থানায় জমা দেবে বলে জানিয়েছে। ১ জন বলেছে (.৬২৫%) ব্যাগটি ফেলে দিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করবে। কেউই ব্যাগটি নিয়ে নিতে চায়নি।

উপরের তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রায় সকল শিক্ষার্থীই সর্বোচ্চ স্তরের নৈতিক মানসিকতা লালন করে। অবশিষ্ট শিক্ষার্থীদের মানসিকতাও প্রায় অনুরূপ এবং কেউই নৈতিকতার বিপরীত কাজ করার মানসিকতা পোষণ করে না।

৭.১.২ বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুসন্ধান

গবেষণার ১ নম্বর উদ্দেশ্যের আলোকে এবং ১ নম্বর গবেষণা প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদগণের কাছে বিবিধ প্রশ্নের মাধ্যমে মতামত জানতে চাওয়া হয়। উক্ত মতামতসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে বিশ্লেষণ ও সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৭.১.২.১ নৈতিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষকদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল **প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না** (প্রশ্ন নং-১)। এ প্রসঙ্গে ৮০ জন শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা ৯৮.৭৫ জন শিক্ষক মনে করেন গুরুত্ব প্রদানের প্রয়োজনীয়তা আছে। শতকরা ১.২৫ জন এই স্তরের শিশুদের জন্য তার প্রয়োজন বোধ করেন না। অভিভাবকদের কাছেও একই প্রশ্ন করা হলে (প্রশ্ন নং-১) অভিভাবকদের মধ্যে শতভাগ অভিভাবক ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেছেন। অনুরূপ প্রশ্নে (প্রশ্ন নং-১) মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদগণের মধ্যে ৯০ শতাংশ বলেছেন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ১০ শতাংশ বলেছেন প্রাথমিক বয়ঃক্রমের শিক্ষার্থীর মধ্যে সামাজিক নৈতিকতার মত বিমূর্ত বিষয়গুলি বোধগম্য থাকেনা বিধায় এসময় সরাসরি নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন নাই। বরং অন্যান্য মাধ্যম এবং বিদ্যালয় কার্যক্রমে দৃশ্যমান নৈতিক অভ্যাসগুলি গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া উচিত।

উপরিউক্ত উত্তরদাতারা যে সকল কারণে নৈতিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন সেগুলি সমন্বিত করে নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৭.৯ নৈতিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তার কারণ সম্পর্কে শিক্ষক, অভিভাবক ও মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদদের অভিমত

	কারণসমূহ	শিক্ষক ৮০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা হার)	অভিভাবক ৮০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা হার)	মনোবিজ্ঞানী/ মনোস্তত্ত্ববিদ ১০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা)
১	প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সমস্ত জীবনের শিক্ষার ভিত্তি। এ সময় শিশুর মন থাকে অত্যন্ত কোমল, বিশ্বাসপ্রবণ। এই সময় তাদের যা শেখানো হয় তারা তাই শেখে। এই সময়ের শিক্ষা সারাজীবনকে প্রভাবিত করে। এই সময় তাদেরকে যথাযথভাবে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করলে তারা আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। কাজেই এ সময়ে পরিবারের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের বিশেষ করে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।	৬৮ (৮৫%)	৮০ (১০০%)	৪ (৪০%)
২	শিশুরা শিক্ষকের কথাকেই সব থেকে সঠিক মনে করে। শিক্ষক তাদের জীবনের মডেল। শিক্ষকের কথা তারা পালন করে। এই সময় শিক্ষক ভালো ব্যবহার করে নৈতিকতা শেখালে তারা তা অনুসরণ করবে।	৬৯ (৮৬.২৫%)	৭০ (৯৩.৭৫%)	
৩	শিশুরা দীর্ঘ সময় বিদ্যালয়ে অবস্থান করে। বিদ্যালয় থেকে নৈতিকতা শিক্ষার সুযোগ অনেক বেশি। যে যাই শেখাক বিদ্যালয় থেকে যা শেখানো হয় শিশুরা সেটিই শেখে। তাছাড়া শিক্ষার মূল কথাই হল নৈতিক শিক্ষা। কাজেই শিক্ষার গুণগত মানের জন্য শিশুর শিক্ষাও 'নৈতিকতা সম্পর্কিত' হওয়া উচিত।	৫ (৬.২৫৫%)	৩৫ (৪৩.৭৫%)	
৪	শিশু নৈতিকতা শিখলে ভালো ও মন্দকে পৃথক করতে পারবে। বড় হয়ে সে নৈতিক গুণাবলি চর্চা করবে ও নৈতিকতার বিপরীত কার্যাবলি থেকে বিরত থাকবে। ফলে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নৈতিক অবক্ষয় রোধ হয়ে আদর্শ দেশ ও জাতি গঠিত হবে।	১৬ (২০%)	৮ (১০%)	২ (২০%)
৫	নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নান্দনিক ও মানবিক বিকাশ সাধিত হবে এবং নৈতিকতা সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে একটি নৈতিক সভ্যতা গড়ে উঠবে।	১১ (১৩.৭৫%)		
৬	শিশুকে নৈতিকতা না শেখালে বড় হয়ে সে সমাজে নৈতিকতার বিপরীত চর্চার মধ্য দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। শিশুর সামাজিকীকরণ, অপরের প্রতি সম্মানবোধ, নিজের সততা, দেশপ্রেম ও মহৎ মানুষ হিসেবে সম্মানজনক জীবনযাপন ও ভালো কাজ করে কল্যাণকর সুস্থ জীবনযাপনের জন্য নৈতিক শিক্ষা প্রয়োজন।	২ (২.৫০%)	২৮ (৩৫%)	১ (১০%)
৭	পৃথিবীতে যারা মহৎ বা আলোকিত মানুষ তারা সকলেই নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। একারণে উচিত সকল শিশুকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।		২০ (২৫%)	
৮	অভিভাবকেরা অনেক ক্ষেত্রেই শিশুদেরকে বাড়িতে বেশি কিছু শেখাতে পারে না,বিদ্যালয় সেই ঘাটতিটা পূরণ করবে আশা করে।		২৩ (২৮.৭৫%)	
৯	পাঠ্য বইয়ের বিষয় শিশুরা গুরুত্ব দিয়ে শেখে।		১৬ (২০%)	
১০	জন্মগতভাবেই সকল শিশু নৈতিক। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর সেই সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ হওয়া প্রয়োজন।	৩ (৩.৭৫%)		
১১	নৈতিক শিক্ষা অপর সকল শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করে।		১০ (১২.৫০%)	

Dhaka University Institutional Repository

	কারণসমূহ	শিক্ষক ৮০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা হার)	অভিভাবক ৮০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা হার)	মনোবিজ্ঞানী/ মনোস্তত্ত্ববিদ ১০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা)
১২	নৈতিক শিক্ষা শিশুর বহিঃর্গত ও অন্তঃর্নিহিত ইতিবাচক মননশীলতায় সহায়তা করে শিশুর ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে। ফলে পরবর্তী জীবনে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা সেগুলিই চর্চা করে।			৩ (৩০%)
১৩	আধুনিক সমাজে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ উন্নীত করা ও তার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করার বিষয়টি এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সামাজিক নানাবিধ বিশৃঙ্খলতার মধ্য থেকে জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আত্মবিশ্বাস অর্জনের জন্য এটি জরুরি।			১ (১০%)
১৪	নৈতিকতা শিখে ভালো কাজ করলে পরকালে পুরস্কার লাভ করবে।		৬ (৭.৫০%)	

উপরের তথ্য ও সারণি: ৭.৯ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিক্ষক, অভিভাবক ও মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদগণের প্রায় সকলেই নৈতিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন।

উক্ত উত্তরদাতারা যে সকল কারণে নৈতিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন তাদের মধ্যে শতকরা ৮৫ জন শিক্ষক, শতভাগ অভিভাবক ও শতকরা ৪০ জন মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদের মতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সমস্ত জীবনের শিক্ষার ভিত্তি। এ সময় শিশুর মন কোমল ও বিশ্বাস প্রবণ থাকে বলে তাদের যা শেখানো হয় তারা তাই শেখে। তাছাড়া এই সময়ের শিক্ষা তার সারা জীবনকে প্রভাবিত করে। কাজেই এই সময় তাদেরকে যথাযথভাবে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করলে তারা আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠবে।

এ প্রসঙ্গে অধিকাংশ শিক্ষক (৮৬.২৫%) ও অভিভাবক (৮৭.৫০%) জানান শিশুরা শিক্ষকের কথাকেই সব থেকে সঠিক মনে করে, শিক্ষক তাদের জীবনের মডেল। শিক্ষকের কথা তারা পালন করে। এই সময় শিক্ষক ভালো ব্যবহার করে নৈতিকতা শেখালে তারা তা অনুসরণ করবে।

শতকরা ৬.২৫ জন শিক্ষক ও শতকরা ৪৩.৭৫ জন অভিভাবকের মতে শিশুরা দীর্ঘ সময় বিদ্যালয়ে অবস্থান করে। বিদ্যালয় থেকে নৈতিকতা শিক্ষার সুযোগ অনেক বেশি। বিদ্যালয় থেকে যা শেখানো হয় শিশুরা সেটিই শেখে। তাছাড়া শিক্ষার মূল কথাই হল নৈতিক শিক্ষা। কাজেই শিক্ষার গুণগত মানের জন্য শিশুর শিক্ষাও 'নৈতিকতা সম্পর্কিত' হওয়া উচিত।

শতকরা ২০ জন শিক্ষক, শতকরা ১০ জন অভিভাবক ও শতকরা ২০ জন মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদের মতে শিশু নৈতিকতা শিখলে ভালো ও মন্দকে পৃথক করতে পারবে, বড় হয়ে সে নৈতিক গুণাবলি চর্চা করবে ও নৈতিকতার বিপরীত কার্যাবলি থেকে বিরত থাকবে। ফলে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নৈতিক অবক্ষয় রোধ হয়ে আদর্শ দেশ ও জাতি গঠিত হবে।

নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নান্দনিক ও মানবিক বিকাশ সাধিত হবে এবং নৈতিকতা সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে একটি নৈতিক সভ্যতা গড়ে উঠবে বলেছেন শতকরা ১৩.৭৫ জন অভিভাবক।

এছাড়া অপর যে সকল কারণের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে শিশুর সামাজিকীকরণ, অপরের প্রতি সম্মানবোধ এবং নিজে সৎ, দেশপ্রেমী ও মহৎ মানুষ হিসেবে সম্মানজনক জীবন যাপন ও ভালো কাজ করা; মহামানবদের অনুসরণ; অভিভাবকদের অক্ষমতা; পাঠ্যবইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা; শিশুর বহিঃর্গত ও অন্তর্নিহিত ইতিবাচক মননশীলতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ; পরকালে পুরস্কার লাভ এবং সামাজিক নানাবিধ বিশৃঙ্খলতার মধ্য থেকে জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আত্মবিশ্বাস অর্জন।

Dhaka University Institutional Repository

৭.১.২.২ বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র গঠনে কতটা সহায়ক

বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র গঠনে সত্যিকার অর্থে কতটা সহায়তা করছে এ বিষয়ে ৮০ জন শিক্ষক (প্রশ্ন নং-৫) ও ৮০ জন অভিভাবকের (প্রশ্ন নং-৭) মতামত জানতে চাইলে শিক্ষকদের মধ্যে ৫২.৫০ শতাংশ বলেন বহুলাংশে সহায়তা করছে, ২১.২৫ শতাংশ বলেন মোটামুটি সহায়তা করছে, ২৬.২৫ শতাংশ বলেন সামান্য এবং ১০ শতাংশ বলেন সহায়তা করছে না। অপর দিকে এ বিষয়ে অভিভাবকদের মতামত জানতে চাইলে ৩৬.২৫ শতাংশ বলেন বহুলাংশে, ৬০ শতাংশ বলেন মোটামুটি, ২.৫০ শতাংশ বলেন সামান্য এবং ১.২৫ শতাংশ বলেন সহায়তা করছে না।

অর্থাৎ উপরের তথ্য অনুযায়ী অধিকাংশ শিক্ষক ও অভিভাবকের মতে বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করছে।

৭.১.২.৩ নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদের বিশেষ কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না এই বিষয়ে শিক্ষক (প্রশ্ন নং-১০) এবং শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণের (প্রশ্ন নং-৪) মতামত জানতে চাওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে ৮০ জন শিক্ষকের মধ্যে শতকরা ৮৭.৫০ জন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন আর শতকরা ১২.৫০ জন মনে করেন প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে ৩০ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণের শতকরা ৮৬.৬৭ জন বলেন প্রয়োজন আছে এবং শতকরা ১৩.৩৩ জন বলেন প্রয়োজন নাই।

সম্পূরক প্রশ্ন হিসেবে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদদের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন থাকলে সি.ইন.এড/সমমানের প্রশিক্ষণের সিলেবাস/বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না কি আলাদাভাবে স্বল্প সময়ের জন্য হবে। উক্ত বিষয়ে তাদের অভিমত ও পরামর্শসমূহ নিচের ২টি সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি: ৭.১০ নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ধরন সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদদের অভিমত

প্রশিক্ষণের ধরন সম্পর্কিত অভিমত	গণসংখ্যা (৩০ জন)	শতকরা হার
প্রশিক্ষণটি সি.ইন.এড/সমমানের প্রশিক্ষণের সিলেবাস/বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।	১১	৩৬.৬৭
উক্ত প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত এবং আলাদাভাবে স্বল্প সময়ের জন্য।	১৫	৫০
আলাদাভাবে স্বল্প সময়ের জন্য।	২	৬.৬৭
প্রচলিত অন্য প্রশিক্ষণে এই বিষয়টি সমন্বিত করা।	২	৬.৬৭
শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এই বিষটির উপর গুরুত্ব প্রদান।	১	৩.৩৩

উপরের তথ্য ও সারণি: ৭.১০ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদের বিশেষ কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না এই বিষয়ে শিক্ষক এবং শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণের প্রায় সকলেই মনে করেন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে।

প্রশিক্ষণের প্রয়োজন থাকলে তার ধরন সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণের শতকরা ৩৬.৬৭ জন মনে করেন প্রশিক্ষণটি সি.ইন.এড/সমমানের প্রশিক্ষণের সিলেবাস/বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে; শতকরা ৫০ জন মনে করেন উক্ত প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত এবং আলাদাভাবে স্বল্প সময়ের জন্য; শতকরা ৬.৬৭ জন আলাদাভাবে স্বল্প সময়ের জন্য; শতকরা ৬.৬৭ জন বলেন প্রচলিত অন্য প্রশিক্ষণে এই বিষয়টি সমন্বিত করার কথা এবং শতকরা ৩.৩৩ জন বলেন শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব প্রদান করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৭.১১ প্রশিক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদদের প্রদত্ত পরামর্শ

প্রশিক্ষণ বিষয়ক পরামর্শ	গণসংখ্যা (১২ জন)	শতকরা হার
প্রশিক্ষণটি যেন তাত্ত্বিক, উপদেশ নির্ভর না হয় এবং কার্যক্রমভিত্তিক বা বাস্তবায়ন সহায়ক শিক্ষা পদ্ধতি ও কলাকৌশল প্রয়োগের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করতে পারে।	৬	২০
পাঠের মূল 'থীম' বা 'স্পিরিট'টি কীভাবে সহজ ও সুস্পষ্ট করে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরা যায় সে বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	৫	১৬.৬৭
একটি সাধারণ পাঠকেও নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত করার কৌশল।	১	৩.৩৩

সারণি: ৭.১১ তে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে শতকরা ৪০ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণ যে সকল পরামর্শ প্রদান করেছেন সেগুলি তুলে ধরা হয়েছে। সারণিতে দেখা যায় শতকরা ২০ জন বলেছেন প্রশিক্ষণটি যেন তাত্ত্বিক বা উপদেশ নির্ভর না হয় বরং কার্যক্রম ভিত্তিক বা বাস্তবায়ন সহায়ক শিক্ষা পদ্ধতি ও কলাকৌশল প্রয়োগের জন্য শিক্ষকদেরকে যেন প্রশিক্ষিত করতে পারে। শতকরা ১৬.৬৭ জন বলেছেন প্রশিক্ষণটি পাঠের মূল 'থীম' বা 'স্পিরিট' টি কীভাবে সহজ ও সুস্পষ্ট করে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরা যায় তার ভিত্তিতে হবে। শতকরা ৩.৩৩ জনের মতে প্রশিক্ষণে একটি সাধারণ পাঠকেও নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত করার কৌশল শেখাতে হবে।

৭.১.২.৪ শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

৮০ জন শিক্ষকের কাছে নৈতিক শিক্ষা প্রদানে সহায়তার জন্য শ্রেণীকক্ষে অডিও, অডিও-ভিজুয়াল অথবা অন্য কোন মাধ্যম ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না (প্রশ্ন নং-১২) জানতে চাইলে ৯৬.২৫ শতাংশ বলেন প্রয়োজন আছে। আর ৩.৭৫ শতাংশ বলেন প্রয়োজন নাই। তাঁরা কী কী উপকরণের প্রয়োজন আছে বলেছেন সেগুলি নিচের সারণিতে তুলে ধরা হয়েছে:

সারণি: ৭.১২ নৈতিক শিক্ষা প্রদানে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্পর্কে শিক্ষকদের প্রদত্ত তালিকা

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ	গণসংখ্যা (৮০ জন)	শতকরা হার
নৈতিক শিক্ষা সহায়ক খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, পত্রিকা	৫৪	৬৭.৫০
সিডি প্লেয়ার, টেপরেকর্ডার	৪৬	৫৭.৫০
ডিভিডি	৪২	৫২.৫০
ফটোগ্রাফ	২৯	৩৬.২৫
মাল্টিমিডিয়া	২৩	২৮.৭৫
ওভার হেড প্রজেক্টর	১৭	২১.২৫
রেডিও, কম্পিউটার	১২	১৫
টেলিভিশন	৬	৭.৫০
সাউন্ডবক্স, লাউডস্পীকার	২	২.৫০

উপরের তথ্য ও সারণি: ৭.১২ অনুযায়ী প্রায় সকল শিক্ষকই মনে করেন নৈতিক শিক্ষা প্রদানে সহায়তার জন্য উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সারণিতে উপস্থাপিত শিক্ষকদের মত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ হলো–নৈতিক শিক্ষা সহায়ক খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, পত্রিকা; সিডি প্লেয়ার, টেপরেকর্ডার; ডিভিডি; ফটোগ্রাফ; মাল্টিমিডিয়া; ওভার হেড প্রজেক্টর; রেডিও, কম্পিউটার; টেলিভিশন; সাউন্ডবক্স ও লাউডস্পীকার।

৭.১.২.৫ বিদ্যালয়ে কাউন্সিলর নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা

গবেষণায় ৩০ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, ১০ জন মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ, ৮০ জন শিক্ষক ও ৮০ জন অভিভাবকের কাছে মাদকাসক্তি, ধূমপান, ইভটিজিং জাতীয় অনৈতিক কাজ রোধে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীসহ

সকলের সাথে ভালো/শ্রদ্ধাশীল ব্যবহার করার প্রেষণা সৃষ্টিতে এবং সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠনে করণীয় জানতে চাওয়া হয় (প্রশ্ন নং যথাক্রমে-১৪, ৯, ৫, ৪)। উপরিউক্ত প্রশ্নের সম্পূরক বিষয় হিসেবে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদদের কাছে জানতে চাওয়া হয় উক্ত বিষয়ে কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা/কাউন্সিলর নিয়োগের প্রয়োজন আছে কি না। সেক্ষেত্রে ৫৩.৩৩ শতাংশ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ মনে করেন বিদ্যালয়ে কাউন্সিলর নিয়োগের প্রয়োজন আছে, ১০ শতাংশ বলেন প্রয়োজন নাই এবং ৩৬.৬৭ শতাংশ মনে করেন শিক্ষকদেরকে প্রয়োজনীয় সুযোগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করলে তারাই কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। অপর দিকে ৭০ শতাংশ মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদগণ বলেন কাউন্সিলর নিয়োগের প্রয়োজন আছে। ৩০ শতাংশ মনে করেন যে সকল শিশুর মধ্যে সমস্যাগুলি পরিলক্ষিত হয় সেক্ষেত্রে কাউন্সেলিং প্রয়োজন।

৭.১.২.৬ নৈতিক শিক্ষায় ধ্যানের (মেডিটেশন) প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষার্থীদের মেধা, মানসিক স্থিরতা/প্রশান্তি, মনোযোগ ও দায়িত্বসমূহ পালনে দক্ষতা বৃদ্ধি তথা চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনে বিশ্বের বেশ কিছু উন্নত দেশ বিদ্যালয়ের পড়াশুনার পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য মেডিটেশন চর্চা করার বিষয়টি তাদের বিদ্যালয় রুটিন ও সিলেবাসের অংশ করেছে। আমাদের দেশেও তার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না সে বিষয়ে ১০ জন মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদের কাছে প্রশ্ন করা হয় (প্রশ্ন নং-৫)। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে ৮০ শতাংশ বলেছেন প্রয়োজন আছে, ১০ শতাংশ বলেছেন প্রয়োজন নাই এবং ১০ শতাংশ মনে করেন বিষয়টি গবেষণা করে দেখা যেতে পারে।

উপরের তথ্য অনুযায়ী প্রায় সকল মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদের মতে আমাদের দেশেও শিশুদের শিক্ষা প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিদ্যালয়ে মেডিটেশনের অনুশীলন প্রয়োজন।

৭.১.২.৭ নৈতিক শিক্ষা যেভাবে হওয়া উচিত

নমুনায়িত শিক্ষকদের কাছে ৪টি বিকল্প উল্লেখ করে (প্রশ্ন নং-১৩) এবং শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদদের কাছে উন্মুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের নৈতিক শিক্ষা কীরূপ/কীভাবে থাকা বা হওয়া উচিত (প্রশ্ন নং-৭) জানতে চাওয়া হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত মতামত নিচের সারণি ২টিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণিঃ ৭.১৩ নৈতিক শিক্ষা যেভাবে হওয়া উচিত সে সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদদের অভিমত

	শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদদের অভিমত	গণসংখ্যা (৩০ জন)	শতকরা হার
১	নৈতিকতা মূল্যবোধের একটি ধরন। কাজেই শিশুর মধ্যে সাধারণ মূল্যবোধগুলি আগে গঠন করা দরকার যাতে তারা বুঝতে পারে কোন কাজটি নৈতিক অথবা নৈতিক নয়।	১	৩.৩৩
২	নৈতিক শিক্ষা পরিমাপের নির্দেশক নির্ধারণ করে তার আলোকে নৈতিক শিক্ষাকে ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করা উচিত।	৮	২৬.৬৭
৩	শিশুর আচরণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে খেলাধুলা, টিফিন পিরিয়ড, ছুটির সময়ে শৃঙ্খলা, পাশাপাশি আসনে বসা, বইপত্র বা শিখন সামগ্রী শেয়ার করা, কারো আলোচনার সময় নিরবে শোনা, জাতীয় সঙ্গীতের সময় শ্রদ্ধা ও মনোযোগ, মনীষীদের জীবনী আলোচনায় তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি বিবেচনা করা যেতে পারে।	১	৩.৩৩
৪	নৈতিক শিক্ষা মুখস্ত করার বিষয় নয়। নৈতিক শিক্ষাকে দৈনন্দিন চর্চায় পরিণত করতে হবে। আর শিশুর নৈতিক শিক্ষাকে তত্ত্ব, পুঁথি ও মুখস্ত নির্ভরতা থেকে বের করে বাস্তব জীবনে প্রয়োগশীল করতে হলে বিদ্যালয়ে শেখা নৈতিক জ্ঞান ও সামাজিক ক্ষেত্রসমূহের বিরাজমান দ্বন্দ্ব থেকে শিশুকে মুক্ত করতে হবে।	৩	১০
৫	শিশুর নৈতিক শিক্ষাদান প্রক্রিয়া জীবন সম্পৃক্ত ও কার্যক্রম ভিত্তিক করতে সংশ্লিষ্ট গল্প, কবিতা, উদাহরণ, খেলাধুলাসহ সহশিক্ষাক্রমিক নানাবিধ কার্যক্রম, প্রদর্শন, ভূমিকাভিনয়, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক একক ও দলীয় কার্যাবলি যুক্ত হতে পারে।	৭	২৩.৩৩

	শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদদের অভিমত	গণসংখ্যা (৩০ জন)	শতকরা হার
৬	প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষা সেভাবেই হওয়া উচিত যা বিদ্যমান সমাজের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। বিদ্যমান সমাজ, আইন, বিচার, শাসন ব্যবস্থার নৈতিকতার বিপরীত বিষয় বা ব্যর্থতার দায়ভার নিরসনের সরল উপায় হিসেবে শিশুর শিক্ষাকে যেন চাপিয়ে দেয়া না হয়। যেমন: মাদকাসক্তি, নারী নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, ইভটিজিং ইত্যাদি সামাজিক অনৈতিকতাসমূহ সামাজিক প্রক্রিয়ায় নির্মূল হবে। আর শিশুর শিক্ষায় ঐ সকল বিষয়ের পরিবর্তে তাদের উপযোগী স্বাভাবিক জ্ঞানের বিষয়গুলি অনুশীলিত হবে।	১	৩.৩৩
৭	সামাজিক পরিস্থিতি যেরূপই হোক, শিশুকে নৈতিকতা শেখাতে হবে এবং তার জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বিদ্যালয়। সামাজিক ব্যর্থতার বিষয়গুলির দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য শিশুকে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমেও শেখানোর প্রয়োজন আছে। সেক্ষেত্রে কোন স্তরে কী কী এবং কীভাবে শেখাতে হবে তা নির্ধারিত থাকা উচিত।	২	৬.৬৭

সারণি: ৭.১৩ থেকে বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের নৈতিক শিক্ষা কীরূপ/কীভাবে থাকা বা হওয়া উচিত সে সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদদের মতামত জানা যায়। মত বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে তারা মনে করেন নৈতিকতা মূল্যবোধের একটি ধরন। শিশুর মধ্যে সাধারণ মূল্যবোধগুলি আগে গঠন করা যাতে তারা বুঝতে পারে কোন কাজটি নৈতিক অথবা নৈতিক নয়; নৈতিক শিক্ষা পরিমাপের নির্দেশক নির্ধারণ করে তার আলোকে নৈতিক শিক্ষাকে ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করা; মূল্যায়নের সময় শিশুর খেলাধুলা, শৃঙ্খলা, পাশাপাশি আসনে বসা, শিখন সামগ্রী শেয়ার, আলোচনা নিরবে শোনা, জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও মনোযোগ, মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি বিবেচনা; নৈতিক শিক্ষা মুখস্ত নির্ভর না হয়ে দৈনন্দিন চর্চায় পরিণত, কার্যক্রমভিত্তিক, প্রয়োগশীল ও বিদ্যমান সমাজের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হওয়া। এছাড়া সামাজিক ব্যর্থতার বিষয়গুলির দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য শিশুকে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমেও শেখানোর কথা বলা হয়েছে।

সারণি: ৭.১৪ নৈতিক শিক্ষা যেভাবে হওয়া উচিত সে সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকদের অভিমত

	নৈতিক শিক্ষার পাঠ্যবই ও বিষয়বস্তু	শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/ শিক্ষাবিদ-৩০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা)	শিক্ষক ৮০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা)
১	নৈতিক শিক্ষা একটি স্বতন্ত্র পাঠ্য হিসেবে থাকা উচিত।	৫ (১৬.৬৭)	৮ (১০)
২	নৈতিক শিক্ষা বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।	১২ (৪০)	৩০ (৩৭.৫০)
৩	নৈতিক শিক্ষা স্বতন্ত্র পাঠ্য হিসেবে এবং বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।		৪১ (৫১.২৫)
৪	নৈতিক শিক্ষা এই পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য থাকা প্রয়োজনীয় নয়।		১ (১.২৫)
৫	নৈতিকতার বিষয়গুলিকে দৃষ্টিভঙ্গিগত দক্ষতার (Affective) ভিত্তিতে স্তর করার মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলা বিধান ও পুনরাবৃত্তি রোধ করা।	২ (৬.৬৭)	
৬	নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন ওয়ার্কবুক থাকতে পারে যা শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে সমাধান করবে।	১ (৩.৩৩)	
৭	প্রাথমিক স্তরে প্রতি শ্রেণীর জন্য ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিরোনামে একটি বই করা যেখানে সকল ধর্মের নৈতিক বিষয় সমন্বিত ভাবে থাকবে। এক্ষেত্রে সকল ধর্মেই আছে এমন কিছু 'থীম' শ্রেণীভিত্তিক নির্বাচন করা যায়। ধর্মীয় সুনির্দিষ্ট আচার ও বিষয়সমূহ বিদ্যালয়ে শেখানোর প্রয়োজনীয়তা থাকলে তার জন্য সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনা করা।	১ (৩.৩৩)	

Dhaka University Institutional Repository

	নৈতিক শিক্ষার পাঠ্যবই ও বিষয়বস্তু	শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/ শিক্ষাবিদ-৩০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা)	শিক্ষক ৮০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা)
৮	নৈতিকতার বিষয়গুলিকে ব্যক্তিগত, সামাজিক, প্রাকৃতিক বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে সমন্বিত করা।	১ (৩.৩৩)	
৯	পাঠ্যপুস্তকের তথ্য সঠিক এবং প্রমাণসহ থাকা উচিত।	১ (৩.৩৩)	

সারণিঃ ৭.১৪ তে দেখা যায় যে শতকরা ১৬.৬৭ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও শতকরা ১০ জন শিক্ষক মনে করেন নৈতিক শিক্ষা একটি স্বতন্ত্র পাঠ্য হিসেবে থাকা উচিত; শতকরা ৪০ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও শতকরা ৩৭.৫০ জন শিক্ষক মনে করেন নৈতিক শিক্ষা বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত; শতকরা ৫১.২৫ জন শিক্ষক মনে করেন নৈতিক শিক্ষা স্বতন্ত্র পাঠ্য হিসেবে এবং বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদদের শতকরা ৬.৬৭ জন বলেছেন নৈতিকতার বিষয়গুলিকে দৃষ্টিভঙ্গিগত দক্ষতার (Affective) ভিত্তিতে স্তর করার মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলা বিধান ও পুনরাবৃত্তি রোধ করা; শতকরা ৩.৩৩ জন বলেছেন নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন ওয়ার্কবুক থাকা; প্রাথমিক স্তরে প্রতি শ্রেণীর জন্য ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিরোনামে একটি আলাদা বই করা এবং নৈতিকতার বিষয়গুলিকে ব্যক্তিগত, সামাজিক, প্রাকৃতিক বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে সমন্বিত করা ও পাঠ্য পুস্তকের তথ্য সঠিক এবং প্রমাণসহ থাকা উচিত।

৭.১.২.৮ শিক্ষার্থীর চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ের কাছে অভিভাবকদের প্রত্যাশা

নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব নিরূপণে শিক্ষার্থীর চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ের কাছে ৮০ জন অভিভাবকের প্রত্যাশা জানতে চাওয়া হয় (প্রশ্ন নং-৮)। এ প্রসঙ্গে তাদের প্রদত্ত উত্তর নিচের সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছেঃ

সারণিঃ ৭.১৫ শিক্ষার্থীর চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ের কাছে অভিভাবকদের প্রত্যাশাসমূহ

	বিদ্যালয়ের কাছে অভিভাবকদের প্রত্যাশাসমূহ	গণসংখ্যা (৮০জন)	শতকরা হার
১	শিশুর চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনে সহায়ক নৈতিকতার বিষয়সমূহ শিশুরা যেন বিদ্যালয় থেকেই শিখতে পারে।	৮০	১০০
২	শিক্ষকদের কথাই শিশুরা মেনে চলে। শিক্ষকগণ উপদেশ দেবেন, শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং শিশুর আচরণের/চরিত্রের ভালো ও মন্দ দিকগুলি বুঝিয়ে দেবেন।	৪৬	৫৭.৫০
৩	শিক্ষকরা যা পড়ান/শেখাতে চান তা যেন শিশুরা ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং শিক্ষাটা এমন হয় যেন ভবিষ্যতে তারা তা ধরে রাখতে পারে।	৪২	৫২.৫০
৪	শিক্ষকরা যেন শিশুদেরকে শারীরিক বা মানসিকভাবে কোনরূপ আঘাত না করে। মমতাপূর্ণ ব্যবহার, আদর, স্নেহ, বন্ধুসুলভ আচরণ দ্বারা শেখান। চরিত্র গঠনের শিক্ষাটা যেন শিশুর জন্য আনন্দদায়ক হয়, আগ্রহ সঞ্চার করে।	৪৪	৫৫
৫	শিক্ষকদের শিখানো উপদেশবাণী যেন তাদের আচরণে প্রতিফলিত হয়, এ বিষয়ে শিক্ষকগণ যেন সচেতন থাকেন। শিক্ষকগণ যেন বিদ্যালয়ে সঠিক সময়ে আসেন, নিয়মিত পাঠদান করেন।	২২	২৭.৫০
৬	শিশুকে উৎকর্ষ চরিত্রের অধিকারী করার জন্য পাঠদানের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম অনুশীলন ও দেশপ্রেমের চেতনা রোপণ করা।	২১	২৬.২৫
৭	শিশুর নৈতিক চরিত্র বিষয়ক মূল্যায়ন, পরীক্ষা গ্রহণ। ভালো কাজের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা/নম্বর প্রদান/উৎসাহ প্রদান।	১৫	১৮.৭৫
৮	নৈতিকতা শেখানোর জন্য দৈনন্দিন সাপ্তাহিক রুটিনে স্বতন্ত্র ক্লাস বা সময় নির্ধারণ করা।	১১	১৩.৭৫
৯	শারীরিক শিক্ষা এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ক বই দেওয়া।	৫	৬.২৫

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৭.১৫ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ের কাছে অভিভাবকদের প্রত্যাশা বিশ্লেষণে দেখা যায় শতভাগ অভিভাবক মনে করেন শিশুর চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনে সহায়ক নৈতিকতার বিষয়সমূহ শিশুরা যেন বিদ্যালয় থেকেই শিখতে পারে; ৫৭.৫০ শতাংশ মনে করেন শিক্ষকগণ উপদেশ দেবেন, শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং শিশুর আচরণের/চরিত্রের ভালো ও মন্দ দিকগুলি বুঝিয়ে দেবেন; ৫২.৫০ শতাংশ বলেন শিক্ষকগণ যা পড়ান/শেখাতে চান তা যেন শিশুরা ভালোভাবে বুঝতে এবং ভবিষ্যতে ধরে রাখতে পারে। ৫৫ শতাংশ অভিভাবকের মতে শিক্ষকরা যেন শিশুদেরকে শারীরিক বা মানসিকভাবে কোনরূপ আঘাত না করে বরং মমতাপূর্ণ ব্যবহার, আদর, স্নেহ, বন্ধুসুলভ আচরণ দ্বারা শেখান। ২৭.৫০ শতাংশ অভিভাবক প্রত্যাশা করেন যে শিক্ষকদের শিখানো উপদেশবাণী তাদের আচরণে প্রতিফলিত হবে। শিক্ষকগণ সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে আসবেন, নিয়মিত পাঠদান করবেন।

এছাড়া শতকরা ২৬.২৫ জন মনে করেন শিশুর পাঠদানের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম অনুশীলন ও দেশপ্রেমের চেতনা রোপণ করানো উচিত, মূল্যায়ন ব্যবস্থা, ভালো কাজে পুরস্কার প্রদান, নৈতিকতা শেখানোর জন্য রুটিনে স্বতন্ত্র ক্লাস বা সময় নির্ধারণ করা উচিত। শতকরা ৬.২৫ জন শারীরিক শিক্ষা এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ক বই দেওয়া উচিত বলেছেন।

৭.২ বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে বিধৃত নৈতিক শিক্ষার অবস্থান বিশ্লেষণ

৭.২.১ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে বিধৃত নৈতিক শিক্ষার অবস্থান বিশ্লেষণ

গবেষণার ২ নম্বর উদ্দেশ্যের আলোকে ও ২ নম্বর গবেষণা প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ও অভিভাবকদের কাছ থেকে মতামত পাওয়া যায়। নিচে সেসকল মতামত বিভিন্ন শিরোনামে বিন্যস্ত করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

৭.২.১.১ শিক্ষাক্রমের নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা ও মত

মোট ৮০ জন শিক্ষকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক বিধৃতিসমূহ সম্পর্কে তারা কতটা অবহিত (প্রশ্ন নং-২)। শিক্ষকদের উত্তরসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় শিক্ষকদের মধ্যে অধিকাংশ জনই (৭৮.৭৫%) মোটামুটি অবহিত ও শতকরা ৭.৫০ জন কিছুটা অবহিত। ৭.৫০ শতাংশ শিক্ষক এব্যপারে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হলেও শতকরা ৬.২৫ জন একেবারেই অবহিত নন।

৮০ জন অভিভাবকের কাছেও একই প্রশ্ন জানতে চওয়া হলে (প্রশ্ন নং-৩) ২.৫০ শতাংশ বলেছেন তারা কিছুটা অবহিত এবং ৯৭.৫০ শতাংশ অবহিত নন।

অবহিত হলে নির্দেশনাসমূহকে যথাযথ মনে করেন কি না প্রশ্নে শতকরা ৩০ জন শিক্ষক যথাযথ মনে করেন। শতকরা ৪০ জন মোটামুটি ও শতকরা ১১.২৫ জন মনে করেন কিছুটা যথাযথ। এছাড়া শতকরা ১২.৫০ জন মনে করেন যথার্থ নয়।

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে অভিভাবকদের মধ্যে শতকরা ২.৫০ জনই বলেছেন মোটমুটি যথার্থ। তবে সে বিষয়ে তারা সুনির্দিষ্ট কোন মন্তব্য করেননি।

মোট ৩০ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণের কাছেও অনুরূপ প্রশ্ন করা হলে (প্রশ্ন নং-১) তাঁদের মধ্যে ৯০ শতাংশই শিক্ষাক্রম সংশোধন/পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে অভিমত প্রদান করেন এবং ১০ শতাংশ বলেন তার প্রয়োজন নাই।

৭.২.১.২ নৈতিকতা বিষয়ে শিক্ষাক্রম সংশোধন/পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষেত্রসমূহ

সংশোধন/পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা থাকলে সেগুলো কী কী সে প্রসঙ্গে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকগণ নিচের অভিমত প্রদান করেছেন:

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৭.১৬ নৈতিকতা বিষয়ে শিক্ষাক্রম সংশোধন/পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা ও তার ক্ষেত্র সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও শিক্ষকদের মতামত

	শিক্ষাক্রম সংশোধন/পরিমার্জনের ক্ষেত্রসমূহ	শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/ শিক্ষাবিদ ৩০ জন (গণসংখ্যা ও শতাংশ)	শিক্ষক ৮০ জন (গণসংখ্যা ও শতাংশ)
১	প্রাথমিক স্তরে কোন কোন নৈতিকতা শেখাতে চাই শিশুর বয়স ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী সুপরিকল্পিতভাবে তা নির্বাচন করে সেই অনুযায়ী শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু, প্রান্তিক যোগ্যতা, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নির্ধারণ করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক বিষয়বস্তু বন্টন সুনির্দিষ্ট হতে হবে। এই ক্ষেত্রে বিষয়সমূহের শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস এমন হবে যেন ধারাবাহিকভাবে সহজ থেকে কঠিনে যায় এবং বিষয় ও শ্রেণীর মধ্যে সমন্বয় থাকে।	১৮ (৬০%)	১৫ (১৮.৭৫%)
২	নৈতিক শিক্ষার বিষয়গুলি শিক্ষাক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন বিষয় ও শ্রেণীর প্রান্তিক যোগ্যতা, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল ও বিষয়বস্তুতে বিক্ষিপ্তভাবে আছে। বিষয়টিকে সুপরিকল্পিত, সুসংগঠিত ও সুনির্দিষ্টভাবে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে এবং উক্ত ক্ষেত্রসমূহের সাথে বিষয়বস্তুর নির্দেশনার সামঞ্জস্য বৃদ্ধি এবং সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।	৯ (৩০%)	
৩	ইংরেজি বিষয়ের জন্য শিক্ষাক্রমে ভাষাগত দক্ষতার মধ্য দিয়েই নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশনা প্রয়োজন এবং গণিত বিষয়ে গাণিতিক সমস্যা ও বিষয় নির্বাচন নৈতিক শিক্ষার বিবেচনায় করা সম্ভব।	৪ (১৩.৩৩%)	
৪	পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞানসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর অংশ বিশেষের পুনরাবৃত্তির মাত্রা কমিয়ে আনা ও বিষয়বস্তুর আধিক্য হ্রাস করা উচিত। কিছু কিছু বিষয়বস্তুর কাঠিন্যের মাত্রা হ্রাস করা প্রয়োজন।	৪ (১৩.৩৩%)	
৫	যে সকল বিষয়ের পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন সেক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা এমন হবে যেন বিষয়ের আনুভূমিক (Horizontal) ও উল্লম্ব (Vertical) বিন্যাসে ধারাবাহিকতার ক্রমান্বয়ের সংযোগ থাকে, সহজ থেকে কঠিন, ছোট থেকে বড় পরিসর ও বিভিন্ন শ্রেণী ও বিষয়ের সমন্বয় থাকে।	৩ (১০%)	
৬	নৈতিকতার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনভাবেই পূর্বনির্ধারিত কোন বিষয় চাপিয়ে না দিয়ে বরং শিশুর শিক্ষার প্রয়োজনে স্বাভাবিক জ্ঞানের ধারায় যে বিষয়গুলি আসবে তাকেই নির্বাচন করা উচিত।	২ (৬.৬৭%)	
৭	'নৈতিক শিক্ষা শুধু ধর্মীয় নৈতিকতা দ্বারা অর্জিত হয়'-শিক্ষাক্রম প্রণেতাদেরকে এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে বৃহৎ পরিসরে বিবেচনা করতে হবে।	২ (৬.৬৭%)	
৮	নৈতিক আদর্শের কার্যাবলি ও বাণী সম্বলিত মহৎ মানুষ, যারা জীবন-যাপনে সফল তাঁদের জীবনী অন্তর্ভুক্তকরণ, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত।	২ (৬.৬৭%)	৩ (৩.৭৫%)
৯	বাংলার নৈতিক শিক্ষার বিষয়গুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাৎক্ষনিক আদেশ, উপদেশ, হিতোপদেশ শেখানোর তথ্যে ভারাক্রান্ত, নির্মল আনন্দহীন, প্রয়োগের সুযোগ কম। শিখনের স্থায়ীত্বের জন্য বিষয়বস্তু উপস্থাপন প্রয়োগশীল ও বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।	১ (৩.৩৩%)	১৪ (১৭.৫০%)
১০	পাঠের বিষয়গুলিতে নৈতিকতার বিষয় কতভাগ থাকবে এবং সময়ের বা কার্যাবলির কতভাগ থাকবে তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।	১ (৩.৩৩%)	
১১	শিক্ষাক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ২টি দিক সুনিশ্চিত করতে হবে। একটি হল বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, অপরটি নৈতিকতা। অর্থাৎ শিশুকে বিষয়ের তথ্য ও তত্ত্ব দ্বারা জ্ঞানী মানুষ হিসেবে তৈরি করা এবং পাশাপাশি সেই মানুষটি যেন একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে-এই ২টি বিষয়কে সমন্বয় করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হবে।	১ (৩.৩৩%)	

Dhaka University Institutional Repository

	শিক্ষাক্রম সংশোধন/পরিমার্জনের ক্ষেত্রসমূহ	শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/ শিক্ষাবিদ ৩০ জন (গণসংখ্যা ও শতাংশ)	শিক্ষক ৮০ জন (গণসংখ্যা ও শতাংশ)
১২	বাংলাদেশের শিক্ষার ২টি প্রধান ধারা সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা উভয় শিক্ষাক্রমেই পরিবর্তন আনতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযুগি করা এবং সাধারণ শিক্ষায় ধর্মীয় বিষয় আরো বেশি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।	১ (৩.৩৩%)	
১৩	শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত নির্দেশনা ও সে অনুযায়ী শিক্ষক নির্দেশিকা থাকা প্রয়োজন।		৩ (৩.৭৫%)

উপরের তথ্য ও সারণি: ৭.১৬ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক উভয়ই শিক্ষাক্রমের নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় পরিমার্জনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন। দেখা যায় কেবল সীমিত সংখ্যক শিক্ষকই (৭.৫০ শতাংশ) সম্পূর্ণ অবহিত, ৭৮.৭৫ শতাংশ শিক্ষক শিক্ষাক্রম সম্পর্কে মোটামুটি অবহিত। তাঁদের কাছ থেকে এ সম্পর্কে চারটি ক্ষেত্রে অভিমত পাওয়া যায়। অপর দিকে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণ মোট তেরটি ক্ষেত্রে অভিমত প্রদান করেছেন।

শতকরা ৬০ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও শতকরা ১৮.৭৫ জন শিক্ষক বলেছেন, প্রাথমিক স্তরের জন্য প্রযোজ্য নৈতিকতাসমূহ শিশুর বয়স ও ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী সুপরিকল্পিতভাবে নির্বাচন করে সেই অনুযায়ী শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু, প্রান্তিক যোগ্যতা, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নির্ধারণ করতে হবে। তার ভিত্তিতে শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক বিষয়ের বন্টন সুনির্দিষ্ট করতে হবে। বিষয়সমূহের শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সহজ থেকে কঠিন এবং বিষয় ও শ্রেণীর মধ্যে সমন্বয় সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

শিক্ষাক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন বিষয় ও শ্রেণীর প্রান্তিক যোগ্যতা, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল ও বিষয়বস্তুতে নৈতিক শিক্ষার বিষয়গুলি বিক্ষিপ্তভাবে আছে যা সুপরিকল্পিত, সুসংগঠিত ও সুনির্দিষ্টভাবে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে এবং উক্ত ক্ষেত্রসমূহের সাথে বিষয়বস্তুর নির্দেশনার সামঞ্জস্য বৃদ্ধি এবং সুনির্দিষ্ট করতে হবে বলে মনে করেন শতকরা ৩০ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ।

ইংরেজি বিষয়ের জন্য শিক্ষাক্রমে ভাষাগত দক্ষতার মধ্য দিয়েই নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশনা প্রয়োজন এবং গণিত বিষয়ে গাণিতিক সমস্যা ও বিষয় নির্বাচন নৈতিক শিক্ষার বিবেচনায় করা যেতে পারে বলেন শতকরা ১৩.৩৩ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ।

শতকরা ১৩.৩৩ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ এর মতে পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞানসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর অংশবিশেষের পুনরাবৃত্তির মাত্রা কমিয়ে এনে বিষয়বস্তুর আধিক্য এবং কাঠিন্যের মাত্রা হ্রাস করা প্রয়োজন।

শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদদের মধ্যে ১০ শতাংশ মনে করেন, পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন থাকলে শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা এমন হবে যেন বিষয়ের আনুভূমিক (Horizontal) ও উল্লম্ব (Vertical) বিন্যাসে ধারাবাহিকতার ক্রমান্বয়ের সংযোগ থাকে, সহজ থেকে কঠিন, ছোট থেকে বড় পরিসর ও বিভিন্ন শ্রেণী ও বিষয়ের সমন্বয় থাকে।

শতকরা ৬.৬৭ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ নৈতিকতার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত কোন বিষয় চাপিয়ে দেওয়ায় দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে শিশুর শিক্ষার প্রয়োজনে স্বাভাবিক জ্ঞানের ধারায় যে বিষয়গুলি আসবে তাকেই নির্বাচন করতে হবে।

'নৈতিক শিক্ষা শুধু ধর্মীয় নৈতিকতা দ্বারা অর্জিত হয়'–শিক্ষাক্রম প্রণেতাদেরকে এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে বৃহৎ পরিসরে বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন শতকরা ৬.৬৭ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ।

যে সকল মহৎ মানুষ সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে সফল হয়েছেন তাঁদের নৈতিক আদর্শের কার্যাবলি ও বাণী সম্বলিত জীবনী অন্তর্ভুক্তকরণ এবং বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত মনে করেন শতকরা ৬.৬৭ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও শতকরা ৩.৭৫জন শিক্ষক।

Dhaka University Institutional Repository

শতকরা ৩.৩৩ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও শতকরা ১৭.৫০ জন শিক্ষক মনে করেন, বাংলার নৈতিক শিক্ষার বিষয়গুলি যেন হিতোপদেশ শেখানোর তথ্যে ভারাক্রান্ত না হয়ে নির্মল আনন্দলাভে সহায়ক হয় এবং শিখনের স্থায়ীত্বের জন্য বিষয়বস্তু উপস্থাপন যেন বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও প্রয়োগশীল হয়।

শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদদের মধ্যে ৩.৩৩ শতাংশ মনে করেন পাঠের বিষয়গুলিতে এবং শিখন শেখানো কার্যাবলিতে নৈতিকতার বিষয় কতভাগ থাকবে তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

শতকরা ৩.৩৩ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ শিক্ষাক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ২টি দিক সুনিশ্চিত করার কথা বলেছেন। শিশুকে বিষয়ের তথ্য ও তত্ত্ব দ্বারা জ্ঞানী মানুষ হিসেবে তৈরি করা এবং পাশাপাশি সেই মানুষটি যেন একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। তাঁদের মতে এই ২টি বিষয়কে সমন্বয় করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হবে।

শতকরা ৩.৩৩ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযুগী করা এবং সাধারণ শিক্ষায় ধর্মীয় বিষয় আরো বেশি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন বোধ করেছেন।

তাছাড়া শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত নির্দেশনা ও সে অনুযায়ী শিক্ষক নির্দেশিকা থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে ৩.৭৫ শতাংশ শিক্ষক অভিমত দিয়েছেন।

৭.২.২ বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে বিধৃত নৈতিক শিক্ষার অবস্থান বিশ্লেষণ

গবেষণার ২ নম্বর উদ্দেশ্যের আলোকে এবং ২ নম্বর গবেষণা প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা হয়। উক্ত মতামতসমূহ বিভিন্ন শিরোনামে নিচে বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

৭.২.২.১ পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা বিষয়ক পাঠের যথার্থতা ও অযথার্থতা

৮০ জন শিক্ষকের কাছে জানতে চাওয়া হয় **পাঠ্যপুস্তকসমূহে নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ যেভাবে আছে তাকে তাঁরা যথার্থ মনে করেন কি না** (প্রশ্ন নং-৪)। এ প্রসঙ্গে শতকরা ২৫ জন শিক্ষক যথার্থ মনে করেন, শতকরা ৪৫ জন মোটামুটি ও ১৩.৭৫ শতাংশ কিছুটা যথার্থ মনে করেন। শতকরা ১৬.২৫ জন মনে করেন যথার্থ নয়।

তাদের **মতামতের পক্ষের কারণসমূহ** যথার্থ ও যথার্থ নয় এই দুই ভাগে বিভাজন করে নিচের সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি: ৭.১৭ পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠের যথার্থতার কারণ সম্পর্কে শিক্ষকদের মতামত

	কারণসমূহ	গণসংখ্যা ২০ জন	শতকরা হার ২৫%
১	শ্রেণী ও বয়স উপযোগী পাঠ বিভাজন।	৬	৭.৫০
২	ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশিত ও সহজ পাঠ।	২	২.৫০
৩	নৈতিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকে গল্প, কবিতা, মনীষীদের জীবনী ও পাঠ্য।	১২	১৫

উপরের তথ্য ও সারণি: ৭.১৭ বিশ্লেষণে দেখা যায় ২৫ শতাংশ শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকসমূহের নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ যেভাবে আছে তাকে যথার্থ মনে করেন। কারণ হিসেবে তাঁরা ৩টি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন। যথা: শ্রেণী ও বয়স উপযোগী পাঠ বিভাজন; ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশিত ও সহজ পাঠ ও নৈতিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকে গল্প, কবিতা, মনীষীদের জীবনী ও পাঠ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৭.১৮ পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠের যথার্থ না হবার কারণ সম্পর্কে শিক্ষকদের মতামত

	কারণসমূহ	গণসংখ্যা ৬০ জন	শতকরা হার
১	নৈতিকতা বিষয়ক গল্প, কবিতা জীবনসম্পৃক্ত বা বাস্তবধর্মী নয়, তাত্ত্বিকতা বেশি।	১৪	২৩.৩৩
২	পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতার বিষয় সমৃদ্ধ নয় ও প্রয়োজনের তুলনায় কম।	১১	১৮.৩৩
৩	নৈতিকতার পাঠে নীতি উপদেশসমূহ পরিষ্কার বা সুস্পষ্ট নয় এবং নৈতিকতার বিষয়গুলি দায়সারাভাবে লিখিত।	১৫	২৫
৪	নৈতিকতার পাঠ আকর্ষণীয়, সহজবোধ্য ও আনন্দদায়কভাবে উপস্থাপিত নয়।	১০	১৬.৬৭
৫	পাঠ্যবিষয়ে ছবি কম।	৪	৬.৬৭
৬	গণিতে নৈতিকতার বিষয় নাই ও সুদকষার অংক রয়েছে।	৫	৮.৩৩
৭	আমাদের দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে কম সম্পৃক্ত।	১	১.৬৭

উপরের তথ্য ও সারণি: ৭.১৮ বিশ্লেষণে দেখা যায় ২৫ শতাংশ শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকসমূহের নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ যেভাবে আছে তাকে যথার্থ মনে করেন না। কারণ হিসেবে তাঁরা ৭টি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন। যথা: নৈতিকতা বিষয়ক গল্প, কবিতা জীবনসম্পৃক্ত বা বাস্তবধর্মী নয়, তাত্ত্বিকতা বেশি; পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতার বিষয় সমৃদ্ধ নয় ও প্রয়োজনের তুলনায় কম; নৈতিকতার পাঠে নীতি উপদেশসমূহ পরিষ্কার বা সুস্পষ্ট নয় এবং দায়সারা ভাবে লিখিত; নৈতিকতার পাঠ আকর্ষণীয় সহজবোধ্য ও আনন্দদায়কভাবে উপস্থাপিত নয়; পাঠ্যবিষয়ে কম ছবি; গণিতে নৈতিকতা বিষয় নাই ও সুদকষার অংক; আমাদের দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে কম সম্পৃক্ততা।

অপর দিকে **প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ সম্পর্কে অভিভাবকরা অবহিত কি না** (প্রশ্ন নং-৪) সে সম্পর্কে তাদের কাছে প্রশ্ন করা হলে ৮০ জন অভিভাবকদের মধ্য থেকে ৩৫ শতাংশ অবহিত বলে জানান। ২০ শতাংশ মোটামুটি অবহিত ও ৪৫ শতাংশ অবহিত নন বলে জানিয়েছেন।

অবহিত হলে তাকে যথার্থ মনে করেন কি না প্রসঙ্গে ৫৬.৮২ শতাংশ যথার্থ, ৩৪.০৯ শতাংশ মোটামুটি এবং ৯.০৯ শতাংশ কিছুটা যথার্থ বলে জানান।

৭.২.২.২ পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক বিষয়ের পাঠ সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষেত্রসমূহ

শিক্ষক ও অভিভাবকগণ **পাঠ্যপুস্তকসমূহের নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠে কী কী সংশোধন প্রয়োজন** সে সম্পর্কে অভিমত প্রদান করেন। পাশাপাশি শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল **প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকসমূহে নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ যেভাবে আছে সে বিষয়ে তাদের অভিমত কী** (প্রশ্ন নং-২)। তাদের অভিমতেও পাঠ্যপুস্তক সংশোধনের নির্দেশনা পাওয়া যায়। নিচের সারণি ৩টিতে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মতামতকে সমন্বিত করে উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি: ৭.১৯ পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মতামত

	সংশোধনের ক্ষেত্রসমূহ	শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/ শিক্ষাবিদ ৩০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা)	শিক্ষক ৮০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা হার)	অভিভাবক ৮০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা হার)
১	প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত (Implicit) ভাবে আছে। বিষয়গুলি সুপরিকল্পনার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে ধারাবাহিক ক্রম অনুসারে সহজ থেকে কঠিনের দিকে বিষয় ও শ্রেণীতে সমন্বয় করে বিন্যাস করা প্রয়োজন। এছাড়া বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপিত হওয়া উচিত যেন নৈতিক শিক্ষার মূল বার্তাটি শিশুরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে।	১৮ (৬০%)	৮ (১০%)	২ (২.৫০%)

	সংশোধনের ক্ষেত্রসমূহ	শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/ শিক্ষাবিদ ৩০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা)	শিক্ষক ৮০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা হার)	অভিভাবক ৮০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা হার)
২	শিশুরা নৈতিকতার সুফল ও অনৈতিকতার কুফল উপলব্ধি করতে পারে এমন কাহিনী, গল্প, কবিতা ও ছড়াসহ নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ আরো সংযোজন।		১৪ (১৭.৫০%)	১৩ (১৬.২৫%)
৩	কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রায় একজাতীয় বিষয়বস্তুর আধিক্য রয়েছে। পরিবেশ পরিচিতি-সমাজসহ অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু অনেক ভারাক্রান্ত। বাংলা বিষয়সহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় বিষয়বস্তু ও ভাষাগত কাঠিন্যের মাত্রা অনেক বেশি যা হ্রাস করা প্রয়োজন।	৮ (২৬.৬৭%)		
৪	পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, বিজ্ঞান ও ধর্মের কিছু বিষয়বস্তুসহ বিভিন্ন বিষয়ের পুনরাবৃত্তির (বিষয় ও শ্রেণী ভিন্ন হলেও) আধিক্য হ্রাস করা প্রয়োজন।	৮ (২৬.৬৭%)		৩ (৩.৭৫%)
৫	বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তিতে আনুভূমিক (Horaizontal) ও উল্লম্ব (Vertical) বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিষয় ও শ্রেণীর সমন্বয় এবং বিষয়বস্তুর পরিধি ও কাঠিন্যের ধারাবাহিকতায় আরো সচেতনতা প্রয়োজন যাতে শিশুর শিখনের স্থায়ীকরণ ও সঞ্জীবনীর যৌক্তিকতার মাত্রা অতিক্রম না করে।	৮ (২৬.৬৭%)		
৬	দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়টি কোন কোন শ্রেণীর বাংলা বইয়ের কবিতা ও গল্পে অধিক সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা প্রয়োজনীয় মাত্রায় কমিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে লেখনী মানসম্মত ও শ্রেণী অনুযায়ী শিশুর উপযোগী হয় এবং শিশুর মধ্যে সত্যিকারের চেতনা গড়ে ওঠে। এছাড়া বিষয়টি ৪র্থ শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বইয়ে পরপর ৩টি অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। উক্ত লেখার কাঠিন্যের মাত্রা হ্রাস করে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যাস করা প্রয়োজন।	১ (৩.৩৩%)		
৭	পাঠের বিষয়বস্তু বা গল্পের আকৃতি বড়। ছোট ছোট পরিসরে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে সহজ ভাষায় বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা উচিত।	১ (৩.৩৩%)		
৮	পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান এর বিষয়গুলি উপস্থাপনে বিষয় সংক্রান্ত উদ্দেশ্যই মুখ্য বলে মনে হয়েছে। বিষয়ের নৈতিক দিকগুলি গৌণ হিসেবে এসেছে।	১ (৩.৩৩%)		
৯	ইংরেজি বইয়ে নৈতিকতার বিষয় অত্যন্ত সীমিত। ইংরেজি ও বাংলা উভয় ক্ষেত্রেই নৈতিকতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মাধ্যমে ভাষাগত দক্ষতা শেখানো এবং গণিত বিষয়ে গাণিতিক সমস্যা ও বিষয় নির্বাচন নৈতিক শিক্ষার আলোকে করা যেতে পারে।	৪ (১৩.৩৩%)		
১০	বাংলা বিষয়ের একটি সীমাবদ্ধতা হচ্ছে অধিকাংশ পাঠ্যই পূর্বে লিখিত যার জন্য বর্তমান প্রয়োজনের সাথে পরিপূর্ণভাবে মেলানো যায় না। এ ক্ষেত্রে শুধু পুরনো লেখার উপর নির্ভর না করে নতুন সংযোজন প্রয়োজন।	১ (৩.৩৩%)	২ (২.৫০%)	
১১	পুরনো দিনের নীতিকবিতা ও গল্প সংযোজন করা উচিত।			৫ (৬.২৫%)
১২	দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলায় শিশুতোষ ছড়া হয়নি। এই বয়সের শিশুদের জন্য ছড়ার আবেদনটিই বেশি।	১ (৩.৩৩%)		
১৩	চতুর্থ শ্রেণীর বাংলা বইয়ের 'প্রিয় শিক্ষক' গল্পটি শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজন। গল্পটির মত শিক্ষক বাস্তবে না পেলে শিশুরা মুশড়ে পড়বে।	১ (৩.৩৩%)		

Dhaka University Institutional Repository

	সংশোধনের ক্ষেত্রসমূহ	শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/ শিক্ষাবিদ ৩০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা)	শিক্ষক ৮০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা হার)	অভিভাবক ৮০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা হার)
১৪	ভাষা ও গণিত ব্যতিত সকল বিষয়ে চরিত্র গঠন ও আল্লাহর ভয় অন্তরে প্রতিষ্ঠার মতো শিক্ষা উপাদান পাঠ্য বিষয়ে থাকা প্রয়োজন।	১ (৩.৩৩%)		
১৫	বৌদ্ধ ধর্ম ব্যতিত অন্য ধর্ম বইয়ে স্ব স্ব ধর্মকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে উপস্থাপন করায় পরোক্ষভাবে অপর ধর্ম অশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়েছে। ধর্ম বিষয়ের এই তুলনার দিকটি পরিমার্জন করা প্রয়োজন।	১ (৩.৩৩%)		
১৬	ধর্ম শিক্ষার মধ্যে অসংখ্য কল্পকথা এবং অলৌকিক গল্প বা ভৌতিক বিষয়াদি রয়েছে যা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক।	১ (৩.৩৩%)		
১৭	ধর্মীয় বিষয়গুলিতে নৈতিকতার দিকটিতে জোর দেওয়া হলেও তা সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে দেয়া হয়েছে।	১ (৩.৩৩%)		
১৮	ধর্ম বিষয়ে পাপ-পূণ্য, ধর্ম-অধর্ম এই জাতীয় শব্দের পরিবর্তে শিশুদের উপযোগী করে আরো সহজ ভাষা ব্যবহার করা উচিত।	১ (৩.৩৩%)		
১৯	পাঠ্যপুস্তকে মনীষীদের জীবনী ও কর্মের বর্ণনায় ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি একইভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রের উৎকর্ষ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিত্বও অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।	১ (৩.৩৩%)		
২০	পাঠ্যপুস্তকের শেষের উপদেশগুলির মধ্যে বেশ কিছু উপদেশ শিশুদের জন্য কঠিন ও বিমূর্ত বলে প্রতীয়মান।	১ (৩.৩৩%)		
২১	নেতিবাচক চরিত্রের কোন গল্প পাঠ্যপুস্তকে লিপিবদ্ধ না করা।			১ (১.২৫%)
২২	নীতি শিক্ষামূলক পাঠের সহায়ক আরো ছবি সংযোজন করা।		৭ (৮.৭৫%)	
২৪	গণিত বইয়ের সুদকষার অংক বাদ দেওয়া।		২ (২.৫০%)	
২৫	পাঠ্য বিষয়টি যেন শুধু মুখস্ত নির্ভর না হয়ে উপলব্ধির স্তরে পৌঁছায় সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। তাত্ত্বিকতার পরিবর্তে বাস্তবতার আলোকে বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেশীয় সমাজ, সংস্কৃতি, জীবন সম্পৃক্ত নৈতিক অবক্ষয়ের বিষয় বিবেচনা করে পাঠ্যবিষয়ে সন্নিবেশ করা।	৩ (১০%)	৬ (৭.৫০%)	৬ (৭.৫০%)

সারণি: ৭.১৯ এ পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদদের মতামত উপস্থাপন করা হয়েছে।

উক্ত সারণি অনুযায়ী ২৫টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমত দেখা যায় যে ৬০ শতাংশ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, ১০ শতাংশ শিক্ষক ও ২.৫০ শতাংশ অভিভাবক মনে করেন প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত (Implicit) ভাবে আছে। বিষয়গুলি সুপরিকল্পনার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে ধারাবাহিক ক্রম অনুসারে সহজ থেকে কঠিনের দিকে বিষয় ও শ্রেণীতে সমন্বয় করে বিন্যাস করা প্রয়োজন। পাঠের বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যেন নৈতিক শিক্ষার মূলবার্তাটি শিশুরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে।

দ্বিতীয়ত ১৭.৫০ শতাংশ শিক্ষক ও ১৬.২৫ শতাংশ অভিভাবক মনে করেন শিশুরা নৈতিকতার সুফল ও নৈতিকতার বিপরীত বিষয়ের কুফল উপলব্ধি করতে পারে এমন কাহিনী, গল্প, কবিতা ও ছড়াসহ নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ আরো সংযোজন করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণির তৃতীয় থেকে অষ্টম নম্বর পর্যন্ত বিন্যস্ত মতামতসমূহে লক্ষণীয় বিষয়গুলি হলো–প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ে বিষয়ের আধিক্য, বিষয়গত কাঠিন্যের মাত্রা অধিক, পুনরাবৃত্তি, আকৃতির পরিসর বড় ও কিছু বিষয় নৈতিকতার মানদণ্ডে নয় বরং বিষয়গত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে নির্বাচন করা।

নবম থেকে চতুর্দশ পর্যন্ত বিন্যস্ত বিষয়গুলিতে ভাষাগত দক্ষতা ও গণিতের প্রসঙ্গ এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে ভাষাগত দক্ষতা অর্জন নৈতিকতা শেখানোর মধ্য দিয়ে সম্ভব; গণিত বিষয়ে গাণিতিক সমস্যা ও বিষয় নির্বাচন নৈতিক শিক্ষার আলোকে করা যায়; পুরনো/নতুন বিষয়ে লেখা সংযোজন ও বিষয় নির্বাচনে সচেতনতা প্রয়োজন।

এছাড়া ১৫ থেকে ২৫ পর্যন্ত বিন্যস্ত বিষয়গুলিতে বলা হয়েছে ধর্ম বিষয়ে তুলনার দিকটি পরিমার্জন করা প্রয়োজন; বিজ্ঞানের সাথে যাতে সাংঘর্ষিক না হয়; নৈতিকতার দিকে যেন জোর দেওয়া হয়; ভুল বা বিকৃত ইতিহাস ও নৈতিকতা বিবর্জিত কাজে বা চিন্তায় উৎসাহ সৃষ্টি হতে পারে এমন পাঠ বর্জন; পাঠ্য বিষয়টি যেন শুধু মুখস্ত নির্ভর না হয়ে উপলব্ধির স্তরে পৌছায় সেদিকে খেয়াল রাখা; তাত্ত্বিকতার পরিবর্তে বাস্তবতার আলোকে বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে দেশীয় সমাজ, সংস্কৃতি, জীবন সম্পৃক্ত নৈতিক অবক্ষয়ের বিষয় বিবেচনা করে পাঠ্য বিষয়ে সন্নিবেশ করার কথা।

৭.২.২.৩ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ অনুধাবন

পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটা অনুধাবন করতে ও মনে রাখতে পেরেছে তা যাচাই করা হয়। এই উদ্দেশ্যে চতুর্থ শ্রেণীর ৮০ জন ও পঞ্চম শ্রেণীর ৮০ জন শিক্ষার্থীর কাছে তাদের পূর্বের শ্রেণীর বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের ৫টি পাঠের শিরোনাম উলেখ করে সেখান থেকে তারা কী শিখতে পেরেছে তা জানতে চাওয়া হয় (প্রশ্ন নং-৬)। উক্ত বিষয়ে তাদের প্রদত্ত উত্তর বিশ্লেষণ করে নিচের ১০টি সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি: ৭.২০ (ক-ঙ) এবং সারণি: ৭.২১ (ক-ঙ) তে পাঠ্যবইয়ের নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ শিক্ষার্থীরা কতটা অনুধাবন করতে ও মনে রাখতে পেরেছে তা যাচাই করা হয়েছে। ৪র্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ৩য় শ্রেণীর বাংলা বই থেকে ২টি গদ্য, ২টি কবিতা ও ইংরেজি বই থেকে ১টি গল্প এবং ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য অনুরূপ ৪র্থ শ্রেণীর বাংলা বই থেকে ২টি গদ্য, ২টি কবিতা ও ইংরেজি বই থেকে ১টি গল্পের শিরোনাম উল্লেখ করে তা থেকে তারা কী শিখতে পেরেছে জানতে চাওয়া হয়।

৭.২.২.৪ তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয়ের পাঠ সম্পর্কে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অনুধাবন

সারণি: ৭.২০ (ক) বিষয়বস্তু/পাঠ: বাংলাদেশ

	নৈতিক বিষয়	গণ সংখ্যা (৮০ জন)	শতকরা
১	নান্দনিকতা	৪৭	৫৮.৭৫
২	সৌহার্দ/সম্প্রীতি/সংহতি	৫	৬.২৫
৩	দেশপ্রেম	২৪	৩০
৪	নান্দনিকতা ও সৌহার্দ/সম্প্রীতি/সংহতি	৩	৩.৭৫
৫	নান্দনিকতা ও দেশপ্রেম	৮	১০
৬	সৌহার্দ/সম্প্রীতি/সংহতি ও দেশপ্রেম	২	২.৫
৭	নান্দনিকতা, সৌহার্দ/সম্প্রীতি/সংহতি ও দেশপ্রেম	০	০
৮	কোন কিছুই অনুধাবন/মনে রাখতে পারেনি	১৭	১০.৬

সারণি: ৭.২০ (ক) তে উল্লিখিত প্রশ্নপত্র অনুযায়ী 'বাংলাদেশ' শীর্ষক গদ্যে মূলত নান্দনিকতা, সৌহার্দ/সম্প্রীতি/সংহতি ও দেশপ্রেম -এই ৩ প্রকৃতির নৈতিক বিষয় ছিল। প্রশ্নপত্র মূল্যায়নে দেখা যায় যে এর মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ৫৮.৭৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ১টি নৈতিক বিষয় উপলব্ধি করতে/মনে রাখতে পেরেছে এবং সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ শিক্ষার্থী ২টি নৈতিক বিষয় উপলব্ধি করতে /মনে রাখতে পেরেছে। কোন শিক্ষার্থীই সবগুলি নৈতিক বিষয় উপলব্ধি করতে/মনে রাখতে পারেনি। ১০.৬ শতাংশ শিক্ষার্থী উক্ত পাঠ্য থেকে কোন বিষয়ই উপলব্ধি করতে/মনে রাখতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৭.২০ (খ) বিষয়বস্তু/পাঠ: ভাই বোনের শখ

	নৈতিক বিষয়	গণ সংখ্যা (৮০ জন)	শতকরা
১	সঞ্চয়	১৮	২২.৫
২	সুস্থসংস্কৃতি চর্চা (লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা, বই পড়া)	৫২	৬৫
৩	দানশীলতা/দয়া	০	০
৪	সঞ্চয় ও সুস্থ্যসংস্কৃতি চর্চা	১৫	১৮.৭৫
৫	সঞ্চয়, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, দানশীলতা	০	০
৬	কোন কিছুই অনুধাবন/মনে রাখতে পারেনি	২৫	১৫.৬

সারণি: ৭.২০ (খ) তে উল্লিখিত প্রশ্নপত্র অনুযায়ী **'ভাই বোনের শখ'** শীর্ষক গদ্যে মূলত সঞ্চয়, সুস্থসংস্কৃতি চর্চা, দানশীলতা-এই তিন প্রকৃতির নৈতিক বিষয় ছিল। প্রশ্নপত্র মূল্যায়নে দেখা যায় যে এর মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ৬৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ১টি নৈতিক বিষয় উপলব্ধি করতে/মনে রাখতে পেরেছে এবং সর্বোচ্চ ১৮.৭৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ২টি নৈতিক বিষয় উপলব্ধি করতে/মনে রাখতে পেরেছে। কেউই সবগুলি নৈতিক বিষয় উপলব্ধি করতে/মনে রাখতে পারেনি। **১৫.৬ শতাংশ শিক্ষার্থী উক্ত পাঠ্য থেকে কোন বিষয়ই উপলব্ধি করতে/মনে রাখতে পারেনি।**

সারণি: ৭.২০ (গ) বিষয়বস্তু/পাঠ: মুক্তিসেনা (সুকুমার বড়ুয়া)

	নৈতিক বিষয়	গণ সংখ্যা (৮০ জন)	শতকরা
১	সাহস	২৫	৩১.২৫
২	লোভহীনতা	৪	৫
৩	দেশপ্রেম	১৮	২২.৫
৪	আত্মত্যাগ	৩১	৩৮.৭৫
৫	একতা	০	০
৬	সাহস ও লোভহীনতা	৩	৩.৭৫
৭	সাহস ও দেশপ্রেম	৬	৭.৫
৮	সাহস ও আত্মত্যাগ	১১	১৩.৭৫
৯	লোভহীনতা ও দেশপ্রেম	৩	৩.৭৫
১০	লোভহীনতা ও আত্মত্যাগ	২	২.৫
১১	দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ	৭	৮.৭৫
১২	সাহস, লোভহীনতা ও দেশপ্রেম	৩	৩.৭৫
১৩	সাহস, লোভহীনতা ও আত্মত্যাগ	১	১.২৫
১৪	সাহস, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ	৩	৩.৭৫
১৫	লোভহীনতা, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ	১	১.২৫
১৬	সাহস, লোভহীনতা, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ	১	১.২৫
১৭	একতা, সাহস, লোভহীনতা, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ	০	০
১৭	কোন কিছুই অনুধাবন/মনে রাখতে পারেনি	২৭	১৬.৯

সারণি: ৭.২০ (গ) তে উল্লিখিত প্রশ্নপত্র অনুযায়ী **'মুক্তিসেনা'** শীর্ষক কবিতায় মূলত একতা, সাহস, লোভহীনতা, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ-এই পাঁচ প্রকৃতির নৈতিক বিষয় ছিল। প্রশ্নপত্র মূল্যায়নে দেখা যায় যে এর মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ৩৮.৭৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ১টি নৈতিক বিষয় উপলব্ধি করতে/মনে রাখতে পেরেছে এবং সর্বোচ্চ ১.২৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ৪টি নৈতিক বিষয় উপলব্ধি করতে/মনে রাখতে পেরেছে। কেউই সবগুলি নৈতিক বিষয় উপলব্ধি করতে/মনে রাখতে পারেনি। **১৬.৯ শতাংশ শিক্ষার্থী উক্ত পাঠ্য থেকে কোন বিষয়ই উপলব্ধি করতে/মনে রাখতে পারেনি।**

সারণি: ৭.২০ (ঘ) বিষয়বস্তু/পাঠ: আদর্শ ছেলে (কুসুম কুমারী দাশ)

	নৈতিক বিষয়	গণ সংখ্যা (৮০ জন)	শতকরা
১	সাহস	২৪	৩০
২	কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর	৩০	৩৭.৫
৩	পরার্থপরতা/পরোপকার	২	২.৫
৪	মহত্ত্ব	৩৫	৪৩.৭৫
৫	সাহস ও কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর	১২	১৫
৬	সাহস ও পরার্থপরতা/পরোপকার	১	১.২৫
৭	সাহস ও মহত্ত্ব	১৬	২০
৮	কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর ও পরার্থপরতা/পরোপকার	০	০
৯	কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর ও মহত্ত্ব	১০	১২.৫
১০	পরার্থপরতা/পরোপকার ও মহত্ত্ব	০	০
১১	সাহস, কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর ও পরার্থপরতা/পরোপকার	০	০
১২	সাহস, কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর ও মহত্ত্ব	৮	১০
১৩	সাহস, পরার্থপরতা/পরোপকার ও মহত্ত্ব	০	০
১৪	কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর, পরার্থপরতা/পরোপকার ও মহত্ত্ব	০	০
১৫	সাহস, কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর, পরার্থপরতা/পরোপকার ও মহত্ত্ব	০	০
১৬	কোন কিছুই অনুধাবন/মনে রাখতে পারেনি	২০	১২.৫

সারণি: ৭.২০ (ঘ) তে উল্লিখিত প্রশ্নপত্র অনুযায়ী **'আদর্শ ছেলে'** শীর্ষক কবিতায় মূলত সাহস, কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর, পরার্থপরতা/পরোপকার ও মহত্ত্ব -এই চার প্রকৃতির নৈতিক বিষয় ছিল। প্রশ্নপত্র মূল্যায়নে দেখা যায় যে এর মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ৪৩.৭৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ১টি নৈতিক বিষয় উপলব্ধি করতে/মনে রাখতে পেরেছে এবং সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ শিক্ষার্থী ৩টি নৈতিক বিষয় উপলব্ধি করতে/মনে রাখতে পেরেছে। কেউই সবগুলি নৈতিক বিষয় উপলব্ধি করতে/মনে রাখতে পারেনি। **১২.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী উক্ত পাঠ্য থেকে কোন বিষয়ই উপলব্ধি করতে/মনে রাখতে পারেনি।**

সারণি: ৭.২০ (ঙ) বিষয়বস্তু/পাঠ: The Hare and the Tortoise

	নৈতিক বিষয়	গণ সংখ্যা (৮০ জন)	শতকরা
১	কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর	৮	১০
২	অহংকার বর্জন	৩	৩.৭৫
৩	অধ্যবসায়	১৫	১৮.৭৫
৪	কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর ও অহংকার বর্জন	২	২.৫
৫	কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর ও অধ্যবসায়	০	০
৬	অহংকার বর্জন ও অধ্যবসায়	১	১.২৫
৭	কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর, অহংকার বর্জন ও অধ্যবসায়	০	০
৮	কোন কিছুই অনুধাবন/মনে রাখতে পারেনি	৫৭	৩৫.৬

সারণি: ৭.২০ (ঙ) তে উল্লিখিত প্রশ্নপত্র অনুযায়ী 'The Hare and the Tortoise' শীর্ষক গল্পে মূলত কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর, অহংকার বর্জন ও অধ্যবসায় -এই তিন প্রকৃতির নৈতিক বিষয় ছিল। প্রশ্নপত্র মূল্যায়নে দেখা যায় যে এর মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ১৮.৭৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ১টি নৈতিক বিষয় উপলব্ধি করতে/মনে রাখতে পেরেছে এবং সর্বোচ্চ ২.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ২টি নৈতিক বিষয় উপলব্ধি করতে/মনে রাখতে পেরেছে। কেউই সবগুলি নৈতিক বিষয় উপলব্ধি করতে/মনে রাখতে পারেনি। **৩৫.৬ শতাংশ শিক্ষার্থী উক্ত পাঠ্য থেকে কোন বিষয়ই উপলব্ধি করতে/মনে রাখতে পারেনি।**

Dhaka University Institutional Repository

৭.২.২.৫ চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত নৈতিক বিষয়ের পাঠ সম্পর্কে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অনুধাবন

সারণি: ৭.২১ (ক) বিষয়বস্তু/পাঠ: বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর

	নৈতিক বিষয়	গণসংখ্যা (৮০ জন)	শতকরা
১	দেশপ্রেম	১৪	১৭.৫
২	আত্মত্যাগ	৩৮	৪৭.৫
৩	সাহস	৩১	৩৮.৭৫
৪	কৃতজ্ঞতা	১৯	২৩.৭৫
৫	দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ	১০	১২.৫
৬	দেশপ্রেম ও সাহস	৮	১০
৭	দেশপ্রেম ও কৃতজ্ঞতা	৩	৩.৭৫
৮	আত্মত্যাগ ও সাহস	১৭	২১.২৫
৯	আত্মত্যাগ ও কৃতজ্ঞতা	১৭	২১.২৫
১০	সাহস ও কৃতজ্ঞতা	৯	১১.২৫
১১	দেশপ্রেম,আত্মত্যাগ ও সাহস	৪	৫
১২	দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও কৃতজ্ঞতা	৩	৩.৭৫
১৩	দেশপ্রেম, সাহস ও কৃতজ্ঞতা	৩	৩.৭৫
১৪	আত্মত্যাগ, সাহস ও কৃতজ্ঞতা	৮	১০
১৫	দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, সাহস ও কৃতজ্ঞতা	৩	৩.৭৫
১৬	কোন কিছুই অনুধাবন/মনে রাখতে পারেনি	২৭	১৬.৯

সারণি: ৭.২১ (ক) এ উল্লিখিত প্রশ্নপত্র অনুযায়ী **'বীর শ্রেষ্ঠ হামিদুর'** শীর্ষক গদ্যে মূলত দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, সাহস ও কৃতজ্ঞতা -এই চার প্রকৃতির নৈতিক বিষয় ছিল। প্রশ্নপত্র মূল্যায়নে দেখা যায় যে এর মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ৪৭.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ১টি নৈতিক বিষয় অনুধাবন করতে/মনে রাখতে পেরেছে এবং সর্বোচ্চ ৩.৭৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ৪টি নৈতিক বিষয়ই অনুধাবন করতে/মনে রাখতে পেরেছে। **১৬.৯ শতাংশ শিক্ষার্থী উক্ত পাঠ্য থেকে কোন বিষয়ই অনুধাবন করতে/ মনে রাখতে পারেনি।**

সারণি: ৭.২১ (খ) বিষয়বস্তু/পাঠ: সমবায় ভাবনা

	নৈতিক বিষয়	গণসংখ্যা (৮০ জন)	শতকরা
১	সাহস	০	০
২	কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর	১	১.২৫
৩	একতা	৪১	৫১.২৫
৪	সহযোগিতা	৯	১১.২৫
৫	কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর ও একতা	১	১.২৫
৬	কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর ও সহযোগিতা	০	০
৭	একতা ও সহযোগিতা	৯	১১.২৫
৮	কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর, একতা ও সহযোগিতা	০	০
৯	কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর, সাহস, একতা ও সহযোগিতা	০	০
১০	কোন কিছুই অনুধাবন/মনে রাখতে পারেনি	৩৯	২৪.৪

সারণি: ৭.২১ (খ) এ উল্লিখিত প্রশ্নপত্র অনুযায়ী **'সমবায় ভাবনা'** শীর্ষক গদ্যে মূলত কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/ পরিশ্রম নির্ভর, সাহস, একতা ও সহযোগিতা -এই চার প্রকৃতির নৈতিক বিষয় ছিল। প্রশ্নপত্র মূল্যায়নে দেখা যায় যে এর মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ৫১.২৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ১টি নৈতিক বিষয় অনুধাবন করতে/মনে রাখতে পেরেছে এবং সর্বোচ্চ ১১.২৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ২টি নৈতিক বিষয় অনুধাবন করতে/মনে রাখতে পেরেছে। কেউই সবগুলি নৈতিক বিষয় অনুধাবন করতে/মনে রাখতে পারেনি। **২৪.৪ শতাংশ শিক্ষার্থী উক্ত পাঠ্য থেকে কোন বিষয়ই অনুধাবন করতে/মনে রাখতে পারেনি।**

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৭.২১ (গ) বিষয়বস্তু/পাঠ: মা (কাজী নজরুল ইসলাম)

	নৈতিক বিষয়	গণ সংখ্যা (৮০ জন)	শতকরা
১	শ্রদ্ধাশীলতা	২৩	২৮.৭৫
২	কৃতজ্ঞতাবোধ	১৬	২০
৩	মমতা	৫৪	৬৭.৫
৪	শ্রদ্ধাশীলতা ও কৃতজ্ঞতাবোধ	৭	৮.৭৫
৫	শ্রদ্ধাশীলতা ও মমতা	১৯	২৩.৭৫
৬	কৃতজ্ঞতাবোধ ও মমতা	১৫	১৮.৭৫
৭	শ্রদ্ধাশীলতা, কৃতজ্ঞতাবোধ ও মমতা	৬	৭.৫
৮	কোন কিছুই অনুধাবন/মনে রাখতে পারেনি	২২	.১৩.৮

সারণি: ৭.২১ (গ) এ উল্লিখিত প্রশ্নপত্র অনুযায়ী 'মা' শীর্ষক কবিতায় মূলত শ্রদ্ধাশীলতা, কৃতজ্ঞতাবোধ ও মমতা -এই তিন প্রকৃতির নৈতিক বিষয় ছিল। প্রশ্নপত্র মূল্যায়নে দেখা যায় যে এর মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ৬৭.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ১টি নৈতিক বিষয় অনুধাবন করতে/মনে রাখতে পেরেছে এবং সর্বোচ্চ ৭.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ৩টি নৈতিক বিষয়ই অনুধাবন করতে/মনে রাখতে পেরেছে। **১৩.৮ শতাংশ শিক্ষার্থী উক্ত পাঠ্য থেকে কোন বিষয়ই অনুধাবন করতে/মনে রাখতে পারেনি।**

সারণি: ৭.২১ (ঘ) বিষয়বস্তু/পাঠ: পারিব না (কালী প্রসন্ন ঘোষ)

	নৈতিক বিষয়	গণ সংখ্যা (৮০ জন)	শতকরা
১	কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর	১৮	২২.৫
২	অধ্যবসায়	৫৯	৭৩.৭৫
৩	কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর ও অধ্যবসায়	১০	১২.৫
৪	কোন কিছুই অনুধাবন/মনে রাখতে পারেনি	১৩	৮.১

সারণি: ৭.২১ (ঘ) এ উল্লিখিত প্রশ্নপত্র অনুযায়ী 'পারিব না' শীর্ষক কবিতায় মূলত কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রম নির্ভর ও অধ্যবসায় -এই দুই প্রকৃতির নৈতিক বিষয় ছিল। প্রশ্নপত্র মূল্যায়নে দেখা যায় যে এর মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ৭৩.৭৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ১টি নৈতিক বিষয় অনুধাবন করতে/মনে রাখতে পেরেছে এবং সর্বোচ্চ ১২.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ২টি নৈতিক বিষয়ই অনুধাবন করতে/মনে রাখতে পেরেছে। **৮.১ শতাংশ শিক্ষার্থী উক্ত পাঠ্য থেকে কোন বিষয়ই অনুধাবন করতে/মনে রাখতে পারেনি।**

সারণি: ৭.২১ (ঙ) বিষয়বস্তু/পাঠ: The Farmer and the Magic Goose

	নৈতিক বিষয়	গণ সংখ্যা (৮০ জন)	শতকরা
১	লোভহীনতা	৬৪	৮০
২	ধৈর্যশীলতা	০	০
৩	লোভহীনতা, ধৈর্যশীলতা	০	০
৪	কোন কিছুই অনুধাবন/মনে রাখতে পারেনি	১৬	১০.০

সারণি: ৭.২১ (ঙ) তে উল্লিখিত প্রশ্নপত্র অনুযায়ী 'The Farmer and the Magic Goose' শীর্ষক গল্পে মূলত লোভহীনতা ও ধৈর্যশীলতা -এই দুই প্রকৃতির নৈতিক বিষয় ছিল। প্রশ্নপত্র মূল্যায়নে দেখা যায় যে এর মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ৮০ শতাংশ শিক্ষার্থী ১টি নৈতিক বিষয় অনুধাবন করতে/মনে রাখতে পেরেছে। কেউই অপর নৈতিক বিষয়টি অনুধাবন করতে/মনে রাখতে পারেনি। **১০.০ শতাংশ শিক্ষার্থী উক্ত পাঠ্য থেকে কোন বিষয়ই অনুধাবন করতে/মনে রাখতে পারেনি।**

৭.২.২.৬ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক বিষয়ের পাঠ অনুধাবন/মনে রাখতে পারার গড় ও শতকরা হার
(সারণি: ৭.২০ ক-ঙ এবং সারণি: ৭.২১ ক-ঙ এর তথ্যের আলোকে)

চতুর্থ শ্রেণীর ৮০ জন ও পঞ্চম শ্রেণীর ৮০ জন শিক্ষার্থীর কাছে তাদের পূর্বের শ্রেণীর বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের ৫টি পাঠের শিরোনাম উল্লেখ করে সেখান থেকে তারা কী শিখতে পেরেছে তা জানতে চাওয়া হয়। সেই প্রেক্ষিতে সারণি: ৭.২০ ক-ঙ এবং সারণি: ৭.২১ ক-ঙ এ বর্ণিত তথ্যসমূহ পাওয়া যায়। উক্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে সারণি: ৭.২২ এ উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি: ৭.২২ চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ অনুধাবন (গড় ও শতকরা হার)

তৃতীয় শ্রেণীর বই থেকে (চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী, গণসংখ্যা: ৮০ জন)			চতুর্থ শ্রেণীর বই থেকে (পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী, গণসংখ্যা: ৮০ জন)		
নির্বাচিত ৫টি পাঠ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্গত নৈতিকতা	অনুধাবন/ মনে রাখতে পারার গড়	অনুধাবন/ মনে রাখতে পারার শতকরা হার	নির্বাচিত ৫টি পাঠ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্গত নৈতিকতা	অনুধাবন/ মনে রাখতে পারার গড়	অনুধাবন/ মনে রাখতে পারার শতকরা হার
নান্দনিকতা			দেশপ্রেম		
সৌহার্দ/সম্প্রীতি/সংহতি			সাহস		
দেশপ্রেম			লোভহীনতা		
সঞ্চয়			একতা		
সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা			আত্মত্যাগ		
দানশীলতা/দয়ার্দ্রতা	৩.৯৯	২৬.৬০	কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা /পরিশ্রমনির্ভর	৪.৭৫	৪৩.১৮
সাহস			অধ্যবসায়		
লোভহীনতা			কৃতজ্ঞতাবোধ		
একতা			সহযোগিতা		
আত্মত্যাগ			শ্রদ্ধাশীলতা		
কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/ পরিশ্রমনির্ভর			মমতা		
পরার্থপরতা/পরোপকার					
মহত্ত্ব					
অহংকার বর্জন					
অধ্যবসায়					
মোট- ১৫টি			মোট- ১১টি		

সারণি: ৭.২২ থেকে জানা যায় যে তৃতীয় শ্রেণীর নির্বাচিত পাঠে মোট ১৫টি নৈতিকতার বিষয় ছিল। উক্ত পাঠ থেকে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা গড়ে ৩.৯৯টি নৈতিকতার বিষয় অনুধাবন করতে/মনে রাখতে পেরেছে যার শতকরা হার ২৬.৬০। অপর পক্ষে চতুর্থ শ্রেণীর নির্বাচিত পাঠে মোট ১১টি নৈতিকতার বিষয় ছিল। উক্ত পাঠ থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা গড়ে ৪.৭৫টি নৈতিকতার বিষয় অনুধাবন করতে/মনে রাখতে পেরেছে যার শতকরা হার ৪৩.১৮।

৭.৩ শ্রেণীকক্ষে শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়ন অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ

গবেষণার ৩ নম্বর উদ্দেশ্যের আলোকে এবং ৪ নম্বর গবেষণা প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে নমুনায়িত ১৬টি বিদ্যালয়ের ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ৩২টি পাঠদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণকালে নির্ধারিত তালিকার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নিচে সেগুলি উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

Dhaka University Institutional Repository

৭.৩.১ শ্রেণীকক্ষে পাঠদান পর্যবেক্ষণ (নৈতিক বিষয়ের পাঠ)

নির্বাচিত ১৬টি বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ২টি করে মোট ৩২টি পাঠদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণকৃত পাঠদান কার্যক্রমগুলি হলো-৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ১২টি বাংলা পাঠ, ২টি ইংরেজি, ১০টি পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, ৪টি পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান ও ৪টি ধর্ম শিক্ষা পাঠ।

৭.৩.১.১ পাঠ পরিচালনায় নৈতিকতার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের বৈশিষ্ট্য

পর্যবেক্ষণকৃত ৩২টি পাঠের মধ্যে ১টি (৩.১২৫ শতাংশ) পাঠে নৈতিকতার বিষয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট করে উদাহরণ সহযোগে শিক্ষার্থীদের বোঝানো হয়েছে। ৩টি (৯.৩৭৫ শতাংশ) পাঠে নৈতিক বিষয়কে বিশেষভাবে উল্লেখ করে মোটামুটি গুরুত্ব সহকারে শেখানো হয়েছে। অপর পাঠগুলি অর্থাৎ ২৮টি পাঠ (৮৭.৫ শতাংশ) সাধারণভাবে আলোচিত হয়েছে, নৈতিকতার বিষয়গুলিকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা হয়নি।

৭.৩.১.২ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা শিখন শেখানো কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্ত ও একাত্ম হতে পারছে কি? একাত্ম হতে পারলে কতটা?

পর্যবেক্ষণকৃত ৩২টি পাঠের মধ্যে ৮টি পাঠে (২৫ শতাংশ) শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ একাত্ম হতে পেরেছে, ২০টি পাঠে (৬২.৫ শতাংশ) মোটামুটি ও ৪টি পাঠে (১২.৫ শতাংশ) কিছুটা একাত্ম হতে পেরেছে।

৭.৩.১.৩ উপকরণ ব্যবহার

যেহেতু নৈতিকতা শিক্ষার আলাদা কোন বিষয় বা ব্যবস্থাপনা নাই কাজেই নিয়মিত সাধারণ শিখন শেখানো কার্যক্রমের অংশ হিসেবেই নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয়ের পাঠদান অনুষ্ঠিত হয়। পাঠদান পর্যবেক্ষণকালে ২টি (৬.২৫ শতাংশ) পাঠে (বাংলা) উপকরণ ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। তবে উপকরণগুলির আকৃতি ছোট ছিল বলে পিছনের দিকে বসা শিক্ষার্থীরা দেখতে পায়নি। অপর ৩০টি পাঠে (৯৩.৭৫ শতাংশ) উপকরণ ব্যবহার করা হয়নি।

৭.৪ শিক্ষাক্রমে বিধৃত শিখন শেখানো কার্যক্রমের পরিকল্পিত কাজের অংশ হিসেবে নৈতিকতা বিষয়ক সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি নিরূপণ এবং বিদ্যালয়ের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে কতটা নৈতিকতার বিষয় অনুশীলন করা হচ্ছে তা অনুসন্ধান

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির জন্য কোন বিধৃতি নাই। তবে শিখন শেখানো কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিকল্পিত যে সকল কাজ রয়েছে তার মধ্যে বেশ কিছু সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির নির্দেশনা রয়েছে। বিদ্যালয়ে অনুশীলনকৃত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতেও নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত বিষয় রয়েছে। গবেষণার ৪ ও ৫ নম্বর উদ্দেশ্যের আলোকে এবং ৫ ও ৬ নম্বর গবেষণা প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে উক্ত বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করে নিচে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমে বিধৃত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির সাথে বিদ্যালয়ে অনুশীলনকৃত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৭.৪.১ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজের অন্তর্গত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে নৈতিকতার বিষয়সমূহ

শিক্ষাক্রম বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজের মধ্যে মোট ২৬টি নৈতিকতার বিষয় রয়েছে। বিষয়গুলি নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে:

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৭.২৩ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজের অন্তর্গত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে নৈতিকতার বিষয়

১	অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	৮	জীব/প্রাণীর প্রতি মমতা	১৫	পরিবেশ রক্ষা	২২	সহযোগিতা
২	অতিথিপরায়নতা	৯	দেশপ্রেম	১৬	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	২৩	সম্প্রীতি
৩	উন্নত আদব-কায়দা, শিষ্টাচার, সৌজন্যতা	১০	নম্রতা	১৭	প্রতিশ্রুতি রক্ষা	২৪	সেবাপরায়নতা
৪	একতা	১১	নান্দনিকতা	১৮	বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	২৫	সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা
৫	ঔদার্য	১২	নিয়মানুবর্তিতা	১৯	বৈষম্যহীনতা/সাম্য	২৬	স্বাস্থ্য রক্ষা
৬	কর্মতৎপরতা	১৩	নির্মলতা/সারল্য	২০	মানবতাবাদ		
৭	ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা	১৪	পরার্থপরতা	২১	সত্যবাদিতা		

৭.৪.২ বিদ্যালয়ে অনুশীলনকৃত নৈতিকতা সম্পর্কিত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মতামত

নির্বাচিত বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যপুস্তকের আলোচনার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ১১টি বিষয়কে নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদদের কাছে তথ্য ও মতামত জানতে চাওয়া হয়। উল্লিখিত কর্মসূচি, পদ্ধতি বা কৌশলসমূহের কোন কোনটি অনুশীলন করা হয় সে বিষয়ে শিক্ষক (প্রশ্ন নং-৬) ও শিক্ষার্থীর (প্রশ্ন নং-৪) কাছে তথ্য জানতে চাওয়া হয়। উক্ত কার্যক্রমের কোন কোনটি অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা আছে সে সম্পর্কে শিক্ষক (প্রশ্ন নং-৬), শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ (প্রশ্ন নং-৩) ও মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদদের (প্রশ্ন নং-৩) মতামত জানতে চাওয়া হয়। উক্ত কার্যক্রমের মধ্যে ৫টি কার্যক্রম গবেষণার ৫ নম্বর উদ্দেশ্য নিরূপণের জন্য প্রণীত। প্রাপ্ত মতামতসমূহের মধ্য থেকে অনুশীলিত ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমসমূহকে বিশ্লেষণ করে নিচে ২টি পৃথক সারণির সাহায্যে দেখানো হয়েছে:

সারণি: ৭.২৪ বিদ্যালয়ে নৈতিকতা সম্পর্কিত যে সকল সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি অনুশীলন করা হয় সে সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মতামত

	অনুশীলনকৃত কার্যাবলি	শিক্ষক ৮০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা হার)	শিক্ষার্থী ১৬০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা হার)
১	দৈনিক সমাবেশে জাতীয় সঙ্গীতসহ ধর্মগ্রন্থ/নৈতিক উপদেশবাণী/শপথ বাক্য পাঠ।		
	ক. জাতীয় সঙ্গীত, ধর্মগ্রন্থ পাঠ: (১টি বিদ্যালয়/শতকরা ৬.২৫টি)	৫ (৬.২৫%)	১০ (৬.২৫%)
	খ. জাতীয় সঙ্গীত, শপথ বাক্য পাঠ: (২টি বিদ্যালয়/শতকরা ১২.৫০টি)	১০ (১২.৫০%)	২০ ১২.৫%
	গ. জাতীয় সঙ্গীত, ধর্মগ্রন্থ ও শপথ : (১০টি বিদ্যালয়/শতকরা ৬২.৫০টি)	৫০ (৬২.৫০%)	১০০ ৬২.৫%
	ঘ. জাতীয় সঙ্গীত, ধর্মগ্রন্থ, নৈতিক উপদেশবাণী ও শপথ বাক্য পাঠ: (৩টি বিদ্যালয়/শতকরা ১৮.৭৫টি)	১৫ (১৮.৭৫%)	৩০ ১৮.৭৫%
২	সহপাঠী বন্ধুদের সাথে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নৈতিক সচেতনতা জাগ্রত করা।	০	০
৩	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি যেমন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া, বক্তৃতা, আলোচনা, শিখণীয় নাটক মঞ্চস্থ ইত্যাদি।	৬০ (৭৫%)	১৬০ ১০০%
৪	পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন।	৩৫ (৪৩.৭৫%)	১৬০ ১০০%
৫	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপন/তাৎপর্য বর্ণনা।	৮০ (১০০%)	১৬০ ১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৭.২৪ এ দেখা যায় যে উক্ত বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যপুস্তকের আলোচনার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত কর্মসূচি, পদ্ধতি বা কৌশলসমূহের কোন কোনটি অনুশীলন করা হয় সে বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তথ্য প্রদান করেছেন। তাদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ১৬টি বিদ্যালয়ের মধ্যে দৈনিক সমাবেশে জাতীয় সঙ্গীতসহ ১টি বিদ্যালয়ে ধর্মগ্রন্থ পাঠ, ২টি বিদ্যালয়ে শপথ বাক্য পাঠ, ১০টি বিদ্যালয়ে ধর্মগ্রন্থ ও শপথ বাক্য পাঠ হয় এবং ৩টি বিদ্যালয়ে ধর্মগ্রন্থ, নৈতিক উপদেশবাণী ও শপথ বাক্য পাঠ অনুষ্ঠিত হয়।

৭৫ শতাংশ শিক্ষক ও শতভাগ শিক্ষার্থী বলেছে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি যেমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া, বক্তৃতা, আলোচনা, শিখণীয় নাটক মঞ্চস্থ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

৪৩.৭৫ শতাংশ শিক্ষক ও শতভাগ শিক্ষার্থী বলেছে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে কার্যক্রম আয়োজিত হয়।

শতভাগ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বলেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপন/তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের তথ্য অনুযায়ী সহপাঠী বন্ধুদের সাথে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নৈতিক সচেতনতা জাগ্রতকরণের জন্য তাদের বিদ্যালয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় না।

সারণি: ৭.২৫ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় নৈতিকতা সম্পর্কিত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ও মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদদের অভিমত

	প্রয়োজনীয় কার্যক্রমসমূহ	শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/ শিক্ষাবিদ-৩০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা)	শিক্ষক ৮০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা হার)	মনোবিজ্ঞানী/ মনোস্তত্ত্ববিদ ১০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা)
১	দৈনিক সমাবেশে জাতীয় সঙ্গীতসহ ধর্মগ্রন্থ/নৈতিক উপদেশবাণী/শপথ বাক্য পাঠ।			
	ক. জাতীয় সঙ্গীত, ধর্মগ্রন্থ পাঠ।	x	x	x
	খ. জাতীয় সঙ্গীত, শপথ বাক্য পাঠ।	৭ (২৩.৩৩%)		১ (১০%)
	গ. জাতীয় সঙ্গীত, নৈতিক উপদেশবাণী।			৪ (৪০%)
	ঘ. জাতীয় সঙ্গীত, ধর্মগ্রন্থ ও শপথ বাক্য পাঠ।	x	x	x
	ঙ. জাতীয় সঙ্গীত, নৈতিক উপদেশবাণী ও শপথ বাক্য পাঠ।	৩ (১০%)		
	চ. জাতীয় সঙ্গীত, ধর্মগ্রন্থ, নৈতিক উপদেশবাণী ও শপথ বাক্য পাঠ।	১৪ (৪৬.৬৭%)	৮০ (১০০%)	৩ (৩০%)
২	সহপাঠী বন্ধুদের সাথে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নৈতিক সচেতনতা জাগ্রত করা।	২৬ (৮৬.৬৭%)	৬০ (৭৫%)	১০ (১০০%)
৩	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি যেমন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া, বক্তৃতা, আলোচনা, শিখণীয় নাটক মঞ্চস্থ ইত্যাদি।	২৮ (৯৩.৩৩%)	৮০ (১০০%)	৮ (৮০%)
৪	পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন।	২০ (৬৬.৬৭%)	৭৫ (৯৩.৭৫%)	৮ (৮০%)
৫	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপন/তাৎপর্য বর্ণনা।	২৪ (৮০%)	৮০ (১০০%)	৭ (৭০%)

সারণি: ৭.২৫ অনুযায়ী বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের আলোচনার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত কর্মসূচি, পদ্ধতি বা কৌশলসমূহের কোন কোনটি অনুশীলন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে শিক্ষক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদদের প্রদত্ত মতামত বিশ্লেষণে জানা যায়:

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক সমাবেশে জাতীয় সঙ্গীতসহ শতভাগ শিক্ষক ধর্মগ্রন্থ পাঠ; ২৩.৩৩ শতাংশ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, শতভাগ শিক্ষক ও ১০ শতাংশ মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদগণ শপথ বাক্য পাঠ; শতভাগ শিক্ষক ও ৪০ শতাংশ মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদগণ নৈতিক উপদেশবাণী; শতভাগ শিক্ষক ধর্মগ্রন্থ ও শপথ বাক্য পাঠ; ১০ শতাংশ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও শতভাগ শিক্ষক নৈতিক উপদেশবাণী ও শপথ বাক্য পাঠ; ৪৬.৬৭ শতাংশ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, শতভাগ শিক্ষক ও ৩০ শতাংশ মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদগণ ধর্মগ্রন্থ, নৈতিক উপদেশবাণী ও শপথ বাক্য পাঠের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন।

৮৬.৬৭ শতাংশ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, ৭৫ শতাংশ শিক্ষক ও শতভাগ মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ বলেছেন সহপাঠী বন্ধুদের সাথে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নৈতিক সচেতনতা জাগ্রতকরণের জন্য তাদের বিদ্যালয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৯৩.৩৩ শতাংশ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, শতভাগ শিক্ষক ও ৮০ শতাংশ মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ বলেছেন সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি যেমন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া, বক্তৃতা, আলোচনা, শিখণীয় নাটক মঞ্চস্থ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

৬৬.৬৭ শতাংশ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, ৯৩.৭৫ শতাংশ শিক্ষক ও ৮০ শতাংশ মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ বলেছেন পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে কার্যক্রম আয়োজিত হওয়া উচিত।

৮০ শতাংশ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, শতভাগ শিক্ষক ও ৭০ শতাংশ মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ বলেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপন/তাৎপর্য বর্ণনা করা প্রয়োজন।

৭.৪.৩ বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত নৈতিকতা বিষয়ক সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি সম্পর্কিত তথ্য

গবেষণার ৫ নম্বর উদ্দেশ্যের আলোকে এবং ৬ নম্বর গবেষণা প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদদের কাছে তথ্য ও মতামত জানতে চাওয়া হয়। পাশাপাশি পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহকৃত তথ্যসমূহ নিচে উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৭.৪.৩.১ বিদ্যালয়ে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, চারু ও কারুকলা

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, চারু ও কারুকলা ইত্যাদির মাধ্যমে ১৬টি বিদ্যালয়ে সৃজনশীলতা, সৌন্দর্য চেতনা, নান্দনিক বোধের বিকাশ ও আনন্দ উপভোগের ব্যবস্থা করা হয়। উপরিউক্ত কার্যাবলি অনুষ্ঠিত হবার সময় এবং যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে তা নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে:

সারণি: ৭.২৬ বিদ্যালয়ে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, চারু ও কারুকলা অনুষ্ঠিত হবার সময়

বিষয়	১ দিন (সপ্তাহে)	২ দিন (সপ্তাহে)	মাঝে মধ্যে	নিয়মিত	অনুষ্ঠিত হয়না
সঙ্গীত	১৬টি (১০০%)				
নৃত্য			১০টি (৬২.৫০%)		৬টি (৩৭.৫০%)
নাট্য/অভিনয়			১৬টি (১০০%)		
আবৃত্তি	১২টি (৭৫%)		৪টি (২৫%)		
চারুও কারুকলা	১৩টি (৮১.২৫%)	৩টি (১৮.৭৫%)			
চিত্রাঙ্কন	১২টি (৭৫%)	৩টি (১৮.৭৫%)	১টি (৬.২৫%)		

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়	১ দিন (সপ্তাহে)	২ দিন (সপ্তাহে)	মাঝে মধ্যে	নিয়মিত	অনুষ্ঠিত হয়না
জাতীয় দিবস পালন				১০টি (৬২.৫০%)	৬টি (৩৭.৫০%)
র‍্যালি (বিশেষ দিবসে)			৮টি (৫০%)		৮টি (৫০%)
হাতের লেখা			৭টি (৪৩.৭৫%)		৯টি (৫৬.২৫%)
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত)			১৬টি (১০০%)		

উপরিউক্ত তথ্য ও সারণি: ৭.২৬ থেকে দেখা যায় সকল বিদ্যালয়েই সহশিক্ষাক্রমিক কিছু কার্যাবলি বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে সারণিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে সঙ্গীত, আবৃত্তি, চারু ও কারুকলা এবং চিত্রাঙ্কন ব্যতিত অধিকাংশই নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় না।

৭.৪.৩.২ বিদ্যালয়ে শরীর চর্চা ও খেলা-ধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক বিকাশের ব্যবস্থা

বিদ্যালয় পর্যক্ষণে দেখা যায় যে ১৬টি বিদ্যালয়ে শরীরচর্চা ও ১৩টি বিদ্যালয়ে খেলা-ধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক বিকাশের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই তা করা হয়ে থাকে মোটামুটিভাবে। অর্থাৎ ১৬টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪টি (২৫%) বিদ্যালয়ে নিয়মিত শরীরচর্চা হয় এবং ১২টি (৭৫%) বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়না। আর ১৩টি (৮১.২৫%) বিদ্যালয়ে মাঝে মধ্যে খেলা-ধুলা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩টি (১৮.৭৫%) বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়না। এখানে শরীরচর্চা বলতে সমাবেশে অনুষ্ঠিত পিটি এবং খেলাধুলা বলতে সাধারণ খেলাধুলা বোঝানো হয়েছে। অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকাটাই এখানে বড় বাধা।

৭.৪.৩.৩ বিদ্যালয়ের কাব/হলদে পাখির দল

পর্যবেক্ষণকৃত ১৬টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৪টিতে (৮৭.৫০%) কাব আছে। উক্ত ১৪টির মধ্যে ১টিতে (৬.২৫%) কাব এর পাশাপাশি মেয়েদের জন্য হলদে পাখির দল রয়েছে। অর্থাৎ ২টিতে (১২.৫০%) কাব নাই এবং ১৫টি বিদ্যালয়ে (৯৩.৭৫%) হলদে পাখির দল নাই।

৭.৪.৩.৪ বিদ্যালয়ের দৈনিক সমাবেশ অনুষ্ঠান

১৬টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭টিতে (৪৩.৭৫%) নিয়মিতভাবে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, ৭টিতে (৪৩.৭৫%) নিয়মিত নয় এবং ২টি বিদ্যালয়ে (১২.৫০%) খুব কম অনুষ্ঠিত হয়।

৭.৪.৩.৫ দৈনিক সমাবেশে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে

১৬টি (১০০%) বিদ্যালয়ের সমাবেশেই পিটি, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, শপথ বাক্য পাঠ, জাতীয় পতাকায় সম্মান ও জাতীয় সঙ্গীত অর্ন্তভুক্ত থাকে এবং ২টি (১২.৫০%) বিদ্যালয়ে নৈতিক উপদেশ প্রদান করা হয়।

৭.৪.৩.৬ বিদ্যালয়ে পরিবেশ ও সৌন্দর্য রক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ

বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ১৬টি বিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীরা মাঝেমধ্যে পরিবেশ ও সৌন্দর্য রক্ষার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। অধিকাংশ বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন। অর্থাৎ ১২টি (৭৫%) বিদ্যালয়ের চত্তর, ১২টি (৭৫%) শ্রেণীকক্ষ, ৫টি (৩১.২৫%) শৌচাগার পরিচ্ছন্ন। ১২টি (৭৫%) বিদ্যালয়ে ডাস্টবিন এর ব্যবহার আছে। ৪টি (২৫%) বিদ্যালয়ে গাছ লাগানো/বাগান করা হয়, ৩টি (১৮.৭৫%) বিদ্যালয়ে পরিবেশ দিবসে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়, ১টি (৬.২৫%) বিদ্যালয়ে ছাত্র ব্রিগেড কাজ করে এবং ৭টি বিদ্যালয়ে (৪৩.৭৫%) সৌন্দর্য রক্ষায় দেয়ালচিত্র ও ছবি/পোস্টার রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৭.৫ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে শিখন শেখানো কার্যক্রমের পরিকল্পিত কাজ এর অন্তর্গত নৈতিকতা সম্পর্কিত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ও বিদ্যালয়ে অনুশীলনকৃত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পর্যালোচনা

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের শিখন শেখানো কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিকল্পিত যে সকল কাজ রয়েছে তার মধ্য থেকে নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিসমূহ এবং গবেষণার আওতায় পর্যবেক্ষণকৃত ১৬টি বিদ্যালয়ের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সারণিতে (৭.২৭-৭.৪১) বিন্যস্ত করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের উক্ত কার্যাবলিসমূহ থেকে প্রাপ্ত নৈতিক বিষয়গুলিও অলাদাভাবে প্রতিটি সারণির শেষে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭.৫.১ বাংলা

তৃতীয় শ্রেণী

সারণি: ৭.২৭ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে বাংলা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- শিক্ষামূলক খেলায় অংশ নেবে।	- অধিকাংশ বিদ্যালয়ে মাঝে মধ্যে খেলার আয়োজন করা হয়। কিছু বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় না।
- গান, আবৃত্তি, অভিনয়, বিতর্ক ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে এবং এসব অনুষ্ঠান পরিচালনা করবে।	- সরকারি নির্দেশনার অংশ হিসেবে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই সপ্তাহে ১ দিন অনুষ্ঠিত সঙ্গীত, চারু ও কারুকলা ক্লাসে শিক্ষার্থীরা গান ও আবৃত্তি করে থাকে। - সকল বিদ্যালয়েই অভিনয় ও বিতর্ক মাঝে মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।
নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, স্বাস্থ্য রক্ষা।	

চতুর্থ শ্রেণী

সারণি: ৭.২৮ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে বাংলা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- শিক্ষামূলক খেলায় অংশ নেবে।	- অধিকাংশ বিদ্যালয়ে মাঝে মধ্যে খেলার আয়োজন করা হয়। কিছু বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় না।
- গান, আবৃত্তি, অভিনয়, বিতর্ক ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে এবং এসব অনুষ্ঠান পরিচালনা করবে।	- সরকারি নির্দেশনার অংশ হিসেবে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই সপ্তাহে ১ দিন অনুষ্ঠিত সঙ্গীত, চারু ও কারুকলা ক্লাসে শিক্ষার্থীরা গান ও আবৃত্তি করে থাকে। - সকল বিদ্যালয়েই অভিনয় ও বিতর্ক মাঝে মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।
- পাঠ্যবই ও সমমানের অন্যান্য শিশুতোষ বই পড়বে।	- প্রায় এক চতুর্থাংশ শিক্ষার্থী নিয়মিত ও প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী মাঝে মধ্যে অন্যান্য শিশুতোষ বই পড়ে থাকে।
নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, স্বাস্থ্য রক্ষা।	

পঞ্চম শ্রেণী

সারণি: ৭.২৯ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে বাংলা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- শিক্ষামূলক খেলায় অংশ নেবে।	- অধিকাংশ বিদ্যালয়ে মাঝে মধ্যে খেলার আয়োজন করা হয়। কিছু বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় না।
- গান, আবৃত্তি, অভিনয়, বিতর্ক ইত্যাদি অনুষ্ঠানের কর্মসূচি, ব্যানার, পোস্টার, বিজ্ঞাপন লিখবে।	- করা হয় না।
নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, স্বাস্থ্য রক্ষা।	

Dhaka University Institutional Repository

৭.৫.২ পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ

তৃতীয় শ্রেণী

সারণি: ৭.৩০ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- বাড়ি ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে দূষণের ধরন ছকে লিখবে। - নিজ এলাকার পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে প্রধান সমস্যাগুলোর তালিকা তৈরি করবে।	- করা হয় না।
- বিদ্যালয়ের পরিবেশ রক্ষায় (যেমন: শ্রেণীকক্ষ ও মাঠ পরিষ্কার করা) অংশগ্রহণ করবে।	- নিয়মিত অংশগ্রহণ করে।
- শ্রেণীর সকল শিশুর জন্ম দিনে অন্যরা শুভেচ্ছা জানাবে এবং সম্ভব হলে ছোট ছোট উপহার দিবে।	- করা হয় না।
- শ্রেণীকক্ষে মাঝে মাঝে শিশুদের মধ্যে সম্প্রীতিমূলক গান, ছড়া গাইবে ও আবৃত্তি করবে।	- কোন কোন গানে বিষয়টির প্রতিফলন পরিলক্ষিত।
- প্রতিবেশীদের সাথে কুশলাদি বিনিময় ও কাজে সহযোগিতা করবে।	- কখনো কখনো করা হয়।
- বিভিন্ন ধর্ম ও জীবনধারার শিশুরা তাদের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে শ্রেণীকক্ষে সংক্ষেপে অন্যদের জানাবে এবং এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্ভব হলে সহপাঠীদের আমন্ত্রণ জানাবে ও অংশগ্রহণ করবে।	- কখনো কখনো করা হয়।
- শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস ও শিশু অধিকার দিবস পালন করবে। এ সম্পর্কিত মুখ্য বক্তব্য লিখে পোস্টার তৈরি করবে।	- বিদ্যালয়ে মানবাধিকার দিবসের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় না। তবে কিছু বিদ্যালয়ের শিশুরা কখনো কখনো সরকারি আয়োজনে শিশু অধিকার দিবসের র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে থাকে বা চিত্রাঙ্কন করে।
- শ্রেণীকক্ষে বা বাড়িতে সঠিক রং ও নকশা অনুপাত অনুযায়ী জাতীয় পতাকা আঁকা। - বিভিন্ন দিবসে, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকার ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করবে ও লিখবে। - বাড়িতে ছাপ দিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকে তাতে শিরোনাম লিখবে। - ছাপ দিয়ে মানচিত্র আঁকবে ও দিক নির্দেশ করবে।	- সরকারি নির্দেশনার অংশ হিসেবে সকল বিদ্যালয়েই সপ্তাহে ১ দিন অনুষ্ঠিত সঙ্গীত, চারু ও কারু কলা ক্লাসে এবং সাধারণভাবে শিক্ষকের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীরা জাতীয় পতাকাসহ বিভিন্ন ছবি এঁকে থাকে।
- জাতীয় প্রতীকসমূহের (ফুল, ফল, মাছ, পশু, পাখি) ছবি আঁকবে।	ঐ
- স্কুলে জাতীয় দিবস পালনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।	- সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী পৌর এলাকার বিদ্যালয়ের শিশুরা জাতীয় দিবস পালনে অংশগ্রহণ করে থাকে।
নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সৌজন্যতা, সম্প্রীতি, শিষ্টাচার, সহযোগিতা, মানবতাবাদ, দেশপ্রেম, নান্দনিকতা।	

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ শ্রেণী

সারণি: ৭.৩১ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি, অনুষ্ঠান ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে।	- সরকারি নির্দেশনা থাকলে কখনো কখনো শহর এলাকার বিদ্যালয়ের শিশুরা পরিবেশ দিবসের কর্মকাণ্ডে/র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করে থাকে।
- পরিবেশ সংরক্ষণে দলগতভাবে শ্লোগান তৈরি করবে, শ্রেণীতে উপস্থাপন করবে এবং বিদ্যালয়ের সুবিধামত স্থানে সেঁটে দেবে।	- অনুশীলিত হয় না।
- দলগতভাবে বিদ্যালয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় অংশগ্রহণ।	- নিয়মিত অংশগ্রহণ করে।
- শহীদ মিনারের ছবি আঁকবে। - শহীদ মিনাবেরর ছবি এঁকে আনবে।	- সরকারি নির্দেশনার অংশ হিসেবে সকল বিদ্যালয়েই সপ্তাহে ১ দিন অনুষ্ঠিত সঙ্গীত, চারু ও কারু কলা ক্লাসে এবং সাধারণভাবে শিক্ষকের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীরা শহীদ মিনারসহ বিভিন্ন ছবি এঁকে থাকে।
- শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সম্ভব হলে জাতীয় স্মৃতিসৌধ, জাতীয় যাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধের স্থানীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শিক্ষা ভ্রমণ করবে।	- অনুষ্ঠিত হয় না।
- নিকটাত্মীয় বা পরিচিত মুক্তিযোদ্ধার কাছে তাঁর অভিজ্ঞতা শুনবে এবং তা সহপাঠী ও সাথীদের শোনাবে।	- বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত হয় না।
- শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শ্রেণীকক্ষে বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকবে।	- অনুশীলিত হয় না।
- এলাকার খেলার মাঠে কী কী খেলা হয় পর্যবেক্ষণ করবে এবং নিজে সমবয়সীদের সাথে অংশগ্রহণ করবে।	- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণ করে।
- বাড়ি ও বিদ্যালয়ের আশেপাশের রাস্তাঘাট, গাছপালা ইত্যাদির যত্ন নেবে।	- করা হয় না।
- সমাজের সকলের কাছে শ্রদ্ধাভাজন কোন ব্যক্তির কী কী গুণাবলি রয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।	- করা হয় না।
নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, একতা, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, দেশপ্রেম, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা।	

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম শ্রেণী

সারণি: ৭.৩২ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে বিদ্যালয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে হবে এবং এতে শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে হবে।	- শহরের কিছু বিদ্যালয়ে কখনো কখনো অনুষ্ঠিত হয়।
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ে ও আশেপাশে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবে এবং গাছ লাগাবে। - বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিশুদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন।	- অনুষ্ঠিত হয় না।
- শিশুরা বিদ্যালয়ের আশেপাশে পোস্টার ও ব্যানার নিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবে।	- সরকারি নির্দেশনা থাকলে কখনো কখনো শহর এলাকার কিছু বিদ্যালয়ের শিশুরা পরিবেশ দিবসের কর্মকাণ্ডে/র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করে থাকে।
- সমাজ সেবায় বরেণ্য ব্যক্তিদের ছবি সংগ্রহ করে শ্রেণীকক্ষে ঝুলিয়ে দিবে।	- কিছু বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষিত।
- ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও সম্প্রীতির উল্লেখ রয়েছে এমন গান, ছড়া ইত্যাদি গাইবে/আবৃত্তি করবে।	- কোন কোন গানে বিষয়টির প্রতিফলন পরিলক্ষিত।
- বাড়ি, বিদ্যালয়, পাড়া/মহলা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে অংশগ্রহণ করবে।	- বাড়ি ও বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ করে ।
- শিক্ষার্থী বাড়িতে টবে/উপযুক্ত পাত্রে গাছ লাগিয়ে পরিচর্যা করবে এবং ফুল বা ফল হবার পর বিদ্যালয়ে এনে সহপাঠীদের দেখাবে।	- গ্রাম এলাকায় মোটামুটিভাবে করা হলেও শহর এলাকায় খুব কম।
- বিদ্যালয়ের উপযুক্ত স্থানে ফুল ফলের বাগান ও সবজির চাষ করবে। - শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে গাছ লাগানো, পরিচর্যা এবং খেলার মাঠ, পাঠাগার উন্নয়নে অংশগ্রহণ করবে।	- খুব কম বিদ্যালয়ে করা হয়।
- বাড়িতে ও বিদ্যালয়ের উপযুক্ত স্থানে বৃক্ষ রোপণ করবে।	- কিছু বাড়ি ও বিদ্যালয়ে করা হয়।
- স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে অংশগ্রহণ করবে। এ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকেট, খাম ইত্যাদি সম্ভব হলে সংগ্রহ করবে। - বিজয় দিবস উদযাপনে অংশগ্রহণ করবে। বিজয় দিবসের স্মারক ডাকটিকেট, খাম, পোস্টার ইত্যাদি সম্ভব হলে সংগ্রহ করবে।	- সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী পৌর এলাকার বিদ্যালয়ের শিশুরা স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস উদযাপনে অংশগ্রহণ করে। তবে স্মারক ডাকটিকেট, খাম, পোস্টার সংগ্রহ করে না।
- একজন মুক্তিযোদ্ধার অভিজ্ঞতা শুনবে ও সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করবে।	- বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত হয় না।
- এলাকার রাস্তা, সাঁকো ইত্যাদির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে এবং সংস্কার কাজে বড়দের সাথে অংশগ্রহণ করবে।	- করা হয় না।
নৈতিক বিষয়: পরিবেশ রক্ষা, নান্দনিকতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সাম্য, সম্প্রীতি, সহযোগিতা, কর্মতৎপরতা, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, দেশপ্রেম।	

Dhaka University Institutional Repository

৭.৫.৩ পরিবেশ পরিচিতি-বিজ্ঞান

তৃতীয় শ্রেণী

সারণি: ৭.৩৩ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে পরিবেশ পরিচিতি-বিজ্ঞান বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- সম্ভব হলে প্রাচীন কালের মানুষের ছবি, ঘরবাড়ি ও তাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্রের ছবি সংগ্রহ করা।	- করা হয় না।
- বিভিন্ন ধরনের সরল যন্ত্র সংগ্রহ করা এবং কোনটি কী কাজে লাগে তা দলে আলোচনা করা।	- করা হয় না।
- সম্ভব হলে ছাগলের খামার পরিদর্শন করবে।	- করা হয় না।
- সম্ভব হলে ফিল্ম, ভিডিও ইত্যাদি প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা।	- করা হয় না।
- একা বা দলগতভাবে ছবি, মডেল ও চিত্রগুলো সংগ্রহ করবে অথবা এঁকে ক্লাসে নিয়ে আসবে।	- মাঝে মধ্যে ছবি এঁকে থাকে।
- খবরের কাগজ, রেডিও ও টেলিভিশন থেকে বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করবে এবং পর্যবেক্ষণ করে তালিকা প্রস্তুত করবে। - খবরের কাগজ থেকে তথ্য সংরক্ষণ করবে।	- করা হয় না।
- আবহাওয়ার খবর রেকর্ড করবে যেমন-তাপমাত্রা, জলীয় বাষ্প, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় ইত্যাদি।	- করা হয় না।
- দর্শনীয় বস্তুগুলোর তালিকা প্রস্তুত করবে, শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে অথবা শিক্ষককে সাথে নিয়ে ভ্রমণ করে দর্শনীয় বস্তু দেখবে।	- করা হয় না।
- শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের বা ক্লাস মনিটরের নেতৃত্বে শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কারকরণে অংশগ্রহণ করবে।	- অধিকাংশ বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ করা হয়।
- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলকে নির্দিষ্ট কাজ, যেমন-বেঞ্চ পরিষ্কার করা, টেবিল, চেয়ার পরিষ্কার করা, বোর্ড পরিষ্কার করা, শ্রেণীকক্ষ ঝাড়ু দেওয়া ইত্যাদি কাজ দেওয়া।	- অধিকাংশ বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ করা হয়।
- কয় প্রকার শৌচাগার আমরা সচরাচর দেখতে পাই তা পর্যবেক্ষণ করবে ও তালিকা তৈরি করবে।	- করা হয় না।
- খাবারের উপর মাছি উড়ছে, ডাস্টবিনের চারপাশে ময়লা পড়ে আছে এমন চিত্র আঁকবে।	- করা হয় না।
- শিক্ষার্থীরা একে অন্যের নখ, দাঁত, চোখ পরিষ্কার আছে কিনা দেখবে।	- সকল বিদ্যালয়ে দেখা হয়।
নৈতিক বিষয়: কর্মতৎপরতা, একতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।	

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ শ্রেণী

সারণি: ৭.৩৪ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে পরিবেশ পরিচিতি-বিজ্ঞান বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের ছবি আঁকবে।	- মাঝে মধ্যে ছবি এঁকে থাকে।
- স্থান ভেদে ছাগল পালন করবে।	- করা হয় না।
- সুতা বা তার দিয়ে একতারা, দোতারা, ছেঁড়া বেলুনের টুকরা দিয়ে তবলা এবং তালপাতা বা নারকেল পাতা দিয়ে বাঁশি তৈরি করে বাজাবে। শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে এ কাজগুলো করবে।	- করা হয় না।
- হাত-পা কাটলে কি করতে হয় শিক্ষার্থীরা তা অভিনয় করে দেখাবে।	- করা হয় না।
- আগুনে পুড়লে কী প্রাথমিক চিকিৎসা করতে হয় তা শিক্ষার্থীরা অভিনয় করে দেখাবে।	- করা হয় না।
- শিক্ষার্থীরা পানিতে ডুবার প্রাথমিক চিকিৎসা অভিনয় করে দেখাবে।	- করা হয় না।
- ময়লা আবর্জনা ও ময়লা পানি যথাযথ স্থানে ফেলার সুবিধা পর্যবেক্ষণ করবে।	- করা হয় না।
নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, কর্মতৎপরতা, একতা, স্বাস্থ্য রক্ষা।	

পঞ্চম শ্রেণী

সারণি: ৭.৩৫ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে পরিবেশ পরিচিতি-বিজ্ঞান বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- শান বাধানো পুকুর ঘাটের পিচ্ছিল সবুজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখবে।	- করা হয় না।
- ব্যাঙের ছাতা, মস ও ফার্নের চিত্র আঁকবে।	মাঝে মধ্যে ছবি এঁকে থাকে।
- একটি আম গাছের চিত্র আঁকবে ও বিভিন্ন অংশগুলো চিহ্নিত করবে।	- মাঝে মধ্যে ছবি এঁকে থাকে।
- ধান ও ছোলা বীজ সংগ্রহ করে দেখবে ও ছবি আঁকবে।	- মাঝে মধ্যে ছবি এঁকে থাকে।
- বাড়ির উপযুক্ত স্থানে শাক সবজির চাষ করবে।	- করা হয় না।
- বাড়ির ও বিদ্যালয়ের উপযুক্ত স্থানে ফুল ও ফলের গাছ রোপণ করবে।	- কিছু বাড়ি ও বিদ্যালয়ে করা হয়।
- প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে এ রকম কিছু চিত্র সংগ্রহ করবে।	- করা হয় না।
- তথ্য যোগাযোগে ব্যবহৃত যন্ত্রগুলোর তালিকা প্রস্তুত এবং চিত্র অঙ্কন করে দলগতভাবে এগুলোর কাজ আলোচনা করতে পারবে।	- করা হয় না।
- কৃত্রিম উপগ্রহ দ্বারা কীভাবে য়োগাযোগ ব্যবস্থা কাজ করে তার চিত্র/মডেল তৈরি করবে এবং দলগতভাবে আলোচনা করবে।	- করা হয় না।
- শিক্ষার্থীরা দাঁত, চোখ, কানের রোগ পর্যক্ষেণ করবে বা কোন শিক্ষার্থীর এরূপ কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকলে তা বর্ণনা করবে, অন্যরা তা শুনবে।	- করা হয় না।
- শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা বা অভিনয় করে দেখাবে। যেমন- দাঁতে ব্যাথা হলে কী করতে হয়?	- করা হয় না।
- শিক্ষার্থীরা একে অন্যের হাতের নখ ও দাঁত পর্যবেক্ষণ করবে।	- সকল বিদ্যালয়ে করা হয়।
- শিক্ষার্থীরা সাপে কামড়ানো, তড়িতাহত হওয়া ও হাত-পা ভাঙার প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা অভিনয় করে দেখাবে।	- করা হয় না।
নৈতিক বিষয়: কর্মতৎপরতা, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, একতা, পরিষ্কার-পরচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য রক্ষা।	

Dhaka University Institutional Repository

৭.৫.৪ ইসলাম শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণী

সারণি: ৭.৩৬ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- চারখানা কিতাবের চিত্র এঁকে দেখাবে।	- কিতাবের চিত্র আঁকা হয় না।
- আব্বা-আম্মা বিষয়ক দু'আটি আরবিতে বড় করে লিখে তা রং করবে।	- করা হয় না।
- শিক্ষার্থীরা সত্য বলা সম্পর্কে মহানবী (স) এর বাণী বড় বড় অক্ষরে লিখে রং করে পড়ার ঘরে ঝুলিয়ে রাখবে।	- করা হয় না।
- সালাম ও এর জওয়াবের বাক্যটি আরবিতে একটি কার্ডে লিখে রং করবে এবং শ্রেণীকক্ষে সেঁটে দেবে।	- করা হয় না।
- মেহমান ও মেযবানের ভূমিকা পরস্পর মহড়া দিয়ে দেখাবে।	- করা হয় না।
- শিক্ষার্থীরা মহানবী (স) এর কুরআন মাজীদ সম্পর্কিত একটি বাণী বড় বড় অক্ষরে লিখে ও রং করে ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবে।	- করা হয় না।
- শিক্ষক হরকতগুলোর চিহ্ন ও নাম খাতায় লিখে দেবেন। শিক্ষার্থীরা সেগুলো রং করবে ও পুনরায় লিখে আনবে।	- করা হয় না।
- শিক্ষক তানবীন খাতায় লিখে দেবেন এবং শিক্ষার্থীরা তা দেখে দেখে লিখে ও রং করে আনবে।	- করা হয় না।
- মহানবী (স) এর নামের ক্যালিওগ্রাফী সংগ্রহ করে অথবা নিজেরা লিখে রং করে প্রদর্শনী করবে।	- করা হয় না।
- শিক্ষার্থীরা হেরা গুহার একটি চিত্র অঙ্কন করবে।	- উক্ত চিত্র আঁকা হয় না।
- কা'বা শরীফের ছবি আঁকবে ও রং করবে।	- উক্ত ছবি আঁকা হয় না।
- কা'বা শরীফ ও মসজিদে নববীর ছবি এঁকে/সংগ্রহ করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবে।	- করা হয় না।
- চাকরদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে মহানবী (স) এর বাণীটি সুন্দরভাবে লিখবে ও ঘরে টাঙিয়ে রাখবে।	- করা হয় না।
- অত্যাচারের প্রতিবাদে মহানবী (স) এর বাণী কার্ডে লিখবে ও শ্রেণীকক্ষে সেঁটে দেবে।	- করা হয় না।
- না'তে রাসূল (স) সুর করে শ্রেণীকক্ষে গাইবে।	- করা হয় না।
নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, উন্নত আদব-কায়দা, সত্যবাদিতা, অতিথিপরায়নতা, কর্মতৎপরতা, বৈষম্যহীনতা, মানবতাবাদ।	

চতুর্থ শ্রেণী

সারণি: ৭.৩৭ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান'- বাংলা ও আরবিতে মোটা হরফে লিখে রং করবে।	- করা হয় না।
- 'আল্লাহ শান্তিদাতা' কথাটি বড় করে মোটা হরফে খাতায়/কার্ডে লিখবে ও রং করবে এবং শ্রেণীকক্ষে সেঁটে দেবে।	- করা হয় না।
- কালিমা শাহাদাত আরবিতে কাগজে/কার্ডে মোটা হরফে লিখে রং করবে এবং শ্রেণীকক্ষে সেঁটে দেবে ও প্রদর্শনী করবে।	- করা হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

- বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা বিষয়ে মহানবী (স) এর একটি হাদীস মুখস্থ বলবে, লিখবে ও রং করবে।	- লেখা ও রং করা হয় না।
- শিক্ষার্থীরা কুরআন মাজীদ সম্পর্কে মহানবী (স) এর বাণী লিখে রং করে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবে।	- লেখা ও রং করা হয় না।
-শিক্ষার্থীরা হেরাগুহার একটি চিত্র একে রং করবে।	- করা হয় না।
- ইকরা কার্ডে লিখে রং করবে।	- করা হয় না।
নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, কর্মতৎপরতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা/ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা।	

পঞ্চম শ্রেণী

সারণি: ৭.৩৮ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- পানি চক্রের একটি ছবি আঁকবে।	- উক্ত ছবি আঁকা হয় না।
- ছুটির দিনে পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবে।	- বিদ্যালয় চলাকালে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ করা হয়।
নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, কর্মতৎপরতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।	

৭.৫.৫ হিন্দুধর্ম শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণী

সারণি: ৭.৩৯ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- শিক্ষার্থী নিসর্গের ছবি দেখবে এবং নিসর্গের ছবি সংগ্রহ করবে।	- শিক্ষার্থীরা নিসর্গের ছবিসহ বিভিন্ন ছবি দেখে থাকে। ব্যক্তি উদ্যোগে কেউ কেউ ছবি সংগ্রহও করে।
- শিশু তার বাড়িতে এবং বিদ্যালয়ের উদ্যানে ফুলগাছসহ বিভিন্ন গাছপালা লাগাবে ও তার পরিচর্যা করবে। - শিশু পশু-পাখির পরিচর্যা করবে। - শিশু বিভিন্ন ফুল, ফল এবং পশু-পাখির মডেল সংগ্রহ করবে।	- কিছু বাড়ি ও বিদ্যালয়ে ফুলগাছসহ বিভিন্ন গাছপালা লাগানো ও তার পরিচর্যা করা হয়। - গ্রাম এলাকার কিছু শিশু পশু-পাখির পরিচর্যা করে থাকে। - মডেল সংগ্রহ করা হয় না।
- শিশু নিজে অথবা শিক্ষকের সঙ্গে কোন দেবতার মন্দির দেখতে যাবে। - শিশু দেব-দেবীর কোন ছবি বা মডেল সংগ্রহ করবে। - শিশু তার নিকটবর্তী মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রে যাবে। - সম্ভব হলে শিক্ষক শিশুদের নিয়ে মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রে যাবেন। - শিশু নিজের চেষ্টায় অথবা শিক্ষকের নির্দেশে দেব-দেবীর ছবি আঁকবে।	- মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র দেখতে যাওয়া হয় না। - ছবি বা মডেল সংগ্রহ করা হয় না। - মাঝে মধ্যে ছবি এঁকে থাকে।
- সম্ভব হলে শিক্ষক কোন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীর স্মৃতিবিজড়িত স্থানে শিশুদের নিয়ে যাবেন।	- করা হয় না।
- শিশু সকল ধর্মাবলম্বী সহপাঠী এবং সমবয়সীর সঙ্গে খেলাধুলা করবে। - শিশু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সকল ধর্মাবলম্বী সহপাঠী ও সমবয়সীদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করবে।	- সকল ধর্মাবলম্বী সহপাঠী এবং সমবয়সীরা একত্রে খেলাধুলা করে ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- কোন সহপাঠী বিপদে পড়লে বা অসুস্থ হলে শিশু তার কাছে যাবে ও সাহায্য করবে।	- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করে থাকে।
নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, কর্মতৎপরতা, পরিবেশ রক্ষা, নান্দনিকতা, জীবের প্রতি মমতা, সম্প্রীতি, সেবা পরায়নতা, সহযোগিতা।	

চতুর্থ শ্রেণী

সারণি: ৭.৪০ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- শিক্ষার্থী নিসর্গের দৃশ্য দেখে ছবি আঁকতে চেষ্টা করবে।	- সরকারি নির্দেশনার অংশ হিসেবে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সপ্তাহে ১ দিন অনুষ্ঠিত সঙ্গীত, চারু ও কারুকলা ক্লাসে এবং সাধারণভাবে শিক্ষকের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীরা নিসর্গের ছবিসহ বিভিন্ন ছবি এঁকে থাকে।
- শিশু বিভিন্ন পশু-পাখির ছবি ও মডেল সংগ্রহ করবে।	- সংগ্রহ করা হয় না।
- শিক্ষার্থী উপাসনারত বালক-বালিকার ছবি সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে।	- সংগ্রহ করা হয় না।
- শিক্ষার্থী বাড়িতে এবং সম্ভব হলে মন্দিরে গিয়ে সমবেত উপাসনায় অংশগ্রহণ করবে। - শিক্ষার্থী তার নিকটবর্তী মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রে যাবে।	- ব্যক্তি উদ্যোগে করে থাকে।
- শিক্ষার্থী পদ্মাসন, সুখাসনসহ বিভিন্ন আসনের অভ্যাস করবে।	- শিক্ষকের নির্দেশনায় কেউ কেউ ব্যক্তি উদ্যোগে অনুশীলন করে থাকে।
- শিক্ষার্থী বিভিন্ন দেব-দেবীর ছবি সংগ্রহ করবে।	- সংগ্রহ করা হয়।
- শিশু বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার অনুষ্ঠানে যাবে।	- করা হয়।
- শিক্ষার্থী তার বাড়িতে এবং শ্রেণীকক্ষে আবৃত্তির অনুশীলন করবে।	- করা হয়।
- শিক্ষার্থী সম্ভব হলে বিভিন্ন পবিত্র স্থান ভ্রমণ করবে।	- বিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত হয় না।
- শিক্ষার্থী ছবিতে বিভিন্ন মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র দেখবে এবং তার নাম বলবে।	- ব্যক্তি উদ্যোগে করে থাকে।
- শিক্ষার্থী তার বাড়িতে দশ অবতারের ছবি সংরক্ষণ করবে।	- ব্যক্তি উদ্যোগে কেউ কেউ করে থাকে।
- শিক্ষার্থী তার জানা হিতোপদেশমূলক গল্প অন্যদের শোনাবে।	- কেউ কেউ করে থাকে।
- শিক্ষার্থী তার পঠিত গল্পের সংশ্লিষ্ট ছবি ও মডেল সংরক্ষণ করবে।	- সংগ্রহ করা হয় না।
- শিক্ষার্থী সম্ভব হলে কোন দেশপ্রেমী, প্রতিজ্ঞা রক্ষাকারী এবং নিয়মানুবর্তী মানুষের জীবনচরিত পড়বে। - শিক্ষার্থী এসব গুণের অধিকারী মানুষের ছবি সংগ্রহ করবে।	- পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও কেউ কেউ পড়ে থাকে। কেউ কেউ সেসকল ছবি সংগ্রহ করে।
নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, কর্মতৎপরতা, নম্রতা, স্বাস্থ্য রক্ষা, পরার্থপরতা, দেশপ্রেম, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা।	

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম শ্রেণী

সারণি: ৭.৪১ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে হিন্দুধর্ম শিক্ষা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- শিক্ষার্থী ঈশ্বরের সৃষ্টির দৃষ্টান্ত হিসেবে নিসর্গের ছবি সংগ্রহ করবে।	- শিক্ষার্থীরা ব্যক্তি উদ্যোগে কেউ কেউ নিসর্গের ছবি সংগ্রহ করে করে।
- শিক্ষার্থী বাড়িতে পোষা জীবজন্তুর পরিচর্যা করবে।	- গ্রাম এলাকার কিছু শিশু পোষা জীবজন্তুর পরিচর্যা করে থাকে।
- শিক্ষার্থী তার বাড়িতে এবং বিদ্যালয়ের উদ্যানে গাছপালা লাগাবে এবং তার পরিচর্যা করবে।	- কিছু বাড়ি ও বিদ্যালয়ে গাছপালা লাগানো ও তার পরিচর্যা করা হয়।
- শিক্ষার্থী বিভিন্ন দেব-দেবীর ছবি ও মডেল সংগ্রহ করবে।	- সংগ্রহ করা হয়।
- শিক্ষার্থী রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন ছবি সংগ্রহ করবে এবং ছবি দেখে সংশ্লিষ্ট কাহিনী বলতে পারবে। - শিক্ষার্থী রামায়ণ-গান শুনবে।	- রামায়ণ-মহাভারতের কিছু ছবি সংগ্রহ করা হয়। কেউ কেউ রামায়ণ গান শোনে।
- শিক্ষার্থী সম্ভব হলে নিকটে এবং দূরে অবস্থিত মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র দেখতে যাবে।	- ব্যক্তি উদ্যোগে নিকটস্থ মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রে যায়। - কেউ কেউ দূরেও গিয়ে থাকে।
- শিক্ষার্থী দশ অবতারের ছবি সংগ্রহ করবে এবং ছবি দেখে অন্যদের অবতার চিনিয়ে দিতে পারবে।	- ব্যক্তি উদ্যোগে কেউ কেউ সংগ্রহ করে থাকে।
- শিক্ষার্থী সরলতা, উদারতা ও শিষ্টাচার সম্পর্কে বিভিন্ন গল্প শিখবে ও বলবে।	- ব্যক্তি উদ্যোগে পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও কেউ কেউ শিখে থাকে ও বলে।
নৈতিক বিষয়: সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, কর্মতৎপরতা, পরিবেশ রক্ষা, জীবের প্রতি মমতা, নম্রতা, সারল্য, ঔদার্য, শিষ্টাচার।	

সারণি: ৭.২৭-৭.৪১ বিশ্লেষণে দেখা যায় শিক্ষাক্রমে শিখন শেখানো কার্যাবলির পরিকল্পিত কাজে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য আলাদাভাবে বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি শ্রেণী বা বিষয়ভিত্তিক নয়, সামগ্রিকভাবে সবার জন্য ।

বিশ্লেষণকৃত তথ্যে দেখা যায় যে, শিক্ষাক্রমে যে সকল পরিকল্পিত কাজের নির্দেশনা আছে তার মধ্যে রয়েছে:

শিক্ষামূলক খেলা, গান, সম্প্রীতিমূলক গান, আবৃত্তি, অভিনয়, রোল প্লে, বিতর্ক অনুষ্ঠান, পাঠ্যবই ও সমমানের অন্যান্য শিশুতোষ বই পড়া, চিত্রাঙ্কন, শিক্ষা ভ্রমন, বৃক্ষ রোপণ/বাগান করা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, পরিবেশ দূষণ রোধে ও সংস্কারে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, প্রতিবেশির কাজে সহযোগিতা, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সহপাঠীকে আমন্ত্রণ ও অংশ গ্রহণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিবস পালন, র‍্যালি, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ শোনা, পাঠ সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও চার্ট তৈরি, রং করা, মডেল সংগ্রহ, বাঁশি তৈরি, ছাগলের খামার পর্যবেক্ষণ, নাতে রাসূল গাওয়া, মন্দির বা তীর্থ পর্যবেক্ষণ, গল্প শোনানো ইত্যাদি।

বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে, উক্ত কার্যাবলির অধিকাংশই বিদ্যালয়ে অনুশীলিত হয়। তবে এর মধ্যে অধিকংশই নিয়মিত নয়। কোনটি মাঝে মধ্যে, কোনটি কখনো কখনো অনুশীলন করা হয়।

৭.৫.৬ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ও খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা: উক্ত বিষয় ২টি নির্বাচিত বিদ্যালয়সমূহে অনুশীলিত না হওয়ায় বিদ্যালয়ের সে সম্পর্কিত অনুশীলন পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। শিক্ষাক্রমে উপস্থাপিত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ নিচের ৬টি সারণিতে (সারণি: ৬.৪২-৬.৪৭) তুলে ধরা হয়েছে:

Dhaka University Institutional Repository

৭.৫.৬.১ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণী

সারণি: ৭.৪২ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা সিদ্ধার্থের জন্ম ও বাল্যকালের ঘটনা সম্বলিত ছবি আঁকবে।	পর্যবেক্ষণকৃত নয়
- বিহারে গিয়ে ধর্মসভায় যোগদান করবে এবং সমবেত প্রার্থনায় অংশ নেবে ।	
- শিক্ষার্থীরা যে কোনো একটি মহাতীর্থের ছবি আঁকবে।	

চতুর্থ শ্রেণী

সারণি: ৭.৪৩ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি আঁকবে।	পর্যবেক্ষণকৃত নয়
- নীতিশিক্ষামূলক গাথা বাংলা পদ্যাকারে শ্রেণীকক্ষে ও ধর্মসভায় আবৃত্তি করবে।	
- বিভিন্ন তিথিতে বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করবে।	
- পুণ্যকাজে অংশ গ্রহণ করবে	
- তীর্থস্থানের ছবি সংগ্রহ করবে।	

পঞ্চম শ্রেণী

সারণি: ৭.৪৪ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- বিহারে বা বাড়িতে সকাল-সন্ধ্যা ত্রিরত্ন বন্দনা করবে।	পর্যবেক্ষণকৃত নয়
- সপ্তাহে একদিন সঙ্ঘবদ্ধ উপাসনায় অংশ নেবে।	
- বিহারে গিয়ে শ্রামণ্য জীবনযাপন করার নিয়মাবলি প্রত্যক্ষ করবে।	
- বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানসমূহে শিক্ষা ভ্রমণের আয়োজন করবে।	

Dhaka University Institutional Repository

৭.৫.৬.২ খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণী

সারণি: ৭.৪৫ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- আকাশের চিত্র অঙ্কন করা এবং আকাশে দিনে বা রাতে কী কী দেখা যায়, সেগুলোর চিত্র অঙ্কন করা ও তাদের নাম লেখা।	পর্যবেক্ষণকৃত নয়
- গান শেখা: ভয় কী আমার, প্রভু তুমিতো রয়েছ সাথে। - গানটি শেখা : প্রভু যদি ডাক মোরে, পণ করেছি ফিরব না। আমার দেশে তোমার আলো নিভতে আমি দিব না। (অথবা অন্য গানও শেখা যায়)	
- মন্দিরে জানুপাত করে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণরত বালক সামুয়েলের ছবি।	
- একটি বাইবেল এবং এক পাশে জ্বলন্ত মোমবাতি ও অন্যপাশে পবিত্র ক্রুশের ছবি অঙ্কন।	
- দেওয়ালে ঝুলানো বা টেবিলে রাখা ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবি অঙ্কন করা।	
- বাড়িতে যে কোন দুঃখী মানুষের জন্য একটি দয়ার কাজ করে আসা ও পরবর্তী ক্লাসে তা বর্ণনা করা।	
- যীশু ও তাঁর পেছনে বার জন শিষ্য হাঁটছেন, এমন একটি ছবি অঙ্কন করা।	

চতুর্থ শ্রেণী

সারণি: ৭.৪৬ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- গানটি শেখ : তোমার প্রশংসা করি, আনন্দ হৃদয়ে প্রভু। - তোমার প্রেমের জন্য ধন্যবাদ, আনন্দময় জীবনের জন্য ধন্যবাদ। (অথবা,অন্য গান)। - গানটি শেখা: বাইবেল বাইবেল বাইবেল পবিত্র এই বাইবেল ঐশবাক্য লেখা আছে যেথা পবিত্র এই বাইবেল। (অথবা, অন্য গান)	পর্যবেক্ষণকৃত নয়
- (উপরের) ছবিগুলো দেখে দেখে খাতায় ছবি অঙ্কন করা।	
- গাছে সক্কেয় ও নিচে যীশুর ছবি অঙ্কন করা।	
- মথির আহ্বানের গল্পটি অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা।	

পঞ্চম শ্রেণী

সারণি: ৭.৪৭ শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজে খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (শিক্ষাক্রম)	সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (বিদ্যালয়)
- গান শেখা: আহা কী অপরূপ সৃষ্টি তোমার ভাবি যখন বারে বার, মুগ্ধ নয়নে হেরিয়া তাহা জুড়ায় প্রাণ আমার (অথবা, অন্য গান) - গানটি শেখা : সকল ধন্যবাদ মহিমা গৌরব তোমার ...	পর্যবেক্ষণকৃত নয়
- যীশু ও ফরিসিদের কথাগুলো অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করা।	

৭.৬ উত্তরদাতাদের প্রদত্ত সম্পূরক কিছু সুপারিশ

এই গবেষণায় নির্বাচিত উত্তরদাতাগণ তাদের জন্য প্রণীত প্রশ্নের উত্তর প্রদানকালে গবেষণার সহায়ক ও সম্পূরক আরো বেশ কিছু বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করেছেন। সেগুলি নিচে উপস্থাপন করা হয়েছে:

৭.৬.১ মাদকাসক্তি, ধূমপান, ইভটিজিং জাতীয় অনৈতিক কাজ রোধে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীসহ সকলের সাথে ভালো/শ্রদ্ধাশীল ব্যবহার করার প্রেষণা সৃষ্টিতে এবং সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠনে শিক্ষার্থীদের প্রতি করণীয়

গবেষণায় ৩০ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, ১০ জন মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ, ৮০ জন শিক্ষক ও ৮০ জন অভিভাবকের কাছে মাদকাসক্তি, ধূমপান, ইভটিজিং জাতীয় অনৈতিক কাজ রোধে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীসহ সকলের সাথে ভালো/শ্রদ্ধাশীল ব্যবহার করার প্রেষণা সৃষ্টিতে এবং সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠনে করণীয় জানতে চাওয়া হয় (প্রশ্ন নং যথাক্রমে-১৪, ৯, ৫, ৪)। এ প্রসঙ্গে তাদের প্রদত্ত সুপারিশসমূহ নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে:

সারণি: ৭.৪৮ মাদকাসক্তি, ধূমপান, ইভটিজিং জাতীয় অনৈতিক কাজ রোধে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীসহ সকলের সাথে ভালো/শ্রদ্ধাশীল ব্যবহার করার প্রেষণা সৃষ্টিতে এবং সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠনে শিক্ষার্থীদের প্রতি করণীয় বিষয়ে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ, শিক্ষক ও অভিভাবকের সুপারিশ

	সুপারিশসমূহ	শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/ শিক্ষাবিদ ৩০ জন	মনোবিজ্ঞানী/ মনোস্তত্ত্ববিদ ১০ জন	শিক্ষক ৮০ জন	অভিভাবক ৮০ জন
		(গণসংখ্যা ও শতকরা হার)	(গণসংখ্যা ও শতকরা হার)	(গণসংখ্যা ও শতকরা হার)	(গণসংখ্যা ও শতকরা হার)
১	শিশুর বয়স বিবেচনায় রেখে যুক্তি ও বাস্তবতার আলোকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিষয়গুলি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।	১৯ (৬৩.৩৩%)	৯ (৯০%)	৫২ (৬৫%)	
২	জীবন ঘনিষ্ট উদাহরণ সহযোগে বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব সহজ ভাষায় গল্প আকারে পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া যায়।	১ (৩.৩৩%)		৬৬ (৮২.৫০%)	
৩	সম্পূরক পঠন সামগ্রীতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গল্প দেওয়া যেতে পারে।	২ (৬.৬৭%)	১ (১০%)		
৪	শিক্ষকের জীবনাচারে বিষয়গুলির ইতিবাচক প্রতিফলন থাকতে হবে এবং শিখন শেখানো কার্যক্রমের ফাঁকে প্রাসঙ্গিকভাবে অথবা অন্য সময়ে আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে শিক্ষক বিষয়গুলি সম্পর্কে শিশুদেরকে সচেতন করবেন।	১৮ (৬০%)	৭ (৭০%)	৩২ (৪০%)	৫৪ (৬৭.৫০%)
৫	বিদ্যালয় বিভিন্ন কার্যক্রম বা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট চিত্র, পোষ্টার, প্রতিবেদন, ভিডিও প্রদর্শন, দেওয়ালে সংশ্লিষ্ট নীতিবাক্য লেখা, সংশ্লিষ্ট নাটক/নাটিকা মঞ্চস্থসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বা সংশ্লিষ্ট কোন কর্মসূচিতে বিষয়গুলি উপস্থাপন।	১৫ (৫০%)	৪ (৪০%)	৪৫ (৫৬.২৫%)	
৬	অভিভাবকগণ সচেতনতার সাথে তাদের প্রাত্যহিক জীবনাচারে উপর্যুক্ত বিষয়গুলির ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটাবেন এবং শিশুকে সচেতন করবেন। পরিবারের নানাবিধ বিরূপ পরিস্থিতিতে শিশুর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ, সহজ, সুন্দর সম্পর্ক সংরক্ষণ করবেন, তাদেরকে সময় দেবেন।	১০ (৩৩.৩৩%)		১৮ (২২.৫০%)	৭৬ (৯৫%)
৭	স্থানীয় জনগণ, জনপ্রতিনিধি, সংঘ, গণ্যমান্য ব্যক্তি, এসএমসি, অভিভাবকসহ সমাবেশ, সভা, উঠোন বৈঠক, র‍্যালি আয়োজন করে বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতনতা জাগ্রত করা এবং তাদের ইতিবাচক ভূমিকা পালন।	১৪ (৪৬.৬৭%)	৬ (৬০%)	৬৪ (৮০%)	১৭ (২১.২৫%)

Dhaka University Institutional Repository

	সুপারিশসমূহ	শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/ শিক্ষাবিদ ৩০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা হার)	মনোবিজ্ঞানী/ মনোতত্ত্ববিদ ১০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা হার)	শিক্ষক ৮০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা হার)	অভিভাবক ৮০ জন (গণসংখ্যা ও শতকরা হার)
৮	গণমাধ্যম বিষয়গুলির প্রতি সচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রচারণার মাধ্যমে ভূমিকা পালন করতে পারে।	৫ (১৬.৬৭%)	৪ (৪০%)	২ (২.৫০%)	
৯	প্রশাসন প্রয়োজনীয় সহায়তা, পরিদর্শনকালে বিষয়গুলি সম্পর্কে দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান, সচেতনতা জাগ্রত করতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে, অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি নিশ্চিত করবে এবং নিজেরা নৈতিকতার অনুশীলনে সচেতন থাকবে।	১৮ (৬০%)	৫ (৫০%)	৩৪ (৪২.৫০%)	
১০	শিক্ষার্থীরা সকলের সাথে আদব-কায়দা, সুন্দর ব্যবহারসহ তাদের জীবনাচারে বিষয়গুলি পালন করছে কি না শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন।			৪২ (৫২.৫০%)	
১১	বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান ও পরস্পর মিলেমিশে কাজ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।			৪ (৫%)	
১২	সংশিষ্ট অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বাস্ত বায়ন যা দেখে শিশুরা ছোটবেলা থেকেই উক্ত অনৈতিক কাজগুলির ফলাফল বুঝতে পারে।			৩ (৩.৭৫%)	৬ (৭.৫০%)
১৩	সন্তানরা কাদের সাথে মেলামেশা করে, তাদের সঙ্গ ও কাজ সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন থাকা। বিষয়গুলির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সন্ত ানদের সচেতন করা।				৬২ (৭৭.৫০%)
১৪	ইভটিজিং এর মত খারাপ বিষয় যাতে না ঘটে যেজন্য ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই সাবধান করা। মেয়েদের পোষাক, আচার ও ব্যবহারে ছেলেদের প্রতি উস্কানী না থাকে।				৭ (৮.৭৫%)
১৫	শিশু বয়স থেকেই মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা যাতে ইভটিজিং এর মত বিষয় না ঘটে।				
১৬	শিশুদের ছোট ছোট অন্যায় থেকেও বিরত রাখা যাতে পরবর্তীতে বড় অন্যায় না করে। সন্তান বিভ্রান্ত হয়ে পড়লে তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।				৯ (১১.২৫%)
১৭	শিশুদের জন্য সুস্থ বিনোদন ও খেলাধুলা, শরীরচর্চার ব্যবস্থা করা, শিক্ষা ভ্রমণ ও তাদেরকে ভালো ও যথার্থ কাজে ব্যস্ত রেখে তাদের সময়কে নিয়ন্ত্রিত করা।		৫ (৫০%)		২৭ (৩৩.৭৫%)
১৮	উপর্যুক্ত বিষয়ে এই স্তরের শিশুদের জন্য আলাদাভাবে কিছু করার প্রয়োজন নাই। নৈতিকতা শেখাতে পারলে বিষয়গুলি স্বাভাবিক ভাবেই এসে যাবে।	৬ (২০%)			
১৯	আলাদাভাবে শেখালে বরং এই বিষয়ে শিশুর মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।	৩ (১০%)			

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৭.৪৮ এ দেখা যায় যে মাদকাসক্তি, ধূমপান, ইভটিজিং জাতীয় অনৈতিক কাজ রোধ, মেয়ে শিক্ষার্থীসহ সকলের সাথে ভালো/শ্রদ্ধাশীল ব্যবহার করার প্রেষণা সৃষ্টি এবং সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠনের বিষয়গুলি শিশুর বয়স বিবেচনায় রেখে যুক্তি ও বাস্তবতার আলোকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যবই, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম ও শিখন শেখানো কার্যাবলিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অধিকাংশ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ, শিক্ষক ও অভিভাবকগণ সুপারিশ করেছেন। তবে শতকরা ২০ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, বলেছেন উপর্যুক্ত বিষয়ে এই স্তরের শিশুদের জন্য আলাদাভাবে কিছু করার প্রয়োজন নাই, নৈতিকতা শেখাতে পারলে বিষয়গুলি স্বাভাবিক ভাবেই এসে যাবে। শতকরা ১০ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, তাদের সাথে একমত নন। তারা মনে করেন আলাদাভাবে শেখালে বরং এই বিষয়ে শিশুর মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। মতামতদাতারা যে সকল বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন সেগুলি হলো–শিক্ষক, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্টদের নিজেদের আচরণে বিষয়গুলির ইতিবাচক প্রতিফলন ও শিশুদের প্রতি যত্নশীলতা, শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যাবলি, অভিভাবক ও স্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ের জনগণের সমাবেশ, গণমাধ্যমের প্রচারণা, প্রশাসনের সহযোগিতা, সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

৭.৬.২ বিদ্যালয়ে কাউন্সিলর নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা

উপরিউক্ত প্রশ্নের সম্পূরক বিষয় হিসেবে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদদের কাছে জানতে চাওয়া হয় উক্ত বিষয়ে কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা/কাউন্সিলর নিয়োগের প্রয়োজন আছে কি না। সেক্ষেত্রে ১৬% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ মনে করেন কাউন্সিলর নিয়োগের প্রয়োজন আছে। অপর দিকে ৭০ শতাংশ মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদগণ বলেন কাউন্সিলর নিয়োগের প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ মনে করেন যে সকল শিশুর মধ্যে সমস্যাগুলি পরিলক্ষিত হয় সেক্ষেত্রে কাউন্সেলিং প্রয়োজন। কেউ কেউ মনে করেন শিক্ষকদেরকে প্রয়োজনীয় সুযোগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করলে তারাও কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

৭.৬.৩ বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিকতা সম্পর্কিত কিছু কার্যক্রম

শ্রেণীকক্ষে পাঠ্যপুস্তকের আলোচনার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ১১টি কার্যক্রম নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতে প্রণীত প্রশ্নের অংশ হিসেবে কার্যক্রমসমূহের কোন কোনটি অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা আছে সে সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ (প্রশ্ন নং-৩), মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ (প্রশ্ন নং-৩) ও শিক্ষকদের (প্রশ্ন নং-৬) মতামত জানতে চাওয়া হয়। গবেষণার ৫ নং উদ্দেশ্য নিরূপণের জন্য উক্ত ১১টি কার্যক্রমের মধ্য থেকে ৫টি সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পূর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে (সারণি: ৭.২৪-২৫)। অপর ৬টি প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের সুপারিশসমূহ নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে:

সারণি: ৭.৪৯ বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিকতা সম্পর্কিত কিছু কার্যাবলির বিষয়ে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/ শিক্ষাবিদ, মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ ও শিক্ষকদের সুপারিশ

	সুপারিশ	শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/ শিক্ষাবিদ-৩০ জন	মনোবিজ্ঞানী/ মনোস্তত্ত্ববিদ ১০ জন	শিক্ষক ৮০ জন
		(গণসংখ্যা ও শতকরা)	(গণসংখ্যা ও শতকরা)	(গণসংখ্যা ও শতকরা)
১	শিক্ষকের সাথে কথোপকথনে নৈতিক সচেতনতামূলক উদাহরণ, গল্প, উপদেশ, পরামর্শ (যেমন: কোনটি ভালো/ ভালো নয়, কোনটি ভালো আচরণ, মন্দ স্বভাব ইত্যাদি)।	২৯ (৯৬.৬৭%)	৮ (৮০%)	৭৮ (৯৭.৫০%)
২	নৈতিক বোধ উন্নয়নের জন্য আমন্ত্রিত বক্তার মাধ্যমে নৈতিক সচেতনতা জাগ্রত করা।	১৯ (৬৩.৩৩%)	৫ (৫০%)	৬৫ (৮১.২৫%)
৩	আদব ও ভালো ব্যবহার শিক্ষাদানের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া।	২৩ (৭৬.৬৭%)	৯ (৯০%)	৮০ (১০০%)
৪	দিনে/সপ্তাহে অন্তত: ১/২/.....টি পিরিয়ড/নৈতিকতা শেখার জন্য রুটিনে রাখা।	৯ (৩০%)	৯ (৯০%)	৬০ (৭৫%)
৫	মনীষীদের জীবনী আলোচনা।	২৫ (৮৩.৩৩%)	৮ (৮০%)	৬০ (৭৫%)
৬	শিক্ষক নিজেই তাঁর জীবনাচারে নৈতিকতার এক মডেল, যা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক শিক্ষা লাভ ঘটে।	২৯ (৯৬.৬৭%)	৯ (৯০%)	৮০ (১০০%)

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৭.৪৯ এ দেখা যায় যে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ ও শিক্ষকদের প্রায় সকলেই কার্যাবলিসমূহ সম্পর্কে সুপারিশ করেছেন।

৭.৬.৪ নৈতিক বিষয়ের তালিকা থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদেরকে যে সকল নৈতিকতা চর্চা করানো উচিত সে সংক্রান্ত সুপারিশ

প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থীদেরকে কোন কোন নৈতিকতা চর্চা করানো উচিত সে সম্পর্কে ৮০ জন শিক্ষক, ৮০ জন অভিভাবক, ৩০ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও ১০ জন মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদের সুপারিশ জানতে চাওয়া হয় (প্রশ্ন নং যথাক্রমে-১৫, ১০, ৮, ৬)। এই উদ্দেশ্যে এই গবেষণার জন্য নির্বাচিত নৈতিক বিষয়ের তালিকাটি উপস্থাপন করা হয়। উক্ত তালিকার আলোকে তাঁদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ নিচের সারণিতে উপস্থাপন করা হয়েছে:

সারণি: ৭.৫০ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদেরকে কোন কোন নৈতিকতা চর্চা করানো উচিত সে সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদের, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সুপারিশ

	নৈতিকতার বিষয়	শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/ শিক্ষাবিদ (৩০ জন)	মনোবিজ্ঞানী/ মনোস্তত্ত্ববিদ (১০ জন)	শিক্ষক (৮০ জন)	অভিভাবক (৮০ জন)
১	অহিংসা	২৪	৭	৭৭	৮০
২	অহম বর্জন/অহংকার বর্জন	২৩	৭	৭৬	৭৯
৩	অধ্যবসায়	২৪	৯	৭৮	৭৯
৪	অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ	২৪	৮	৭৭	৭৯
৫	অপরের প্রতি সম্মান/শ্রদ্ধাশীলতা	২৮	১০	৭৫	৮০
৬	অপর ধর্মে/মতবাদে সহনশীলতা	২৫	৯	৭৩	৭৯
৭	অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা	২৩	৯	৭৪	৮০
৮	আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	২৩	৯	৭৩	৭৯
৯	আতিথেয়তা	২৩	৭	৭৫	৭৯
১০	আত্মত্যাগ	২২	৮	৭৩	৭৯
১১	আত্মমূল্যায়ন	১৯	৯	৭০	৭৯
১২	আত্মসম্মানবোধ	২৩	৮	৬৯	৭৯
১৩	ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি	২২	৮	৭০	৭৯
১৪	ঈর্ষামুক্ততা	২২	৭	৭০	৭৯
১৫	উন্নত ব্যক্তিত্ববোধ	২১	৮	৬৯	৭৯
১৬	একতা/ঐক্য	২৫	৯	৭৭	৭৯
১৭	ঔদার্য	২৩	৪	৭০	৭৯
১৮	কর্তব্যপরায়নতা/দায়িত্ববোধ	২৮	৯	৭৪	৭৯
১৯	কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/পরিশ্রমনির্ভরতা	২৪	৮	৭২	৭৯
২০	কুসংস্কারমুক্ততা	২৩	৯	৭৪	৭৯
২১	কৃতজ্ঞতাবোধ/ধন্যবাদপূর্ণ	২৫	৭	৭৪	৭৯
২২	ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা	২৬	৮	৭৭	৮০
২৩	জীব/প্রাণীর প্রতি মমতা	২৬	৭	৭৫	৮০
২৪	দয়ার্দ্রতা	২৩	৬	৭৫	৭৯
২৫	দেশপ্রেম	২৭	৮	৭৭	৮০
২৬	ধৈর্যশীলতা	২৭	৬	৭৭	৭৯
২৭	নম্রতা/বিনয়	২৭	৮	৭২	৮০
২৮	নান্দনিকতা/সৌন্দর্যবোধ	২৭	৮	৭৫	৭৯
২৯	নিয়মানুবর্তিতা/নিয়মনিষ্ঠ	২৮	৮	৭৪	৭৯
৩০	নির্মলতা/সারল্য	২৪	৪	৭০	৭৯
৩১	ন্যায়পরায়নতা/ন্যায়বিচারনিষ্ঠ	২২	৯	৭২	৭৯
৩২	পরার্থপরতা/পরোপকার	২৪	৮	৭৩	৭৯
৩৩	পরিমিতিবোধ	২৩	৫	৬৮	৭৯
৩৪	পরিবেশ রক্ষা/সংরক্ষণ	২৫	৯	৭৫	৭৯
৩৫	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	২৭	৮	৭৭	৮০
৩৬	প্রতিশ্রুতি রক্ষা	২৪	৮	৭২	৭৯
৩৭	প্রশান্তচিত্ততা	২১	৫	৬৮	৭৯
৩৮	বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	২৬	৮	৭৭	৮০
৩৯	বন্ধুভাবাপন্ন	২৮	৮	৭৮	৮০

	নৈতিকতার বিষয়	শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/ শিক্ষাবিদ (৩০ জন)	মনোবিজ্ঞানী/ মনোস্তত্ত্ববিদ (১০ জন)	শিক্ষক (৮০ জন)	অভিভাবক (৮০ জন)
৪০	বিবেকবোধ	২০	৮	৭৫	৭৯
৪১	বিশ্বাস যোগ্যতা	২২	৬	৭৪	৭৯
৪২	বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ	২২	৮	৭৩	৭৯
৪৩	বৈষম্যহীনতা/সাম্য/সমতা	২৪	৬	৬৮	৭৯
৪৪	ভ্রাতৃত্ববোধ	২৪	৫	৭৪	৭৯
৪৫	মমতা/ভালোবাসা	২৬	৭	৭৫	৮০
৪৬	মহত্ত্ব	২৩	৪	৭০	৭৯
৪৭	মানবিকতা/মানবতাবাদ	২২	৬	৭০	৭৯
৪৮	মিতব্যয়িতা	২৪	৭	৭৫	৭৯
৪৯	যুক্তিবাদিতা	২১	৬	৭১	৭৯
৫০	রাগ নিয়ন্ত্রণ/ক্রোধ প্রশমন	২৫	৯	৭৩	৮০
৫১	লোভহীনতা	২৬	৫	৭৬	৭৯
৫২	শালীনতা/মার্জিতবোধ	২৫	৮	৭২	৭৯
৫৩	শিষ্টাচার/সদাচার/উন্নত আচার-ব্যবহার/ আদব-কায়দা/ভদ্রতাবোধ/সৌজন্যতা	২৭	৮	৭৫	৮০
৫৪	শৃঙ্খলা	২৮	৯	৭৭	৭৯
৫৫	সততা	২৫	৯	৭২	৭৯
৫৬	সত্যবাদিতা/সত্যনিষ্ঠা/সত্যানুসরণ	২৭	৭	৭৪	৮০
৫৭	সমবেদনাবোধ/সহমর্মিতা/সহানুভূতি	২৬	৬	৭৪	৭৯
৫৮	সময়ানুবর্তিতা/সময়ের সদ্ব্যবহার	২৫	৭	৭৪	৮০
৫৯	সহযোগিতা	২৬	৮	৭৫	৭৯
৬০	সহিষ্ণুতা/সহনশীলতা	২৩	৭	৭১	৭৯
৬১	সংযম/আত্মনিয়ন্ত্রণ	২৫	৬	৭৩	৭৯
৬২	সঞ্চয়	২০	৬	৭৩	৭৯
৬৩	সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা	২৫	৯	৭৮	৭৯
৬৪	সাহসিকতা	২৬	৫	৭৫	৭৯
৬৫	সেবাব্রত/সেবাপরায়নতা	২৫	৭	৭০	৭৯
৬৬	সুবিবেচনা বোধ	২২	৫	৬৯	৭৯
৬৭	সুস্থসংস্কৃতি চর্চা	২৭	৬	৭৩	৮০
৬৮	সৌহার্দ্য/সম্প্রীতি/সংহতি	২৪	৮	৬৮	৭৯
৬৯	স্বাস্থ্য রক্ষা	২৩	৯	৭৭	৭৯
৭০	ক্ষমাশীল মনোভাব	২৫	৭	৭৭	৭৯

সারণি: ৭.৫০ এ দেখা যায় যে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ, শিক্ষক ও অভিভাবকদের অধিকাংশই নির্বাচিত নৈতিক বিষয়সমূহকে সুপারিশ করেছেন।

৭.৬.৫ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক

১. প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষার বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ গবেষণার ভিত্তিতে করা এবং যে সকল গবেষণা আছে তাকে বিবেচনায় আনা উচিত (৬.৬৭% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ এর অভিমত)।

২. মনোবিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী, শিক্ষক ও শিক্ষাবিদগণের সমন্বিত আলোচনা ও গবেষণার ভিত্তিতে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত নৈতিকতার বিষয় নির্বাচন ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে শিক্ষাক্রমে সেগুলি সুপরিকল্পিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা (২০% মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ এর অভিমত)।

৩. শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পরিমার্জনে এবং লেখক নির্বাচন, লেখা বা বিষয় নির্বাচনে সুপরিকল্পিতভাবে সমন্বয় থাকাটা জরুরি। নৈতিক শিক্ষা মুখস্ত করার বিষয় নয়। নৈতিক শিক্ষাকে দৈনন্দিন চর্চায় পরিণত করতে হবে (১০% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ এর অভিমত)।

৪. শিক্ষাক্রমের পরীক্ষামূলক সংস্করণ দীর্ঘস্থায়ী হওয়া উচিত নয় (৩.৩৩% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ এর অভিমত)।

৫. শিক্ষক নির্দেশিকা শিক্ষকের কাছে খুব দ্রুত পৌছানো উচিত এবং শিক্ষক নির্দেশিকায় নৈতিকতা সম্পর্কিত বার্তা সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশিত হওয়া উচিত (৬.৬৭% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ এর অভিমত)।

Dhaka University Institutional Repository

৬. পাঠ্যবই এ বিষয়বস্তু উপস্থাপন শেষে নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কিত শিখনফলগুলি তুলে ধরা উচিত যাতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বুঝতে পারেন শিখনের কোন দিকটিতে জোর দিতে হবে (৬.৬৭% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ এর অভিমত)।

৭. গল্পের মাধ্যমে সহজবোধ্যভাবে নৈতিকতা শেখানো উচিত (১৬.৬৭% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও ৬০% মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ এর অভিমত)।

৮. পাঠ্যপুস্তক রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে (২০% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ এর অভিমত)।

৯. প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষা ফলপ্রসূ করতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকেও তার ধারাবাহিকতা থাকতে হবে (৩.৩৩% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ এর অভিমত)।

১০. শরীরচর্চা, চারু ও কারুকলা এবং সঙ্গীত বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক থাকা প্রয়োজন (২.৫০% অভিভাবকের অভিমত)।

১১. নীতিশিক্ষামূলক পাঠ সহায়ক আকর্ষণীয় ছবি সন্নিবেশিত করা উচিত (১০% মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ এর অভিমত)।

১২. যুগের প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে হবে (৩.৩৩% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ এর অভিমত)।

১৩. পাঠ্যবই এর ঘটনা প্রবাহ, চরিত্র ও বিষয়সমূহ যদি নাগরিক, লিঙ্গ, শ্রেণী ইত্যাদি নৈতিকভাবে প্রতিফলিত করে তবে শিশু স্বয়ংক্রিয় ভাবে নৈতিকতায় উদ্দীপিত হবে (১০% মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ এর অভিমত)।

৭.৬.৬ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি

১. সহশিক্ষাক্রমিক বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রতি গুরুত্ব প্রদান, নিয়মিত চর্চা করা (৩৩.৩৩% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও ৫০% মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ এর অভিমত)।

২. সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য বিদ্যালয়ে সুযোগ সৃষ্টি, সহায়ক উপকরণ ও প্রয়োজনীয় অনুদান এর ব্যবস্থা করা (৬.৬৭% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ এর অভিমত)।

৩. সপ্তাহের একদিন শুধু সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির জন্য রাখা (৩.৩৩% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ এর অভিমত)।

৭.৬.৭ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম

১. বিদ্যালয় বছরের কোন একটি সময়কে নির্দিষ্ট করে, নৈতিকতার বিভিন্ন বিষয় নির্বাচন করে কোন আনুষ্ঠানিক কাজ করতে পারে। এভাবে ধারাবাহিকভাবে করলে নৈতিকতার অনেক দিক এসে যাবে এবং বিষয়টি গুরুত্ব পাবে (৩.৩৩% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ এর অভিমত)।

২. বিদ্যালয়ের নির্ধারিত কার্যক্রমগুলি ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়ন করা (৩.৩৩% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ এর অভিমত)।

৩. সমাজের আদর্শবান ব্যক্তিদের নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন, পুরস্কার প্রদান (১০% মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ এর অভিমত)।

৪. শিশুর নৈতিক শিক্ষা হতে হবে কাজের মধ্য দিয়ে, ব্যবহারিক বা প্রাত্যহিক চর্চায় (১৬.৬৭% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ এর অভিমত)।

৭.৬.৮ শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

১. প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষার প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে শিক্ষককে নিষ্ঠা, দক্ষতা ও সুন্দর ব্যবহারের সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং তাঁরা যা শেখান তা বিশ্বাস করে নৈতিকতার অনুশীলনে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হতে হবে (৪৬.৬৭% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও ৪০% মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ এর অভিমত)।

Dhaka University Institutional Repository

২. শিখন সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা (৩.৩৩% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ এর অভিমত)।

৩. নৈতিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, নিজেদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি তথ্য পরস্পর আদান প্রদান করতে পারে এমন আলোচনা, দলীয় কাজ ও বাড়ির কাজ অনুশীলন (১০% মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ এর অভিমত)।

৪. শিক্ষক কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয় ভাবধারা দ্বারা নৈতিক আদর্শ ব্যাখ্যা করবেন না (৩.৩৩% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও ১০% মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ এর অভিমত)।

৫. শিক্ষক যেন শ্রেণীকক্ষে মোবাইল ফোনে কথা না বলেন (২২.৫০% অভিভাবকের অভিমত)।

৭.৬.৯ মূল্যায়ন

১. নৈতিকতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে পুরস্কৃত করা (৩.৩৩% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, ১০% মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ, ১০% শিক্ষক,ও ২.৫০% অভিভাবক এর অভিমত)।

২. নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা, নম্বর বরাদ্দ ও অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা (৬.৬৭% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, ১০% মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ ও ৫% শিক্ষক এর অভিমত)।

৬. মূল্যায়ন ও নম্বর প্রদানে যেন শিক্ষক আরো সচেতন থাকেন (২.৫০% অভিভাবক এর অভিমত)।

৭.৬.১০ অভিভাবক

১. বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা ফলপ্রসূ করার জন্য অভিভাবকগণ দৈনন্দিন জীবনাচারে নৈতিকতার চর্চা করবেন, সহায়ক পরিবেশ সংরক্ষণ, শিশুদের পর্যবেক্ষণ এবং অনুশীলনের ব্যবস্থা করবেন (৩০% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, ৬০% মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ ও ৩৭.৫০% শিক্ষক এর অভিমত)।

২. অভিভাবকগণ যেন কঠোরতার মাধ্যমে নৈতিকতার বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা না করেন (২০% মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদের অভিমত)।

৭.৬.১১ শিক্ষা প্রশাসন

১. শিক্ষামূলক তত্ত্বাবধান/পরিদর্শন নিয়মিতভাবে, দক্ষতা ও সততার সাথে ফলপ্রসূ করার বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা উচিত (৬.৬৭% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ এর অভিমত)।

২. বিদ্যালয়ের কার্যক্রম ও শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা (১০% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও ১০% শিক্ষক এর অভিমত)।

৩. সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষকের সম্পৃক্ততা (৬.৬৭% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ এর অভিমত)।

৪. প্রশাসনকে তাদের দায়িত্বসমূহ পালনের ক্ষেত্রে নৈতিকতার অনুশীলনে দৃঢ় থাকতে হবে (৪০% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও ৩৭.৫০% শিক্ষক এর অভিমত)।

৫. বিদ্যালয়ের নিয়মিত কার্যাবলির বাইরে অন্যান্য বিভিন্ন দায়িত্ব থেকে শিক্ষকদের মুক্ত রাখা (৩৭.৫০% শিক্ষক এর অভিমত)।

৬. শিক্ষকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান মর্যাদাসম্পন্ন করা যাতে তাদের মধ্যে হীনমন্যতা না থাকে (৬৩.৩৩% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও ৫৬.২৫% শিক্ষক এর অভিমত)।

Dhaka University Institutional Repository

৭. প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগের মধ্য দিয়ে শিক্ষকদের ক্লাসের সংখ্যা কমানো (৩০% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, ৫০% মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ ও ৩৭.৫০% শিক্ষক এর অভিমত)।

৮. শিক্ষকদের ভালো কাজের মূল্যায়ন ও পুরস্কৃত করা (৪০% মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ ও ৪০% শিক্ষক এর অভিমত)।

৯. সঙ্গীত, শারীরিক শিক্ষা এবং চারু ও কারু বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ (২.৫০% শিক্ষক এর অভিমত)।

১০. বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো যথা প্রয়োজনীয় প্রসারিত শ্রেণীকক্ষ, খেলার মাঠ, শৌচাগার, বেঞ্চ, ফ্যানসহ পানীয় জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা (২৭.৫০% অভিভাবক এর অভিমত)।

১১. শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় টিফিনের ব্যবস্থা করা (৬.২৫% শিক্ষক এর অভিমত)।

৭.৬.১২ অন্যান্য

১. শিশুকে পরিপূর্ণ নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব সরকার, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন, সমাজ, পরিবার, বিদ্যালয়সহ সকলের। সামগ্রিকভাবে সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে নৈতিক উন্নয়ন সাধিত হলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষার সুফলও অর্জিত হবে। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের স্ব স্ব দায়িত্ব পালন এবং পরিবার, সমাজ, প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নৈতিকতার অনুশীলন যাতে বিদ্যালয় থেকে শেখা নৈতিকতা নিয়ে শিশুদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব তৈরি না হয় (২০% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ এর অভিমত)।

২. নৈতিক শিক্ষা প্রদান প্রক্রিয়াটিকে বিচ্ছিন্ন আরো কিছু বিষয় পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। সেক্ষেত্রে শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় জড়িত শিক্ষকসহ প্রশাসনের সকল স্তরের ওনারশীপ প্রয়োজন। এর জন্য তাদের পেশাগত অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করতে হবে যাতে তারা সকলেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখে নিজেকে নিবেদন করতে পারে (৩.৩৩% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ এর অভিমত)।

৩. পাঠের বিষয়বস্তু বাছাই ও উপস্থাপনে নৈতিক শিক্ষা তুলে ধরার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আছে যা সমীচীন নয় (৬.৬৭% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ এর অভিমত)।

৪. ধর্মীয় নৈতিকতা, দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধ অথবা সমাজে বিরাজমান নৈতিকতার বিপরীত কোন বিষয় পাঠের অন্তর্ভুক্তকরণে এক ধরনের অঘোষিত চাপ বা বাধ্যবাধকতা থাকে বলে পরিলক্ষিত। বিষয়গুলি শিশুর স্বাভাবিক জ্ঞান বিকাশের ধারায় যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত থাকা উচিত নয় (৩.৩৩% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ এর অভিমত)।

৫. সংশ্লিষ্ট কার্যাবলিসমূহ যেন শুধু কাগজে কলমে না হয়ে নিয়মিত বাস্তবায়িত হয় (১২.৫০% শিক্ষক এর অভিমত)।

৬. নৈতিক শিক্ষা এমন হবে যেন শিশুর মনে নৈতিকতার ধারণাটা আসে, কিন্তু তাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া না হয় (১০% মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ এর অভিমত)।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনামূলক প্রস্তাবনা

এই অধ্যায়ে গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল, ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনামূলক প্রস্তাবনা ও গবেষণার সংশ্লেষ তুলে ধরা হয়েছে। ফলাফল বিনির্মাণে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে লব্ধ প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণাকাজে মূলত বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রান্তিক যোগ্যতা, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক থেকে প্রাপ্ত নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সংশ্লিষ্ট গবেষণা, গ্রন্থ, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ও বিভিন্ন তথ্যসম্ভার থেকে। উদ্দীষ্ট তথ্যদাতা হিসেবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, মনোতত্ত্ববিদ/মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া গবেষণার জন্য নির্বাচিত বিদ্যালয়সমূহের শিখন শেখানো প্রক্রিয়া ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করেও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। আহরিত এ সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে গবেষণার ফলাফল নিরূপণ করা হয়েছে।

বিশ্লেষণকৃত মতামত ও তথ্য থেকে দেখা যায় যে শিশুকে একজন পরিপূর্ণ নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুর এই 'নৈতিক মানব' হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক স্তরের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তথা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধানত যে সকল উপাদান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে এই গবেষণায় সেগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। চিহ্নিত বিষয়গুলি হলো: ১. প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা ২. শিক্ষাক্রম ৩. পাঠ্যপুস্তক ৪. শিখন শেখানো প্রক্রিয়া ৫. সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ৬. বিদ্যালয়ের কার্যক্রম ৭. অভিভাবক ও পরিবার ৮. সমাজ ব্যবস্থা এবং ৯. অন্যান্য। উক্ত উপাদানের আলোকে গবেষণার প্রধান ফলাফলসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া নির্বাচিত উত্তরদাতাদের প্রদত্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে যেসকল সুপারিশ পাওয়া গিয়েছে সেগুলিকে সমন্বিত করে আলাদাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৮.১ গবেষণার ফলাফল

৮.১.১ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে বিধৃত প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে বিধৃত প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা বিশ্লেষণ করে যে সকল ফলাফল পাওয়া গিয়েছে তা নিম্নরূপ:

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে **প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শিশুর নৈতিকতার বিকাশ সাধনের মধ্য দিয়ে তাদেরকে উন্নত জীবনের স্বপ্ন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।**

১. প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলির অধিকাংশ উদ্দেশ্য এবং বেশ কিছু প্রান্তিক যোগ্যতা নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত।

২. প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই সুপরিকল্পনা এবং পারস্পরিক সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত। প্রাথমিক শিক্ষার কোন উদ্দেশ্যের জন্য কোন কোন প্রান্তিক যোগ্যতা তা সুনির্দিষ্ট বা গুচ্ছবদ্ধ করা নাই।

৩. প্রাথমিক শিক্ষার ১নং উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করতে 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তায়ালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা' কথাটি ভাষাগত অর্থে সকলের জন্য প্রযোজ্য না হয়ে কেবল ইসলাম ধর্মের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য হয়েছে।

৪. প্রাথমিক শিক্ষার ২ নং উদ্দেশ্য ও ৪ নং প্রান্তিক যোগ্যতায় **'স্ব স্ব ধর্মের অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করা'**র ক্ষেত্রে স্ব স্ব ধর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে ছাড়াও পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক ও মানবিক নৈতিকতার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা হয়নি।

৫. প্রাথমিক শিক্ষার ৮ নং উদ্দেশ্য ও ১৮ নং প্রান্তিক যোগ্যতা **'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানো, ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি করা এবং দেশগঠনমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করা'** প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মাধ্যমে ছাড়াও পাশাপাশি সার্বিক অর্থে দেশপ্রেম বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

৬. প্রাথমিক শিক্ষার ৬নং উদ্দেশ্য '....অধিকার, কর্তব্য, দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা'র সাথে ৭নং উদ্দেশ্য '....গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি অনুশীলনে সহায়তা করা'র সাদৃশ্য থাকায় পরিবেশ পরিচিতির বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে জটিলতা ও পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

৭. প্রাথমিক শিক্ষার ৯নং উদ্দেশ্য ও ১৯ নং প্রান্তিক যোগ্যতার 'জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি লাভে সহায়তা করা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা' প্রসঙ্গে বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতাতেও জাতীয় ইতিহাসের পরিধি নির্ধারণ করা হয়নি। ফলে পাঠ্যপুস্তকে এ বিষয়ে কেবল চতুর্থ শ্রেণীতে এবং পরপর ৩টি অধ্যায়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে যা উক্ত শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন।

৮. প্রাথমিক শিক্ষার ১২ নং উদ্দেশ্য 'সংগীত, চারু ও কারুকলা ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যচেতনা, নান্দনিকবোধ ও বুদ্ধির বিকাশ এবং সৃজনশীলতার আনন্দ ও সৌন্দর্য উপভোগে সহায়তা করা' বিষয়ে 'বুদ্ধির বিকাশ' প্রসঙ্গটি সুস্পষ্ট নয়।

৯. প্রাথমিক শিক্ষার ১৪ নং উদ্দেশ্য 'ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচার, মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা ইত্যাদি বাঞ্ছিত নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করা' প্রসঙ্গে 'ইত্যাদি বাঞ্ছিত ......' বিষয়টির পরিসরে কী কী অন্তর্ভুক্ত হবে তা সুনির্দিষ্টকৃত নয়। বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যেও তা নির্দিষ্ট করা হয়নি।

১০. প্রাথমিক শিক্ষার ১৫ নং উদ্দেশ্য যথা 'গাণিতিক ধারণা ও দক্ষতা এবং যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা' প্রসঙ্গে 'যৌক্তিক চিন্তা' বিষয়টি সুস্পষ্ট নয়।

১১. হিন্দু ধর্ম শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতায় 'প্রতিজ্ঞা রক্ষা' ও 'দেশপ্রেম' বিষয় দুটি 'এবং' দ্বারা যুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে ফলে পাঠ্যপুস্তকের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে 'প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও দেশপ্রেম' শিরোনামে এবং সেখানে শুধু এই দুটি বিষয়ের সমন্বিত ঘটনার বিষয়বস্তুকেই উপস্থাপন করা হয়েছে।

১২. প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় মোট ৩১টি নৈতিকতার বিষয় রয়েছে।

১৩. প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় মোট ৪০টি নৈতিকতার বিষয় রয়েছে।

৮.১.২ শিক্ষাক্রম বিশ্লেষণ ও উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের ফলাফল

১. শিক্ষাক্রম বিশ্লেষণ করে এবং শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত এ সম্পর্কিত অভিমতের আলোকে বলা যায় যে শিক্ষাক্রমে নৈতিকতার বিষয়সমূহ ব্যাপকভাবে বিধৃত আছে। তবে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন বিষয়ের নৈতিক বিষয়বস্তুর উল্লম্ব (Vertical) ও আনুভূমিক (Horizontal) বিন্যাসের ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিধৃতির মধ্যে ধারাবাহিকতা ও সমন্বয় নাই। অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুসমূহ সুপরিকল্পিত, সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও সুবিন্যস্ত নয়।

২. প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা বিশ্লেষণ করে এবং শিক্ষাক্রমে বিধৃত বিভিন্ন বিষয়ের শ্রেণীভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই পারস্পরিক সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। বিষয়গুলি সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট নয়।

৩. অনেক ক্ষেত্রেই প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার পরিসরের তুলনায় বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার পরিসর বেশি। বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার পরিসরের তুলনায় শ্রেণীভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু বেশি ও ব্যাপক এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূলভাব ভিন্ন।

৪. প্রাথমিক শিক্ষার কোন উদ্দেশ্যের জন্য কোন কোন প্রান্তিক যোগ্যতা বা সেগুলির কোনটি কোন পাঠ্য বিষয়ের জন্য তা সুনির্দিষ্ট বা গুচ্ছবদ্ধ করা নাই। অথবা বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতার জন্য শ্রেণীভিত্তিক কোন কোন প্রান্তিক যোগ্যতা, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা বা বিষয়বস্তু তা সুনির্দিষ্ট করা বা গুচ্ছবদ্ধ করা নাই। ফলে বেশ কিছু উদ্দেশ্য, প্রান্তিক যোগ্যতা বা বিষয়বস্তু একাধিক বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং সেভাবেই পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নির্বাচিত ও উপস্থাপিত হয়েছে। ফলে অনেক বেশি পরিমান পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. প্রাথমিক শিক্ষার বেশ কিছু উদ্দেশ্য থেকে প্রান্তিক যোগ্যতা অর্থগতভাবে কিছুটা দূরে সরে গিয়েছে। আবার প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা অথবা শ্রেণীভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও বিষয়বস্তু অর্থগতভাবে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে গিয়েছে। এভাবেই পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে পূর্বক্ত বিষয়সমূহের অর্থগত দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

৬. প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা ও বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে কিছু ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা সামঞ্জস্যহীন।

৭. শিক্ষাক্রমের বিধৃতিতে অধিকাংশ বিষয়ের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর/পাঠের আধিক্য রয়েছে।

৮. শিক্ষাক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে বাংলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতায় নৈতিকতা সম্পর্কিত বিধৃতি অত্যন্ত সীমিত।

৯. শিক্ষাক্রমের বিধৃতিতে বাংলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে পারস্পরিক অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

১০. শিক্ষাক্রমে ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের জন্য নৈতিকতা সম্পর্কিত কোনরূপ বিধৃতি নাই।

১১. শিক্ষাক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির কোন নির্দেশনা নাই। তবে শিখন শেখানো কার্যাবলির পরিকল্পিত কাজ হিসেবে বেশ বিছু সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির উল্লেখ রয়েছে।

১২. শিক্ষকগণ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পর শিক্ষকদের কাছে শিক্ষক নির্দেশিকা প্রেরণ করা হয়নি।

১৩. বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক বিধৃতিসমূহ সম্পর্কে অধিকাংশ শিক্ষকই মোটামুটি অবহিত। এ সম্পর্কে ২.৫০ শতাংশ অভিভাবক কিছুটা অবহিত। শিক্ষাক্রমের নির্দেশনাসমূহ সম্পর্কে অবহিত শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা ৩০ জনের মতে সেগুলি যথাযথ, শতকরা ৪০ জনের মতে মোটামুটি, শতকরা ১১.২৫ জনের মতে কিছুটা যথাযথ ও শতকরা ১২.৫০ জনের মতে যথার্থ নয়। এ সম্পর্কে অবহিত অভিভাবকদের মত অনুযায়ী সেগুলি মোটমুটি যথার্থ।

১৪. অধিকাংশ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণ বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রমের প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক বিধৃতিসমূহ সংশোধন/পরিমার্জনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন।

৮.১.৩ পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ ও উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের ফলাফল

১. পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ এবং শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ও অভিবাবকগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিমতের আলোকে বলা যায় যে প্রাথমিক স্তরের অধিকাংশ পাঠ্যবিষয়ে নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয়বস্তু ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়বস্তুর শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক উল্লম্ব ও আনুভূমিক বিন্যাস সুপরিকল্পিত, সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়। অধিকাংশ বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় ধারাবাহিকতা ও সমন্বয় নাই।

২. পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ এবং শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিমত অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকসমূহের বেশ কিছু বিষয়বস্তুতে উল্লম্ব ও আনুভূমিক উভয় বিন্যাসেই পুনরাবৃত্তির মাত্রা অধিক।

৩. পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ এবং শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিমত অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকসমূহের বেশ কিছু বিষয়বস্তুতে কাঠিন্যের মাত্রা বেশি।

৪. পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিমত অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর আধিক্য রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়গুলি বড় পরিসরে লিখিত ও কিছু বিষয় নৈতিকতার মানদণ্ডে নয় বরং বিষয়গত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে নির্বাচন করা।

৫. পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিমত অনুযায়ী বাংলা বিষয়ের নৈতিক শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাৎক্ষনিক আদেশ, উপদেশ, হিতোপদেশ শেখানোর তথ্যে ভারাক্রান্ত, নির্মল আনন্দহীন, প্রয়োগের সুযোগ কম।

Dhaka University Institutional Repository

৬. পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে বাংলা বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে **'মামার বাড়ির পিঠা'** এবং চতুর্থ শ্রেণীতে **'শীতের পিঠেপুলি'** গল্প দু'টি সমার্থক।

৭. পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ইংরেজি বিষয়ে নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় অত্যন্ত সীমিত।

৮. পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে গাণিতিক সমস্যাসমূহতে নৈতিক চেতনার প্রতিফলন অত্যন্ত সীমিত।

৯. পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ভাষাগত দক্ষতা অর্জন নৈতিকতা শেখানোর মধ্য দিয়ে সম্ভব। গণিত বিষয়ে গাণিতিক সমস্যা ও বিষয় নির্বাচন নৈতিক শিক্ষার আলোকে করা যায়।

১০. চতুর্থ শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিষয় পরপর ৩টি বড় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে যাতে কাঠিন্যের মাত্রাও অনেক বেশি।

১১. চতুর্থ শ্রেণীর হিন্দু ধর্ম শিক্ষা বইয়ে **'সত্যের জয়'** এবং পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে **'জল পরী ও কাঠুরের গল্প'** শিরোনামের গল্প ২টি একই।

১২. তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণীর হিন্দুধর্ম বইয়ে ২টি নীতি উপদেশমূলক গল্পের শিক্ষায় নৈতিকতার বিপরীত বিষয় রয়েছে।

১৩. পাঠ্যবইয়ের শেষের উপদেশগুলির মধ্যে বেশ কিছু উপদেশ শিশুদের জন্য কঠিন ও বিমূর্ত বলে প্রতীয়মান। এছাড়া পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

১৪. পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণীর সকল বিষয়ের বিষয়বস্তুতে মোট ৬৮টি নৈতিকতার বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে।

– প্রথম শ্রেণীর সকল বিষয়ের বিষয়বস্তুতে মোট ১২টি নৈতিকতার বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল বিষয়ের বিষয়বস্তুতে মোট ৩৩টি, তৃতীয় শ্রেণীর সকল বিষয়ের বিষয়বস্তুতে মোট ৫৬টি, চতুর্থ শ্রেণীর সকল বিষয়ের বিষয়বস্তুতে মোট ৫৮টি এবং পঞ্চম শ্রেণীর সকল বিষয়ের বিষয়বস্তুতে মোট ৬৮টি নৈতিকতার বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত উপস্থাপিত নৈতিকতার বিষয়ের সংখ্যা প্রতি শ্রেণীতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

– প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের বিষয়বস্তুতে মোট ৫৪টি নৈতিকতার বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। সকল শ্রেণীর ইংরেজি বিষয়ের বিষয়বস্তুতে মোট ১৯টি, গণিত বিষয়ের বিষয়বস্তুতে মোট ১০টি, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বিষয়ের বিষয়বস্তুতে মোট ৪৭টি, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান বিষয়ের বিষয়বস্তুতে মোট ৬টি, ইসলাম ধর্ম বিষয়ের বিষয়বস্তুতে মোট ৫৪টি, হিন্দু ধর্ম বিষয়ের বিষয়বস্তুতে মোট ৪৬টি, বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ের বিষয়বস্তুতে মোট ৪২টি এবং খ্রিষ্ট ধর্ম বিষয়ের বিষয়বস্তুতে মোট ৪৩টি নৈতিকতার বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলা ও ইসলাম ধর্ম বিষয়ের বিষয়বস্তুতে সর্বাধিক সংখ্যক এবং পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান বিষয়ে সব থেকে কম সংখ্যক নৈতিকতার বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। (উপর্যুক্ত তথ্যের শ্রেণী, বিষয় ও বিষয়বস্তুভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণ গবেষণার চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিন্যস্ত রয়েছে)।

১৫. পাঠ্যপুস্তকসমূহে নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ যেভাবে আছে সে সম্পর্কে শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা ২৫ জনের মতে যথার্থ, শতকরা ৪৫ জনের মতে মোটামুটি, শতকরা ১৩.৭৫ জন মনে করেন কিছুটা যথার্থ এবং শতকরা ১৬.২৫ জন যথার্থ নয় বলে মনে করেন।

১৬. প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের নৈতিকতার পাঠ সম্পর্কে অভিভাবকদের মধ্যে ৩৫ শতাংশ অবহিত, ২০ শতাংশ মোটমুটি অবহিত ও ৪৫ শতাংশ অবহিত নন। অবহিত অভিভাবকদের মধ্যে ৫৬.৮২ শতাংশের মতে উক্ত পাঠসমূহ যথার্থ, ৩৪.০৯ শতাংশের মতে মোটামুটি এবং ৯.০৯ শতাংশের মতে কিছুটা যথার্থ।

১৭. তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক শিক্ষা চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা গড়ে ৩.৯৯ ভাগ (২৬.৬০%) এবং চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক শিক্ষা পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা গড়ে ৪.৭৫ ভাগ (৪৩.১৮%) অনুধাবন করতে বা মনে রাখতে পেরেছে।

১৮. উত্তরদাতা শিক্ষকদের মধ্য থেকে অর্ধেক শিক্ষকের মতে নৈতিক শিক্ষা স্বতন্ত্র পাঠ্য হিসেবে এবং বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

৮.১.৪ শিখন শেখানো প্রক্রিয়া: পাঠদান পর্যবেক্ষণ ও উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের ফলাফল

১. পাঠদান পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠের বিষয়বস্তুর মূলভাব/মর্মার্থ উপস্থাপনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথেষ্ট দুর্বলতা আছে।

২. পাঠদান পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় অধিকাংশ বিদ্যালয়েই নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠদানের জন্য কোন বিশেষ উপকরণ ব্যবহৃত হয় না। সামান্য কিছু পাঠে ছোট্ট আকৃতির উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নৈতিক শিক্ষা প্রদানে সহায়তার জন্য শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শিক্ষকদের মতে নৈতিকতা শিক্ষাদানে যে সকল শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজন সেগুলি হলো-নৈতিক শিক্ষা সহায়ক খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, পত্রিকা, সিডি প্লেয়ার, টেপরেকর্ডার, ডিভিডি, ফটোগ্রাফ, মাল্টিমিডিয়া, ওভার হেড প্রজেক্টর, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, সাউন্ডবক্স ও লাউডস্পীকার।

৩. অর্ধশতাংশ শিক্ষকের মতে শিক্ষার্থীদেরকে যে সকল নৈতিক শিক্ষা/হিতোপদেশ প্রদান করা হয় শিক্ষকগণের আচরণে বহুলাংশে তার প্রতিফলন প্রস্ফুটিত হয়।

৪. ১৩.৩৩% শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদদের মতে শিক্ষকদের আচরণ, কার্যাবলি, শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ ও দক্ষতায় অনেক ক্ষেত্রে অভাব আছে এবং অনুকরণীয় (মডেল) শিক্ষকের সংখ্যা সীমিত।

৫. অধিকাংশ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণের মতে নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রশিক্ষনটি সি.ইন.এড/সমমানের প্রশিক্ষণের সিলেবাস/বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বা আলাদাভাবে স্বল্প সময়ের জন্যও হতে পারে। প্রচলিত অন্য প্রশিক্ষণে এই বিষয়টি সমন্বিত করা এবং শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

৬. পাঠদান পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় যেহেতু নৈতিকতা শিক্ষার আলাদা কোন বিষয় বা ব্যবস্থাপনা নাই কাজেই নিয়মিত সাধারণ শিখন শেখানো কার্যক্রমের অংশ হিসেবেই নৈতিকতা বিষয়ের পাঠদান অনুষ্ঠিত হয়। শ্রেণীকক্ষের এক চতুর্থাংশ পাঠদানে নৈতিকতার বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট করে উদাহরণ সহযোগে শিক্ষার্থীদের বোঝানো হয়। কিন্তু অধিকাংশ পাঠ সাধারণভাবে আলোচিত হয়, নৈতিকতার বিষয়গুলিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয় না। শ্রেণীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা মোটামুটি একাত্ম হতে পারে। এক চতুর্থাংশ পাঠে সম্পূর্ণ একাত্ম হতে পারে এবং কিছু পাঠে সামান্য একাত্ম হতে পারে।

৭. উত্তরদাতা শতভাগ শিক্ষক জানিয়েছেন বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার্থীদের আচরণ মূল্যায়ন করা হয়। অধিকাংশ শিক্ষকের মতে আনুষ্ঠানিকভাবে নম্বর প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আচরণ মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। এ প্রসঙ্গে শতকরা ৫২.৫০ জন শিক্ষক মনে করেন শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য পুরস্কার বা অবনতিতে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। শতকরা ৪৭.৫০ জন শিক্ষকের মতে তার প্রয়োজন নাই।

৮. উত্তরদাতা শতভাগ শিক্ষার্থীই মনে করে তারা বিদ্যালয় থেকে নৈতিক শিক্ষা পেয়ে থাকে। তারা মনে করে তাদের নৈতিক শিক্ষার উৎস পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক। তবে ৯৮.৭৫ ভাগ শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের পাশাপাশি পরিবারকেও নৈতিক শিক্ষার উৎস বলে মনে করে।

৯. উত্তরদাতা শতভাগ শিক্ষার্থীর মত অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের নৈতিক বিষয় পড়তে বা আলোচনা শুনতে তাদের খুব ভালো লাগে। তাদের মতে পাঠ্যবই থেকে শেখা নৈতিক উপদেশ তাদের দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার বা সুন্দর জীবন যাপনে সাহায্য করে থাকে।

১০. নৈতিকতা বিষয়ে শিক্ষার্থীরদের মানসিক অবস্থান যাচাইমূলক প্রশ্নের উত্তর থেকে জানা যায় যে প্রাথমিক স্তরের ৯৯.৩৭ শতাংশ শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ স্তরের নৈতিক মানসিকতা লালন করে এবং কেউই নৈতিকতা বিবর্জিত কাজ করার মানসিকতা পোষণ করে না।

Dhaka University Institutional Repository

৮.১.৫ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি: শিক্ষাক্রম, বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ ও উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের ফলাফল

১. বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় অধিকাংশ বিদ্যালয়ে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি যেমন: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া, বক্তৃতা, আলোচনা, কখনো কখনো শিখণীয় নাটক/অভিনয় মঞ্চস্থ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। অনেক বিদ্যালয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে কার্যক্রম আয়োজন, পরিবেশ দিবসে র‍্যালি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপন/তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। সঙ্গীত, আবৃত্তি, চারু ও কারুকলা এবং চিত্রাঙ্কন ব্যতিত অধিকাংশ বিদ্যালয়েই উক্ত বিষয়গুলি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় না। অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকায় বেশ কিছু বিদ্যালয়ে পিটি, শরীরচর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক বিকাশের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

২. শিক্ষকদের প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় অধিকাংশ বিদ্যালয়ে কাব গঠিত আছে। তবে তার কার্যক্রম নিয়মিত নয়। কিছু বিদ্যালয়ে কাব দলে মেয়েরা অন্তর্ভুক্ত আছে। কোন বিদ্যালয়েই হলদে পাখির দল নাই।

৩. বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায়, অধিকাংশ বিদ্যালয়ে দৈনিক সমাবেশে জাতীয় সঙ্গীতসহ ধর্মগ্রন্থ ও শপথ বাক্য পাঠ করা হয়। কোন কোন বিদ্যালয়ে নৈতিক উপদেশবাণী পাঠ করা হয়। অনেক বিদ্যালয়েই দৈনিক সমাবেশ নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় না।

৪. শিক্ষাক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে শিক্ষাক্রমে শিখন শেখানো কার্যাবলির পরিকল্পিত কাজে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য আলাদাভাবে বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে নৈতিকতার বিষয় রয়েছে ২৬টি। শিক্ষাক্রমে যে সকল পরিকল্পিত কাজের নির্দেশনা আছে তার মধ্যে রয়েছে-শিক্ষামূলক খেলা, গান, সম্প্রীতিমূলক গান, আবৃত্তি, অভিনয়, রোলপ্লে, বিতর্ক অনুষ্ঠান, পাঠ্যবই ও সমমানের অন্যান্য শিশুতোষ বই পড়া, চিত্রাঙ্কন, শিক্ষা ভ্রমন, বৃক্ষ রোপণ/বাগান করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, পরিবেশ দূষণ রোধে ও সংস্কারে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, প্রতিবেশীর কাজে সহযোগিতা, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সহপাঠীকে আমন্ত্রণ ও অংশগ্রহণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিবস পালন, র‍্যালি, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ শোনা, পাঠ সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও চার্ট তৈরি, রং করা, মডেল সংগ্রহ, বাঁশি তৈরি, ছাগলের খামার পর্যবেক্ষণ, নাতে রাসূল গাওয়া, মন্দির বা তীর্থ পর্যবেক্ষণ, গল্প শোনানো।

৫. বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় বিদ্যালয়ের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি শ্রেণী বা বিষয়ভিত্তিক নয়, সামগ্রিক ভাবে সবার জন্য। শিক্ষাক্রমের শিখন শেখানো কার্যাবলির পরিকল্পিত কাজের অন্তর্গত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির অধিকাংশই বিদ্যালয়ে অনুশীলন করা হয়। তবে এর মধ্যে অধিকংশই নিয়মিতভাবে হয় না। কোনটি মাঝে মধ্যে, কোনটি কখনো কখনো অনুশীলন করা হয়।

৬. বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় প্রায় কোন বিদ্যালয়েই লাইব্রেরির জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ বরাদ্দ নাই। তবে অধিকাংশ বিদ্যালয়েই শিক্ষকদের কক্ষে আলমারীতে সংরক্ষিত সম্পূরক পঠন সামগ্রী আছে (এস আর এম) যা বাড়িতে নিয়ে পড়ার জন্য কখনো কখনো শিক্ষার্থীদেরকে ধার দেওয়া হয় বা শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পড়ে শোনান। বইগুলির মধ্যে রয়েছে মনীষীদের জীবনী, ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি অথবা গল্প সংকলন যার মধ্যে নৈতিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের গল্প আছে। উক্ত গ্রন্থ ২৭.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী নিয়মিত পাঠ করে, ৪৭.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী মাঝেমধ্যে পাঠ করে, ৫ শতাংশ খুব কম এবং ১৩.৮ শতাংশ শিক্ষার্থী পাঠ করে না।

৭. বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় অধিকাংশ বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন। কিছু বিদ্যালয়ে গাছ লাগানো/বাগান করা হয় এবং সৌন্দর্য রক্ষায় দেয়ালচিত্র ও ছবি/পোস্টার রয়েছে।

৮.১.৬ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম: বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ ও উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের ফলাফল

১. উত্তরদাতা শতকরা ৬.৬৭ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণের মতে শিক্ষক সংকট, জনবল সংকট, সুযোগ সুবিধা কম বিধায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন।

২. উত্তরদাতা শতকরা ৩১.২৫ জন শিক্ষকের মত অনুযায়ী নৈতিক শিক্ষা প্রদান প্রক্রিয়া বা শিক্ষকের নৈতিক কাজে (যেমন: পরীক্ষায় নম্বর প্রদানে সততা, বিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া ইত্যাদি) কোন কোন বিদ্যালয়ে বাধাবিঘ্ন আছে। উক্ত শিক্ষকদের মত অনুযায়ী সেগুলি হলো-ভর্তির সময় স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চাপ প্রয়োগ এবং স্বজন-প্রীতি, উত্তীর্ণ না হলেও প্রমোশনের চেষ্টা করা, পরীক্ষায় উপস্থিত না হয়েও পরবর্তীতে পূর্বের প্রশ্নপত্রেই পরীক্ষাগ্রহণে চাপ প্রয়োগ, প্রাইভেট পড়লে সেই শিক্ষক তাকে বেশি নম্বর দেন আর প্রাইভেট না পড়লে কম নম্বর দেন, কোন কোন শিক্ষক পাঠদানে উদাসীন ও দায়িত্বহীন, গরিব অভিভাবকদের সন্তানদের ভর্তি করানোর প্রতি অনীহা ও অসহযোগিতা।

Dhaka University Institutional Repository

৩. অধিকাংশ শিক্ষক ও অভিভাবকের মতে বিদ্যালয়ে যে সকল নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম অনুশীলন করা হয় সেগুলি সন্তোষজনক। অভিভাবকদের সন্তোষের প্রধান কারণগুলি হলো--পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, উন্নত আচার ব্যবহার/আদব-কায়দা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা/ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা, নিয়মানুবর্তিতা/নিয়মনিষ্ঠার শিক্ষা প্রদান।

৮.১.৭ অভিভাবক ও পরিবার: উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের ফলাফল

১. কিছু সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদের অভিমত অনুযায়ী শিশুর নৈতিক শিক্ষায় অভিভাবক ও পারিবারিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা ও পরিবারের সকলের নৈতিকতা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৮.১.৮ সমাজ ব্যবস্থা: উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের ফলাফল

১. কিছু সংখ্যক শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদদের অভিমত অনুযায়ী বিদ্যমান সামাজিক নৈতিকতা বিবর্জিত বিষয়ের প্রভাব পরিবার, শিক্ষা প্রশাসন, বিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষকের উপর পড়েছে। ফলে শিশু তার শেখা নৈতিক জ্ঞান নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে।

২. কিছু সংখ্যক শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদদের অভিমত অনুযায়ী সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক বা বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যর্থতা বা নৈতিকতা বিবর্জিত বিষয় সমাধানের সরল উপায় হিসেবে শিশুর শিক্ষায় সেই সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে সমাধানের পথ খোঁজা হচ্ছে। এতে শিশুকে বরং নৈতিকতার বিপরীত ধারণাই দেওয়া হচ্ছে এবং তার স্বাভাবিক জ্ঞানের বিষয়ের অনুশীলন বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে।

৮.১.৯ সম্পুরক আরো কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের ফলাফল

১. শতকরা ৪৬.৬৭ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণের মতে নৈতিক শিক্ষা যথাযথভাবে এবং সঠিক মাত্রায় প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্ব পায়নি। অধিকাংশ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, অভিভাবক ও মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদের অভিমত অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তা আছে।

২. শতকরা ৩৩.৩৩ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদগণের মতে নৈতিক শিক্ষা তত্ত্ব, পুঁথি ও মুখস্ত নির্ভর, কার্যক্রমভিত্তিক ও প্রয়োগশীল নয়। এ বিষয়ে অধিকাংশ শিক্ষক ও অভিভাবকের মতে বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করছে।

৩. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদেরকে কোন কোন নৈতিকতা চর্চা করানো উচিত সে সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ, মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ, শিক্ষক ও অভিভাবকগণের অধিকাংশই এই গবেষণার জন্য নির্বাচিত ৭০টি নৈতিক বিষয়কে সুপারিশ করেছেন।

৪. শতকরা ১৬ জন শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ ও শতকরা ৭০ জন মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ এর মতে মাদকাসক্তি, ধূমপান, ইভটিজিং জাতীয় অনৈতিক কাজ রোধে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীসহ সকলের সাথে ভালো/শ্রদ্ধাশীল ব্যবহার করার প্রেষণা সৃষ্টিতে এবং সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠনে বিদ্যালয়ে কাউন্সিলর নিয়োগের প্রয়োজন আছে। ৩৬.৬৭ শতাংশ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ মনে করেন শিক্ষকদেরকে প্রয়োজনীয় সুযোগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করলে তারাও কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। তবে ২০ শতাংশ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ মনে করেন উপর্যুক্ত বিষয়ে এই স্তরের শিশুদের জন্য আলাদাভাবে কিছু করার প্রয়োজন নাই। নৈতিকতা শেখাতে পারলে বিষয়গুলি স্বাভাবিক ভাবেই এসে যাবে। ১০ শতাংশ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ মনে করেন আলাদাভাবে শেখালে বরং এই বিষয়ে শিশুর মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ৩০ শতাংশ মনে করেন যে সকল শিশুর মধ্যে সমস্যাগুলি পরিলক্ষিত হয় সেক্ষেত্রে কাউন্সেলিং প্রয়োজন।

৫. শতকরা ৮০ জন মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদের মতামত অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মেধা, মানসিক স্থিরতা/প্রশান্তি, মনোযোগ ও দায়িত্বসমূহ পালনে দক্ষতা বৃদ্ধি তথা চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনে বিদ্যালয়ের পড়াশুনার পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য মেডিটেশন চর্চা করার বিষয়টি বিদ্যালয়ের সিলেবাস ও দৈনিক রুটিনের অংশ করা এবং নিয়মিত অনুশীলন করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

Dhaka University Institutional Repository

৮.১.১০ শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিখন শেখানো প্রক্রিয়া, সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি, বিদ্যালয়ের কার্যক্রম, মূল্যায়ন, অভিভাবক ও পরিবার এবং শিক্ষা প্রশাসন সম্পর্কে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ

এই গবেষণায় নির্বাচিত উত্তরদাতাগণ শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয়ের অনুশীলন সম্পর্কে যে সকল অভিমত প্রদান করেছেন সেগুলি বিশ্লেষণে বেশ কিছু সুপারিশ পাওয়া যায়। উক্ত সুপারিশসমূহকে ৮টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে নিচে উপস্থাপন করা হয়েছে:

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে উত্তরদাতাদের সুপারিশসমূহ

১. প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত নৈতিকতার বিষয়সমূহ নির্বাচন করে সুপরিকল্পনার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে ধারাবাহিক ক্রম অনুসারে সহজ থেকে কঠিনের দিকে বিষয় ও শ্রেণীতে সমন্বয় করে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে সেগুলি বিন্যাস করা প্রয়োজন। বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যেন নৈতিক শিক্ষার মূল বার্তাটি শিশুরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারে।

২. শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পরিমার্জনে এবং লেখক নির্বাচনে, লেখা বা বিষয় নির্বাচনে সচেতনতা ও সুপরিকল্পিতভাবে সমন্বয় থাকাটা জরুরি।

৩. শিক্ষাক্রমে নৈতিকতা সম্পর্কিত নির্দেশনা থাকা ও নির্দেশনাসমূহ সুস্পষ্ট হওয়া উচিত। সে অনুযায়ী শিক্ষক নির্দেশিকা থাকা প্রয়োজন। শিক্ষক নির্দেশিকা শিক্ষকের কাছে খুব দ্রুত পৌঁছানো উচিত।

৪. যুগের প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে হবে। শিক্ষাক্রমের পরীক্ষামূলক সংস্করণ দীর্ঘস্থায়ী হওয়া উচিত নয়।

৫. নৈতিক আদর্শের কার্যাবলি ও বাণী সম্বলিত মহৎ মানুষ, যারা জীবনযাপনে সফল তাঁদের জীবনী অন্তর্ভুক্তকরণ, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মানবোধ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত।

৬. পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তু উপস্থাপন শেষে নৈতিক শিক্ষা সর্ম্পকিত শিখনফলগুলি তুলে ধরা উচিত যাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বুঝতে পারে শিখনের কোন দিকটিতে জোর দিতে হবে।

৭. নৈতিক শিক্ষা স্বতন্ত্র পাঠ্য হিসেবে এবং বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। গল্পের মাধ্যমে সহজবোধ্যভাবে নৈতিকতা শেখানো উচিত। নৈতিকতার সুফল ও নৈতিকতার বিপরীত বিষয়ের কুফল উপলব্ধি করতে পারে এমন কাহিনী, গল্প, কবিতা ও ছড়া অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন ওয়ার্কবুক থাকতে পারে।

৮. প্রাথমিক স্তরে প্রতি শ্রেণীর জন্য ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিরোনামে একটি আলাদা বই করা এবং নৈতিকতার বিষয়গুলিকে ব্যক্তিগত, সামাজিক, প্রাকৃতিক বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে সমন্বিত করা যেতে পারে।

৯. নীতিশিক্ষামূলক গ্রন্থে পাঠ সহায়ক আকর্ষণীয় ছবি সন্নিবেশিত করা উচিত। পাঠ্যপুস্তকের ঘটনা প্রবাহ, চরিত্র ও বিষয়সমূহ যদি নাগরিক, লিঙ্গ, শ্রেণী ইত্যাদি নৈতিকভাবে প্রতিফলিত করে তবে শিশু স্বয়ংক্রিয়ভাবে নৈতিকতায় উদ্দীপিত হবে।

১০. পাঠ্যপুস্তক রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা প্রয়োজন। ভুল বা বিকৃত ইতিহাস ও নৈতিকতা বিবর্জিত কাজে বা চিন্তায় উৎসাহ সৃষ্টি হতে পারে এমন পাঠ বর্জন করে সঠিক তথ্য এবং প্রমাণসহ থাকা উচিত।

১১. নৈতিক শিক্ষা মুখস্ত করার বিষয় নয়। পাঠ্যবিষয়টি যেন শুধু মুখস্ত নির্ভর না হয়ে উপলব্ধির স্তরে পৌঁছায় সেদিকে খেয়াল রাখা, তাত্ত্বিকতার পরিবর্তে বাস্তবতার আলোকে বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে দেশীয় সমাজ, সংস্কৃতিতে যেন প্রয়োগশীল ও সাযুজ্যপূর্ণ হয়। নৈতিক শিক্ষাকে দৈনন্দিন চর্চায় পরিণত করতে হবে।

১২. বাংলাদেশের শিক্ষার ২টি প্রধান ধারা সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা, এই উভয় ধারার শিক্ষাক্রমেই পরিবর্তন আনতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযুগি করা এবং সাধারণ শিক্ষায় ধর্মীয় বিষয় আরো বেশি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

১৩. ধর্ম বিষয়ে অপর ধর্মের সাথে তুলনার দিকটি পরিমার্জন করা প্রয়োজন, বিজ্ঞানের সাথে যেন সাংঘষিক না হয় এবং নৈতিকতার দিকে জোর দেওয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. 'নৈতিক শিক্ষা শুধু ধর্মীয় নৈতিকতা দ্বারা অর্জিত হয়'–শিক্ষাক্রম প্রণেতাদেরকে এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে বৃহৎ পরিসরে বিবেচনা করতে হবে।

১৫. ইংরেজি বিষয়ের জন্য শিক্ষাক্রমে ভাষাগত দক্ষতার মধ্য দিয়েই নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশনা প্রয়োজন এবং গণিত বিষয়ে গাণিতিক সমস্যা ও বিষয় নির্বাচন নৈতিক শিক্ষার বিবেচনায় করা সম্ভব।

১৬. পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, বিজ্ঞান ও ধর্মসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর অংশ বিশেষের পুনরাবৃত্তির মাত্রা কমিয়ে আনা ও বিষয়বস্তুর আধিক্য হ্রাস করা উচিত। কিছু কিছু বিষয়বস্তুর কাঠিন্যের মাত্রা হ্রাস করা প্রয়োজন।

১৭. যে সকল বিষয়ের পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন সেক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা এমন হবে যেন বিষয়ের আনুভূমিক (Horizontal) ও উল্লম্ব (Vertical) বিন্যাসে ধারাবাহিকতার ক্রমান্বয়ের সংযোগ থাকে। সহজ থেকে কঠিন, ছোট থেকে বড় পরিসর ও বিভিন্ন শ্রেণী ও বিষয়ের সমন্বয় থাকা বাঞ্ছনীয়।

১৮. নৈতিকতার বিষয়গুলিকে দৃষ্টিভঙ্গিগত দক্ষতার (Affective) ভিত্তিতে স্তর করার মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলা বিধান ও পুনরাবৃত্তি রোধ করা যায়।

১৯. শরীরচর্চা, চারু ও কারুকলা এবং সঙ্গীত বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক থাকা প্রয়োজন।

২০. প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষা ফলপ্রসূ করতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকেও তার ধারাবাহিকতা থাকতে হবে।

২১. সামাজিক ব্যর্থতার বিষয়গুলির দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য শিশুকে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমেও নৈতিকতা শেখানো যেতে পারে।

২২. নৈতিকতার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনভাবেই পূর্ব নির্ধারিত কোন বিষয়বস্তু চাপিয়ে না দিয়ে বরং শিশুর শিক্ষার প্রয়োজনে স্বাভাবিক জ্ঞানের ধারায় যে বিষয়বস্তুগুলি আসবে তাকেই নির্বাচন করা উচিত। শিক্ষাক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ২টি দিক সুনিশ্চিত করতে হবে। একটি হল বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, অপরটি নৈতিকতা। অর্থাৎ শিশুকে বিষয়ের তথ্য ও তত্ত্ব দ্বারা জ্ঞানী মানুষ হিসেবে তৈরি করা এবং পাশাপাশি সেই মানুষটি যেন একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে–এই ২টি বিষয়কে সমন্বয় করে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হবে।

শিখন শেখানো প্রক্রিয়া সম্পর্কে উত্তরদাতাদের সুপারিশসমূহ

১. প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষার প্রক্রিয়ায় শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। শিক্ষককে নিষ্ঠা, দক্ষতা ও সুন্দর ব্যবহারের সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিক্ষকের শেখানো উপদেশবাণী তার আচরণে প্রতিফলিত হবে। তাঁকে নৈতিকতার অনুশীলনে অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষক নিজেই তাঁর জীবনাচারে নৈতিকতার এক মডেল হবেন, যা দেখে শিশুদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক শিক্ষালাভ হবে।

২. শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় সহায়ক উপকরণ যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ হলো– নৈতিক শিক্ষা সহায়ক খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, পত্রিকা, সিডি প্লেয়ার, টেপরেকর্ডার, ডিভিডি, ফটোগ্রাফ, মাল্টিমিডিয়া, ওভারহেড প্রজেক্টর, রেডিও, কম্পিউটার, টেলিভিশন, সাউন্ডবক্স ও লাউডস্পীকার।

৩. শিখনের স্থায়ীত্বের জন্য বিষয়বস্তু উপস্থাপন প্রয়োগশীল ও বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৪. নৈতিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, নিজেদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি তথ্য পরস্পর আদান প্রদান করতে পারে এমন আলোচনা, দলীয় কাজ ও বাড়ির কাজ অনুশীলন করানো প্রয়োজন।

৫. শিক্ষকগণ যা পড়ান/শেখাতে চান তা যেন শিশুরা ভালোভাবে বুঝতে এবং ভবিষ্যতে ধরে রাখতে পারে।

৬. শিক্ষক কোন নির্দিষ্ট ধর্মীয় ভাবধারা দ্বারা নৈতিক আদর্শ ব্যাখ্যা করবেন না।

৭. আদব ও ভালো ব্যবহার শিক্ষাদানের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

৮. শিক্ষকের সাথে কথোপকথনে নৈতিক সচেতনতামূলক উদাহরণ, গল্প, উপদেশ, পরামর্শ (যেমনঃ কোনটি ভালো/ভালো নয়, কোনটি ভালো আচরণ, মন্দ স্বভাব ইত্যাদি) থাকবে।

৯. শিক্ষক যেন শিশুদেরকে শারীরিক বা মানসিকভাবে কোনরূপ আঘাত না করেন বরং মমতাপূর্ণ ব্যবহার, আদর, স্নেহ, বন্ধুসুলভ আচরণ দ্বারা শেখান।

১০. শিক্ষকগণ সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে আসবেন, ভালো ব্যবহার করবেন, নিয়মিত পাঠদান করবেন, উপদেশ প্রদান করবেন, শিশুর আচরণ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং শিশুর আচরণের/চরিত্রের ভালো ও মন্দ দিকগুলি বুঝিয়ে দেবেন। শিক্ষক যেন শ্রেণীকক্ষে মোবাইল ফোনে কথা না বলেন।

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি সম্পর্কে উত্তরদাতাদের সুপারিশসমূহ

১. নৈতিক শিক্ষার অংশ হিসেবে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের প্রয়োজন।

২. সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য বিদ্যালয়ে সুযোগ সৃষ্টি, সহায়ক উপকরণ ও প্রয়োজনীয় অনুদানের ব্যবস্থা করা উচিত।

৩. সপ্তাহের একদিন শুধু সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির জন্য রাখা যেতে পারে।

৪. দৈনিক সমাবেশে জাতীয় সঙ্গীতসহ ধর্মগ্রন্থ থেকে মর্মবাণী ও শপথ বাক্য পাঠ এবং নৈতিক উপদেশবাণী থাকতে পারে।

৫. সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া, বক্তৃতা, আলোচনা, শিখণীয় নাটক মঞ্চস্থ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতে পারে।

৬. সহপাঠী বন্ধুদের সাথে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নৈতিক সচেতনতা জাগ্রতকরণের জন্য বিদ্যালয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়।

৭. পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে।

৮. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপন/তাৎপর্য বর্ণনা করা উচিত।

বিদ্যালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে উত্তরদাতাদের সুপারিশসমূহ

১. বছরের কোন একটি সময়কে নির্দিষ্ট করে, নৈতিকতার বিভিন্ন বিষয় নির্বাচন করে বিদ্যালয় কোন আনুষ্ঠানিক কাজ করতে পারে। এভাবে ধারাবাহিকভাবে করলে নৈতিকতার অনেক দিক এসে যাবে এবং বিষয়টি গুরুত্ব পাবে।

২. বিদ্যালয়ের নির্ধারিত কার্যক্রমগুলি ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়ন করা উচিত।

৩. সমাজের আদর্শবান ব্যক্তিদেরকে সম্মাননা প্রদান, তাঁর উপদেশ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়।

৪. নৈতিক বোধ উন্নয়নের জন্য আমন্ত্রিত বক্তার মাধ্যমে নৈতিক সচেতনতা জাগ্রত করা।

৫. নৈতিকতা শেখার জন্য রুটিনে স্বতন্ত্র ক্লাস বা সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৬. শিশুর নৈতিক শিক্ষা হতে হবে কাজের মধ্য দিয়ে, ব্যবহারিক বা প্রাত্যহিক চর্চায়।

৭. শিশুর চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনে সহায়ক নৈতিকতার বিষয়সমূহ শিশুরা যেন বিদ্যালয় থেকেই শিখতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যায়ন সম্পর্কে উত্তরদাতাদের সুপারিশসমূহ

১. নৈতিক শিক্ষা পরিমাপের নির্দেশক নির্ধারণ করে তার আলোকে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতাকে ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

২. নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা ও তার জন্য নম্বর বরাদ্দ থাকা উচিত।

৩. মূল্যায়ন ও নম্বর প্রদানে শিক্ষক যেন যথার্থভাবে সচেতন থাকেন।

৪. নৈতিকতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের আচরণ ও কাজ মূল্যায়ন করে পুরস্কৃত করা প্রয়োজন।

৫. মূল্যায়নের সময় শিশুর খেলাধুলার সময়ের আচরণ, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, পাশাপাশি আসনে বসা, শিখন সামগ্রী শেয়ার, আলোচনা বা অপরের কথা নিরবে শোনা, জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা ও মনোযোগ, মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, দায়িত্ব পালন ইত্যাদি বিবেচনা করা যেতে পারে।

অভিভাবক ও পরিবার সম্পর্কে উত্তরদাতাদের সুপারিশসমূহ

১. বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা ফলপ্রসূ করার জন্য অভিভাবকগণ নিজেরা দৈনন্দিন জীবনাচারে নৈতিকতার চর্চা করবেন, পরিবারে সহায়ক পরিবেশ সংরক্ষণ, শিশুদের আচরণ ও কাজ পর্যবেক্ষণ এবং নৈতিকতা অনুশীলনের ব্যবস্থা করবেন।

২. অভিভাবকগণ যেন নৈতিকতার বিষয়গুলি কঠোরতার মাধ্যমে শেখানোর চেষ্টা না করেন বরং মমতা, স্নেহ, আদর ও বন্ধুসুলভ আচরণ দ্বারা শেখান।

শিক্ষা প্রশাসন সম্পর্কে উত্তরদাতাদের সুপারিশসমূহ

১. শিক্ষামূলক তত্ত্বাবধান/পরিদর্শন নিয়মিতভাবে, দক্ষতা ও সততার সাথে ফলপ্রসূ করার বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা উচিত।

২. বিদ্যালয়ের কার্যক্রম ও শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা জরুরি।

৩. প্রশাসনকে তাদের দায়িত্বসমূহ পালনের ক্ষেত্রে নৈতিকতার অনুশীলনে দৃঢ় থাকতে হবে।

৪. সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষকের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে।

৫. বিদ্যালয়ের নিয়মিত কার্যাবলির বাইরে অন্যান্য বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে শিক্ষকদের ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকা উচিত।

৬. শিক্ষকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান মর্যাদাসম্পন্ন করা যাতে তাদের মধ্যে হীনমন্যতা না থাকে এবং দায়িত্ব পালনে তাঁরা প্রেষণা অনুভব করেন।

৭. প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগের মধ্য দিয়ে শিক্ষকদের ক্লাসের সংখ্যা কমানো প্রয়োজন।

৮. শিক্ষকদের ভালো কাজের মূল্যায়ন ও পুরস্কৃত করা উচিত।

৯. সঙ্গীত, শারীরিক শিক্ষা এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

১০. বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো যথা: প্রয়োজনীয়সংখ্যক প্রসারিত ও আলো বাতাসপূর্ণ শ্রেণীকক্ষ, খেলার মাঠ, শৌচাগার, বেঞ্চ, ফ্যান, পানীয় জল ইত্যাদি সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করাটা জরুরি।

১১. শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় টিফিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. শারীরিক শিক্ষা এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ক বই সরবরাহ করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রশিক্ষনটি সি.ইন.এড/সমমানের প্রশিক্ষণের সিলেবাস/বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বা আলাদাভাবে স্বল্প সময়ের জন্য হতে পারে। প্রচলিত অন্য প্রশিক্ষণে এই বিষয়টি সমন্বিত করা যায় এবং শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এই বিষটির উপর গুরুত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

১৪. শিক্ষক প্রশিক্ষণ যেন তাত্ত্বিক বা উপদেশ নির্ভর না হয় বরং কার্যক্রমভিত্তিক বা বাস্তবায়ন সহায়ক শিক্ষা পদ্ধতি ও কলাকৌশল প্রয়োগের জন্য শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষিত করতে পারে। পাঠের মূল ভাবার্থ বা 'স্পিরিট'টি কীভাবে সহজ ও সুস্পষ্ট করে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরা যায় প্রশিক্ষণটি তার ভিত্তিতে হবে। একটি সাধারণ পাঠকেও নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত করার কৌশল শেখানো প্রয়োজন।

৮.১.১১ নৈতিকতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত অতিরিক্ত কিছু সুপারিশ

১. প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ গবেষণার ভিত্তিতে করা এবং যে সকল গবেষণা আছে তাকে বিবেচনায় আনা উচিত।

২. শিশুকে পরিপূর্ণ নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব একক নয় বরং সরকার, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন, সমাজ, পরিবার, বিদ্যালয়সহ সকলের। সামগ্রিকভাবে সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে নৈতিক উন্নয়ন সাধিত হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষার সুফলও অর্জিত হবে। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের স্ব স্ব দায়িত্ব পালন এবং পরিবার, সমাজ, প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নৈতিকতার অনুশীলন যাতে বিদ্যালয় থেকে শেখা নৈতিকতা নিয়ে শিশুদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব তৈরি না হয়।

৩. পাঠের বিষয়বস্তু বাছাই ও উপস্থাপনে নৈতিক শিক্ষা তুলে ধরার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আছে যা সমীচীন নয়।

৪. ধর্মীয় নৈতিকতা, দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধ অথবা সমাজে বিরাজমান নৈতিকতা বিবর্জিত কোন বিষয় পাঠের অন্তর্ভুক্তকরণে এক ধরনের অঘোষিত চাপ বা বাধ্যবাধকতা থাকে বলে পরিলক্ষিত। বিষয়গুলি শিশুর স্বাভাবিক জ্ঞান বিকাশের ধারায় যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত থাকা উচিত নয়।

৫. নৈতিকতা মূল্যবোধের একটি ধরন। শিশুর মধ্যে সাধারণ মূল্যবোধগুলি আগে গঠন করতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারে কোন কাজটি নৈতিক অথবা নৈতিক নয়।

৬. নৈতিক শিক্ষা এমন হবে যেন শিশুর মনে নৈতিকতার ধারণাটা আসে, কিন্তু তাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া না হয়।

৭. সংশ্লিষ্ট কার্যাবলিসমূহ যেন শুধু কাগজে কলমে না হয়ে নিয়মিত বাস্তবায়িত হয়।

৮. নৈতিক শিক্ষা প্রদান প্রক্রিয়াটিকে বিচ্ছিন্ন আরো কিছু বিষয় পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় জড়িত শিক্ষকসহ প্রশাসনের সকল স্তরের একাত্মতা ও দায়বোধ প্রয়োজন। এর জন্য তাদের পেশাগত অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করতে হবে। মর্যাদা, বেতন, চাকুরির সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত করা সম্ভব হলে তা প্রণোদনা হিসেবে কাজ করবে এবং তারা সকলেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখে নিজেকে নিবেদন করতে পারবে।

৯. মাদকাসক্তি, ধূমপান, ইভটিজিং জাতীয় অনৈতিক কাজ রোধে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীসহ সকলের সাথে ভালো/শ্রদ্ধাশীল ব্যবহার করার প্রেষণা সৃষ্টিতে এবং সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠনে শিক্ষার্থীদের প্রতি করণীয় নির্ধারণে সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

- শিশুর বয়স বিবেচনায় রেখে যুক্তি ও বাস্তবতার আলোকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিষয়গুলি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- জীবন ঘনিষ্ট উদাহরণ সহযোগে বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব সহজ ভাষায় গল্প আকারে পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া যায়। সম্পুরক পঠন সামগ্রীতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গল্প দেওয়া যেতে পারে।
- শিক্ষকের জীবনাচারে বিষয়গুলির ইতিবাচক প্রতিফলন থাকতে হবে এবং শিখন শেখানো কার্যক্রমের ফাঁকে প্রাসঙ্গিকভাবে অথবা অন্য সময়ে আন্তরিক ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে শিক্ষক বিষয়গুলি সম্পর্কে শিশুদেরকে সচেতন করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

- শিক্ষার্থীরা সকলের সাথে আদব-কায়দা, সুন্দর ব্যবহারসহ তাদের জীবনাচারে বিষয়গুলি পালন করছে কি না শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন।

- বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম বা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট চিত্র, পোষ্টার, প্রতিবেদন, ভিডিও প্রদর্শন, দেওয়ালে সংশ্লিষ্ট নীতিবাক্য লেখা, সংশ্লিষ্ট নাটক/নাটিকা মঞ্চস্থসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বা সংশ্লিষ্ট কোন কর্মসূচিতে বিষয়গুলি উপস্থাপন করা।

- বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান ও পরস্পর মিলেমিশে কাজ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

- শিশুদের জন্য সুস্থ বিনোদন ও খেলাধুলা, শরীরচর্চার ব্যবস্থা করা, শিক্ষা ভ্রমণ ও তাদেরকে ভালো ও যথার্থ কাজে ব্যস্ত রেখে তাদের সময়কে নিয়ন্ত্রিত করা।

- অভিভাবকগণ সচেতনতার সাথে তাদের প্রাত্যহিক জীবনাচারে উপর্যুক্ত বিষয়গুলির ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটাবেন এবং শিশুকে সচেতন করবেন। পরিবারের নানাবিধ বিরূপ পরিস্থিতিতে শিশুর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ, সহজ, সুন্দর সম্পর্ক সংরক্ষণ করবেন, তাদেরকে সময় দেবেন।

- সন্তানরা কাদের সাথে মেলামেশা করে, তাদের সঙ্গ ও কাজ সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন থাকা। বিষয়গুলির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সন্তানদের সচেতন করা।

- ইভটিজিং এর মত খারাপ বিষয় যাতে না ঘটে যেজন্য ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই সাবধান করা। মেয়েদের পোষাক, আচার ও ব্যবহারে ছেলেদের প্রতি যেন উস্কানী না থাকে।

- শিশু বয়স থেকেই মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা যাতে ইভটিজিং এর মত বিষয় না ঘটে। শিশুদের ছোট ছোট অন্যায় থেকেও বিরত রাখা যাতে পরবর্তীতে বড় অন্যায় না করে। সন্তান বিভ্রান্ত হয়ে পড়লে তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

- স্থানীয় জনগণ, জনপ্রতিনিধি, সংঘ, গণ্যমান্য ব্যক্তি, এসএমসি, অভিভাবকসহ সমাবেশ, সভা, উঠোন বৈঠক, র‍্যালি আয়োজন করে বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতনতা জাগ্রত করা এবং তাদের ইতিবাচক ভূমিকা পালন।

- গণমাধ্যম বিষয়গুলির প্রতি সচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রচারণার মাধ্যমে ভূমিকা পালন করতে পারে।

- প্রশাসন প্রয়োজনীয় সহায়তা, পরিদর্শনকালে বিষয়গুলি সম্পর্কে দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান, সচেতনতা জাগ্রত করতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে, অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি নিশ্চিত করবে এবং নিজেরা নৈতিকতার অনুশীলনে সচেতন থাকবে।

- সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বাস্তবায়ন করা যা দেখে শিশুরা ছোটবেলা থেকেই উক্ত অনৈতিক কাজগুলির ফলাফল বুঝতে পারে।

- মাদকাসক্তি, ধূমপান, ইভটিজিং জাতীয় অনৈতিক কাজ রোধে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীসহ সকলের সাথে ভালো/শ্রদ্ধাশীল ব্যবহার করার প্রেষণা সৃষ্টিতে এবং সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠনে কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা/কাউন্সিলর নিয়োগের প্রয়োজন আছে। শিক্ষকদেরকে প্রয়োজনীয় সুযোগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করলে তারাও কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

১০. শিক্ষার্থীদের মেধা, মানসিক স্থিরতা/প্রশান্তি, মনোযোগ ও দায়িত্বসমূহ পালনে দক্ষতা বৃদ্ধি তথা চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনে বিদ্যালয়ের পড়াশুনার পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য মেডিটেশন চর্চা করার বিষয়টি বিদ্যালয়ের সিলেবাস ও দৈনিক রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়মিত অনুশীলন করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৮.২ ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনামূলক প্রস্তাবনা

এই গবেষণায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, প্রাসঙ্গিক গবেষণা, গ্রন্থ, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট তথ্যসম্ভার থেকে এবং বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সেইসকল তথ্যসহ নির্বাচিত উত্তরদাতাদের প্রদত্ত তথ্য, অভিমত ও সুপারিশের ভিত্তিতে গবেষণার ফলাফল নিরূপণ করা হয়েছে। উক্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনামূলক প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.২.১ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা

১. প্রাথমিক শিক্ষার ১ নং উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতায় আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করতে **'সর্ব শক্তিমান আল্লাহতায়ালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা'** কথাটি ভাষাগত অর্থে কেবল ইসলাম ধর্মের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য হয়েছে। কথাটি সকল ধর্মাবলম্বী শিশুর জন্য প্রযোজ্য ভাষায় রূপান্তর করতে হবে। এক্ষেত্রে 'আল্লাহতায়ালা' শব্দের পরিবর্তে 'স্রষ্টা' শব্দটি অথবা অপর কোন উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. প্রাথমিক শিক্ষার ২ নং উদ্দেশ্য ও ৪ নং প্রান্তিক যোগ্যতায় **'স্ব স্ব ধর্মের অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করা'**র ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন কেবল ধর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে না করে বরং ধর্মীয়, সামাজিক ও মানবিক সার্বিকভাবে সকল নৈতিকতা অর্জনেই শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা প্রয়োজন।

৩. প্রাথমিক শিক্ষার ৮ নং উদ্দেশ্য ও ১৮ নং প্রান্তিক যোগ্যতা **'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানো, ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি করা এবং দেশগঠনমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করা'** প্রসঙ্গে শুধু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মাধ্যমেই নয় বরং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মাধ্যমের পাশাপাশি সার্বিক অর্থেও শিক্ষার্থীর মনে দেশপ্রেম ও ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।

৮.২.২ শিক্ষাক্রম

১. প্রাথমিক স্তরের জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিকতার বিষয়সমূহ সুপরিকল্পিত ভাবে নির্বাচন করে সেই আলোকে শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুসমূহের শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস এমন হবে যেন ধারাবাহিকভাবে সহজ থেকে কঠিনে যায় এবং বিষয় ও শ্রেণীতে সমন্বয় থাকে (আনুভূমিক ও উল্লম্বভাবে)।

২. নির্বাচিত নৈতিকতার বিষয়সমূহের প্রান্তিক যোগ্যতা, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, বিষয়বস্তু, পরিকল্পিত কাজ, লেখক ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নির্দেশনা সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিতভাবে বিধৃত করা প্রয়োজন।

৩. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের একই সাথে শিক্ষক নির্দেশিকা সরবরাহ করা উচিত।

৪. শিক্ষক নির্দেশিকায় নৈতিক শিক্ষা প্রদান সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে থাকতে হবে।

৫. প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা, বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা অথবা শ্রেণীভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও বিষয়বস্তুসমূহের মধ্যকার বিদ্যমান অসামঞ্জস্য ও সমন্বয়হীনতার বিষয়টি বিবেচনায় এনে তার সমাধান করতে হবে।

৬. প্রাথমিক শিক্ষার কোন উদ্দেশ্যের জন্য কোন কোন প্রান্তিক যোগ্যতা এবং সেগুলি কোনটি কোন বিষয়ের জন্য তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে। বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা শ্রেণীভিত্তিক কোন কোন প্রান্তিক যোগ্যতা, অর্জন উপযোগী যোগ্যতা বা বিষয়বস্তুর জন্য তা সুনির্দিষ্টভাবে গুচ্ছবদ্ধ করা যেতে পারে।

৮.২.৩ পাঠ্যপুস্তক

১. তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য 'গল্পের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা' বিষয়ে স্বতন্ত্র পাঠ্যপুস্তক থাকতে হবে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় নৈতিক বিষয় নির্বাচন করে সুপরিকল্পিতভাবে উক্ত শ্রেণীর উপযোগী গল্পের বিষয় নির্বাচন করতে হবে। গল্পগুলি ছোট, সহজবোধ্য, আকর্ষণীয় ও মানসম্মত হতে হবে। গল্পের শেষে গল্প থেকে শেখা নৈতিকতার উল্লেখ থাকতে হবে। গল্পের বিষয়বস্তুর মধ্য থেকে প্রশ্নের মাধ্যমে শিখন মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নৈতিক চেতনা ও বোধ থেকে শূন্যস্থান পূরণের মাধ্যমে কিছু গল্প সম্পন্ন করতে হবে।

২. প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিষয়সমূহে সহজ ভাষায় বয়স উপযোগীভাবে নৈতিক শিক্ষা সহায়ক ছোট ছোট গল্প, কবিতা, ছড়া ও বিষয়বস্তু থাকতে হবে।

৩. অপর পাঠ্যপুস্তকসমূহের সাথে 'গল্পের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা' বিষয়টির বিষয়বস্তুর সমন্বয় থাকবে যাতে সেই সকল বিষয়ের বিষয়বস্তুর আধিক্য ও পুনরাবৃত্তি হ্রাসের সুযোগ থাকে এবং সহায়ক হয়।

৪. বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর মধ্যে শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক (আনুভূমিক ও উল্লম্ব) ধারাবাহিকতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর আধিক্য ও পুনরাবৃত্তি হ্রাস করতে হবে যাতে পাঠের স্থায়ীকরণ ও সঞ্জীবনীর যৌক্তিকতার মাত্রা অতিক্রম না করে।

৫. পাঠের বিষয়বস্তুর কাঠিন্য ও আকৃতি হ্রাস করা প্রয়োজন। বিষয়বস্তু বা গল্প ছোট ছোট পরিসরে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা উচিত।

৬. গাণিতিক দক্ষতা এবং বাংলা ও ইংরেজি ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে প্রাসঙ্গিক ও সঙ্গতভাবে নৈতিকতা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

৭. হিন্দুধর্ম বইয়ে তৃতীয় শ্রেণীর **'একতাই বল'** ও পঞ্চম শ্রেণীর **'ছোট মাথায় বড় বুদ্ধি'** শিরোনামের নীতি উপদেশমূলক গল্প দুইটির নৈতিকতার বিপরীত শিক্ষার অংশটি পরিমার্জন করা উচিত।

৮. দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়টির পাঠের সংখ্যা ও আয়তন প্রয়োজনীয় মাত্রায় হ্রাস করে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে লেখনী উচ্চ মানসম্মত ও শ্রেণী অনুযায়ী শিশুর উপযোগী হয় এবং শিশুর মধ্যে সত্যিকারের চেতনা গড়ে ওঠে। তাছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীতে বিষয়টির সুবিন্যাস প্রয়োজন।

৯. বর্তমানে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকের শেষের উপদেশগুলির মধ্যকার কাঠিন্য, বিমূর্ততা ও পুনরাবৃত্তি পরিমার্জন করা প্রয়োজন।

৮.২.৪ শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

১. শিক্ষকগণ নিষ্ঠা, দক্ষতা, সততা ও সদাচরণের সাথে দায়িত্ব পালন করবেন। শিক্ষকের শেখানো উপদেশবাণী তার আচরণে প্রতিফলিত হবে। শিক্ষক নিজেই তাঁর জীবনাচারে নৈতিকতার এক অনুকরণীয় আদর্শ হবেন, যা দেখে স্বতঃস্ফুর্তভাবে শিশুর নৈতিক শিক্ষালাভ ঘটবে।

২. শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় নৈতিক পাঠের বিষয়বস্তু উপস্থাপন সচেতনতার সাথে, সুনির্দিষ্ট পাঠ পরিকল্পনার ভিত্তিতে, শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল অনুসারে হতে হবে যাতে নৈতিক বার্তাসমূহ শিশু উপলব্ধি করতে পারে এবং শিখন স্থায়ী হয়।

৩. পাঠ উপস্থাপনের সময় সহায়ক উপকরণ দর্শনীয়ভাবে, যথার্থ নিয়ম ও পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে হবে।

৪. নৈতিক শিক্ষা পরিমাপের নির্দেশক নির্ধারণ করে তার আলোকে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতাকে ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন এবং তাকে ফলপ্রসূ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮.২.৫ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি

১. নৈতিক শিক্ষার অংশ হিসেবে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান এবং বিদ্যালয়ে অনুশীলনকৃত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি সংশোধন ও সংযোজন করা প্রয়োজন।

২. সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি অনুশীলনের জন্য বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সুযোগ সরবরাহ করতে হবে।

৮.২.৬ অভিভাবক ও পরিবার

১. বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা ফলপ্রসূ করার জন্য অভিভাবকগণের নিজেদের দৈনন্দিন জীবনাচারে নৈতিকতার প্রতিফলন থাকাটা জরুরি। পরিবারে সহায়ক পরিবেশ সংরক্ষণ এবং শিশুদের আচরণ ও কাজের ইতিবাচক সংশোধনের মাধ্যমে নৈতিকতা অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.২.৭ শিক্ষা প্রশাসন

১. প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে নৈতিক শিক্ষার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সুষ্ঠু পরিকল্পনার আওতায় কার্যকর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

২. প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৩. প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে নৈতিক শিক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪. প্রশাসনকে তাদের দায়িত্বসমূহ পালনের ক্ষেত্রে নৈতিকতার অনুশীলনে দৃঢ় থাকতে হবে।

৫. শিখনের প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে শিশুদের জন্য এক বেলা পূর্ণাঙ্গ খাবারের ব্যবস্থা করা উচিত।

৬. শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান পক্রিয়ার অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা জরুরি। যেমন: প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রসারিত ও আলো বাতাসপূর্ণ শ্রেণীকক্ষ, পাঠাগার, শৌচাগার, বেঞ্চ, ফ্যান, পানীয় জল, খেলার মাঠ ইত্যাদি।

৮.২.৮ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহ

১. পরিবার ও সমাজে বিরাজমান অস্থিরতার আগুন শিশুর জীবন এবং মননকেও স্পর্শ করে। এরূপ অবস্থা থেকে শিশুকে বেরিয়ে এনে অধ্যয়নে মনোনিবেশ, মানসিক প্রশান্তি, কর্তব্যপালনে দক্ষতা বৃদ্ধি, মেধাবৃত্তিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জন করাতে নিয়মিত মেডিটেশন অনুশীলন করানো প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের সিলেবাস ও দৈনিক রুটিনে মেডিটেশন অন্তর্ভুক্ত করে পড়াশুনার পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য শিশুদেরকে মেডিটেশন চর্চা করাতে হবে।

২. শিশুর শিখনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের নৈতিক ব্যবহার। শিশুকে বিষয়ের তথ্য ও তত্ত্ব দ্বারা জ্ঞানী মানুষ হিসেবে তৈরি করা এবং পাশাপাশি সেই মানুষটি যেন একজন মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. শিশুকে পরিপূর্ণ নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলায় বিদ্যালয়ের দায়িত্ব অন্যতম প্রধান তবে একক নয়। বরং বিদ্যালয়সহ পরিবার, প্রশাসন, সমাজ, সরকার বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সকলেরই। সামগ্রিকভাবে সমাজ ও শিক্ষাক্ষেত্রে নৈতিক উন্নয়ন সাধিত হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষার সুফলও অর্জিত হবে। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের নিষ্ঠার সাথে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন এবং পরিবার, সমাজ, প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নৈতিকতার অনুশীলন যাতে বিদ্যালয় থেকে শেখা নৈতিকতা নিয়ে শিশুমনে কোন সংকট তৈরি না হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৮.৩ গবেষণার সংশ্লেষ (Implications)

এই গবেষণায় বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রান্তিক যোগ্যতা, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রমের নৈতিক শিক্ষা এবং নির্বাচিত উত্তরদাতাদের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তসমূহ নিবিড়ভাবে অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফলে উক্ত বিষয়সমূহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও দুর্বলতা চিহ্নিত হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক মহলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে। গবেষণার ফলাফলের আলোকে প্রাপ্ত ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনামূলক প্রস্তাবসমূহ চিহ্নিত দুর্বলতাসমূহ নিরসনের উপায় হিসেবেও ভূমিকা পালন করতে পারে।

গবেষণাটি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। গবেষণার পরিসরে যে শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তার ফলাফলের আলোকে নৈতিক শিক্ষার বিষয়সহ সামগ্রিকভাবে শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগত দুর্বলতাগুলি দূর করে শিশুর শিখনকে স্থায়ীকরণ ও মানসম্মত শিক্ষণে সাহায্য করবে।

গবেষণায় শিক্ষাক্রম ও বিদ্যালয়ে অনুশীলনকৃত নৈতিকতা সম্পর্কিত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি নিরূপিত হওয়ায় বিদ্যালয় পর্যায়ে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিকে জোরদার ও আকর্ষণীয় করা সম্ভব হবে। ফলে শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয়ে গমন ও অবস্থানে আকর্ষণ সৃষ্টি করা সহজ হবে।

শিশুর নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রশাসনের করণীয় নির্ধারণে গবেষণাটি সাহায্য প্রদান করবে। এছাড়া নৈতিক শিক্ষাসহ শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও গবেষকদের নতুন জ্ঞানের অনুসন্ধানে গবেষণাটি ভূমিকা রাখতে পারে। সর্বোপরি সার্বিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে গবেষণাটি বিশেষভাবে অবদান রাখবে।

উপসংহার

বাঙ্গালীর নৈতিকতার ইতিহাস সুদীর্ঘ আলোকময়। এই জাতি নৈতিক অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে বার বার জয়ী হয়ে এটিই প্রমাণ করেছে যে জীবন ও প্রকৃতির পরম সত্য তার নৈতিক পুনরুত্থান। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় রাজনীতির জটিলতম ব্যর্থতার পরিণতি আজকের এই নৈতিকতার বিরুদ্ধ বলয়। সর্বাঙ্গিন অশুভ এই বলয় থেকে উত্তরণের পথ তৈরি করে দিতে হবে রাষ্ট্রকেই। আর সেই পথে এগিয়ে যেতে হবে সমাজ, পরিবার ও বিদ্যালয়কে একই সাথে। বিদ্যালয়ের প্রতি সামষ্টিক যে প্রত্যাশা তা পরিপূরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরি। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রমের নৈতিক শিক্ষা যথার্থ পদ্ধতিতে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে হতে হবে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ, বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও পরিবেশগত সুযোগ সুবিধা মানসম্মত করা প্রয়োজন। শিক্ষকের পেশাগত বঞ্চনা দূর করা ও প্রশাসনিক নৈতিক অনুশীলন নিশ্চিত করতে পারলে শিক্ষকগণের পক্ষে সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালন অধিকতর সহজসাধ্য হবে। বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিশুদের নৈতিকতার অনুশীলনের মধ্যদিয়ে উত্তরণ ঘটবে একটি নৈতিক মহাসমাজের। এই গবেষণার সকল প্রয়াস এখানেই নিহিত।

তথ্যসূত্র

আখতার সোবহান খান, (১৯৯৭), *মার্কসবাদ ও ন্যায়পরতার ধারণা* (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. গবেষণা)। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আনোয়ারুলাহ ভুঁইয়া, (২০০৮), শিক্ষা, ধর্ম ও নৈতিকতা: দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিত। *শিক্ষা বার্তা*, (জানুয়ারি সংখ্যা, পৃ.৪৮), ঢাকা।

আবদুল্লাহ আল-মুতী, (১৯৯৬), *আমাদের শিক্ষা কোন পথে*। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

মো: আবুল কালাম, (২০০৬), *আদর্শ সমাজ গঠনে ইসলাম: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. গবেষণা পত্র)। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ, (২০০৭), সমাজে শিক্ষকের ভূমিকা। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, (সংখ্যা ৮৮, জুন, পৃ. ৪৪-৪৫), ঢাকা।

মোঃ আবদুস সামাদ, (১৯৯৬), *জাতীয় উন্নয়ন ও শিক্ষা*। ঢাকা: রতন পাবলিসার্স।

মো: আব্দুল আউয়াল খান ও অন্যান্য, (২০০৪), *শিক্ষার ভিত্তি*। ঢাকা: মিতা ট্রেডার্স।

আমিনুল ইসলাম, (২০০২), *নীতি বিজ্ঞান ও মানবজীবন*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

আমিনুল ইসলাম, (২০০৮), নৈতিকতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা। *মঙ্গল*, (২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ.৭, ৮, ১০), ঢাকা।

এম আবদুল হামিদ, (২০০৩), *সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা*। ঢাকা: চয়নিকা প্রকাশনী।

কামরুননেছা, (অনু. ১৯৯৮), *প্রসঙ্গ: শিক্ষা* (Russell, B., *On Education*, n.d)। ঢাকা: চলন্তিকা বইঘর।

মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, (১৯৯৯), *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ (বাংলাদেশ প্রেক্ষিত)*। ঢাকা: জাগরণী প্রকাশনী।

কাজী সাইফুদ্দীন, (২০০৫), *আধুনিক জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থা*। ঢাকা: দি স্কাই পাবলিশার্স।

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কালাম, (২০০৮), সুনাগরিক ও নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা। *শিক্ষা বার্তা*, (নভেম্বর সংখ্যা, পৃ. ২৮), ঢাকা।

জাকির হোসেন, (২০০৯), মহাত্মাগান্ধী; নতুন গণতন্ত্রের প্রবর্তক। *ভারত বিচিত্রা*, (অক্টোবর সংখ্যা,পৃ.৭-৮), ঢাকা।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি, (১৯৯৭), *জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি প্রতিবেদন*, ঢাকা।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩, *প্রতিবেদন, মার্চ ২০০৪*, ঢাকা।

নীরু কুমার চাকমা, (১৯৮৩), *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

প্রদীপ কুমার রায়, (অনু. ১৯৯৬), *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা* (Singer, P., *Practical Ethics*, 1979)। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

বাংলাদেশ সরকার, (২০০০), *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০*, ঢাকা।

বাংলাদেশ সরকার, (২০১০), *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯*, ঢাকা।

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন, (১৯৭৪), *বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট*, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন, (১৯৮৮), *বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট*, ঢাকা।

বীরেন্দ্রমোহন আচার্য (তারিখ অজ্ঞাত), *আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব।* কলকাতাঃ বেঙ্গল পাবলিকেশনস (প্রা) লি.।

ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (২০০০), ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

মঞ্জুশ্রী চৌধুরী, (২০০৩), *সুশিক্ষক।* ঢাকাঃ শিখা প্রকাশনী।

রশীদুল আলম, (১৯৮১), *নীতিশাস্ত্র পরিচয়।* ঢাকাঃ আলী পাবলিকেশনস।

রাশিদা আখতার খানম, (২০০২), *নীতিবিদ্যাঃ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ।* ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা।

রাশিদা আখতার খানম, (২০০৯), *পরিবেশ নীতিবিদ্যা।* ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

শরীফা খাতুন, (২০০৮), চরিত্র গঠন। *শিক্ষাবার্তা, (জানুয়ারি সংখ্যা*, পৃ.৯০), ঢাকা।

মোঃ শামছুল আলম, (২০০৭), *মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলামঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (১৯৭১-২০০১),* (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. গবেষণা পত্র)। ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শেখ আব্দুল ওয়াহাব, (১৯৮৬), *বিংশ শতাব্দীর নীতি দর্শন।* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

সাইয়েদ আবদুল হাই, (অনু. ১৯৮১), *নৈতিকতার দার্শনিক তত্ত্বের মূলনীতি* (Kant, I., *Grundlegung zur Metaphysic der Sitten,* n.d)। ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

ম.হাবিবুর রহমান ও অন্যান্য, (সম্পা.) (২০০৩), *শিক্ষাকোষ।* ঢাকাঃ লেখক।

হাসনা বেগম, (অনু. ১৯৮৮), *উপযোগবাদ* (Mill, J.S.,*Utilitarianism,* n.d)। ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

হাসনা বেগম, (অনু. ২০০৬) *এরিস্টটলের নিকো মেকিয়ান এথিক্স*। ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা।

Aggarwal, J.C.(1997). *Development and Planning of Modern Education.* New Delhi:Vikas Publishing House Pvt.Ltd.

Amareswaran, N. (2010). *Moral Values of Intermediate Students.* New Delhi: Discovery Publishing House Pvt.Ltd.

American Heritage Dictionary. (2009). Houghton Mifflin Company.

Chand, J. (2009). *Value Education*. Delhi: Anshah Publishing House .

Chitkara, M.G. (2009). *Education and Human Values.* New Delhi: A.P.H Publishing Corporation.

Chu, B., Park, J. & Hoge, J.D.(1996) *Moral Education: The Korean Experience.*Retrieved February 14, 2011, from http://tigger.uic.edu/~lnucci/MoralEd/articles/chu. html.

Creswell, W.J. (2008). *Educational Research Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research.* New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.

Creswel, W.J. *(2003) Research Design*: *Qualitative*, *Quantitative*, and *Mixed Methods. Approaches* (*2nd Edition*). California: *Sage* Publications.

Dhankar, N. (2010). *Value Education.* New Delhi:APH Publishing Corporation.

English Collins Dictionary (2011) Retrieved April 20,2011 from ttp://*www.collinslanguage . com results.aspx?context...morality*

Farrell, M. (1999). *Key Issues For Primary Schools*. London: Routledge.

Felix, k. SDB. (1990). *Live your values*. Madras: Don Bosco youth Animation centre.

Foundation For Moral Development Approach (FMDA, n.d). [Brochure]. Moghbazar, Dhaka, Bangladesh. Professor. Abu Obaidul Huqe.

Goyal, B.R.(1998).Value and Education in the emerging Indian Society.InVenkataiah, N. (Ed). *Value Education* (Pp.31). New Delhi: APH publishing Corporation.

Hill, P. M. (1967). *The Moral Crisis in Management*. States of America: Author.

Institute for Advancement of Science and Technology Teaching (IASTT). [Leaflet]. *A proposal to theUunited Nations on Moral Development Approach; A New world order for peace.* Suruchi printers Ltd, Dhaka, Bangladesh.

Kalra, R.M. (2009). *Value-Oriented Education in Schools Theory and practice* New Delhi: Shipra Publication.

Kapur, J.N. (1996). *Ethical Values for Excellence in Education and Sience.* New Delhi: Wishwa Prakashan.

Ikemoto,T. (1996). *Thesis Research: Moral Education in Japan;Implication for American School*, Retrieved February 20, 2011, www.hi-ho.ne.jp/taku77/papers */thes595.htm.*

Macer, D.R.J. (2004). *Moving Forward with Ideas*. In Macer, Darryl R.J(Ed.) *Challenges for Bioethics From Asia.*(pp.1). Brasil : Eubios Ethics Institute.

Mahapragga, Y. (1994). Education and Non Violance. In Mehrotra, Rc.& Arora, Ramesh. K.(Eds.), *Education, Science and Human Values*, (Pp.118-119). New Delhi: Wiley Eastern Ltd.

Moral Education - A Brief History of Moral Education, The Return of Character Education, Current Approaches to Moral Education. (2011). In Education Encyclopedia p-1, Retrieved February 22, 2011 from http://education. stateuniversity. com/pages/2246/Moral-Education

Moral Educatioin in Primary School thought the application of several basis methods.(n.d.). Retrieved February 10, 2011, from eng.hi138.com/?i150547

Morality. (n.d).Retrieved March 12, 2011 from http://www.en.wikipedia.org/wiki/Morality.

Murray, M. E.(2008). Moral Development and Moral Education: An Overview. Retrieved January 2, 2009, from http://tigger.uic.edu/~lnucci/MoralEd/overview.html

Musgrave, P.W. (1978). *The Moral curriculum, A Sociological Analysis, Contemporary Sociology of the School,* London: Methuen.

Dhaka University Institutional Repository

National Centre for Curriculum Research And Development (NCCRD) (2001), *Values,Education and Democracy School Based Research: Opening path ways for Dialogue*, Part-1, ational Department of Education, South Africa. Retrieved October 18, 2011, from www.education.gov.za/ LinkClick.aspx? *fileticket...tabid=129...*

National Framework for Values Educatiion in Australiacn Schools (2005), Value Education Study 2003, Australian Government, Department of Education, Science & Technology, Commonwealth of Australia, P.4.

Narayana, L.U. (1998). Value Education – past and present. In Venkataiah, N. (Ed). *Value Education* (Pp.58-59). New Delhi: APH publishing Corporation.

Need for Moral Education On the Primary School Curriculum.(n.d.). Retrieved February 22, 2011, from itac.glp.net/Uganda-ptc/culture/unit%2019/ topics/need.htm.

Oxford Advanced Learners Dictionary. (1995). Oxford University Press.

Phenix, H.P. (1961). *Education and the Common Good: A Moral philosophy of the Curriculum*. Retrieved July 22, 2011, from http://www.religion-online. org/showbook.asp?title=495.

Prasad, D.R. (2009). *The School, Teacher–Student Relations and Values*. New Delhi: APH publishing Corporation.

Rao, B.D. (2001).(Ed.) *Values, Ethics, Talent and Girls in Science and Technology Education*. New Delhi: Discovery publishing House.

Rohidekar, S.R.(1998). Inculcation of Values–How?. In Venkataiah, N. (Ed). *Value Education* (Pp.84-87). New Delhi:APH publishing Corporation.

Ruiz, A., Q uintero, M., Restrepo, B.& Sanchez, W. (2003) Moral Education in Colombia. In Medel–Anonuevo, Carolyn. & Mitchell, Gordon. (Eds) ,*Citizenship, Democracy and life long Learning*, (Pp-85,94). Hamburg, Germany: UNESCO Institute for Education.

Sarangi, R.(1994). *Moral Education in Schools: Based And Implications*. New Delhi: Deep & Deep Publication.

Sharma, R.N. & Sharma, R.K. (2004). *Problems of Education in India. New Delhi:*Atlantic Publishers and Distributors.

Singh, M.S. (2007). *Value Education*. New Delhi: Adhyan Publishing & Distributions.

Singh, Y.K. (2005). *Value Education*. New Delhi: A.P.H Publishing Corporation.

The Communitarian Network (2011). *Schools-The Second Line of Defense*.Retrieved November 12, 2011 from http// www.gwu.edu/~ccps/platformtext.html.

Venkataiah, N. (1998). (Ed). Value Education. New Delhi: APH publishing Corporation.

Venkataiah, N. (1998). Value Education -An Overview. In Venkataiah, N. (Ed). *Value Education* (Pp.1-4). New Delhi: APH publishing Corporation.

Dhaka University Institutional Repository

Venkataiah, N. & Sandhya, N. (2008). *Research in Value Education.* New Delhi : APH Publishing Corporation.

Wiki Answers. (2011) Retrieved March 16, 2011, from http://www.answers.com/topic /morality.

William Gilip CEVA Primary School (2010) `Spiritual, moral, Social and Cultural evelopment (SMSC) Policy, 2010) Retrieved February 22, 2011, from www. williamgilipin,hants.sch.uk

Whiteness Primary School Policy on Religion and Moral Education. (2010). Retrieved February 13, 2011, from http://www. whiteness.shetland.sch.uk

Word Web Dictionary.(2011).The online Dictionary. Retrieved July 22, 2011 from http://*www.wordwebonline.com/en/MORAL*

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট: ১ (ক) প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য

বাংলাদেশের শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধন করা এবং তাদের উন্নত জীবনের স্বপ্ন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।

পরিশিষ্ট: ১ (খ) প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি

১। শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আলাহ্ তা'আলার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে।

২। স্ব স্ব ধর্মের অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করা।

৩। শিক্ষার্থীর মনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সাম্য, সহমর্মিতা ও সহযোগিতাবোধ জাগানো এবং তাকে শান্তিময় পরিবেশের প্রতি আগ্রহী করে তোলা।

৪। শিক্ষার্থীর মনে মানবাধিকার, পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, আন্তর্জাতিকতাবোধ এবং বিশ্বশান্তি ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলা।

৫। শিক্ষার্থীকে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহী করা, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব গঠন করা এবং অর্থপূর্ণ শ্রমের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মনোন্নয়ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

৬। পারিবারিক, সামাজিক ও বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুকে তার নিজের ও অপরের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

৭। শিক্ষার্থীকে পরমতসহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলনে সহায়তা করা।

৮। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানো, ত্যাগের মনোভাব সৃষ্টি করা এবং দেশগঠনমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করা।

৯। জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি লাভে সহায়তা করা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা।

১০। শরীরচর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক বিকাশে সহায়তা করা এবং স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের অভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

১১। জীবনের সর্বস্তরে কার্যকর ব্যবহারের জন্য শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার সকল মৌলিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।

১২। গাণিতিক ধারণা ও দক্ষতা এবং যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা।

১৩। বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন করা এবং এ ভাষা ব্যবহারে সহায়তা করা।

১৪। শিখন-দক্ষতা ও জ্ঞানের প্রতি যথার্থ কৌতূহল সৃষ্টি করে আজীবন শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করা।

১৫। জীবনযাত্রার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে সমস্যা সমাধানের অভ্যাস গঠন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

১৬। তথ্যের উৎস, কম্পিউটারসহ বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে ধারণা লাভে সহায়তা করা।

১৭। পরিবেশ সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে সহায়তা করা এবং পরিবেশের দূষণরোধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এর উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা।

১৮। সংগীত, চারু ও কারুকলা ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যচেতনা, নান্দনিকবোধ ও বুদ্ধির বিকাশ এবং সৃজনশীলতার আনন্দ ও সৌন্দর্য উপভোগে সহায়তা করা।

১৯। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সহায়তা করা।

২০। ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচার, মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা ইত্যাদি বাঞ্ছিত নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করা।

Dhaka University Institutional Repository

২১। মানুষের মৌলিক চাহিদা ও পরিবেশের উপর জনসংখ্যার প্রভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

২২। সামর্থ্য, প্রবণতা ও আগ্রহ অনুসারে তাকে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলা।

পরিশিষ্ট: ১ (গ) প্রাথমিক স্তরের প্রান্তিক যোগ্যতা

১। সর্বশক্তিমান আলাহতা'য়ালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা।

২। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জানা এবং স্রষ্টাকে সকল কাজে স্মরণ করা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

৩। আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স:) এর/স্ব স্ব ধর্ম প্রবর্তকের জীবনচরিত জানা এবং তাঁদের শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করা।

৪। স্ব স্ব ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে জানা এবং স্ব স্ব ধর্মের অনুশাসন অনুসরণের মাধ্যমে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করা।

৫। স্রষ্টার সকল সৃষ্টিকে ভালবাসা।

৬। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সম্মান ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা।

৭। অন্যান্য দেশের মানুষ সম্পর্কে জানা এবং তাঁদের প্রতি ভালবাসা ও মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

৮। মানুষের মৌলিক চাহিদা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং সুন্দর জীবন গঠনে সচেতন হওয়া।

৯। নিজের অধিকার এবং অন্যের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া।

১০। অপরের মতামত প্রকাশের সুযোগদান করা এবং ব্যক্ত মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

১১। সকলের প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ এবং বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করা।

১২। কায়িক শ্রমযুক্ত কাজে আগ্রহী হওয়া ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

১৩। পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে জানা এবং গৃহকর্মে অংশগ্রহণ করা।

১৪। সামাজিক ও বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজের ও অপরের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

১৫। গণতান্ত্রিক রীতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সুনাগরিক হিসেবে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হওয়া।

১৬। স্বার্থত্যাগের মনোভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশগঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।

১৭। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা।

১৮। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

১৯। জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে জানা এবং এ বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

২০। পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সক্রিয় হওয়া।

২১। বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির প্রতি উদারতাবোধ এবং বিশ্বশান্তি চেতনার প্রতি আগ্রহী হওয়া।

২২। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করা।

২৩। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং পরিবেশের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করা।

২৪। বাংলা ভাষার গঠনপ্রণালী, বাক্যবিন্যাস ও নিয়ম শৃঙ্খলার বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা এবং এগুলো প্রয়োগ করতে পারা।

২৫। বাংলায় ছড়া, কবিতা, গল্প, বক্তৃতা, বর্ণনা ও কথোপকথন মনোযোগ সহকারে শুনে মূলভাব বুঝতে পারা।

২৬। সহপাঠী ও অন্যদের সঙ্গে বোধগম্যভাবে শুদ্ধ এবং প্রমিত উচ্চারণে চলিত বাংলায় কথা বলতে পারা।

২৭। বাংলা ভাষায় ছাপা ও হাতে লেখা বিষয়বস্তু শুদ্ধভাবে পড়তে পারা এবং পঠিত বিষয়বস্তুর মর্ম অনুধাবন করতে পারা।

২৮। পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও মনোভাব বাংলা ভাষায় শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে লিখে প্রকাশ করতে পারা, সাধারণ চিঠি ও দরখাস্ত লিখতে পারা এবং বিভিন্ন ফরম পূরণ করতে পারা।

২৯। সংখ্যার ধারণা লাভ করা এবং সংখ্যা ব্যবহার করতে পারা।

Dhaka University Institutional Repository

৩০। সংখ্যাবাচক ও ক্রমবাচক (তারিখসহ) শব্দসমূহ শুনতে, বলতে, পড়তে ও লিখতে পারা।

৩১। গণিতের প্রাথমিক চার নিয়ম জানা ও ব্যবহার করতে পারা।

৩২। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর জ্যামিতিক আকার আকৃতি চেনা ও ব্যবহার করতে পারা।

৩৩। দৈর্ঘ্য, ওজন, ক্ষেত্রফল, আয়তন, সময় এবং মুদ্রার একক জানা ও ব্যবহার করতে পারা।

৩৪। বাস্তবমুখী এবং তথ্যভিত্তিক সহজ সমস্যা সমাধানে গাণিতিক কৌশল প্রয়োগ করতে পারা।

৩৫। পরিবেশের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, বিন্যাস ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে তা ব্যবহার করতে পারা।

৩৬। ক্যালকুলেটর ও কম্পিউটার সম্পর্কে জানা এবং হিসাব নিকাশে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারা।

৩৭। জনসংখ্যা বিষয়ক সমস্যা সমাধানে গাণিতিক জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারা।

৩৮। ইংরেজি ভাষায় সহজ কথোপকথন, গল্প ও ছড়া শোনা, বোঝা এবং উপভোগ করতে পারা।

৩৯। পর্যবেক্ষণ, ধারণা ও মনোভাব ইংরেজিতে সহজ শুদ্ধ বাক্যে বলতে পারা।

৪০। ইংরেজি ভাষায় ছাপা ও হাতে লেখা বিষয়বস্তু পড়তে ও বুঝতে পারা।

৪১। ইংরেজিতে শুদ্ধ ও সহজভাবে অভিজ্ঞতা ও পরিচিত বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখতে পারা।

৪২। দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারা।

৪৩। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে সমস্যা সমাধানের অভ্যাস গঠন করা।

৪৪। বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।

৪৫। পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে পরিবেশকে জানা এবং অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনাকে শ্রেণীকরণ করতে পারা।

৪৬। চারু ও কারুকলা চর্চার (যেমন- নকশা অঙ্কন, চিত্রাঙ্কন, মাটি, কাঠ, কাপড় ও কাগজের কাজ) মাধ্যমে সৃষ্টির বৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং নিজের সৃজনশীলতা বিকাশ ও সৌন্দর্য উপভোগের ক্ষেত্র প্রসার করা।

৪৭। সংগীত, নৃত্য এবং নাট্যের মাধ্যমে নিজের সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যচেতনা, নান্দনিকবোধ ও বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করা।

৪৮। খেলাধুলা এবং শরীরচর্চায় আগ্রহী হওয়া।

৪৯। সুস্থ জীবন যাপনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি জানা ও পালন করা।

৫০। সততা, ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ ও শিষ্টাচারসহ সকলের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা অর্জন এবং অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট: ২ (ক)

শিক্ষক

১। আপনি কি মনে করেন প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষার (Moral Education) প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তা আছে? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

হ্যাঁ ☐ না ☐

১.১. অনুগ্রহপূর্বক কারণ উলেখ করুন:

২। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষা (Moral Education) বিষয়ক বিধৃতিসমূহ সম্পর্কে আপনি কতটা অবহিত? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

সম্পূর্ণ ☐ মোটামুটি ☐ কিছুটা ☐ অবহিত নই ☐

২.১ অবহিত হলে নির্দেশনাসমূহকে কি আপনি যথাযথ মনে করেন? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

যথার্থ ☐ মোটামুটি ☐ কিছুটা ☐ যথার্থ নয় ☐

২.২ যথার্থ না হলে কী কী সংশোধন প্রয়োজন? অনুগ্রহপূর্বক আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিন :

৩। নৈতিক শিক্ষা (Moral Education) বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রমের বিধৃতি প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

বহুলাংশে ☐ মোটামুটি ☐ সামান্য ☐

৪। পাঠ্যপুস্তকসমূহে নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ যেভাবে আছে তাকে কি আপনি যথার্থ মনে করেন? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

যথার্থ ☐ মোটামুটি ☐ কিছুটা ☐ যথার্থ নয় ☐

৪.১ অনুগ্রহপূর্বক কারণ উল্লেখ করুন:

৪.২ যথার্থ না হলে কী কী সংশোধন প্রয়োজন? দয়া করে আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিন:

৫। বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা (Moral Education) শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র গঠনে সত্যিকার অর্থে কতটা সহায়তা করছে বলে আপনি মনে করেন? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

বহুলাংশে ☐ মোটামুটি ☐ সামান্য ☐ সহায়তা করছে না ☐

৬। পাঠ্যপুস্তকের আলোচনার পাশাপাশি আপনার বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষার (Moral Education) নিচের কর্মসূচি, পদ্ধতি বা কৌশলসমূহের কোন কোনটি অনুশীলন করা হয়? (অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন)। কোন কোনটি অনুশীলন করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ? (অনুশীলন করা উচিত এর ক্ষেত্রে (*) চিহ্ন অথবা প্রয়োজন না হলে (x) চিহ্ন দিন)-

ক) দৈনিক সমাবেশে ধর্মগ্রন্থ/শপথবাক্য পাঠ/নৈতিক উপদেশবাণী
- ক.১. ধর্মগ্রন্থ পাঠ ☐
- ক.২. শপথবাক্য পাঠ ☐
- ক.৩. নৈতিক উপদেশবাণী ☐

খ) শিক্ষকের সাথে কথোপকথনে নৈতিক সচেতনতামূলক উদাহরণ, গল্প, উপদেশ, পরামর্শ (যেমন: কোনটি ভালো/ভালো নয়, কোনটি ভালো আচরণ, মন্দ স্বভাব ইত্যাদি) ☐

গ) সহপাঠী বন্ধুদের সাথে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নৈতিক সচেতনতা জাগ্রত করা ☐

ঘ) নৈতিক বোধ উন্নয়নের জন্য আমন্ত্রিত বক্তার মাধ্যমে নৈতিক সচেতনতা জাগ্রত করা ☐

ঙ) আদব ও ভালো ব্যবহার শিক্ষাদানের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া ☐

চ) সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি যেমন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া, বক্তৃতা, আলোচনা, শিখণীয় নাটক মঞ্চস্থ ইত্যাদি ☐

ছ) পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন ☐

জ) দিনে/সপ্তাহে অন্তত: ১/২/..... টি পিরিয়ড/নৈতিকতা শেখার জন্য রুটিনে রাখা ☐

ঝ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপন/তাৎপর্য বর্ণনা ☐

ঞ) মনীষীদের জীবনী আলোচনা ☐

ট) শিক্ষক নিজেই তাঁর জীবনাচারে নৈতিকতার এক মডেল, যা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক শিক্ষা লাভ ঘটে ☐

৭। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আচরণ মূল্যায়ন করা হয় কি? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

হ্যাঁ ☐ না ☐

৭.১ মূল্যায়ন করা হলে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া কী ?

৭.২ মূল্যায়নের জন্য কোন নম্বর নির্ধারণ আছে কি? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

হ্যাঁ ☐ না ☐

৭.৩ নম্বর নির্ধারণ থাকলে শতকরা কত নম্বর:

৭.৪ উক্ত নম্বর সাময়িক/বার্ষিক পরীক্ষায় যুক্ত হয় কি? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

হ্যাঁ ☐ না ☐

৭.৫ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আচরণ মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে বলে কি আপনি মনে করেন? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

হ্যাঁ ☐ না ☐

৭.৬ চারিত্রিক উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য কোন পুরস্কার বা অবনতিতে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন আছে কি? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

হ্যাঁ ☐ না ☐

৮। শিক্ষার্থীদের যে সকল নৈতিক শিক্ষা/হিতোপদেশ প্রদান করা হয় শিক্ষকগণের আচরণে তার প্রতিফলন প্রস্ফুটিত হয় কি? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

সম্পূর্ণ ☐ বহুলাংশে ☐ মোটামুটি ☐

Dhaka University Institutional Repository

৯। নৈতিক শিক্ষা প্রদান প্রক্রিয়া বা শিক্ষকের নৈতিক কাজে (যেমন: পরীক্ষায় নম্বর প্রদানে সততা, বিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া ইত্যাদি) উৎসাহ ব্যঞ্জক বিষয়/বাধাবিঘ্ন আছে কি? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

হ্যাঁ ☐ না ☐

৯.১ থাকলে সেগুলি কী কী?

১০। নৈতিক শিক্ষা (Moral Education) প্রদানের জন্য শিক্ষকদের বিশেষ কোন প্রশিক্ষণ ও প্রেষণার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে কি মনে করেন? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

হ্যাঁ ☐ না ☐

১১। আপনার বিদ্যালয়ে কি লাইব্রেরির ব্যবস্থাপনা আছে? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

হ্যাঁ ☐ না ☐

১১.১ লাইব্রেরি থাকলে সেখানে শিক্ষার্থীর চারিত্রিক গুনাবলী অর্জনে সহায়ক সম্পূরক পঠনসামগ্রী আছে কি? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

হ্যাঁ ☐ না ☐

১১.১.১ উত্তর হ্যাঁ হলে বিষয়ভিত্তিক কিছু নাম উল্লেখ করুন: যেমন-

১) মনীষীদের জীবনী
২) ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি
৩) পরিবেশ
৪) গল্প সংকলন যার মধ্যে নৈতিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের গল্প রয়েছে
৫) অন্যান্য:

১২। নৈতিক শিক্ষা (Moral Education) প্রদানে সহায়তার জন্য শ্রেণীকক্ষে অডিও, অডিও-ভিজুয়াল অথবা অন্য কোন মাধ্যম ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে কি আপনি মনে করেন? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

হ্যাঁ ☐ না ☐

১২.১ প্রয়োজন থাকলে সেগুলি কী কী? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

খবরের কাগজ ☐ পত্রিকা ☐ ম্যাগাজিন ☐ ফটোগ্রাফ ☐ সিডি প্লেয়ার ☐

ডিভিডি ☐ ওভার হেড প্রজেক্টর ☐ মাল্টিমিডিয়া ☐ রেডিও ☐ টেলিভিশন ☐

টেপরেকর্ডার ☐ সাউন্ডবক্স ☐ লাউডস্পীকার ☐ কম্পিউটার ☐

অন্যান্য (উল্লেখ করুন):

Dhaka University Institutional Repository

১৩। বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের নৈতিক শিক্ষা (Moral Education) কীভাবে থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

ক. নৈতিক শিক্ষা একটি স্বতন্ত্র পাঠ্য হিসেবে থাকা উচিত ☐
খ. নৈতিক শিক্ষা বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত ☐
গ. নৈতিক শিক্ষা স্বতন্ত্র পাঠ্য হিসেবে এবং বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত ☐
ঘ. নৈতিক শিক্ষা এই পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য থাকা প্রয়োজনীয় নয় ☐

১৪। মাদকাশক্তি, ধূমপান, ইভটিজিং জাতীয় অনৈতিক কাজ রোধে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীসহ সকলের সঙ্গে ভালো/শ্রদ্ধাশীল ব্যবহার করার প্রেষণা সৃষ্টিতে শিক্ষার্থীদের প্রতি করণীয়সমূহ অনুগ্রহপূর্বক উলেখ করুন:

ক. শিক্ষাক্রম:
খ. পাঠ্যপুস্তক:
গ. শিক্ষক :
ঘ. বিদ্যালয় কার্যক্রম:
ঙ. অভিভাবক :
চ. শিক্ষা প্রশাসন:
ছ. অন্যান্য:

১৫। সংযুক্ত নৈতিক বিষয়ের তালিকা থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদেরকে কোন কোন নৈতিকতা চর্চা করানো উচিত বলে আপনি মনে করেন? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

১৬। উপরিউক্ত প্রশ্নসমূহ ও আপনার প্রদত্ত উত্তরের অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় যে কোন তথ্য, সুপারিশ, মন্তব্য ও পরামর্শ থাকলে অনুগ্রহপূর্বক উপস্থাপন করুন:

ক. শিক্ষাক্রম:
খ. পাঠ্যপুস্তক:
গ. সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি:
ঘ. শিক্ষক:
ঙ. বিদ্যালয়ের কার্যক্রম:
চ. অভিবাবক:
ছ. শিক্ষা প্রশাসন:
জ. অন্যান্য :

শিক্ষকের পরিচিতি

বিদ্যালয়ের নাম: ....

বিদ্যালয়ের ঠিকানা: জেলা............................উপজেলা/থানা...........................ডাকঘর.........................

শিক্ষকের নাম:...ফোন নম্বর ....

শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাকাল: বছর...মাস..

সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা: ....

পেশাগত ডিগ্রী/প্রশিক্ষণ: ....

সি.ইন.এড/বি.এড/অন্যান্য: ....

আপনি সাধারণত নিচের যে সকল বিষয়ে পাঠদান করে থাকেন অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন:

বাংলা ☐ ইংরেজি ☐ গণিত ☐ পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ☐ পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান ☐
ধর্ম শিক্ষা ☐ অন্যান্য:

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট: ২ (খ)

শিক্ষার্থী

১। সত্য কথা বলা, লোভ না করা, কর্তব্য পালন, সুন্দর ব্যবহার, আদব-কায়দা, রাগ নিয়ন্ত্রণ, অসহায়কে সেবা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান, ছোটদের প্রতি স্নেহ, জীবের প্রতি মমতা ইত্যাদি ভালো কাজ করা আর মন্দ কাজ না করা অর্থাৎ নৈতিক বিষয়গুলো তুমি নিচের কোন কোন উৎস থেকে শিখেছো? 'টিক' (✓) চিহ্ন দাও-

ক. বিদ্যালয় ☐ খ. পরিবার ☐ গ. বন্ধুবান্ধব ☐ ঘ. আত্মীয়-স্বজন ☐
ঙ. প্রতিবেশী ☐ চ. খবরের কাগজ ☐ ছ. টেলিভিশন ☐ জ. অন্যান্য (উল্লেখ কর)

১.ক.১ বিদ্যালয় থেকে শিখে থাকলে কীভাবে শিখেছো? 'টিক' (✓) চিহ্ন দাও-

পাঠ্যপুস্তকের পাঠ থেকে ☐ শিক্ষকের কাছ থেকে ☐ পাঠ্যপুস্তকের পাঠ ও শিক্ষকের কাছ থেকে ☐
সহপাঠীদের কাছ থেকে ☐ অন্যান্য (উল্লেখ কর) ☐

২। পাঠ্যপুস্তকের ঐ সকল নৈতিক বিষয় পড়তে বা আলোচনা শুনতে তোমার কেমন লাগে? 'টিক' (✓) চিহ্ন দাও-

খুব ভালো ☐ ভালো ☐ মোটামুটি ☐ বিরক্তিকর ☐ কোন অনুভূতি হয় না ☐

৩। পাঠ্যপুস্তক থেকে শেখা নৈতিক উপদেশ কি দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার বা সুন্দর জীবন-যাপনে কোনরূপ সাহায্য করে? 'টিক' (✓) চিহ্ন দাও-

হ্যাঁ ☐ না ☐

৪। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এবং শ্রেণীতে শিক্ষকের এ সম্পর্কিত উপস্থাপনা ও আলোচনার পাশাপাশি তোমার বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষার নিচের কর্মসূচি, পদ্ধতি বা কৌশলসমূহ কোন কোনটি অনুশীলন করা হয়? 'টিক' (✓) চিহ্ন দাও-

ক) দৈনিক সমাবেশে ধর্মগ্রন্থ/শপথবাক্য পাঠ/নৈতিক উপদেশবাণী

ক.১. ধর্মগ্রন্থ পাঠ ☐
ক.২. শপথবাক্য পাঠ ☐
ক.৩. নৈতিক উপদেশবাণী ☐

খ) শিক্ষকের সাথে কথোপকথনে নৈতিক সচেতনতামূলক উদাহরণ, গল্প, উপদেশ, পরামর্শ (যেমন: কোনটি ভালো/ভালো নয়, কোনটি ভালো আচরণ, মন্দ স্বভাব ইত্যাদি) ☐

গ) সহপাঠী বন্ধুদের সাথে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নৈতিক সচেতনতা জাগ্রত করা ☐

ঘ) নৈতিক বোধ উন্নয়নের জন্য আমন্ত্রিত বক্তার মাধ্যমে আলোচনার আয়োজন ☐

ঙ) আদব ও ভালো ব্যবহার শিক্ষাদানের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া ☐

চ) সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি যেমন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া, বক্তৃতা, আলোচনা, শিখনীয় নাটক মঞ্চস্থ উত্যাদি ☐

ছ) পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন ☐

জ) দিনে/সপ্তাহে অন্তত ১/২/...... টি পিরিয়ড নৈতিকতা শেখার জন্য রুটিন রাখা ☐

ঝ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপন/তাৎপর্য বর্ণনা ☐

ঞ) মনীষীদের জীবনী আলোচনা ☐

ট) শিক্ষক নিজেই তাঁর জীবনাচারে নৈতিকতার এক মডেল, যা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক শিক্ষা লাভ ঘটে ☐

Dhaka University Institutional Repository

৫। তোমার বিদ্যালয়ে কি লাইব্রেরি আছে? 'টিক' (✓) চিহ্ন দাও-

হ্যাঁ ☐ না ☐

৫.১ লাইব্রেরি থাকলে সুন্দর চরিত্র গঠনে সহায়ক সম্পূরক পঠন সামগ্রী আছে কি? 'টিক' (✓) চিহ্ন দাও-

হ্যাঁ ☐ না ☐

৫. ১.১ থাকলে তুমি কি সেইসকল পঠন সামগ্রী পাঠ কর? 'টিক' (✓) চিহ্ন দাও-

নিয়মিত ☐ মাঝেমধ্যে ☐ খুব কম ☐ পাঠ করি না ☐

৬। নিচের বিষয়গুলি থেকে তুমি কী শিখতে পেরেছো? ১/২ বাক্যে উল্লেখ কর:

ক তৃতীয় শ্রেণীর বই থেকে

৬.ক.১ বাংলাদেশ

৬.ক.২ ভাই বোনের শখ

৬.ক.৩ মুক্তিসেনা (সুকুমার বড়ুয়া)

৬.ক.৪ আদর্শ ছেলে (কুসুম কুমারী দাশ)

৬.ক.৫ The Hare and the Tortoise

খ চতুর্থ শ্রেণীর বই থেকে

৬.খ.১ বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর

৬.খ.২ সমবায় ভাবনা

৬.খ.৩ মা (কাজী নজরুল ইসলাম)

৬.খ.৪ পারিব না (কালী প্রসন্ন ঘোষ)

৬.খ.৫ The Farmer and the Magic Goose

৭. মনে কর নিচের বিষয়গুলি তোমার জীবনে ঘটছে, সে ক্ষেত্রে তুমি যা করতে শুধু সেই নম্বরে 'টিক' (✓) চিহ্ন দাও। (এর বাইরে মতামত থাকলেও উল্লেখ করতে পার)

(ক) শিক্ষক অনেকগুলি বাড়ির কাজ দিয়েছেন। বই না দেখে নিজে নিজে লিখতে হবে। বাড়িতে একটি অনুষ্ঠান বলে তুমি পড়া সম্পন্ন করতে পারছ না । বইয়ে উত্তর লেখা । এখন তুমি কী করবে ?

i) বই দেখে লিখে নিয়ে যাব ☐

ii) পড়া তৈরি করতে না পারায় শিক্ষকের কাছে ক্ষমা চাইব ☐

iii) কাজগুলি করার আপ্রাণ চেষ্টা করব ☐

iv) অন্যান্য (উল্লেখ কর):

Dhaka University Institutional Repository

(খ) বাড়িতে তোমার দাদু তাঁর ছাতাটি খুঁজে না পেয়ে তোমার সাহায্য চাইলেন, তুমি টেলিভিশনে খুব প্রিয় অনুষ্ঠান দেখছ। তুমি কী করবে ?

i) আমি টিভি দেখছি, এখন পারব না বলব ☐

ii) টিভি অনুষ্ঠানটি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানাব ☐

iii) খুব দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ছাতা খুঁজে পেতে সাহায্য করব ☐

iv) অন্যান্য (উল্লেখ কর):

(গ) একজন অন্ধ মানুষ আইসক্রীম বিক্রি করছে। তোমাদের দুই বন্ধুর কাছে যে টাকা আছে তাতে একটি অইসক্রীম কেনা যায়। বন্ধু না বলে দুইটি আইসক্রীম নিয়ে নিতে বলেছে। তুমি কী করবে ?

i) না বলে দুইটি আইসক্রীম নিয়ে নেব ☐

ii) একটি আইসক্রীমের টাকা তাকে দিয়ে আর একটি আইসক্রীম তার কাছে ফ্রি চাইব ☐

iii) একটি আইসক্রীম কিনে দু'জন ভাগ করে খাব ☐

iv) অন্যান্য (উল্লেখ কর):

(ঘ) অনেক দিন কষ্ট করে বেশ কিছু টাকা জমিয়েছ। খুব শখ, একটি দামি খেলনা কিনবে । তোমার বাড়িতে কাজ করে যে মেয়েটি, তার মায়ের খুব অসুখ বলে সে তোমার কাছে টাকাগুলি চাইল। এখন তুমি কী করবে ?

i) টাকা দেওয়া সম্ভব নয় জানিয়ে দেব ☐

ii) নিজে না দিয়ে বরং মা/বাবাকে অনুরোধ করব মেয়েটিকে কিছু টাকা দিতে ☐

iii) খেলনা না কিনে মেয়েটিকে টাকাগুলি দিয়ে দেব ☐

iv) অন্যান্য (উল্লেখ কর):

(ঙ) তোমার বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছে। কিন্তু টাকার অভাবে বিয়েটা ভেঙ্গে যাচ্ছে। ঘরে খাবার নাই, অসুস্থ মায়ের চিকিৎসা খরচও নাই । তুমি মন খারাপ করে স্কুল থেকে ফিরছিলে। রাস্তায় শুধু তুমি একা। হঠাৎ দেখতে পেলে অনেক টাকা ভর্তি একটি ব্যাগ পথে পড়ে আছে। কী করবে তুমি ?

i) ব্যাগটি নিয়ে নেব ☐

ii) ব্যাগটি ফেলে দিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করব ☐

iii) ব্যাগটি তুলে নিয়ে শিক্ষকদের সাহায্যে থানায় জমা দেব ☐

iv) অন্যান্য (উল্লেখ কর):

শিক্ষার্থীর পরিচিতি

বিদ্যালয়ের নাম: ....

বিদ্যালয়ের ঠিকানা: জেলা.......................... উপজেলা/থানা.............................. ডাকঘর............................

শিক্ষার্থীর নাম:.. ফোন নম্বর: ....

মাতা/পিতার নাম:..

শ্রেণী:... রোল নম্বর ....

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট: ২ (গ)

অভিভাবক

১। আপনি কি মনে করেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষায় (Moral Education) বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের প্রয়োজন আছে? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

হ্যাঁ ☐ না ☐

১.১ অনুগ্রহপূর্বক কারণ উল্লেখ করুন:

২। এই বিদ্যালয়ে যে সকল নৈতিক শিক্ষা (Moral Education) কার্যক্রম অনুশীলন করা হয় সেগুলি কি আপনার কাছে সন্তোষজনক মনে হয়? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

হ্যাঁ ☐ মোটামুটি ☐ না ☐ অবহিত নই ☐

২.১ সন্তোষজনক মনে হলে সেগুলি কী কী ?

২.২ সন্তোষজনক না হলে এক্ষেত্রে আর কী কী করণীয় আছে বলে মনে করেন? দয়া করে আপনার মতামত দিন:

৩। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রমে বিধৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের নৈতিক শিক্ষা (Moral Education) সম্পর্কে আপনি কি অবহিত? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

সম্পূর্ণ ☐ মোটামুটি ☐ কিছুটা ☐ অবহিত নই ☐

৩.১ অবহিত হলে নির্দেশনাসমূহকে কি আপনি যথার্থ মনে করেন? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

যথার্থ ☐ মাটামুটি ☐ কিছুটা ☐ যথার্থ নয় ☐

৩.২ যথার্থ না হলে সেই ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কী দয়া করে লিপিবদ্ধ করুন:

৪। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ে নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ যেভাবে আছে আপনি কি সে সম্পর্কে অবহিত? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

হ্যাঁ ☐ মোটামুটি ☐ না ☐

৪.১ অবহিত হলে তাকে কি আপনি যথার্থ মনে করেন? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

যথার্থ ☐ মোটামুটি ☐ কিছুটা ☐ যথার্থ নয় ☐

৪.২ যথার্থ না হলে সেইক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি দয়া করে লিপিবদ্ধ করুন:

৫। বিদ্যালয় থেকে শিখে আসা এমন কোন নৈতিক বিষয় কি আছে যা আপনার সন্তান বাড়িতে চর্চা করতে চায়? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

হ্যাঁ ☐ না ☐

৫.১ থাকলে কী কী? অনুগ্রহপূর্বক উল্লেখ করুন:

৫.২ বিষয়গুলি কীভাবে শিখতে পেরেছো? অনুগ্রহপূর্বক উল্লেখ করুন:

Dhaka University Institutional Repository

৬। বিদ্যালয় থেকে শিখেছে এমন কোন নৈতিকতার বিপরীত আচরণ কি আছে যা আপনার সন্তান বাড়িতে প্রয়োগ করে থাকে? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

হ্যাঁ ☐ না ☐

৬.১ করে থাকলে কী কী? অনুগ্রহপূর্বক উল্লেখ করুন:

৬.২ বিষয়গুলি কীভাবে শিখেছে? অনুগ্রহপূর্বক উল্লেখ করুন:

৭। বিদ্যালয়ের নৈতিক শিক্ষা (Moral Education) শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র গঠনে তথা দৈনন্দিন জীবনাচারে বাস্তবিক অর্থে কতটা সহায়তা করছে বলে আপনি মনে করেন? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

বহুলাংশে ☐ মোটামুটি ☐ সামান্য ☐ সহায়তা করছে না ☐

৮। শিক্ষার্থীর চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ের কাছে আপনার প্রত্যাশা কী কী? দয়া করে উল্লেখ করুন:

৯। মাদকাশক্তি, ধূমপান, ইভটিজিং জাতীয় অনৈতিক কাজ রোধে অভিভাবক হিসেবে আপনার ভূমিকা কীরূপ হওয়া উচিবলে আপনি মনে করেন?

১০। সংযুক্ত নৈতিক বিষয়ের তালিকার কোন বিষয়গুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত বলে মনে করেন? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

১১। উপরিউক্ত প্রশ্নসমূহ ও আপনার প্রদত্ত উত্তরের অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় যে কোন তথ্য, সুপারিশ, মন্তব্য ও পরামর্শ থাকলে অনুগ্রহপূর্বক নিচে উল্লেখ করুন:

(ক) শিক্ষাক্রম:
(খ) পাঠ্য পুস্তক:
(গ) সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি
(ঘ) শিক্ষক:
(ঙ) বিদ্যালয়ের কার্যক্রম:
(চ) অভিভাবক:
(ছ) শিক্ষা প্রশাসন:
(জ) অন্যান্য:

অভিভাবকের পরিচিতি

নাম:...ফোন নম্বর: ....

পেশা:....................................... শিক্ষাগত যোগ্যতা: ....

সন্তান/পোষ্য-এর নাম ও শ্রেণী: ....

বিদ্যালয়ের নাম: ....

বিদ্যালয়ের ঠিকানা: জেলা: ....উপজেলা: .... ডাকঘর..................................

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট: ২ (ঘ)

মনোবিজ্ঞানী/মনোস্তত্ত্ববিদ

১. একজন পরিপূর্ণ নৈতিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে প্রাথমিক স্তরের নৈতিক শিক্ষার (Moral Education) প্রয়োজনীয়তা আছে কি? থাকলে আপনার অভিমত কী? অনুগ্রহপূর্বক লিপিবদ্ধ করুন:

প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ☐ প্রয়োজন নাই ☐

১.১ অভিমতসমূহ:

২. উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, বিদ্যালয় ও শিক্ষকের ভূমিকা কীরূপ হওয়া উচিত? দয়া করে আপনার সুপারিশসমূহ উল্লেখ করুন:

ক. শিক্ষাক্রম:
খ. পাঠ্যপুস্তক :
গ. বিদ্যালয়:
ঘ. শিক্ষক:

৩. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন ও নৈতিকতা উন্নয়নে পাঠ্যপুস্তকের আলোচনার পাশাপাশি নিচের কোন কোন কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আপনি মনে করেন? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক'(✓) চিহ্ন দিন-

ক) দৈনিক সমাবেশে ধর্মগ্রন্থ/শপথবাক্য পাঠ/নৈতিক উপদেশবাণী

- ক.১. ধর্মগ্রন্থ পাঠ ☐
- ক.২. শপথবাক্য পাঠ ☐
- ক.৩. নৈতিক উপদেশবাণী ☐
- ক.৪. প্রয়োজন নাই ☐

(খ) শিক্ষকের সাথে কথোপকথনে নৈতিক সচেতনতামূলক উদাহরণ, গল্প, উপদেশ, পরামর্শ (যেমন: কোনটি ভালো/ভালো নয়, কোনটি ভালো আচরণ, মন্দ স্বভাব, ভালো কাজের পুরস্কার/মন্দ কাজের শাস্তির প্রাকৃতিক নিয়ম ইত্যাদি) ☐

(গ) সহপাঠী বন্ধুদের সাথে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নৈতিক সচেতনতা জাগ্রত করা ☐

(ঘ) নৈতিক বোধ উন্নয়নের জন্য আমন্ত্রিত বক্তার মাধ্যমে আলোচনার আয়োজন ☐

(ঙ) আদব ও ভালো ব্যবহার শিক্ষাদানের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া ☐

(চ) সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি (যেমন: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,ক্রীড়া,বক্তৃতা,আলোচনা,অভিনয়/শিখণীয় নাটক মঞ্চস্থ ইত্যাদি) ☐

(ছ) পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন ☐

(জ) দিনে/সপ্তাহে অন্তত: ১/২. . . টি পিরিয়ড নৈতিকতা শেখার জন্য রুটিনে রাখা ☐

(ঝ) জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবসসমূহ উদযাপন/তাৎপর্য বর্ণনা ☐

(ঞ) মনীষীদের জীবনী আলোচনা ☐

(ট) শিক্ষক নিজেই তাঁর জীবনাচারে নৈতিকতার এক মডেল, যা দেখে স্বতঃস্ফুর্তভাবে নৈতিক শিক্ষা লাভ ঘটে ☐

Dhaka University Institutional Repository

৪. মাদকাসক্তি, ধূমপান, ইভটিজিং জাতীয় অনৈতিক কাজ রোধে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীসহ সকলের সঙ্গে ভালো/শ্রদ্ধাশীল ব্যবহার করার প্রেষণা সৃষ্টিতে এবং সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠনে শিক্ষার্থীদের প্রতি করণীয় নির্ধারণে আপনার সুপারিশসমূহ অনুগ্রহপূর্বক উল্লেখ করুন:

ক. শিক্ষাক্রম:
খ. পাঠপুস্তক:
গ. শিক্ষক:
ঘ. বিদ্যালয়ের কার্যক্রম:
ঙ. অভিভাবক:
চ. শিক্ষা প্রশাসন:

৪.১ উপর্যুক্ত বিষয়ে কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা/কাউন্সিলর নিয়োগের কোন প্রয়োজন আছে বলে কী আপনি মনে করেন? অনুগ্রহপূর্বক আপনার মূল্যবান মতামত দিন:

৫. শিক্ষার্থীদের মেধা, মানসিক স্থিরতা/প্রশান্তি, মনোযোগ ও দায়িত্বসমূহ পালনে দক্ষতাবৃদ্ধি তথা চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনে বিশ্বের বেশ কিছু উন্নত দেশে বিদ্যালয়ের পড়াশুনার পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য মেডিটেশন চর্চা করে সাফল্য পাওয়া গিয়েছে। আপনি কি মনে করেন আমাদের দেশেও তার প্রয়োজনীয়তা আছে? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

হ্যাঁ ☐ না ☐

৭. উপরিউক্ত প্রশ্নসমূহ ও আপনার প্রদত্ত উত্তরের অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় যে কোন তথ্য, সুপারিশ, মন্তব্য ও পরামর্শ থাকলে অনুগ্রহপূর্বক নিচে উল্লেখ করুন:

ক. শিক্ষাক্রম:
খ. পাঠ্য পুস্তক:
গ. সহ শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি:
ঘ. শিক্ষক:
ঙ. বিদ্যালয় কার্যক্রম:
চ. অভিভাবক:
ছ. শিক্ষা প্রশাসন:

পরিচিতি

নাম: ....ফোন নম্বর: ....

ঠিকানা: ....

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ....

পেশাগত অভিজ্ঞতা: ....

বর্তমান পেশা: ....

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট: ২ (ঙ)

শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ/শিক্ষাবিদ

১. বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের জাতীয় শিক্ষাক্রমের নৈতিক শিক্ষা (Moral Education) সম্পর্কিত বিষয়সমূহ যেভাবে আছে সেক্ষেত্রে সংশোধন/পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে কি আপনি মনে করেন? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

হ্যাঁ ☐ না ☐

১.১ সংশোধন/পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা থাকলে সেগুলো কী কী? দয়া করে আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিন (বিষয় ও শ্রেণীভিত্তিক অথবা সর্বিকভাবে):

২. প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকসমূহে নৈতিকতা সম্পর্কিত পাঠ যেভাবে আছে সে বিষয়ে আপনার অভিমত কী? দয়া করে আপনার মূল্যবান সুপারিশ দিন (বিষয় ও শ্রেণীভিত্তিক অথবা সার্বিকভাবে):

৩. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন ও নৈতিকতা উন্নয়নে পাঠ্যপুস্তকের আলোচনার পাশাপাশি নিচের কোন কোন কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আপনি মনে করেন? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

(ক) দৈনিক সমাবেশে ধর্মগ্রন্থ/শপথ বাক্য পাঠ/নৈতিক উপদেশবাণী

ক.১. ধর্মগ্রন্থ পাঠ ☐

ক.২. শপথবাক্য পাঠ ☐

ক.৩. নৈতিক উপদেশবাণী ☐

ক.৪. প্রয়োজন নাই ☐

(খ) শিক্ষকের সাথে কথোপকথনে নৈতিক সচেতনতামূলক উদাহরণ, গল্প, উপদেশ, পরামর্শ (যেমন: কোনটি ভালো/ভালো নয়, কোনটি ভালো আচরণ, মন্দ স্বভাব, ভালো কাজের পুরস্কার/মন্দ কাজের শাস্তির প্রাকৃতিক নিয়ম ইত্যাদি) ☐

(গ) সহপাঠী বন্ধুদের সাথে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নৈতিক সচেতনতা জাগ্রত করা ☐

(ঘ) নৈতিক বোধ উন্নয়নের জন্য আমন্ত্রিত বক্তার মাধ্যমে আলোচনার আয়োজন ☐

(ঙ) আদব ও ভালো ব্যবহার শিক্ষাদানের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া ☐

(চ) সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি যেমন: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া, বক্তৃতা, আলোচনা, অভিনয়/শিখণীয় নাটক মঞ্চস্থ ইত্যাদি ☐

(ছ) পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন ☐

(জ) দিনে/সপ্তাহে অন্তত: ১/২. . . টি পিরিয়ড নৈতিকতা শেখার জন্য রুটিনে রাখা ☐

(ঝ) জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবসসমূহ উদযাপন/তাৎপর্য বর্ণনা ☐

(ঞ) মনীষীদের জীবনী আলোচনা ☐

(ট) শিক্ষক নিজেই তাঁর জীবনাচারে নৈতিকতার এক মডেল, যা দেখে স্বতঃস্ফুর্তভাবে নৈতিক শিক্ষা লাভ ঘটে ☐

৪. নৈতিক শিক্ষা প্রদানে শিক্ষকদের জন্য বিশেষ কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে বলে কি আপনি মনে করেন? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

হ্যাঁ ☐ না ☐

৪.১ প্রয়োজন থাকলে প্রশিক্ষণটি কি সি.ইন.এড/সমমানের প্রশিক্ষণের সিলেবাস/বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না কি আলাদাভাবে স্বল্প সময়ের জন্য? দয়া করে আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিন:

৪.২ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শসমূহ:

Dhaka University Institutional Repository

৫. মাদকাসক্তি, ধূমপান, ইভটিজিং জাতীয় অনৈতিক কাজ রোধে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীসহ সকলের সাথে ভালো/শ্রদ্ধাশীল ব্যবহার করার প্রেষণা সৃষ্টিতে এবং সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠনে শিক্ষার্থীদের প্রতি করণীয় নির্ধারণে আপনার সুপারিশসমূহ অনুগ্রহপূর্বক উল্লেখ করুন:

৫.২ উপর্যুক্ত বিষয়ে ক্ষেত্রভিত্তিক পরামর্শসমূহ:

(ক) শিক্ষাক্রম:
(খ) পাঠ্যপুস্তক:
(গ) শিক্ষক:
(ঘ) বিদ্যালয়ের কার্যক্রম:
(ঙ) অভিভাবক:
(চ) শিক্ষা প্রশাসন:
(ছ) অন্যান্য:

৬.৩ উপর্যুক্ত বিষয়ে কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা/কাউন্সিলর নিয়োগের কোন প্রয়োজন আছে বলে কি আপনি মনে করেন? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন এবং আপনার মূল্যবান মতামত প্রদান করুন:

৫.৩.১ নিয়োগের প্রয়োজন আছে ☐

৫.৩.২ কাউন্সিলর নিয়োগের প্রয়োজন নাই ☐

৫.৩.৩ শিক্ষকদেরকে প্রয়োজনীয় সুযোগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করলে তারাই কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ☐

৫.৪ কাউন্সিলর নিয়োগসম্পকিত সুপারিসসমূহ :

৬. বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষার (Moral Education) বিদ্যমান অবস্থাটিকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

৭. বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষা (Moral Education) কীরূপ/কীভাবে হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? অনুগ্রহপূর্বক আপনার মূল্যবান সুপারিশ প্রদান করুন:

৮. সংযুক্ত নৈতিক বিষয়ের তালিকার কোন কোন নৈতিকতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চর্চা করানো উচিত বলে আপনি মনে করেন? অনুগ্রহপূর্বক 'টিক' (✓) চিহ্ন দিন-

৯. উপরিউক্ত প্রশ্নসমূহ ও আপনার প্রদত্ত উত্তরের অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় যে কোন তথ্য, সুপারিশ,মন্তব্য ও পরামর্শ থাকলে অনুগ্রহপূর্বক উল্লেখ করুন:

পরিচিতি

নাম:...ফোন নম্বর: ....

ঠিকানা:..

শিক্ষাগত যোগ্যতা:...

পেশাগত অভিজ্ঞতা:...

বর্তমান পেশা: ....

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট: ৩

পাঠদান ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

১. শ্রেণীকক্ষে পাঠদান পর্যবেক্ষণ (নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয়ের পাঠ):

বাংলা	ইংরেজি	পরিবেশ পরিচিতি সমাজ	পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান	ধর্ম	মোট

১.ক পাঠ পরিচালনায় নৈতিকতার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের বৈশিষ্ট্য:

পর্যবেক্ষণকৃত পাঠের সংখ্যা	যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে নৈতিক বিষয় উপস্থাপন	মোটামুটি গুরুত্ব সহকারে নৈতিক বিষয় উপস্থাপন	সাধারণভাবে পাঠ আলোচনা

১.খ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা শিখন শেখানো কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্ত ও একাত্ম হতে পারছে কি? একাত্ম হতে পারলে কতটা?

	সম্পূর্ণ	মোটামুটি	কিছুটা
হ্যাঁ:			
না:			

১.গ উপকরণ ব্যবহার:

হ্যাঁ: ☐

না: ☐

মন্তব্য:

২. বিদ্যালয়ের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ:

২.ক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, চারু ও কারুকলা ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীলতা, সৌন্দর্য চেতনা, নান্দনিক বোধের বিকাশ ও আনন্দ উপভোগের ব্যবস্থা করা হয় কি?

হ্যাঁ: ☐

না: ☐

Dhaka University Institutional Repository

২.খ ব্যবস্থা করা হলে কত দিন পর পর অনুষ্ঠিত হয় এবং নিচের কোন কোন বিষয় অর্ন্তভুক্ত থাকে? (দিন উল্লেখ করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'টিক' (✓) চিহ্ন দিতে হবে)

বিষয়	১ দিন (সপ্তাহে)	২ দিন (সপ্তাহে)	মাসে	মাঝে মধ্যে	নিয়মিত	অনুষ্ঠিত হয়না
সঙ্গীত						
নৃত্য						
নাট্য/অভিনয়						
আবৃত্তি						
চারু ও কারুকলা						
চিত্রাঙ্কন						
জাতীয় দিবস পালন						
র‍্যালি (বিশেষ দিবসে)						
হাতের লেখা						
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত)						

২.গ শরীরচর্চা ও খেলা-ধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক বিকাশের ব্যবস্থা করা হয় কি?

হ্যাঁ: ☐

না: ☐

২.ঘ ব্যবস্থা করা হলে কত দিন পর পর অনুষ্ঠিত হয়?

বিষয়	মাঝে মধ্যে	নিয়মিত	অনুষ্ঠিত হয়না	ধরন
শরীরচর্চা				
খেলা-ধুলা				

২.ঙ কাব/হলদে পাখির দল আছে কি?

	হ্যাঁ	না
কাব		
হলদে পাখির দল		

২.চ দৈনিক সমাবেশ নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় কি?

নিয়মিত	নিয়মিত নয়	খুব কম

২.ছ দৈনিক সমাবেশে কী কী বিষয় অর্ন্তভুক্ত?

পিটি	ধর্মগ্রন্থ পাঠ	শপথ বাক্য পাঠ	জাতীয় পতাকায় সম্মান	জাতীয় সঙ্গীত	উপদেশ

Dhaka University Institutional Repository

৩. বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও সৌন্দর্য রক্ষায় শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে কি?

হ্যাঁ: ☐

না: ☐

বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা		গাছ লাগানো/ বাগান করা	পরিবেশ দিবসে র‍্যালি	ছাত্র ব্রিগেড কাজ করে	সৌন্দর্য
বিদ্যালয় চত্তর	হ্যাঁ/ না				দেয়াল চিত্র ও ছবি/পোস্টার
শ্রেণীকক্ষ	হ্যাঁ/ না				
শৌচাগার	হ্যাঁ/ না				
ডাস্টবিন এর ব্যবহার	হ্যাঁ/ না				

৪. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা পর্যবেক্ষণ:

শরীর	পোষাক	নখ	দাঁত

৫. শিক্ষার্থীদের আদব-কায়দা/বিনয় ও শৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণ:

	খুব ভালো	ভালো	মোটামুটি
আদব-কায়দা/বিনয়			
শৃঙ্খলা			

৬. নৈতিক শিক্ষা সহায়ক (অথবা তার বিপরীত) অপর যে কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় . . . .

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

গবেষণায় নির্বাচিত বিদ্যালয়ের নামের তালিকা

	বিদ্যালয়	উপজেলা/থানা	জেলা	বিভাগ
১	উদয়ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	দক্ষিণখান	ঢাকা সদর	ঢাকা
২	দক্ষিণখান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
৩	চড়াইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কেরানীগঞ্জ		
৪	গোলজারবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
৫	কলমেশ্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গাজীপুর সদর	গাজীপুর	
৬	উত্তর খাইলকুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
৭	আউচপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	টঙ্গী		
৮	আরিচপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
৯	আদর্শ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	খুলনা সদর	খুলনা সদর	খুলনা
১০	চারাবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
১১	৮ নং উত্তর দিঘলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	দিঘলিয়া		
১২	উত্তর বারাকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
১৩	পূর্ব কালিয়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালিয়া	নড়াইল	
১৪	২ নং কালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			
১৫	৩৭ নং কচুবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	লোহাগড়া		
১৬	৪৯ নং চাচই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়			

পরিশিষ্ট- ৫

নৈতিক মূল্যবোধের তালিকাসমূহ

(a) List of the Values as Compiled by NCERT (National Council for Educational Research and Training) (Amareswaran, 2010, pp.22-24)

1. Abstinence
2. Appreciation of cultural values
3. Anti-Untouchability
4. Citizenship
5. Consideration for others
6. Concern for others
7. Co-operation
8. Cleanliness
9. Compassion
10. Common Cause
11. Common good
12. Courage
13. Courtesy
14. Curiosity
15. Democratic decision making
16. Devotion
17. Dignity of the individual
18. Dignity of manual work
19. Duty
20. Discipline
21. Endurance
22. Equality
23. Friendship
24. Faithfulness
25. Fellow-feeling
26. Freedom
27. Forward look
28. Good manners
29. Gratitude
30. Gentlemanliness
31. Honesty
32. Helpfulness
33. Humanism
34. Hygienic living
35. Initiative
36. Integrity
37. Justice
38. Kindness
39. Kindness to animals
40. Leadership
41. National Unity
42. Loyality to duty
43. National Consciousness
44. Non-Violence
45. National Integration
46. Obedience
47. Peace
48. Proper Utilisation of time
49. Punctuality
50. Patriotism
51. Quest for Knowledge
52. Purity
53. Resourcefulness
54. Regularity
55. Respect for others
56. Reverence for old age
57. Sincerity
58. Simple living
59. Social justice
60. Self-discipline
61. Self-help
62. Self –respect
63. Self-confidence
64. Self-support
65. Self-study
66. Self-reliance
67. Self-control
68. Self-restraint
69. Social service
70. Solidarity of mankind
71. Sense of social responsibility
72. Sense of discrimination between good and bad
73. Socialism
74. Sympathy
75. Secularism and respect for all religions
76. Spirit of enquiry
77. Team work
78. Team spirit
79. Truthfulness
80. Tolerance
81. Universal truth
82. Universal love
83. Value for national and civic property

Dhaka University Institutional Repository

(b) Bill Gothard has informally specified a set of forty-nine virtues
(Amareswaran, 2010, pp.24-26)

1. Exhorting
1. Creativity vs. Underachievement
2. Discernment vs. Judgement
3. Discretion vs. Simple-mindedness
4. Enthusiasm vs. Apathy
5. Faith vs. presumption
6. Love vs. selfishness
7. Wisdom vs. Natural Inclinations

2. Giving
1. Cautiousness vs. Recklessness/Rashness
2. Frugality vs. Luxury
3. Fulfilment/Contentment vs. Covetousness
4. Gratitude/Gratefulness vs. Ungratefulness/Unthankfulness
5. Promptness/Punctuality vs. Tardiness
6. Resourcefulness vs. Wastefulness
7. Tolerance vs. Intolerance/Prejudice

3. Mercy
1. Attentiveness vs. Unconcern
2. Compassion vs. Indifference
3. Deference vs. Rudeness
4. Fairness vs. Partiality
5. Gentleness vs. Harshness
6. Meekness vs. Anger
7. Sensitivity vs. Callousness

4. Organization
1. Ambition/Initiative vs. Unresponsiveness
2. Commitment vs. Untrustworthiness
3. Courage vs. Cowardice
4. Decisiveness vs. Vacillation/Double-mindedness
5. Determination vs. Faint-heartedness
6. Loyalty vs. Unfaithfulness
7. Orderliness vs. Confusion/Disorganization

5. Prophecy
1. Adventurousness/Boldness vs. Trepidation/Fearfulness
2. Compliance/obedience vs. Obstinacy/Willfulness
3. Forgiveness vs. Disaffirmation/Rejection
4. Persuasiveness vs. Combativeness/Contentiousness
5. Sincerity vs. Two-facedness/Hypocrisy
6. Truthfulness vs. Impurity
7. Uprightness vs. Impurity

6. Serving
1. Alertness vs. Unawareness
2. Availability vs. Self-centeredness
3. Endurance vs. Quitting/Giving up
4. Flexibility vs. Resistance
5. Generosity vs. Stinginess
6. Hospitality vs. Loneliness
7. Joyfulness vs. Self-pity

7. Teaching
1. Dependability vs. Inconsistency
2. Diligence vs. Slothfulness
3. Patience vs. Restlessness
4. Reverence vs. Disrespect
5. Security vs. Anxiety
6. Self-control vs. Self-indulgence
7. Thoroughness vs. Incompleteness

(c) Classification of Values (Amareswaran, 2010, pp.26-27)

1. Gandhi's Classification

In order to create new social order Gandhiji introduced Nai Talim in the year 1937, which is popularly known as Basic Education.

1. Truth
2. Non-violence
3. Freedom
4. Democracy
5. Sarua Dharma Samabhaua
6. Equality
7. Self-realization
8. Purity of ends and means
9. Self-discipline
10. Suddhi.

2. Gail M. Inlaw Classification

1. Traditional and cultural values
2. Economic values
3. Political values
4. Values in science and technology
5. Philosophical values
6. Values of the new left
7. Values of the black community

3. Plato's Classification

1. Truth
2. Beauty
3. Goodness.

4. Parker's Classification of Values

1. Biological values
2. Economic values
3. Affective values
4. Social values
5. Intellectual values
6. Aesthetic values
7. Moral Values
8. Religious values.

5. Spranger's Classification

1. Theoretical values
2. Economic values
3. Aesthetic values
4. Social values
5. Political values
6. Religious values

6. General Classification

1. Personal
2. Social
3. Moral
4. Spiritual and
5. Behavioural values.

(d) List of 'A-Z' Values collected by Dr. N. Amareswaran, a great Scholar, Teacher, Writer, Poet, Leader and Researcher of India.(Amareswaran, 2010, pp.17-22)

1. Abundance
2. Acceptance
3. Accessibility
4. Accomplishment
5. Accuracy
6. Achievement
7. Acknowledgement
8. Activeness
9. Adaptability
10. Adoration
11. Adroitness
12. Adventure
13. Affection
14. Affluence
15. Aggressiveness
16. Agility
17. Alertness
18. Altruism
19. Ambition
20. Amusement
21. Anticipation
22. Appreciation
23. Approachability
24. Articulacy
25. Assertiveness
26. Assurance
27. Attentiveness
28. Attractiveness
29. Audacity
30. Availability
31. Awareness
32. Awe
33. Balance
34. Beauty
35. Being the best
36. Belonging
37. Benevolence
38. Bliss
39. Boldness
40. Bravery
41. Brilliance
42. Buoyancy
43. Calmness
44. Camaraderie
45. Candor
46. Capability
47. Care
48. Carefulness
49. Celebrity
50. Certainty
51. Challenge
52. Charity
53. Charm
54. Chastity
55. Cheerfulness
56. Clarity
57. Cleanliness
58. Clear-mindedness
59. Cleverness
60. Closeness
61. Comfort
62. Commitment
63. Compassion
64. Completion
65. Composure
66. Concentration
67. Confidence
68. Conformity
69. Congruency
70. Connection
71. Consciousness
72. Consistency
73. Contentment
74. Continuity
75. Contribution
76. Control
77. Conviction
78. Conviviality
79. Coolness
80. Cooperation
81. Cordiality
82. Correctness
83. Courage
84. Courtesy
85. Craftiness
86. Creativity
87. Credibility
88. Cunning
89. Curiosity
90. Daring
91. Decisionness
92. Decorum
93. Deference
94. Delightness
95. Dependability
96. Depth
97. Desire
98. Determination
99. Devotion
100. Devoutness
101. Dexterity
102. Dignity
103. Diligence
104. Direction
105. Directness
106. Discipline
107. Discovery
108. Discretion
109. Diversity
110. Dominance
111. Dreaming
112. Drive
113. Duty
114. Dynamism
115. Eagerness
116. Economy
117. Ecstasy

Dhaka University Institutional Repository

118. Education
119. Effectiveness
120. Efficiency
121. Elation
122. Elegance
123. Empathy
124. Encouragement
125. Endurance
126. Energy
127. Enjoyment
128. Entertainment
129. Enthusiasm
130. Excellence
131. Excitement
132. Exhilaration
133. Expectancy
134. Expediency
135. Experience
136. Expertise
137. Exploration
138. Expressiveness
139. Extravagance
140. Extroversion
141. Exuberance
142. Fairness
143. Faith
144. Fame
145. Family
146. Fascination
147. Fashion
148. Fearlessness
149. Ferocity
150. Fidelity
151. Fierceness
152. Financial independence
153. Firmness
154. Fitness
155. Flexibility
156. Flow
157. Fluency
158. Focus
159. Fortitude
160. Frankness
161. Freedom
162. Friendliness
163. Frugality
164. Fun
165. Gallantry
166. Generosity
167. Gentility
168. Giving
169. Grace
170. Gratitude
171. Gregariousness
172. Growth
173. Guidance
174. Happiness
175. Harmony
176. Health
177. Heart
178. Helpfulness
179. Heroism
180. Holiness
181. Honesty
182. Honor
183. Hopefulness
184. Hospitality
185. Humility
186. Humor
187. Hygiene
188. Imagination
189. Inpact
190. Impartiality
191. Independence
192. Industry
193. Ingenuity
194. Inquisitiveness
195. Insightfulness
196. Inspiration
197. Integrity
198. Intelligence
199. Intensity
200. Intimacy
201. Intrepidness
202. Introversion
203. Intuition
204. Intuitiveness
205. Inventiveness
206. Investing
207. Joy
208. Judiciousness
209. Justice
210. Keenness
211. Kindness
212. Knowledge
213. Leadership
214. Learning
215. Liberation
216. Liberty
217. Liveliness
218. Logic
219. Longevity
220. Love
221. Loyalty
222. Majesty
223. Making a difference
224. Mastery
225. Maturity
226. Meekness
227. Mellowness
228. Meticulousness
229. Mindfulness
230. Modesty
231. Motivation
232. Mysteriousness
233. Neatness
234. Nerve
235. Obedience
236. Open-mindedness
237. Openness
238. Optimism
239. Order
240. Organization
241. Originality
242. Outlandishness
243. Outrageousness
244. Passion
245. Peace
246. Perceptiveness
247. Perfection
248. Perkiness
249. Perseverance
250. Persistence
251. Persuasiveness
252. Philanthropy
253. Piety
254. Playfulness
255. Pleasantness
256. Pleasure
257. Poise
258. Polish
259. Popularity
260. Potensy
261. Power
262. Practicality
263. Pragmatism
264. Precision
265. Preparedness
266. Presence
267. Privacy
268. Proactivity
269. Professionalism
270. Prosperity
271. Prudence
272. Punctuality
273. Purity
274. Quality
275. Quiet
276. Realism
277. Reason
278. Reasonableness
279. Recognition
280. Recreation
281. Refinement
282. Reflection
283. Relaxation
284. Reliability
285. Religiousness
286. Resilience
287. Resolution
288. Resolve
289. Resourcefulness
290. Respect
291. Rest

292. Restraint
293. Reverence
294. Richness
295. Rigor
296. Sacredness
297. Sacrifice
298. Sagacity
299. Saintliness
300. Sanguinity
301. Satisfaction
302. Security
303. Self-control
304. Selflessness
305. Self-reliance
306. Sensitivity
307. Sensuality
308. Serenity
309. Service
310. Sexuality
311. Sharing
312. Shrewdness
313. Significance
314. Silence
315. Silliness
316. Simplicity
317. Sincerity
318. Skillfulness
319. Solidarity
320. Solitude
321. Soundness
322. Speed
323. Spirit
324. Spirituality
325. Spontaneity
326. Spunk
327. Stability
328. Stealth
329. Stillness
330. Strength
331. Structure
332. Success
333. Support
334. Supremacy
335. Surprise
336. Sympathy
337. Synergy
338. Teamwork
339. Temperance
340. Thankfulness
341. Thoroughness
342. Thoughtfulness
343. Thrift
344. Tidiness
345. Timeliness
346. Traditionalism
347. Tranquility
348. Transcendence
349. Trust
350. Trustworthiness
351. Truth
352. Understanding
353. Unflappability
354. Uniqueness
355. Unity
356. Usefulness
357. Utility
358. Valor
359. Variety
360. Victory
361. Vigor
362. Virtue
363. Vision
364. Vitality
365. Vivacity
366. Warmth
367. Watchfulness
368. Wealth
369. Willfulness
370. Willingness
371. Winning
372. Wisdom
373. Wittiness
374. Wonder
375. X-Value
376. Youthfulness
377. Zeal

(e) List of Values Classified/Identified by Eminent Thinkers and Writers
(Chand, 2009, pp.12-19)

1. Swami Vivekananda has laid stress on the following values:

1. Cultivation of heart
2. Fearlessness
3. Non-injury
4. Purity not only personal purity, but social purity
5. Self-sacrifice
6. Service to other

2. Mahatma Gandhi mentions the following eleven values:

1. '*Ahimsa*'(Non-violence)
2. '*Satya*'(Truth)
3. '*Astayam*'(Non-thriving)
4. '*Brahmacharya*'(Purity)
5. '*Aparigraha*'(Non-acquisitiveness)
6. '*Sharirshrama*'(Physical work)
7. '*Aswada*'(Control of Palate)
8. '*Sarvatra Bhavjavarjana*'(Fearlessness)
9. '*Sarva Dhrma Sambhava*' (Looking up at all religious equally-toleration)
10. '*Swadeshi*'(Patriotism-love of one's own country)
11. '*Sparsha*'(Abolition of untouchability).

Dhaka University Institutional Repository

3. Values emphasized at the National Seminar held at Coimbatore by Ramakrisha Mission Vidyalaya (Feb., 1980)

1. Cleanliness
2. Community service
3. Compassion
4. Dignity of labour
5. Dutifulness
6. Faith in God
7. Integrity
8. Fearfulness
9. Non-violence
10. Orderliness
11. Patriotism
12. Punctuality
13. Respect for elders
14. Respect for all religions
15. Self-discipline
16. Social responsibility
17. Sound health
18. Truthfulness (honesty).

4. Values suggested by Dr. karan Singh, a great scholar and thinker, Chancellor, Jawaharial Nehru University

In a write-up in the 'Hindustan times' December 10,2004, Dr. Karan Singh referred to the following values:

1. Family values
2. Social values
3. Environmental values
4. Inter-religious understanding values
5. Spiritual values
6. Global values.

5. Moral components advocate by John Wilson

1. A consideration for others:- Principle of equality-dignity of the individual-virtues involved; kindness, sympathy, altruism, courtesy, cooperation etc.
2. An awareness of feelings in one's own and in others:- capacity to anticipate the feelings that would arise in himself and in others as a result of his action-moral thinking about the pros and cons of his action-" Do unto others as you would like them do unto you"-virtues involved: magnanimity, nobility, altruism etc.
3. Ability to collect data (in a situation involving morality)- right decision making –moral issues and moral conflicts- ability to collect all relevant facts- analyse- think of the possible course of action- scientific method of solving problems- virtues involved: reasoning, endurance, patience etc.
4. Ability to take a decision: - moral education must train the person to be able to take the right decision- virtues involved: justice, wisdom, temperance etc.
5. Will to act on the decision:-may not act for want of sufficient courage- fear anticipated- virtues involved: courage, duty, responsibility etc.

6. S.J. Dackawish in Analysis of Values of Modern Age Midwerborn Community. Sociology and Social Research(1959)lists the following 12 basic values:

1. Fairness
2. Genuineness
3. Happiness
4. Humility
5. Impulsive control
6. Integrity
7. International skills
8. Love for people
9. Mentality
10. Religion
11. Respect for dignity
12. Sobriety

7. The White House Conference on Education (1955) laid stress on the following values:

1. Appreciation of our democratic heritage
2. Ability to think and evaluate consistently and creatively.
3. Ethical behaviour based on a sense of moral and spiritual values.
4. Wise use of time, including constructive leisure pursuits.
5. An awareness of our relationship with the world community.

Dhaka University Institutional Repository

8. Berelson and Salter (1972) divide values in the following two categories:

1. *Values of Heart*. These include-adventure, affection, idealism, independence, justice and patriotism.
2. *Values of Mind*. These consist of –domination, economics success, personal success, Power, problem solving competence and social security.

9. Thomas's (1967) classifies Values into six group:

1. Aesthetic values
2. Humanitarian values
3. Intellectual values
4. Power values
5. Material values, and
6. Religious Values

10. Weil and Weid (1971) divide values into three main categories:

1. *People oriented values* like case, concern, cooperation and helpfulness.
2. *Extension values* like money, security, status, etc.
3. *Expressive values* like opportunities using special abilities and aptitude.

11. Some Scholars Like Roheach (1973) classify values in two broad categories:

1. Instrumental values
2. Terminded

A person having instrumental may be:

1. Ambitious
2. Broadminded
3. Capable
4. Cheerful
5. Clean
6. Courageous
7. Forgiving
8. Helpful
9. Honest
10. Imaginative
11. Independent
12. Intellectual
13. Logical
14. Loving
15. Obedient
16. Polite
17. Responsible
18. Self-controlled.

The terminal values of a person consist of the following characteristics:

1. Beauty
2. Comfortable life
3. Equality
4. Exciting life
5. Equality
6. Family security
7. Freedom
8. Happiness
9. Inner security
10. National security
11. Self-respect
12. Sense of accomplishment
13. Social recognition
14. True friendship
15. Wisdom.

12. Hunt (1975) lists the following values in the modern age:

1. Concern for egualitarianism
2. Concern for free speech
3. Concern for peaceful resolution of disputes
4. Concern for participatory democracy
5. Concern for freedom in personal life style
6. Disdain for traditional political interests
7. Concern for natural environment
8. Concern for natural human values.

13. Jangira (1985) classifies values into two groups under:

1. *Core values* consisting of mutual trust, faith in the goodness of man, social courtesises leading to mutual respect, pursuit of excellence in work, appreciation of aesthetics, supporting the just cause, truthfulness, etc.
2. *Ethical values* comprising hard work, regularity, punctuality, respect for teachers, concern for the prestige of the institution, avoidance of telling lies for the petty gains, smoking drinking, gambling, stealing and copying.

14. V.S. Mathur lilts the following values of Indian Culture:

1. Avoiding extremes
2. Receptivity to learn
3. Spiritual approach to life
4. Taking comprehensive view of life
5. Tolerance.

15. V.K. Gokak (1942) has classified the values as:

1. Truth
2. Righteous conduct
3. peace
4. Love
5. Non-violence

16. The Parliamentary Standing Committee on Human Resource Development on Values

Eighty First Report on Value Based Education (1999) (Chavan Committee's Report) submitted in both Houses of Parliament observed that

Truth (Satya), Righteous conduct (Dharma), Peace (Shanti), Love (Prema) and Non-violence(Ahimsa) are the Core Universal Values which can be identified as the foundation stone on which the value based education programme can be built up.

(f) Values Needed to be Inculcated among School Students (Chand, 2009, pp.27-29)

1. A.J.C. Verma has Suggested the following values in "Education for self-Development" (1983)

1. Care for public property
2. Cleanliness
3. Cooperativeness
4. Consideration for other
5. Freedom
6. Hard work
7. Honesty
8. Love for one's country
9. Justice
10. Non-violence
11. Scientific temper
12. Secularism
13. Self-discipline
14. Service to people
15. Team spirit
16. Truth

2. B.M.T. Ramji in hisl book "Value-oriented School Education," has suggested that the students should be encourage to acquire the following values:

1. Cleanliness
2. Courage
3. Courtesy
4. Dignity of manual work
5. Joy
6. Manual work
7. Peace
8. Purity
9. Service
10. Truth
11. Universal love.

Dhaka University Institutional Repository

3. C. C.S.E. and Value-oriented School Climate

A Conference on Value Education (1986) organized by the Central Board of Secondary Education, Delhi identified the following 50 values which should form the school climate:

1. Respect for individual
2. Education for service rather than competition
3. Openness, Freedom, flexibility
4. Human relationship
5. Participation with maximum involvement
6. Sensitivity and awareness
7. Concern for each other
8. Scientific attitude and scientific temper
9. Honesty and integrity
10. Value of time
11. Mature self
12. Self-acceptance, self-awareness, Self-confidence
13. Understanding leading to forgiveness
14. Relationship with God
15. Individual yet socially responsible
16. Work ethics
17. Dignity of labour
18. Trust
19. Fearlessness
20. Moral courage
21. Tolerance/acceptance of difference
22. Practice before preaching
23. Compassion
24. Use of head, heart and hand
25. Acculturation
26. Patriotism
27. Communication
28. Environment preservation
29. Justice
30. Exposure to world and international understanding
31. Integrated development
32. Staff development
33. Pastoral care
34. Team spirit
35. Parent-teacher relationship
36. Developed potentials
37. Optimism, faith and hope
38. Vision and sense of purpose
39. Life-long learner
40. Innovativeness and resourcefulness
41. Creativity and initiative
42. Sense of belonging
43. Sense of Pride
44. Risk taking
45. Sense of adventure
46. Dedication and commitment
47. Simplicity and Austerity
48. Ability to set standards and stick to those
49. Adaptability
50. Attention to details.

তথ্যসূত্র

Amareswaran, N. (2010). *Moral Values of Intermediate Students.* New Delhi: Discovery Publishing House Pvt.Ltd.

Chand, J. (2009). *Value Education.* Delhi: Anshah Publishing House

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট: ৬

এই গবেষণার জন্য নির্বাচিত নৈতিক বিষয়ের তালিকা

[১] অহিংসা	[২৫] দেশপ্রেম	[৪৯] যুক্তিবাদিতা
[২] অহম বর্জন/অহংকার বর্জন	[২৬] ধৈর্যশীলতা	[৫০] রাগ নিয়ন্ত্রণ/ক্রোধ প্রশমন
[৩] অধ্যবসায়	[২৭] নম্রতা/বিনয়	[৫১] লোভহীনতা
[৪] অন্যায়ের প্রতি ঘৃণাবোধ	[২৮] নান্দনিকতা/সৌন্দর্যবোধ	[৫২] শালীনতা/মার্জিত বোধ
[৫] অপরের প্রতি সম্মান/শ্রদ্ধাশীলতা	[২৯] নিয়মানুবর্তিতা/নিয়মনিষ্ঠ	[৫৩] শিষ্টাচার/সদাচার/উন্নত আচার-ব্যবহার/আদব-কায়দা/ভদ্রতাবোধ/সৌজন্যতা
[৬] অপর ধর্মে/মতবাদে সহনশীলতা	[৩০] নির্মলতা/সারল্য	[৫৪] শৃঙ্খলা
[৭] অপরের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা	[৩১] ন্যায়পরায়নতা/ন্যায়বিচারনিষ্ঠ	[৫৫] সততা
[৮] আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	[৩২] পরার্থপরতা/পরোপকার	[৫৬] সত্যবাদিতা/সত্যনিষ্ঠা/ সত্যানুসরণ
[৯] আতিথেয়তা	[৩৩] পরিমিতিবোধ	[৫৭] সমবেদনাবোধ/সহমর্মিতা/ সহানুভূতি
[১০] আত্মত্যাগ	[৩৪] পরিবেশ রক্ষা/সংরক্ষণ	[৫৮] সময়ানুবর্তিতা/সময়ের সদ্ব্যবহার
[১১] আত্মমূল্যায়ন	[৩৫] পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	[৫৯] সহযোগিতা
[১২] আত্মসম্মানবোধ	[৩৬] প্রতিশ্রুতি রক্ষা	[৬০] সহিষ্ণুতা/সহনশীলতা
[১৩] ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি	[৩৭] প্রশান্তচিত্ততা	[৬১] সংযম/আত্মনিয়ন্ত্রণ
[১৪] ঈর্ষা মুক্ততা	[৩৮] বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	[৬২] সঞ্চয়
[১৫] উন্নত ব্যক্তিত্ববোধ	[৩৯] বন্ধুভাবাপন্ন	[৬৩] সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা
[১৬] একতা/ঐক্য	[৪০] বিবেকবোধ	[৬৪] সাহসিকতা
[১৭] ঔদার্য	[৪১] বিশ্বাসযোগ্যতা	[৬৫] সেবাব্রত/সেবাপরায়নতা
[১৮] কর্তব্যপরায়নতা/দায়িত্ববোধ	[৪২] বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ	[৬৬] সুবিবেচনাবোধ
[১৯] কর্মনিষ্ঠা/কর্মতৎপরতা/ পরিশ্রম নির্ভরতা	[৪৩] বৈষম্যহীনতা/সাম্য/সমতা	[৬৭] সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা
[২০] কুসংস্কারমুক্ততা	[৪৪] ভ্রাতৃত্ববোধ	[৬৮] সৌহার্দ্য/সম্প্রীতি/সংহতি
[২১] কৃতজ্ঞতাবোধ/ধন্যবাদপূর্ণ	[৪৫] মমতা/ভালোবাসা	[৬৯] স্বাস্থ্য রক্ষা
[২২] ছোটদের প্রতি স্নেহপরায়নতা	[৪৬] মহত্ত্ব	[৭০] ক্ষমাশীল মনোভাব
[২৩] জীব/প্রাণীর প্রতি মমতা	[৪৭] মানবিকতা/মানবতাবাদ	
[২৪] দয়ার্দ্রতা	[৪৮] মিতব্যয়িতা	